নব-মন্দির

যোহান বোয়ারের 'New Temple'এর অনুবাদ

অনুবাদক

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২



প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৩
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

চার টাকা

নব-মন্দির

১

ক্রসেথের বিধবার মৃত্যু হল।

শহরে এবং মফস্বলে টেলিফোন বেজে উঠতে লাগল: 'খবর শুনেছেন কি?' চারিদিকের বনময় প্রদেশগুলো চকিত হয়ে জেগে উঠল, লোকেরা নিজের মনে মনে এবং অন্যদের প্রশ্ন করতে লাগল: এখন কী হবে! একাধিক ব্যাঙ্কে একটা অস্বস্তি দেখা দিল। যাদের ধার ছিল আর যারা ধার দিয়েছিল সবাই সংবাদপত্র ঘাঁটা শুরু করল। হ্রদের ধারে কাঠের তৈরী ছোট শহরে স্ত্রীলোকেরা তাদের বাড়ীর দোর গোড়া থেকে রাস্তার পরপারের প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে কথা বলাবলি করতে লাগল। বড়ো রাস্তাটা দিয়ে যে সব লোকেরা উত্তরের দিকে যাচ্ছিল তারাও থেমে গিয়ে 'ফর্' গাছে ঢাকা পর্ব্বতশীর্ষের নীচে অবস্থিত প্রকাণ্ড খামার-বাড়ীর পানে একদৃষ্টে তাকাতে লাগল যেন বাড়ীটার চেহারার ওপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে; হ্রদের অপর পারের লোকেরা পর্য্যন্ত দূরবীণ হাতে বেরিয়ে এসে তালুকটার দিকে সেগুলোকে নিবদ্ধ করল। ক্রসেথ এত উঁচুতে যে চারদিকে বহু দূর থেকে ও জায়গাটাকে দেখা যেত আর বহু দুষ্কৃতকারীকে সেইদিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতে হত, কারণ সেইখান থেকে বছরের পর বছর বহু ভালো এবং মন্দ নেমে আসত তাদের পানে।

কিন্তু আজও এই রৌদ্রোজ্জ্বল বসন্ত দিনে ওই প্রকাণ্ড তালুকটা অতীতকালের মতো তেমনি ধারাই দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড বাড়ীটা

তেমনি বিরাট, তেমনি শুভ্র, তার সংলগ্ন বাহির্বাটিকা তেমনি লাল এবং সংখ্যাবহুল, বাগানের ফল গাছগুলো তেমনি পুষ্পশোভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকের কাছেই এটা কেমন আশ্চর্য লাগতে থাকে, কারণ লোকেরা ওই কর্ত্রীকে আর তাঁর শাসনাধীন সমস্তকে যেন একটি অখণ্ড বস্তুহিসাবেই দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল—ওই বাড়ীগুলো, বিস্তৃত চাষের ভূমি এবং প্রান্তরগুলো, বহুদূর প্রসারিত বনভূমি,—এই সবই যেন কি একরকম করে তাঁরই একটা অংশ হয়ে গিয়েছিল। চারিদিকের সমস্তই ছিল তাঁর; ওই হ্রদের ধারে যে কাঠের তৈরী ছোট শহরটি তার জমিটা পর্য্যন্ত এঁরই কাছ থেকে পত্তনী করে নেওয়া; বেশির ভাগ বাড়ীও তাঁরই কাছে বন্ধকে বাঁধা কারণ তার সমস্ত কাঠ তাঁরই কাঠ-চেরা কারখানা থেকে ধারে নেওয়া হয়েছিল। ওই যে নীচে এবং আশে পাশের প্যারিশগুলোয় (Parish) বৈদ্যুতিক আলো তাও এঁরই পাওয়ার-হাউস থেকেই আসে; ওটা তিনি তাঁর নিজের খরচায় তৈরী করেছিলেন সেই সময়, যখন তাঁর পার্শ্ববর্তী কমিউনেরা কল্পনাও করেনি যে কোনো রাতে ইচ্ছে করলে শহর এবং মফস্বলকে তিনি অনায়াসে অন্ধকারে মগ্ন করে দিতে পারতেন। তাই এতে আর বিস্মিত হবার কি আছে যে অনেকের চোখেই তিনি শহর এবং গ্রামপ্রদেশের নিয়তি স্বরূপা বলে প্রতিভাত হতেন? তবু আজ তাঁর তিরোধানের পরও, ওই বাড়ী, ওই পর্ব্বত, প্রান্তর আর শহর চিরদিনের মত তেমনি করেই দাঁড়িয়ে আছে।

তাঁর নাম ছিল ফ্রু মার্গারেট আল্ম, কিন্তু সকলেই তাকে ডাকত ব্রুসেথের বিধবা বলে। চল্লিশ বছর ধরে তিনি বিধবা; এই দীর্ঘকাল ধরে তিনি জমিদারী করেছেন, ব্যবসায় টাকা ফেলেছেন, লাভ করেছেন, লোকসান দিয়েছেন, যে-কাজে কেউ তাঁর অনুসরণ করেনি, তাতে তিনি সাহসিকার মত এগিয়ে গেছেন একাকিনী, আদালতে এবং আদালতের

বাইরে লড়াই করেছেন ব্যাঙ্কার এবং 'কমিউন'দের সঙ্গে, এমন কি সরকারের সঙ্গে পর্য্যন্ত।

তাঁর বন্ধু ছিলনা বললেই হয়, শত্রু ছিল বিস্তর, আর বোধ হয় শত্রুদেরই তিনি সব চেয়ে বেশি পছন্দও করতেন। প্রতিবৎসর পয়লা মে অন্ততঃ এমনি মনে হত, যখন ওই ছোট্ট শহরের শ্রমিকেরা তাদের মিছিল (demonstration) বার করত; কারণ তিনি তখন তাদের ধিক্কার বাণী শোনার আনন্দ উপভোগ করবার জন্যই যেন শহরের রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ী চালিয়ে যেতেন। নানা দিক থেকেই তিনি ছিলেন সেকেলে নারী—কোনো মজুরের গালে চড় বসিয়ে দিতে পারতেন তিনি এবং জাহাজের কাপ্তেনের মত গালিগালাজ করতেও পারতেন। ওই ছোট্ট সমাজতন্ত্রী পত্রিকাটি যে সবসময়ই তাঁকে ভয়ানক কৃপণ বলে গাল দিত সেটা কিন্তু তাদের পক্ষে অন্যায় ছিল। তাই যদি হত, তা হলে তাঁর চাকররাই এত দীর্ঘকাল ছিল কি করে তাঁর কাছে, আর তাঁর কুটিরবাসী প্রজারাই (cottagers) বা এমন সুন্দর বাড়ীতে থাকত কি করে? ছোট ছোট ছেলেরাও আজ শহরের এবং পাহাড়ের পথে পথে এই সংবাদ নিয়ে ছুটোছুটি করছে কারণ এই মৃত্যু ওদেরও আঘাত করেছে। ওই প্রকাণ্ড, স্ফীতবক্ষা নারী, তাঁর নিত্যকার বেগনী পোষাক পরে, লালমুখের ওপর সোনার চশমা লাগিয়ে, গাড়ীতে চড়ে, আর আসবেন না; আর, গেট খুলে দিয়ে যখন ওরা নগ্নপদে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকত, তখন তিনি যেমন করে ওদের পানে রৌপ্যমুদ্রা ছুঁড়ে দিতেন তাও আর করবেন না।

এটা ছিল মে মাস; খামারের লোকেরা নীচের খেতগুলোয় সকাল থেকে আলুবোনার কাজে ব্যস্ত; কিন্তু বেলা বাড়ল যখন, তারা ওই ঘটনার কথা জানতে পারল আর সব কাজ গেল থেমে। কাজ করবার অনুমতি দেবার জন্য সেখানে না ছিল ফোরম্যান, না ছিল কোনো

নায়েব, কিন্তু অশ্রুতপূর্ব ঘটনাই ঘটল,—তারা নিজের হাতে তুলেনিল অধিকার ; ঘোড়াগুলোকে খুলে দেওয়া হল, নরনারী সবাই চলল সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর পানে।

আসল বাড়ীর বড়ো রান্না ঘরে পুরানো কায়দায় রাখা ছিল একটা লম্বা টেবিল আর তারি দুপাশে পাতা ছিল কতকগুলো বেঞ্চি খামারের মজুর এবং বাসিন্দা প্রজাদের জন্য। টেবিলটা প্রায় বিঘৎখানেক মোটা। পুরানো হওয়ায় সর্ব্বত্র চিড়ধরা, আর ঘসে মেজে সাদা করা হলেও, তাড়াহুড়ো এবং অসাবধানতা বশতঃ তপ্ত পাত্র এবং কেট্‌লিরাখার চিহ্নে চিহ্নিত। কত কাজের দিনে এবং ছুটির দিনে ঘর্মাক্ত এবং রৌদ্রদগ্ধ নরনারীরা এখানে ভোজনের জন্য একত্রিত হয়েছে, তারা বলেছে তাদের কত কাহিনী, ছুরিকাঁটার নাড়ানাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই উঠেছে কত হাসির তরঙ্গ। আজকাল এই টেবিল হারিয়েছে তাদের একটি পুরানো বন্ধুকে—সেই প্রকাণ্ড রান্নার স্টোভটাকে, যে-স্টোভ বিগত কালে জ্বালানি কাঠের একটা গোটা বনকে উদরসাৎ করেছে, সেটা এখন পচছে ওই বাইরেকার একটা ছোট ঘরে, কারণ এই পরবর্ত্তী কালে সবরকমের রান্নাবান্না বিদ্যুৎতের সাহায্যেই চলেছে ; রন্ধনপাত্রগুলো কালিলেগে আর কালো হয় না, ওগুলো এখন ঝক্‌ঝক্ করতে থাকে, অগ্নিশিখা আর ধোঁয়ার স্বাদ আর পায়না এরা। টেবিলটাও এখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বড় হয়ে উঠেছে, কারণ কুটিরবাসী প্রজারা এখন নিজেদের ঘরেই খাওয়া দাওয়া আরম্ভ করেছে।

একে একে শ্রমিকেরা সবাই আসে, লম্বা বেঞ্চির ওপর বসে তারা : যেন মস্ত কোনো বড়লোক রয়েছেন বাড়ীতে এমনি ভাবে তারা নিম্নকণ্ঠে বার্ত্তালাপ করতে থাকে। নতুন স্টোভটার পাশে একটা চেয়ারে পুরানো রাঁধুনী একেবারে অবসন্ন হয়ে বসে আছে, হাত দুটি তার কোলের পরে এলিয়ে রয়েছে। নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে সে, কিন্তু তারি

মাঝে মাঝে, সেই ঘটনাটি কেমন করে ঘটল তাও বলতে হয় তাকে। প্রতিদিনের মতো কর্ত্রী সব কাজকর্ম ঠিকমত চলছে কি না দেখবার জন্য দু'টার সময় শয্যাত্যাগ করেছিলেন; তারপর বেলা হলে তিনি তাঁর আপিসে বসেছিলেন, এমন সময় তিনি টেলিফোনটার দিকে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নায়েব মশায় তাঁর কাছে বসে ছিলেন আদেশ গ্রহণের জন্য, তিনি তাঁকে মেঝের ওপর ধপ করে পড়ে যেতে দেখলেন। ডাক্তার এলেন হুহু করে মোটর সাইকেল চালিয়ে, কিন্তু তখন সব শেষ হয়ে গেছে, সন্ন্যাসরোগের আক্রমণ ছিল। কিন্তু, একথাও ঠিক যে, তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় আশির কাছাকাছি।

এর পর বৃদ্ধ ফোরম্যান ওলা ল্যাণ্ডমো যখন প্রবেশ করলেন, সবাই চুপ করল। যাদের এই সময় কাজ করা উচিত ছিল, তারা এতটুকু হয়ে গেল; উনি কিন্তু বললেন না কিছুই—যা ঘটেছে আজ তার সামনে আর সবই অতি তুচ্ছ হয়ে গেছে। ওলা ল্যাণ্ডমোকে দেখতে মোজেসের (Moses) মতো,—প্রকাণ্ড, ভারী ধরণের চেহারা, মাথায় টাক, কাঁচা পাকা দাড়ি ছড়িয়ে পড়েছে সারা বুকের উপর। ইনি যখন চলেন, মনে হয় সারা বাড়ীটাই যেন একটু নড়ে ওঠে; হলও প্রায় পঞ্চাশ বছর এইখানে, সবার যেন ইনি বাপের মতো। নায়েব মশায়ের মতো আধুনিক কৃষিবিদের পক্ষে এই ধরণের একটি প্রকাণ্ড মন্থর-গামী গাড়ী (slow-coach) নিয়ে কাজ করা সহজ নয়, কারণ নবীন চিন্তাধারার প্রতি ইনি কদাচিৎ কর্ণপাত করেন; উনি ওঁর পুরানো পথেই কাজ করে চলতে থাকেন। বৃদ্ধা কর্ত্রী যদি কখনো অত্যন্ত অবুঝ হয়ে পড়তেন তাহলে তাঁর কথাও ইনি গ্রাহ্য করতেন না বলে জানা গেছে; সম্মত হওয়ার চেয়ে বরং ইনি তৎপরবর্তী তুষার ঝঞ্ঝাটাকেই বরণীয় মনে করতেন। নতুন ধরণের রান্না আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ইনি এই বড় বাড়ীতে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন; খৃষ্টধর্ম সঙ্গত আগুনে

যে-খাদ্য প্রস্তুত নয় তাতে তাঁর কোনো আস্থা নেই; তাঁরি সঙ্গে চলে গেছে কুটির-বাসীরাও, তারা সর্ব্বদা এঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে। তা হলেও কিন্তু, কেবলমাত্র ইনিই এঁর ক্ষুদ্র কুটীরে বৈদ্যুতিক আলো নিতে অস্বীকার করেছেন; ইনি বিনা পয়সায় এই আলো পেতে পারতেন কিন্তু সারা জীবন ইনি তেলের বাতি জ্বালিয়েছেন, নিবিয়েছেন, মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত এমনি করতে তিনি বাধ্য। তাঁর ধারণা যে ওই প্রকাণ্ড বহির্বাটিকাগুলো (out houses) নষ্ট হয়ে গেছে কারণ সেখানে গোয়ালে কিম্বা আস্তাবলে এখন একটিও অন্ধকার কোণ খুঁজে পাবে না—অন্ধকারে যেসব জীব বাস করে, সঞ্চরণ করে, এবং স্বকীয় প্রণালীতে খামারের কল্যাণ সাধন করে, ওই সমস্ত ঝলমল আলো তাদের ভীত, বিতাড়িত করেছে।

এবার তারা সবাই তাঁকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে। কাল থেকে কি ভাবে কাজকর্ম চলবে বলে তাঁর মনে হয়? প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে তারা প্রশ্ন করে, উত্তরের প্রতীক্ষায় তারা উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাঁর পানে। এই খামার আর জমিদারিটা কি উত্তরাধিকারীদের মাঝে ভাগাভাগি হয়ে যাবে, না, সব নীলামে উঠবে? তাদের সকলের কী হবে তা হলে? দুটি পালিত-সন্তান, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে সত্যি, কিন্তু তারাই সব পাবে এটা কি নিশ্চিত? লুইসে পাবে টাকা আর লোরেন্ট্স্ পাবে এই 'এস্টেট' একথা কি সত্যি? কিন্তু ওলা ল্যাঙমোর কেমন যেন অন্যমনস্ক দৃষ্টি, দীর্ঘ টেবিলের শিরোভাগে উচ্চাসনে তিনি বসে পড়েন, ওইখানে কত বছর ধরে তাঁর আসন নির্দ্দিষ্ট, টেবিলের'পর কনুয়ের ভর দিয়ে ঝুঁকে, চিবুকের নীচে হাত রেখে, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার পর মাথা নেড়ে চক্ষু মুদ্রিত করেন। তিনি কিছুই জানেন না; আর যাই হোক, যেসব বিষয় সম্বন্ধে চুপ করে থাকা উচিত তা নিয়ে কথা বলবার লোক ইনি নন।

রাঁধুনী একটু নড়ে চড়ে বলে, খৃষ্টীয় মতে গোর দেওয়া হবে কি না কে জানে! কথাগুলো শুনায় আর্তধ্বনির মতো; ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুতর।

"হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে ধর্মযাজক মশায়ের ঝগড়াঝাটি বরাবরই লেগেছিল সত্যি" বলে ওঠে কে একজন।

"ধর্মযাজক আমাদের সদাপ্রভু নন আশা কর্ছি" চোখ খুলে বলেন ফোরম্যান। উনি তাকান রাঁধুনীর দিকে, রাঁধুনীও তাকায় ওঁর দিকে। এঁরা ভুলে যান যে অন্তেরা তাকিয়ে আছে এঁদের দিকে, তাকিয়েই থাকেন। স্পষ্টই বোঝা যায় কি একটা বিষয় নিয়ে এ দুজনের মাঝে মত বিরোধ রয়েছে; হয়ত এমন কিছু যা নিয়ে বহু বৎসর যাবৎ এঁদের মাঝে বিবাদ চলে এসেছে।

এবার খুলে গেল ডাইনিংরুমের দোর আর একটি শুভ্রকেশা নারী, লম্বা শাদা-আস্তিন 'এপ্রন' পরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। এই-মাত্র-পরিধৌত, নিষ্কলঙ্ক পরিচ্ছন্নতার একটি ভাব নিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন; তাঁর সমস্তের মধ্যেই—তাঁর মুখ, পোষাক, হাত, এমনকি তাঁর চিবুক এবং গণ্ডের ওপর স্বল্প শ্মশ্রুর মতো যে কেশোদ্গম হয়েছে তাতে পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ শুভ্রতা। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি বড়ো বড়ো আর কালো, একটি অস্ফুট শোক ভরে আছে সেই চোখে। ইনি ঘরকন্নার ব্যবস্থাপিকা, ফ্রোকেন নরবের্গ। বয়স তাঁর নিশ্চয়ই সত্তরের ওপর হবে যদিচ সোজা হয়েই চলাফেরা করেন তিনি, মুখের ওপর বলি পড়েছে অতি সামান্যই। ওলা ল্যাঙ্মো ছাড়া কারো মনেও নেই যে ইনি এখানে এসেছিলেন কবে; কর্তা মারা যাবার ঠিক পরেই আসেন ইনি। জমিদার আল্ম মত্যানুরাগী ছিলেন; হয়ত ন্যায়তঃ তিনি এবং ফ্রোকেন নরবের্গেরই মিলিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ফ্রোকেন নরবের্গ ছিলেন অত্যন্ত গরীব

আর আল্‌মের প্রয়োজন ছিল ধনী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করা। তাই ফ্রোকেন নরবের্গ অবিবাহিতাই রয়ে গেলেন। আর যখন আল্‌মের মৃত্যু হল এবং ক্রসেথের অবস্থাও বিশেষ ভালো ছিল না, তখন এই পাণ্ডুর বর্ণা নারী এসে সেবা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফ্রু মার্গারেট কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং ধন্যবাদ সহ তাঁর প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করলেন। এঁরা কখনো মৃত ব্যক্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন না, তবু ওলা ল্যাঙমো মনে মনে জানতেন যে বছরের পর বছর এই নিঃশব্দ মহিলাটিকে কতখানি সহ্য করতে হয়েছিল। এতে সন্দেহ নেই যে এই দুঃখকে তিনি তাঁর অবশ্য-বহনীয় দুঃখ বলেই গ্রহণ করে নতমস্তকে নিজের কর্তব্য করে এসেছেন। অনেকেরই মনে হয়েছে ইনিই এই বাড়ীর দেবতাত্মা। কখনো কখনো খামারের লোকেরা এঁর কক্ষ থেকে একটা চাপা প্রার্থনা সঙ্গীতের সুর আসতে শুনেছে কিন্তু সেই সময় কর্ত্রী যে বাড়ীতে থাকতেন না এটা নিশ্চিত।

তিনি রাঁধুনীকে শান্ত কণ্ঠে কি আদেশ করলেন, অবশেষে বৃদ্ধা সেখান থেকে উঠলেন।

বৃদ্ধ ল্যাঙ্‌মো আবার চোখ মেলে বললেন, "এরা জিজ্ঞেস করছে যে খৃষ্টীয় মতে গোর দেওয়া হবে কি না। কিন্তু আমি বলছিলাম যে যদিচ কর্ত্রী গির্জায় যেতেন না বটে, তবু তিনি···তিনি খৃষ্টান হতে পারেন খুবই। আমার মতে সব চেয়ে বড় কথা হল··"বলে আর তিনি বলতে পারলেন না। সব সময় ঠিক কথাটা খুঁজে পাওয়া এত সহজ নয় তো।

শুভ্রকেশা নারী পুনরাবৃত্তি করে বলে উঠলেন, "সব চেয়ে বড়ো কথা?" বলতে বলতে তাঁর মুখখানি একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "ও! সব চেয়ে বড়ো জিনিস কি সে কথা নিয়ে ভাবছেন তা হলে, ওলা?"

"হ্যাঁ, কারণ আমার মনে হয় অন্য সব কিছুর চেয়ে বৃহত্তর একটা

কিছু আছে। বৃদ্ধ বলে ওঠেন সাহসে ভর করে এবং তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে। গভীর আলোচনার যোগ্য মুহূর্ত বটে।

মহিলা দাঁড়িয়ে রইলেন যেন কি এক স্বপ্নে মগ্ন হয়ে। 'হ্যাঁ' বললেন তিনি অবশেষে। হয়ত এমন কিছু আছে যা সব চেয়ে বড়ো। এ সম্বন্ধে আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন।

"যথা—?" বলে ওল্গা চেপে ধরেন। চুপ করে কাটে কিছুক্ষণ, মহিলা বুঝতে পারেন যে সকলেরই দৃষ্টি তাঁর প'রে নিবদ্ধ হয়েছে।

"যেমন' হ্যাঁ,···যদি কেউ সব চেয়ে বেশি অনিষ্ট করে থাকে' আর স্বেচ্ছায় তার সেবা করা যায়।" এর পরই চোখ মেলে, যেন বড় বেশি বলা হয়ে গেছে মনে করে কেমন শঙ্কিতভাবে তিনি অকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি ডাইনিং রুমের ভেতর চলে যান। তাঁর পেছনে দোরটি অতি নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

সবাই এবার ফোরম্যানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেন তারা এর একটা ব্যাখ্যা চায়; নিশ্চয়ই এসবের পশ্চাতে কি একটা আছে। কিন্তু ওলা একটু হেসে আবার চক্ষু মুদ্রিত করলেন, সেদিকে কোনো মনোযোগ দিলেন না।

"ওই যে তরুণী মহিলা।" বাতায়ন দিয়ে তাকিয়ে বলে উঠল একজন।

নীল গাউন পরা, স্ট্র-হ্যাট মাথায় একটি দীর্ঘাঙ্গী তরুণী বড়ো ফাটক দিয়ে বেরিয়ে এল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে সিঁড়ির কাছে এক ঘোড়ার একখানি গাড়ী নিয়ে এল। মেয়েটি ঘোড়া চালানোর দস্তানা পরে নিল। মুখখানি তার তাজা, লালিমা মণ্ডিত, যদিচ রোদে পোড়া নয়, ভুরু ছুটি প্রশস্ত এবং কালো, কটা কেশদাম পিঠের পরে নীচু খোঁপা করে বাঁধা। রোদন স্ফীত চোখ হলেও মেয়েটি হাসল ছেলেটির দিকে চেয়ে। 'ধন্যবাদ'

বলে গাড়ীতে উঠে বলগা আর বেত হাতে নিয়ে সে গাড়ী হাঁকিয়ে দিল আর একটা মেটে রঙের ফিনলণ্ডীয় কুকুর সঙ্গে যেতে পেয়ে আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হয়ে ছুটতে লাগল আগে আগে। রান্না ঘরে যারা বসে ছিল তারা বললে স্টেশনে ভাইকে আনতে যাচ্ছেন বোধ হয়।

২

ক্রসেথের মহিলা ছিলেন নিঃসন্তান আর এটা যে তাঁর একটা মস্ত দুঃখের কারণ ছিল একথা জানত সবাই। তাঁর স্বামী-মদ্যপান করতেন এবং প্রায় সমস্তই যে নষ্ট হতে বসেছিল—এটাকে তিনি সহায়ত্ত করে এনেছিলেন। স্বামী যে অন্য একটি নারীর প্রেমাসক্ত ছিলেন এবং তাঁকে যে কেবল টাকার জন্যই বিবাহ করেছিলেন এটা তিনি পরে আবিষ্কার করেন, কিন্তু এটাও তিনি গলাধঃকরণ করেছিলেন, কাকেও সন্দেহ পর্য্যন্ত করতে দেননি যে তিনি একথা জানেন। কিন্তু সদাপ্রভু যে তাঁকে সন্তান দিতে ভরসা করেন নি অথচ তাঁর চারিদিকের কুটিরগুলোয় যে তিনি সুপ্রচুর ভাবে সন্তান ছড়িয়ে দিয়েছেন—এইটে ছিল ভগবানের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ আর এইটে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। তাঁর সন্তানের প্রয়োজন ছিল, ছোট ছোট বাহু তাঁর গলা জড়িয়ে ধরবে এই ছিল তাঁর কামনা কিন্তু বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল, এবং অবশেষে এমন দিন এল যখন আর ওই আশা পোষণ করা মূর্খতা মাত্র। তাঁর বয়োবৃদ্ধি হতে লাগল, স্বভাব কর্কশ হতে লাগল এবং তাঁর অপ্রাপ্ত বস্তুটি যাদের আছে তাদের ওপর প্রভুত্ব আর অর্থ এই দুটি বস্তুর উপাসনা করতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু তারপর এল এক সময় যখন তিনি তাঁর ভাইঝির ছোট ছোট ছেলে আর মেয়েকে পোষ্য গ্রহণ করলেন। এদের পিতা হোল্ম-নামীয় একজন

ইঞ্জিনীয়র এক সময় যথেষ্ট নাম করেছিল এবং অবস্থাপন্নও ছিল কিন্তু রোগ আর নিদারুণ ক্ষতি তাকে দারিদ্র্যের অতলে টেনে নিয়ে এল। এখন সে বাস করছে এক পার্বত্য উপত্যকায়, সামান্য কৃষক এবং লোহারের কাজ করে সে নিজের আর তার স্ত্রীর জীবনোপায়ের চেষ্টা করছে। ক্রসেথের এই মহিলা কোনোদিনই তাকে পছন্দ করতেন না আর যখন তাঁর ভাইঝিটি এই অপরিচিত লোকটিকে আত্মসমর্পন করছিল, তখন ইনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এর ফল ভাল হবে না। কিন্তু যাই হোক রক্তের সম্পর্ক তো, তাই ওদের কাজ কর্মে ওঁকেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, ফলে এক শুভদিনে তিনি দেখতে পেলেন যে তাদের জন্য তাঁর সুনাম এবং অর্থ দুদিক দিয়েই তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হল। কিন্তু ওইখানেই তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন। তারা যেমন কর্ম করেছে তার ফলও তাদেরই ভোগ করতে হবে। দুটো ছোট ছোট শিশুর কথা অবশ্য আলাদা; তাদের তো কোনো দোষ নেই, ওরা এঁরই রক্তমাংস, বাপমায়ের দুর্দশাপঙ্কে তাদের মগ্ন হতে দেওয়া যেতে পারে না। তাই ইনি তাদের গ্রহণ করলেন কিন্তু একটি সর্ত রইল, এরা ওঁরই হয়ে যাবে। বাপ মা এদের দেখতে পাবে না, যখন তখন এদের কাছে চিঠিপত্র দেওয়া চলবে না—কোনো রকম লেখালেখিই চলবে না। ওই দুটি ছোট শিশু এঁকেই মা বলে জানবে, ওদের অন্য মায়ের প্রয়োজন থাকবে না। আসল মা বাপের এটা কেমন লাগতে পারে সে কথা এর কাছে কিছুই না, ওঁর মতে এজন্য তাদের আনন্দিত হওয়াই উচিত।

ক্রসেথের মহিলা যখন শিশু দুটিকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন, তখন তাঁর বয়স ষাটের ওপর। তখন তাঁকে শিশুপালনের কাজ আরম্ভ করতে হল! তিনি সম্পূর্ণভাবে এদের আপন করে নেবেন যাতে এরা ভুলে যাবে এদের আসল মা এবং বাবাকে। মেয়েটির বয়স ছিল পাঁচ

আর ছেলেটির তিন। এখন, যদি অর্থ থাকে আর শক্তি থাকে, আর মাথাটি যদি ঠিক থাকে, তা হলে বয়ঃপ্রাপ্তদের ওপর শাসন চালানো খুবই সোজা; কিন্তু দুটি ছোট শিশুকে নিয়ে যে কাজ সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তাদের সান্নিধ্যে ওঁর প্রায়ই মনে হত যেন উনি একটা ফেটে-যাওয়া বাদ্যযন্ত্র যার মাঝথেকে নিজস্ব সুর কিছুতেই বার হয় না। আর কেউ যা করতে পারেনি, এই দুটি তাই করল, এঁকে দীন এবং অসহায় করে ফেলল। আবার সেই সঙ্গে তারা তাঁর সেই সব সহজাত বৃত্তিগুলোকেও জাগিয়ে তুলল যেগুলো এতকাল চরিতার্থতার কোনো পথ পায়নি। এতকালে তিনি সন্তান পেয়েছেন; নতুন, অনভ্যস্ত অনুভূতি জলে উঠতে লাগল তাঁর মনে। কিন্তু আরেকটি নারীর যে এদের ওপর দাবী আছে এই চিন্তা তাঁকে একেবারে ক্ষিপ্ত করে তুলতে লাগল। এই নারীটি তাঁরই ভাইঝি সাত্য, আর সে থাকেও বহু বহু দূরে; কিন্তু, তবু—ধরো যদি সে এসে বলে, ওরা আমার সন্তান, আমাকে ওদের দাও। তাই তাঁর অন্তরের কোন্ পরম সম্পদ যেন প্রতিনিয়ত এক বিপদের মুখে রয়েছে বলে মনে হতে থাকে।

কেউ কি কল্পনাও করতে পারত যে ক্রসেথের মহিলা তাঁর দুই হাঁটুর প'রে দুটি শিশুকে বসিয়ে তাদের রূপকথা শোনাবেন? কিন্তু যখন ধারে কাছে কেউ থাকত না তখন শিশুদের প্রকোষ্ঠে এমনি ঘটনাই ঘটত। হয়ত তাঁর কণ্ঠ সোপ্রানোর মত মধুর ছিল না। কিন্তু তবু তিনি তাঁর নিজের শৈশবে শোনা গানগুলো গেয়ে শোনাতেন তাদের। এমন রাত্রি অতিবাহিত হত না যেদিন তিনি উঠে ওরা বলিসের ওয়াড়গুলো ফেলে দিয়েছে কি না দেখতে যেতেন না! কেউ কি ভাবতে পারত যে ইনি কাঁদতে পারেন? অথচ যখন এদের কেউ ব্যারামে পড়ত তখন এমনি ব্যাপারই হত; রাতের পর রাত তিনি তাদের শয্যাপার্শ্বে জেগে

থাকতেন আর যদি কোনো ডাক্তার ডাকামাত্র আসতে প্রস্তুত না হত, ভগবানই তাকে শুধু রক্ষা করতে পারতেন।

ওরা তার জীবনে নিয়ে এল একটি কোমলতার ধারা, ওরা তাঁকে শেখাল এটা ওটাকে এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে—শিশুর দৃষ্টি অথবা কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে। ছুটিতে যখন তুহাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে যেত আস্তাবলে কিংবা গোয়ালে, মেষশালায় অথবা মুর্গীশালায়, সেটা তাদের পক্ষে ছিল একটা য়্যাডভেঞ্চার এবং তাঁর পক্ষেও। বয়স্কদের পক্ষে অবশ্য একটা অশ্বশাবকের জন্ম অথবা কতকগুলো মুর্গীর বাচ্চার ডিম ফুটে বেরিয়ে আসাটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার মাত্র ছিল; কিন্তু ওই তুটি শিশুর পক্ষে এগুলো ছিল মস্ত ঘটনা, তাই তাঁর পক্ষেও ওগুলো প্রকাণ্ড ঘটনা হয়ে উঠত। যে-হৃদয়কে নিষ্ঠুর বাস্তব কঠিন করে তুলেছিল সে যেন এই প্রথম এমন একটি জগতের সন্ধান পেল যার প'রে তিনি নির্ভর করতে পারেন। হয়ত কোনো দিন সন্ধ্যাবেলা তাদের সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বাতায়ন সম্মুখে আর চেয়ে আছেন হ্রদের ওপর দিয়ে দূরের গ্রামদেশের দিকে; এবার ভুলে যান তিনি যে এই বাড়ীর বা ওই বাড়ীর চাষা তার কাছে টাকা ধারে; কারণ ছোটদের কাছে ওই খামার, বন আর গোধূলি অন্ধকারে সেখানকার ঝিকিমিকি দীপমালা, দূরে নীল পর্বতগুলোর মাথার ওপর রক্তিম মেঘে উদ্ভাসিত কল্পরাজ্য এই সমস্ত এমন একটা স্বপ্ন এবং কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করে, যার দিকে তারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনিও তার অংশ গ্রহণ করবার চেষ্টা করেন।

এই তুটির জন্যে ক্রসেথের মহিলা ভবিষ্যতের পানে তাকাতে থাকেন আর সেই ভবিষ্যৎ তাঁর মনে তাঁর একটি নূতন এবং উন্নততর জীবনের রূপ গ্রহণ করে ওঠে। অবিশ্যি তিনি কিছু সুন্দরী নন, কিন্তু ওদের হওয়া চাই। তিনি মোটা ধাতের মানুষ কিন্তু ওদের

হতে হবে ভালো। তাঁর কপালে ছিল খারাপ হওয়া, ওরা দুটি যেন ভালো হয়। তিনি দেশ ভ্রমণ করেন নি এবং যতটা শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল তা করেননি—ওরা দেশভ্রমণ করবে এবং যেসব শিক্ষা তিনি প্রাপ্ত হননি ওরা সেই সব প্রাপ্ত হবে। ছেলে আর মেয়েটির জন্য একটি উজ্জ্বল জীবনের কল্পনায় অর্দ্ধেক রাত তাঁর চোখে ঘুম নেই।

কিন্তু প্রথম দিকে ওরা মাঝে মাঝে বাপমায়ের কথা বলে বাড়ী যেতে চাইত; আর যখনি ওরা যেতে চাইত তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠত। এটাকে ঠিক করে নিতে তার প্রয়োজন ছিল যে-ধৈয্যের তা তাঁর ছিল না, প্রয়োজন ছিল যে সতর্কতার তা তাঁর প্রকৃতিতে ছিল না। যখন তাদের মা পত্র লিখে আরেকবার তাদের দেখবার অনুমতি চাইল তখন ব্যাপারটা মোটেই সুবিধাজনক হল না—কিন্তু কঠিন কথায় তার উত্তর দিতে পেরেছিলেন তিনি। ব্যাপারটা আরো গুরুতর হয়ে উঠল, যখন শিশুগুলিরও মন কেমন করতে লাগল। এ থেকে ওদের মুক্ত যে করতেই হবে। তাই খেলাধূলোর সামগ্রী দিতে কোনো রকম কার্পণ্যই করলেন না তিনি। প্রত্যেককে দেওয়া হল একটা টাট্টু ঘোড়া; ছেলেটি তাই সব সময় তার ঘোড়া নিয়ে রইল আস্তাবলেই আর মেয়েটি তার ঘোড়ার জিনের নীচেকার কাপড়ের ঢাকা সেলাই করতে হল ভয়ানক ব্যস্ত। কিছুকাল এরা এই নিয়েই রইল। কিন্তু তার পরই আবার তাদের বাড়ীর জন্য মন কেমন করতে লাগল, সারাক্ষণ 'মা আর বাবা' ছাড়া আর কোনো কথাই নেই; ওরা ফ্যাকাশে হয়ে উঠতে থাকে, খেতে চায়না কিছুই। এই দিনগুলো ছিল তাঁর দুঃখের দিন, কারণ তিনি সংগ্রাম করেছিলেন শুধু একটি জিনিসের জন্য—ওদের উনি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করে নিতে চাচ্ছিলেন। ওদের সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি ওদের মায়ের কাছে

লম্বা লম্বা চিঠি লিখতে দিলেন কিন্তু চিঠিগুলো প্রেরিত হল না মোটেই। তারপর একদিন তাঁকে সব চেয়ে বিশ্রী উপায় অবলম্বন করতে হল, কিন্তু না করে উপায় ছিল না, যুদ্ধ যে যুদ্ধই; তিনি ইঙ্গিতে জানাতে লাগলেন যে ওদের মাবাপের সম্বন্ধে এমন একটা কিছু ব্যাপার আছে যা ঠিক নয়। কি সেটা? ওঃ তারা এখনো তা বুঝতে পারবে না, কিন্তু ব্যাপারটা খুব খুবই খারাপ, তার তা থেকে এদের রক্ষা করেছেন ইনি। এই কাজটা কুৎসিত, তাঁর মনে হল যেন ওই দুটি শিশুর অন্তরের একটি পবিত্র বস্তুকে তিনি কলুষিত করে তুলছেন। সত্যি এতে তিনি পীড়িত বোধ করলেন। কিন্তু তিনিও তো সংগ্রাম করছেন এমন কিছুর জন্য যা তার কাছে প্রিয় এবং পবিত্র হয়ে উঠেছে। এবার শিশু দুটি অনেক কিছুই ভাবতে থাকে; প্রায়ই তারা দুটিতে মিলে ঘুরে বেড়ায় আর ব্যাপারটা বুঝতে পরস্পরকে সাহায্য করবার চেষ্টা করে।

ছোট্ট লুইসেই ছিল বয়োজ্যেষ্ঠা; তাই মা যখন নেই সেখানে তখন ভায়ের তত্ত্বাবধান করাটা তো তারই কাজ, নয় কি? তাই সে হতে চায় তার সংরক্ষয়িত্রী; কিন্তু ছেলেটি তা মোটেই পছন্দ করে না। বয়সে সে বড় সত্যি, কিন্তু সে কি ছেলে নয়, আর ও মাত্র একটি মেয়ে? খামারের ওই দিকে টিলাগুলোর ওপর ওরা ডালপালা আর পাথর দিয়ে বাড়ী তৈরী করে, আর তাদের মাবাপ যে-বাড়ীটায় থাকেন তারই নামে ছেলেটি একটার নাম দেয় কোর্ট-হাউস; লুইসে এজন্যে ধমকায় তাকে—তার জানা উচিত এই খামারে তাদের যে মা আছেন তিনি এটা পছন্দ করবেন না। তাদের পুরানো বাড়ীতে মেটে রঙের গ্যালোওয়ে নামে যে ঘোড়াটা আছে তারই অনুকরণে ছেলেটি তার টাট্টুর নাম দেয় মিউজিন, তাই আবার মেয়েটি তাকে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করে, ধরো যদি এইখানকার ক্রুসেথের মা. এটা

জানতে পারেন ? মনে মনে লুইসে তার ভায়ের সঙ্গে বাস্তবিক একমত হয়েও যে সে পরবর্তী কালে কেবল তার ওপর বক্তৃতা ঝাড়ত তার সেই অভ্যাসের সূত্রপাত হল এমনি করে। তাদের খেলাঘর গোয়ালে লুইসের ছোট ছোট কয়েকটা গাই, উপত্যকার সেই খামারের গাই গুলোর নামে সে এদের নামকরণ করে কিন্তু নামগুলোকে সে জোরে জোরে জোরে উচ্চারণ করে না, তার ভায়ের কাছেও না। তাদের মা বাপ হয়ত এমনি কলঙ্কিত যে সে কথা ভাবতেও তাদের বুকটা কেঁপে ওঠে কিন্তু যেখানে তাদের আপন ঘর ছিল সেই খামারের স্মৃতিগুলো তাদের মনে জেগে থাকে তাজা এবং জীবন্ত হয়ে, যদিচ ওরা দুটিতে যখন একলা থাকে তখন ছাড়া এসব কথা প্রকাশ করবার সাহস নেই ওদের।

এমনি করেই দিন কাটতে লাগল, ওরা শিকড় বসালো এইখানে। চাকর আর কুটিরবাসী প্রজাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল ওদের; বাড়ীর তত্ত্বাবধায়িকার সঙ্গেও ভাব না করে পারে না ওরা যদিচ তারা জানে যে ওঁকে সেজন্য ধমক খেতে হয়। খেতে মাঠে ওরা খেলে বেড়ায়, প্রতিবেশিদের মধ্যে নতুন খেলার সাথী জোটে আর মন তাদের ভরে ওঠে নতুন আর সুন্দর ভাবে কল্পনায়, আর ধীরে ধীরে ওদের আসল মা আর বাবা অস্পষ্ট হয়ে কুয়াসার মতো মিলিয়ে যায়।

ওরা যেদিন ক্রসেথের মহিলাকে মা বলে ডাকল সে একটি পরম দিন। কোনো কিছু হলেই তারা ছুটে যায় তার কাছে, কোলের ওপর চড়ে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তৎস্বত্বেও কি মনে তাঁর সম্পূর্ণ স্বস্তি আসে ? কত রাত্রি তিনি প্রদীপ হাতে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, ঘুমের মাঝে ওরা কেঁদেছে কিনা দেখেন। তাদের স্বপ্নগুলোও তাঁকে ঈর্ষাতুর করে তোলে।

কিছুকাল টিউটার রাখা হল তাদের জন্য কিন্তু একদিন এল যখন

তাদের টাট্টু-গাড়ীতে করে সেই ছোট শহরের গ্রামার স্কুলে নিয়ে যাওয়া এবং বিকেল বেলা সেখান থেকে বাড়ী ফিরে আসা আরম্ভ হল!

এতকাল পরে ক্রসেথের মহিলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কয়েক বছর হয়ে গেছে তাদের আসল বাপ মায়ের কোনো সাড়া শব্দই পাওয়া যায়নি, এই মহিলা যাঁকে তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূত্রে সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, ছোটদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তিনি যেন নতুন বল লাভ করেন। অপরাহ্ণ বেলা যখন তিনি ছোট্ট বেণী দোলানো মেয়েটার কাছে বসে তাকে সেলাই শেখান তখন মন যেন সত্যিকার ছুটি পায়। প্রশস্ত কালো-ভুরু সুন্দরী ছোট্ট মেয়েটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ভেতরে যায় আসে আর তার নতুন মায়ের চোখ দিয়ে অনেক কিছু দেখবার চেষ্টা করে। প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধা নারী যেসব উত্তর দেন তার থেকে মেয়েটি-যেন একটা বাস্তবতার বোধ আর জ্ঞান অর্জ্জন করতে থাকে। ওর মনটি সতেজ এবং বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে, ওর মন যেন ওই বন, খামার আর খামারের কাজের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বর্দ্ধিত বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। একদিন ক্রসেথের মহিলা বুঝতে পারেন যে ওই শিশুটির কাছে তিনি আজ একটি নিখুঁত আদর্শে পরিণত হয়েছেন যার মতো করে তিনি সব বিষয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যাপার তো এর চেয়েও খারাপ হতে পারত।

ছেলেটি কিন্তু অন্যরকমের। কখনো ও যেন একটা অতি দুষ্টু ছেলের মতো সকলের মাঝে ছুটোছুটি করে বেড়ায় আর সকলের সঙ্গে খুনসুটি করে বেড়ায় আবার সকলেই এমনকি ইনিও, ওকে ক্ষমা করেনা। আবার পর মুহূর্ত্তেই গম্ভীর মুখে গুন গুন করে ও একা একা ঘুরে বেড়ায় আর যেন অশরীরীদের সঙ্গে কথা বলে। ওই বিস্ময়-ভরা বড়ো বড়ো চোখ আর রেশমী চুল-ওলা মাথার ভেতর গভীরে নাজানি কি সব ভাবনা লুকিয়ে আছে। তিনি কি কিছু অন্যায় বলেছেন বা

করেছেন যা ও ভুলতে পারে না, যা ওর মনের পশ্চাতে কাজ করতে থাকে? তিনি দেখেন স্থূলাঙ্গী গোয়াল পরিচারিকা দুহাতে দু' বালতি দুধ নিয়ে আসছে, তার পরেই দেখেন ও গিয়ে তাকে এমন করে জড়িয়ে ধরে যে তার দুধ পড়ে যায়, তার পরই ও মাটির ওপর হেসে গড়িয়ে পড়ে; এর কারণ মেয়েটি তাঁকে দিয়ে বকুনি খাইয়েছিল। তা, একটু আধটু বন্যতা কিছু মন্দ নয়। যখন সে ছোট্ট ছেলেটি তখন থেকেই সে একা একা দূরে বেড়াতে যেত আর পকেট-ভরা শামুক আর হ্যাটভরা নানা রকমের ফুল নিয়ে তাদের সম্বন্ধে বক্তৃতা সুরু করে দিতো। ক্রসেথের মহিলার নজর ছিল ঘাসের দিকে, ফুল তিনি গ্রাহ্য করতেন না। একদিন ঘোড়াচরার খেতে একটা জংলী চেরী ফুলের গাছ কেটে ফেলা হয়েছে বলে নিতান্ত ব্যাকুলভাবে এসে ও তাঁর কোলে মাথা লুকালো। ওই গাছের কাছেই ছিল একটা বার্চ গাছ, ওই দুটি গাছ ছিল স্বামী-স্ত্রী, এখন বার্চ গাছটি নিঃসঙ্গ বিধবা হয়ে গেল! কী সব যা-তা খেয়াল যে ওর মাথায়, ওই 'ইডিয়ট' বাপের কাছ থেকে পেয়েছে এসব! কিন্তু ওর মাথায় কিছু বুদ্ধি ঢোকানো দরকার। তিনি কি তা পেরেছিলেন বলে মনে হয় আপনার? লুইসে যখন তাঁকে ডিম আর মুর্গীর বাচ্চাগুলোর তত্ত্বাবধান করতে সাহায্য করত, আর তাঁর সঙ্গে দাম নিয়ে আলোচনা করত, ও তখন খামারময় ছুটোছুটি করে সেখানকার বাসায় জংলী-পাখীদের গুনে বেড়াতো।

একদিন স্কুল থেকে এসে ও বলল যে ও ওর কমরেডদের নিয়ে একটা রাজনৈতিক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে। "ও, তাই নাকি—চেয়ারম্যান হলেন কিনি?" "আমি" "আর বোধ করি তোমার প্রোগ্রামের প্রথম বিষয় হচ্ছে তোমাদের সকলকে উত্তম মধ্যম দেওয়া?" "না, সে বিষয়টা হচ্ছে এই যে আমাদের সকলকে র‍্যাডিক্যাল হতে হবে।" "তোকে যদি এবার র‍্যাডিক্যাল উত্তম-মধ্যম দিই তো কেমন হয়?" "তার প্রতিশোধ নেব

আমি।" "কেমন করে?" "ওঃ, আমি সরে যাবার পর পরবর্ত্তী চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হবে তোমাকে।" এরপর কি আর তাঁর মুখ গম্ভীর করে থাকা চলে?

আর ওই ধূর্ত্ত মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখুন—যখনি ছেলেটা কিছু অন্যায় করে তখনি ওকি তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে না? প্রায়ই স্কুল থেকে ওর নামে নালিশ আসে, আর যখন ওকে ডাকা হয় ওর দুষ্কর্মের জবাবদিহি করতে, মেয়েটি তখনি পায়ে-পায়ে ছুটে এসে প্রথম কথা বলবে। "মা, ওকাজ আর কেউ করেছে" "তা হতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চিত বলতে পারি লোরেন্ট্‌স্‌ও খুব বেশি দূরে ছিল না।" "না, অন্য ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্য ও অপরাধ নিজের প'রে টেনে নিয়েছে।" তখন বৃদ্ধা ছেলের দিকে প্রশ্ন করেন "এ কথা কি ঠিক?" "না, না" ও বলে ওঠে, "লুইসে সব সময়ই বাজে বকে।"

লুইসের পক্ষে সময়টা মোটেই সুসময় নয়। অবশ্যি ওরা যখন একা থাকে তখন লুইসে ওর ভার নেয় নিজের হাতেই, কখনো কখনো ওকে ধরে মারও দেয়। কিন্তু একদিন এল যখন ও এত বড় হয়ে উঠল যে ফিরে ও-ও লুইসকে মার দিলে। এই সময় থেকে লুইসে আরম্ভ করল অনুনয় বিনয়, কিন্তু শুধু কথা বলে কিই বা করা যায়?

বাইরের লোকের বিরুদ্ধে ওরা পরস্পরের জন্য দাঁড়ায় কিন্তু নিজেদের মধ্যে ওরা সর্ব্বদাই পরস্পরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। তা সত্ত্বেও লোরেন্ট্‌স্‌ যখন্‌ বাড়ীর বাইরে থাকে, লুইসে তখন সারাক্ষণই ওরই প্রতীক্ষায় যেন ঘুরে বেড়ায়। আবার লুইসের যখন কোনোদিন অসুখ করে বসে ও-ও ঘুরে বেড়ায়, কেমন ওর গলা যেন বন্ধ হয়ে আসে, সবাইকে ও ভরসা দেয় যে ভাববার কিছুই নেই, কালই লুইসে ভালো হয়ে যাবে।

অবশ্য ক্রসেথের মহিলা, ছেলেটা বড় হয়ে কি হবে তার একটা ছবি মনে মনে এঁকে নিয়েছিলেন। সেটা খুব সামান্য কিছু নয়, ওকে হতে

হবে কোন এক রকমের একজন মস্ত ভদ্রলোক, একজন "গ্রাণ্ড সীনিয়র" (grand seigneur) হয়ত একজন মন্ত্রী, কিম্বা সেনাপতি; মোটের ওপর যেমনই হোক সকলের ওপরে একটা কিছু। কিন্তু প্রায়ই তিনি আপন মনে প্রশ্ন করতেন, বাস্তবিক ওর ভেতর সেই বস্তু আছে কি? ভদ্রলোকদের বৈঠকখানার চেয়ে মজুরদের মাঝখানেই যেন ওর সহজ আসন। ও কত যে রোমাঞ্চকের কথা পড়ে আর সেই সব কথা ও তাদের না বলে থাকতে পারে না। এও তার পিতার কাছে থেকে পাওয়া আরেক উত্তরাধিকার, তার পিতা ছিল জনসাধারণের প্রতিনিধি, কিন্তু একদিন, তিনি দেখলেন ওকে (তখনো ও অর্দ্ধ পরিণত বালক) একটা খামারের মজুরকে মারতে কারণ সে নাকি ঘোড়াটাকে অতিরিক্ত খাটিয়েছিল। খাসা! ছেলের মধ্যে তেজ থাকা চাই; হ্যাঁ, ওকে দিয়ে হবে; ওর শরীরে যে ভালো রক্ত আছে তা দেখা গেল। বৃদ্ধা নারী মৃদু হেসে মাথা নেড়েছিলেন। কিন্তু টাকাপয়সা সম্বন্ধে ওটার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই; ওর পকেট খরচার সব টাকা ওর সঙ্গীরাই পায়। তাঁর কাছে এইটেই হচ্ছে ওর সব চেয়ে খারাপ গুণ। একজন উড়নচড়ে তো এখানে হয়ে গেছে, আরেকজনকে দিয়ে আর দরকার নেই।

বারো বছরের বেশি বয়স হবে না তখন, একদিন খেতে বসে ও প্রশ্ন করেছিল, "মা, বুড়ো হলে ক্যাপ্টেন কি করে?" "পেন্সন নিয়ে অবসর গ্রহণ করে।" "পরিখা খননকারী পীয়ারও কি পেন্সন পাবে?" "না, সামর্থ্য থাকতে থাকতে তাকে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে হবে, নইলে ওয়ার্ক-হাউস তার ভর্ত্তি নেবে।" "তাহলে ক্যাপ্টেনের দেখাশোনার ভার ওয়ার্ক-হাউস্ নেবে না?" "ও, তুই নিশ্চয়ই জানিস সাধারণ লোকেরা ভিন্ন রকমের।" "সাধারণ লোকেরা ভিন্ন রকমের কেন?" "চুপ কর, গাধা ছেলে কোথাকার, টেবিলের সামনে ঠিক ভাবে বোস্।"

রাতের বেলা ক্রসেথের মহিলা জেগে জেগে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর

বলেন, "কোনো উপায় নেই, যত চেষ্টাই কর তুমি, যে-পথে যাবার সে পথেই ও যাবে, যে পথে যাওয়া উচিত সে পথে নয়।" বড়ই দুঃসহ লাগে। এ কথাটা তিনি আগে ভেবে দেখেন নি।

তারপর আবার ও এসে প্রবেশ করে ঘরে, এত ফুর্তি নিয়ে এত সব মজার মজার কথা বলতে থাকে যে আবার যেন তিনি গ্রীষ্মের আতপ্ত সূর্যালোকে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরই তো ছেলে, ওকে ক্ষমা না করে থাকবেন তিনি কেমন করে?

লুইসে কিন্তু দিন দিন আরো সুন্দর হয়ে চলেছে, বলে মনে হয় প্রত্যেকেরই। যে কেউ বাস্তবিক বৃদ্ধা মহিলাকে খুসী করতে চায় তার শুধু এই কথা বললেই হবে যে তরুণী মেয়েটিকে দেখতে তাঁরই মতো।

ভাই বোন একই বছর স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে এল আর লোরেন্ট্স্ টেকনিক্যাল স্কুলে যেতে পাবে কিনা জানতে চাইল। "ওহো! বোধ হচ্ছে তুমিও ভিখারী হবার জন্য, সেই'—সেই ওখানকার উপতক্যায় যে লোকটা থাকে তার মত শিক্ষা নিতে চাও।" ফল এই দাঁড়াল যে ও গেল কৃষি বিদ্যালয়ে আর প্রত্যেকেই, সে নিজেও, বুঝল যে তাকে সেখানে পাঠানোর পেছনে ক্রসেথের মহিলার নিজস্ব কারণ আছে।

কিন্তু যখন তার অধ্যয়ন শেষ হল, তাকে তখনো খামারে কাজ আরম্ভ করতে দেওয়া হল না। "আমার বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সব গর্দভদের আরো কিছু না কিছু পড়াবার মত আছে" বললেন তিনি। তাই তাকে রাজধানীতে পাঠানো হল অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য।

লুইসেকে পাঠানো কিন্তু তত সহজ ছিল না। সে যেন অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিল; ব্যবসা সম্বন্ধে, টাকাকড়ির লেনদেন দলিলপত্র সম্বন্ধে ওর সত্যিকার একটা প্রবণতা ছিল। তরুণী যেমন বৃদ্ধাকে কোনো কোনো বিষয় কোমলতর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখিয়েছে, তেমনি বৃদ্ধাও ওই তরুণীকে এমন কঠোর হতে শিখিয়েছেন যা সে অন্যথা হত না।

কিন্তু সেই দিন এল যেদিন তিনি বলতে বাধ্য হলেন, "এখানে থেকে আর আমার মতো মঙ্কাটে হতে হবে না তোমাকে। বাইরে যাও, কিন্তু খুব দীর্ঘকাল যেন দূরে থেকো না।"

তার মানে দুটি শীতে (বছর) লণ্ডনে, পারীতে আর রোমে। এই সময়টা কাটানোর উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা সকাল সন্ধ্যা কাজ করতে থাকেন। বাড়ীর তত্ত্বাবধায়িকা বেশির ভাগ সময় রসুই ঘরে কিম্বা নিজের কক্ষে থাকতেন। শুধু আইনজীবী প্রাল (Prahl) শহর থেকে আসতেন মাঝে মাঝে দেখা করতে। তিনি ছিলেন আত্মীয় এবং আইন সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা কিন্তু এই বাড়ীতে ওই তরুণতরুণী দুটিকে তিনি বিশেষ ভালো চোখে দেখতেন না। যদি কোনো শুভদিনে ওই দুটিকে পোষ্য নিয়ে মহিলা তাঁর আত্মীয়দের বঞ্চিত করেন তা হলে?

একদিন সন্ধ্যাবেলা ছোট শহরে প্রকাশিত সমাজতন্ত্রী কাগজ নিয়ে এসে সেখানি বেশ সযত্নে তাঁর সামনে মেলে ধরে একটি অংশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। "কী এটা" বলে তিনি পড়বার চশমাটা পরলেন। প্রাল বললেন, 'নিজেই পড়ে দেখুন।' কাগজে লোরেন্ট্স্‌এর সম্বন্ধে যেন কি ছিল। রাজধানীতে শ্রমিকদের প্রদর্শন-সভায় (demonstration) বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। যারা বিপ্লব প্রচার করে সেই সব ছাত্রদের সেও একজন। বৃদ্ধা কাগজটাকে কুঁচকে ফেলে শপথের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন যে এসমস্ত মিছে কথা। উকীল মৃদু হাসলেন।

তিনি অগ্নিবৃষ্টি করে ছেলেটাকে পত্র লিখলেন, আর কোনো রকম দয়া নয়। ছেলেটার মাথায় নিশ্চয়ই তার সেই ক্ষ্যাপামী চেপেছিল তাই সেও উত্তর দিল উদ্ধত ভঙ্গীতে যদিচ সে তার স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতা দিয়ে পত্রটাকে মোলায়েম করে লিখল, "অবশ্যি, মা, তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার যে নতুন কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট তোমাকেই করব আমরা।

উদ্ধত ছোকরা কোথাকার। নিজের চরকায় তেল দিক ও।

তার পর একদিন তিনি তাঁর সবচেয়ে ভালো কাপড়চোপড় পরে, তাঁর বিরল পলিত কেশের ওপর লেস দেওয়া টুপী পরে, বেগ্নী পোষাকের ওপর শাদা নতুন ইস্ত্রি করা কলার লাগিয়ে সোপানের ওপর এসে দাঁড়ান। সূর্য্যালোকে তাঁর সোনার চশমা ঝলমল করতে থাকে। তারপর একখানি গাড়ী এগিয়ে আসে সেখানে, আর তা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে এক তন্বী আধুনিকা তরুণী। সোপান বেয়ে ছুটে গিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে। জরাগ্রস্ত বাহু তরুণীটিকে নিবিড় ভাবে ধরে। তার পর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন তিনি 'খুকীরে, ভগবানই জানেন কী প্রতীক্ষা করেছি তোর জন্যে। তারপর চশমা সরিয়ে নিয়ে চোখের জল মোছেন তিনি।

"মা, তুমি কি লাঠিতে ভর দিয়ে চলছ নাকি?" "হ্যাঁরে, আর নিশ্চয় বলতে পারি শীগগিরই আমার দুটো লাঠির দরকার হবে। কিন্তু চমৎকার জিনিসে ভরা তোর ওই ব্যাগটা—সত্যি খুব গ্র্যাণ্ড!" "একটি ইতালীয়ান বন্ধু আমাকে দিয়েছে ওটা, "বৃদ্ধার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে ওঠে এবং তিনি মেয়েটির হাতের দিকে তাকান, লুইসে হাতগুলো পেছন দিকে লুকোয়, বলে, 'হ্যাঁ, মা, আমি বাগ্দত্তা হয়েছি' কিন্তু যখন সে তার কথার প্রভাব দেখল, তখন সে আবার দুটি হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে ধরল, কোনো হাতেই আঙটি নেই। "আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি, হ্যাঁ, সত্যি?" বলে বৃদ্ধা ওর দিকে ঘুসি বাগানোর ভঙ্গী করলেন, আবার এতক্ষণে তাঁর স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল।

কিন্তু ভেতরের বড় প্রকোষ্ঠে এসে বহির্জগৎ থেকে প্রত্যাগত ওই তরুণীকে মাঝখানে দাঁড়াতে হল যাতে বৃদ্ধা তাকে ঘুরে ফিরে চার দিক থেকে দেখতে পাবেন। প্রাচীন মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মেঝের পর লাঠির শব্দ হতে থাকে ঠক ঠক। তাঁর দীর্ঘ দেহখানি আগের চেয়ে

আরো ভারি হয়েছে, পিঠটা গেছে ঝুঁকে, পাগুলো যেন থেবড়ে গেছে, জুতোগুলো তাই প্যাড্‌লের মত দেখায়। প্রতি পদক্ষেপেই একটা প্রয়াস. আজ কিন্তু সেটা মনেই হয় না। ওই যে তরুণী মহিলাটি দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে দেখে তাঁর চোখের আশ যেন মেটে না। এ কথা কি সত্যি যে ওকে দেখতে তাঁরই মতো? নূতন ধূসরবর্ণ-ভ্রমণের পোষাকে তিনি আঙুল বুলোতে থাকেন, কাপড়ের ওপর হাত বুলোন, মেয়েটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখতে ওকে তাঁরই মতো অর্থাৎ যেমন তিনি এক সময় ছিলেন।

"গত শীতের সময় বেহালাটা বাজিয়েছিলি তো?" "না, বেশি কিছু বাজাইনি।" "কি করছিলি তা হলে' চিঠিগুলো তো ছিল যেন টেলিগ্রাম।" "ওঃ আমি গ্যালারীগুলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছিলমে, আর তা ছাড়া সরবন (Sorbonne) এ আমি একটা লেকচার—কোর্স এ যোগ দিয়েছিলাম।" "তাই নাকি! সে কথা তো আমায় জানানো হয় নি? ওটা কি বিষয়ে ছিল?" "প্রাণ-বিজ্ঞান (Biology)" "সে আবার কি? —প্রাণ···?" "দেখ মা, তোমাকে অপ-টু-ডেট হতে হলে এ সব বিষয়ও অল্পস্বল্প জানতে হবে।" "হুঁ,—অদ্ভুত। তা, খুকী চল্, চা খাবি।"

২

চা, কেক আসে, তারপর দুপক্ষ থেকেই প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে— উভয়েই পরস্পরের দিকে তাকায় উজ্জল চোখে। কিন্তু এই সবের মাঝখানে অকস্মাৎ থেমে গিয়ে বৃদ্ধা গম্ভীর হয়ে ওঠেন। "আর, তোর ভাই—তার সঙ্গে কি দেখাটেখা হয়েছিল?" "হ্যাঁ, বার দুই আমাদের দেখা হয়েছে।—এ বছর তো সে পরীক্ষা দেবে, তাই না?" "জানিস্

না তুই, ওটা বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে ?" "না, না, মা, ওটা ওর বয়স-কালের সামান্য ব্যাধি মাত্র। এই সামান্য কিছুদিনের জন্য ও কতকগুলো অসম্ভব লোকের পাল্লায় পড়েছে মাত্র। আমাকে বলেছে তোমায় তার ভালোবাসা জানাতে।" দ্বিতীয় ব্যক্তিটি আসন ছেড়ে এদিক ওদিক করতে থাকেন, মেঝের ওপর আবার লাঠির ঠকঠক হতে থাকে। "হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুই তো সব সময়ই ওর হয়ে ওকালতী করিস, কিন্তু এবার যখন ও এখানে আসবে, দেখিস ও খামারের লোকদের মাঝে অসন্তোষ জাগিয়ে তুলতে আরম্ভ করবে।" "ওমা, ও নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না,—আমি নিশ্চিত জানি ওর কোনো বদ্‌ মতলব নেই।" বৃদ্ধা লক্ষ্য করেন যে লুইসে তাঁর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ও ভায়ের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য উদ্যত হয়ে রয়েছে। "ও নিজের রাস্তা দেখুক" তিনি বলেন শেষে, 'হ্যাঁ, আমি ঠাট্টা করছিনে, ওর রাস্তা ও দেখুক। আমি আবার ওকে আজ লিখেছি।"

কয়েকদিন পরে লুইসে তার ভায়ের হাতের লেখা একখানি পত্র নিয়ে এল তার মায়ের কাছে, যখন পত্রখানি পড়া হচ্ছিল তখন ও কিন্তু বেরিয়ে গেল। যখন ও ফিরে এল তখন ও দেখতে পেল বৃদ্ধার মুখের ওপর অশ্রু-জলের চিহ্ন। "আরেকবার ওকে লিখছি বলে তিনি আফিসের দিকে চলে গেলেন।

সেই দিন সন্ধ্যারাতে লুইসে যখন তার মায়ের শোবার ঘরে শেষ-বার 'শুভরাত্রি' জানাতে গেল তখন সে দেখতে পেল ক্রসেথের মহিলা দুহাতে মুখ ঢেকে শুয়ে আছেন। "কী হয়েছে তোমার, মা ?" একটু পরেই দ্বিতীয়া তার হাত সরিয়ে ফেলে নিরাশ নেত্রে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন। "লোরেন্ট্‌স্—লোরেন্টসের কথা ভাবছি, আমার মনে হয় আমার যথাসাধ্য করবার চেষ্টা আমি করেছি। 'কিন্তু আর সংগ্রাম করতে পারিনে আমি। এবার আমাকে হার মানতে হবে, বলতে হবে যে আমি হারলাম···।"

দেখেই বোঝা যায় যে ওই তরুণীটি টাঙ্গা হাঁকানোতে অভ্যস্ত কারণ যখনি পাহাড় থেকে নামবার সময় কোনো মোটরলরী সামনে পড়ে আর ঘোড়াটা ভয় পেয়ে সামনের পা তুলে দাঁড়াতে চায় ও তাতে একটুও ঘাবড়ায় না, শীস দিয়ে ঘোড়াটাকে ও শান্ত করে, লাগাম একটুও কসে ধরে না। ঘন-সন্নিবিষ্ট ছোট্ট সহরের দিকে চলেছে সে গাড়ী হাঁকিয়ে। ওখানকার সবগুলো ছোট বাড়ীই কাঠের তৈরী, শুধু ওই প্রকাণ্ড দৈত্যপারা লাল ইটের ন্যাশনাল স্কুলের বাড়ীটা মাঝখানে পাহাড়ের ওপর থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যেন চারদিকের সব নিরীক্ষণ করছে। প্রধান সড়কটার ওপর দিয়ে যখন তার গাড়ীটা চলতে থাকে ঘড়ঘড়িয়ে, দুপাশের বাতায়ন খুলে যেতে থাকে আর তার মাঝ দিয়ে মুখ বেরিয়ে আসতে থাকে। ক্রসেথ থেকে আগত গাড়ী চির দিনই একটা তাকিয়ে দেখবার মতো জিনিস, সব চেয়ে বেশি করে আজ। যে অল্পকয়েক জনের সঙ্গে দেখা হয় তাদের সকলকেই ও জানে—অন্তত তারা তাকে জানে, তাই ওর পাশ দিয়ে যেতে যেতে তারা হ্যাট তুলে অভিবাদন জানায়।

ও জানে এখানে ওর সম্বন্ধে নানা রকমের গল্পগুজব চলছে। এই ছোট্ট জায়গায় ওর মেয়ে বন্ধু নেই বললেই হয়; আর বেশির ভাগ যুবকেরই এ সম্বন্ধে একমত যে ওর বড় দেমাক। কিন্তু কয়েক-বছর আগেকার ডিপ্‌থিরিয়া মহামারীর সময় যখন সে চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে স্বেচ্ছায় নার্সের কাজ করেছিল তারপর থেকে ও যেন একটি মহিমার জ্যোতিমণ্ডলে বেষ্টিত হয়ে আছে। আর তা ছাড়া, এদিকে বেশি লোক নেই যারা বেহালা আর পিয়ানো দুইই বাজাতে পারে, তাই যখন বাইরে থেকে গাইয়ে বাজিয়ে 'আর্টিস্ট'রা আসেন তখন

কনসার্টের সঙ্গে বাজাবার জন্ত কখনো কখনো একেই ডাকা হয়। যথারীতি আজও স্টেশনে জনতা ছিল; কেউ আসবে বলে যে তা নয়, এর কারণ প্রত্যেকেরই এখানে প্রচুর সময় আর দীর্ঘ দিনের মধ্যে রাজধানী থেকে এক্সপ্রেসের আসাটাই হল একটা প্রকাণ্ড আমোদের ব্যাপার।

জাঙালের ওপার থেকে গাড়ীর বাঁশি শোনা গেল, তারপর হ্রদের পাশের বাঁধের ওপর দিয়ে গাড়ী ঘড়ঘড়িয়ে দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হল। অবশেষে ধীরে ধীরে স্টেশনে এসে প্রবেশ করল। গাড়ীর দরজাগুলো খুলে গেল আর অল্প কয়েক জন যাত্রী লাফিয়ে বেরিয়ে এল। লুইসে অস্থির ঘোড়াটাকে শান্ত রাখবার জন্ত গাড়ীতেই বসেছিল; মাঝারির চেয়ে একটু লম্বা ধরণের নীল লাউঞ্জ-স্যুট পরা হাল্কা ধূসর রঙের টুপী মাথায় দেওয়া একটি যুবক এগিয়ে এল তার পানে। তাকে দেখতে সুন্দর, শ্মশ্রুহীন, মোটা ভূরুর নীচে তার চোখ দুটি জল্ জল্ করছে। এক হাতে তার বর্ষাতি কোট আর অন্ত হাতে 'ট্র্যাভলিঙ' ব্যাগ। বোনকে দেখে সে হঠাৎ থামল তারপর মাথাটাকে একটু পেছন দিকে ঠেলে দিল। অনেকেই তাকে নমস্কার করল ও কিন্তু তাদের দেখতেও পেল না। এবার সবগুলো চোখ পড়ল এসে এদের দুজনের ওপর। ফিনলণ্ডীয় কুকুরটা লাফিয়ে উঠল তার ওপর যেন ওর খুব দরকারী কথা আছে বলবার। কিন্তু সে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। নিঃশব্দে সে তার বোনের হাতটি চেপে ধরল। বেত আর বলগা হাতে নিয়ে তার পাশে বসে রওয়ানা হল। লুইসে তার হৃদয়াবেগ গোপন করবার জন্ত মাথা নীচু করল; আর লোরেণ্ট্স্ ঘোড়াটাকে কঠোরভাবে হাঁকাতে লাগল। ওর যেন ঘোড়া ছাড়া আর কোনো দিকেই দৃষ্টি নেই। শুধু যখন তারা শহরের বাইরে এসে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগল তখন লোরেণ্টস্ ওর দিকে ফিরে বলল, "বড়ই হঠাৎ হয়ে গেল।"

প্রত্যুত্তরে ও শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে রুমাল বার করতে বাধ্য হল।

একটু পরেই কিন্তু বক্তৃতামঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আত্মসমর্থনের ভঙ্গীতে বেশ একটু জোর গলায় লোরেণ্ট্স্ বলতে লাগল, "ঘটনাটা আমার পক্ষে বিশেষ করে দুঃসহ, আমাদের মাঝে কতকগুলো বিষয় আলোচনা করবার ছিল।"

কিছুক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে থেকে লুইসে বললে, "তোমার শেষ চিঠিটা—ওটা কেন লিখেছিলে তুমি?"

"তাঁরই পত্রের উত্তরে লিখেছিলাম সেটা।"

"ওটা যে তাঁকে কী বেদনা দিয়েছিল, লোরেণ্ট্স্।"

"চিরকালই আমি খোকার মত হয়ে থাকব সেতো হতে পারে না।"

"যদি—কেউ বয়স্কই হয়ে থাকে তো তার পক্ষে বিবেচনা করে কাজ করা উচিত।"

চোখের কোণে বিদ্যুচ্চকিত দৃষ্টিহেনে লোরেণ্ট্স্ বলে, "কবে যে আমি তোমার চোখে বয়স্ক ঠেকব, তাই বিস্মিত হয়ে ভাবি।"

"ওসব কথা আরেক সময় হতে পারবে" বলে লুইসে দীর্ঘ নিশ্বাস [illegible]করল।

[illegible]ঝড় [illegible]র ভর্ৎসনা আঘাত করল ওকে আবার। পাহাড়ের সব চেয়ে বেশি খাড়াই যেখানটায় সেখানে ও গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামল মাটিতে। ঘোড়াটাও তাতে শুরু করল লাফাতে; ওকেও তাই সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে হল গাড়ী ধরে। যখন দম নিতে দাঁড়াল তারা, লোরেণ্ট্স্ ঘোড়ার মাথার কাছে গিয়ে লাগামটা ধরে বোনের দিকে না তাকিয়েই বলল, "তাঁর মনে কি এতই লেগেছিল?"

"ও কথাটা আগে জিজ্ঞেস করলে পারতে।"

"তোমরা মেয়েরা এখানে বসে বসে বুঝতেই পার না যে আমরা একটা নবযুগের দিকে এগিয়ে চলেছি। সর্ব্বত্র যৌবন বাঁধ ভেঙে

বেরিয়ে পড়ছে; প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা নিয়ে আছেন যে সব বিজ্ঞ লোকেরা তাঁদের এর সঙ্গে সাধ্যমত খাপ খাইয়ে চলতে হবে।"

"তুমি নিজের সম্বন্ধে বেশ খুসী আছে দেখছি।"

"ওসব কথা অন্য সময় বলাবলি করতে পারব আমরা" বলে ও-ও এবার প্রতিশোধ নিল।

বাড়ীপর্য্যন্ত গেছে যে বীথিকা সেইখানে পৌঁছে যখন ওরা আবার পাশাপাশি বসল, লুইসে বললে, "এখন আমাদের দুজনকেই শব-সংকারের ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ও, সে আমি তোমার পরেই ছেড়ে দিচ্ছি।"

"কি? আমার ওপর?" বিস্মিত হয়ে লুইসে তাকালো ওর দিকে।

"হ্যাঁ, তোমরা দুজন সব বিষয়েই একমত ছিলে,—তাঁর পছন্দ কি সেটা তুমি নিশ্চয়ই সব চেয়ে বেশি জান।"

"তোমার নিজের সম্বন্ধে লজ্জিত হওয়া উচিত।"

কিন্তু একটু পরেই ও লুইসের চিবুকটি হাতে নিয়ে তাকে ওর পানে তাকাতে বাধ্য করল। লুইসের অতি-চেনা একটি মৃদুহাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। "তুমি বেশ ভালো করেই জান যে আমাদের দুজনকে মানিয়ে চলতেই হবে" বলল লোরেন্ট্‌স্, "আর আমাকে যতটা খারাপ দেখাচ্ছে, সত্যি আমি অত খারাপ নই।"

যে-প্রকোষ্ঠে মৃতা নারী শায়িতা ছিলেন, সিঁড়ি বেয়ে ভাই বোন যখন সেদিকে যেতে লাগল তখন ওই প্রকাণ্ড বাড়ীটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কেমন অদ্ভুত ভাবে। লোরেন্ট্‌স্ দোর খুলে দিল বোনকে তার আগে প্রবেশ করবার জন্য। খড়খড়িগুলো নামানো ছিল কিন্তু পীতাভ সন্ধ্যাবেলায় কিছু দূরেই তারা দেখতে পেল সেই চাঁদোয়া খাটানো শয্যা যেখানে বুকের ওপর দুটি হাত যোড় করে ক্রসের্থের বিধবা

শুয়েছিলেন। চোখ দুটি তার নিমীলিত, প্রশস্ত চিবুকটি সামনের দিকে বাড়ানো। শয্যাপার্শ্বে টেবিলের ওপর তাঁর সোনার চশমা ঝকঝক করছে যেন এখনো ওটা তাঁর হাতের কাছে থাকা চাই।

'এসো এখানে' ফিসফিসিয়ে বললে লুইসে। তার ভাই দোরের কাছেই থেমেছিল, যেন কাছে যাবার সাহস নেই তার। কিন্তু অবশেষে যখন সে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াল এসে, কেমন করে সে তার বোনের হাতটি না ধরে পারল না, আর একটা রুদ্ধ কান্না বেরিয়ে এল তার। ওই তো তিনি শুয়ে যিনি তাদের দুজনের কাছেই ছিলেন অপরিসীম ভালো, অবশ্যি তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি মতো, আর যাঁকে সে এমন গভীর ভাবে হতাশ করেছিল। লোরেন্ট্স্এর মাঝে কে যেন বলে উঠল, 'ক্ষমা কর, মা' আর সেখানে নতজানু হয়ে কাঁদবার জন্য সে যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

চোখের জলকে সে চেপে রাখল বটে কিন্তু সে তার বোনের হাতটি আরো নিবিড় ভাবে চেপে ধরল। আদেশ করবার জন্য তিনি যে আর মুখ খুলবেন না, এটা যেন আর বিশ্বাসই হতে চায় না।

যখন শেষে তারা বেরিয়ে এল, তখন এমনি সতর্ক পদক্ষেপে বেরিয়ে নিঃশব্দে প্রচ্ছন্নে দরজাটি বন্ধ করে দিল তারা যেন তিনি সেখানে ঘুমিয়ে রয়েছেন, যেন তাঁর ঘুমটি ভেঙে না যায়।

নীচের হলে দীর্ঘাঙ্গী, শ্বেতকেশা, তত্ত্বাবধায়িকা আগের চেয়েও ফ্যাকাশে মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। ভাইবোন কাকেও এঁর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতে দেওয়া হয়নি; ইনি যেন অদৃশ্য ভাবেই থাকতে চেষ্টা করেছেন এমনিভাবেই এঁকে চলাফেরা করতে দেখে অভ্যস্ত হয়েছিল এরা। তাই লোরেন্ট্স্ যখন এঁকে বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে ধরে গালটি মৃদু মৃদু চাপড়ে দিল তখনি ইনি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লেন।

ফ্লোরেন্ট্‌স্‌ ভালো করেই জানে যে এখানকার খামারের লোকেরা ওর বোনের চেয়ে ওকেই বেশি পছন্দ করে আর ও-ও তাদের সকলকে ভালোবাসে। ওই দুটি নারীর সঙ্গে ভোজন শেষ করে ওর মনে হয় রাঁধুনী আর গোশালা পরিচারিকার সঙ্গে কুশল প্রশ্ন করার জন্য রান্নাঘরে যাওয়া দরকার; ও যখনি আসে তারা খুসী হয়, কিন্তু আজ তারা দেখেছে যে ওর লাল চোখ, তাই ওদের মুখগুলোও সহানুভূতিতে বিমর্ষ হয়ে গেছে।

আরো পরে সে সাক্ষাৎ করতে গেলে নায়েব মশায়ের সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে অরণ্যরক্ষকের সঙ্গেও, কিন্তু আরো বিশেষ করে খামারের মজুর আর কুটীরবাসী প্রজাদের মধ্যে, ওর যেসব বন্ধু ছিল তাদের কাছে। বাইরে খামারে ওলা ল্যাঙমো তার দিকে এগিয়ে এলেন ধীরে ধীরে গভীরভাবে পা ফেলে। তাঁর প্রকাণ্ড দাড়ি শাদা হয়ে এসেছে। প্রশস্ত লোমশ থাবাটি যুবকের কাঁধে রেখে বলেন, 'হ্যাঁ, বাবা, এমনি করেই চলেছে সংসার।" এই বৃদ্ধটি ওর কাছেও পিতার মতো; তার বালক কালে দুঃখের সময় আর কে-ই বা তার এত বড় নিশ্চিত বন্ধু আর আশ্রয়দাতা ছিল? লোরেন্ট্‌স্‌ অনুভব করতে থাকে যেন এখন প্রত্যেকেই তার পানে তাকাচ্ছে আর ভাবছে, 'এইতো আমাদের নতুন মালিক।' তার নিজেরও ওই কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। খামারের আপিস ঘরগুলোর উত্তরে কিছুকাল পূর্বে নায়েব, অরণ্যরক্ষক আর লোহারের জন্য ছোট ছোট আলাদা বাড়ী তৈরী হয়েছিল—সে-ই এটা সম্পন্ন করিয়েছিল—এখন সে গেল সেখানে তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে একটু কথা বলতে আর ছোট বড় ছেলে মেয়েদের জন্য যেসব মিঠাই এনেছে তাই দিতে। তার মনে হতে লাগল যেন সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর প্রশ্ন করছে, "আজ থেকে আমাদের

জীবন চলবে কেমন করে?" আর তার নিজের চোখের দৃষ্টি যেন বলছে "আগের চেয়ে কিছু মন্দ চলবে না।"

কিন্তু আজকের দিনের অভিজ্ঞতাটা একটু অদ্ভুত রকমের। এই তো কাল সে রাজধানীতে ছিল এক কোলাহলময় ধর্মঘট সভায় যেখানে তারই সমবয়সী কমরেডদের মাঝখানে সে অন্য সকলেরই মতো প্রবল উৎসাহে অভিশপ্ত পুঁজিবাদীদের ওপর অবজ্ঞা আর বিদ্রূপ বর্ষণ করেছে। আর আজ সে এখানে দাঁড়িয়েছে, খুব সম্ভব দেশের সব চেয়ে বড়ো পুঁজিবাদীদের একজন হয়ে। হাস্যকর নয় কি? ব্যাপারটা যেন অতর্কিতে এসে তাকে আক্রমণ করেছে আর তাকে প্রশ্ন করছে, "ভালো কথা, এখন এবিষয়ে তুমি কী করবে?" অবশ্যি ও দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে পারে যে এই উত্তরাধিকার ও গ্রহণ করবে না, কিম্বা সমস্ত সম্পত্তিটা ও মজুর আর প্রজাদের মাঝে বিলিয়েও দিতে পারে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে ওর মন চাইছে এই উত্তরাধিকার। বহুবর্ষ ধরে ও এই মুহূর্তটির পানে তাকিয়েছিল যখন সে এখানে ক্রসেথের স্বামী হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু আজ তার মনে হতে লাগল যেন সমস্ত জমিদারীটা চারিদিকের সারাটা দেশ আর জনসাধারণ যেন তার দিকে চেয়ে হো-হো করে হাসছে।

প্রত্যেকটি বস্তুর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল; মনে হতে লাগল যেন পায়ের নীচকার মাটিটাও স্থির নেই; শেষে সে উত্তরের খেতগুলোর মাঝে এসে নগ্নশিরে দাঁড়াল, তারপর একটা পাথরের ওপর বসে, দুহাতের ওপর চিবুক রেখে সামনের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইল।

না, বাস্তবিক তরুণ হওয়াটা খুব সোজা ব্যাপার নয়। জীবন বহু বিচিত্র রূপে বয়ে চলেছে তোমার ভেতর; দিয়ে মনটি তোমার উন্মুক্ত, প্রতিরোধ করবার শক্তি নেই তার, সমস্তই হু হু করে প্রবেশ করছে আর

পর পর তোমার প্রাণমন অধিকার করে বসেছে। এই বিশাল বহু ফল-প্রসূ পল্লীপ্রদেশে ও বর্দ্ধিত হয়েছে এখানকার অনন্তবিস্তৃত আকাশের নীচে, সম্ভবত এরই কাছ থেকে ও পেয়েছে ওর উদ্দাম আনন্দময় আত্মা যা ক্রীড়া-কর্মই হোক আর স্পর্দ্ধিত সংগ্রামই হোক, সব কিছুর জন্যই সদা তৎপর, আর যা সর্বোপরি যে কোনো দুঃসাহসিক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য এত উৎসুক। যে মনের মাঝে বহু স্রোত মিলে আবর্ত্ত সৃষ্টি করে সেখানে সব কিছুরই মূল্য পরিবর্ত্তনও ঘটতে থাকে: একদিন দেখবে সেখানে ক্রবাদুর, সঙ্গীত আর chivalry; তারপর নেপোলিয়ন আর অতিমানব-বাদ; তৃতীয় দিন, মজুর আর সকলের সমানাধিকার। রাতের বেলা সে ঘুমোবে মাথায় রুমাল বেঁধে পাছে মাথার সীঁথিটা গোলমাল হয়ে যায়, আবার দিনের বেলা সে-ই উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে করবে উন্মত্ত প্রলাপ। এমনি সব মহিমময় বস্তু আছে জীবনে যার পানে তাকিয়ে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে ক্রীড়ামত্ত হতে ইচ্ছা করবে তোমার; আবার এমন সব ভয়ানক ব্যাপারও আছে যা দেখে তুমি ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠবে, কাঁদতে ইচ্ছে করবে অথবা খুনখারাবী করতে চাইবে। এখানকার খামারে কারো এত সময় নেই যে বালকচিত্তের এই সব সংগ্রামের কথা ভাববেন; এখানে এসবের ফলে তার মাথায় পড়বে চাঁটি যেটাকে ইচ্ছে করলে অবশ্যি সে ঠাণ্ডা বলেও মনে করতে পারে, কিন্তু সময় বিশেষে ওটা একেবারে মর্মে গিয়েই বাজে। শান্ত হও হে, শান্ত হও। কিন্তু শান্ত হওয়া মানে বারুদের মাইনকে শুধু ঢেকে রাখা; ওটা প্রতীক্ষা করতে থাকবে, ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকবে, তার পর কোনো এক শুভ দিনে হবে ওর বিস্ফোরণ। একটা সময় এসেছিল যখন তাব সমস্ত সত্তা যেন বাইরের বিশাল বিশ্বজগৎ থেকে কী এক বাণী শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়েছিল। যুদ্ধের জন্য বা বৃহৎ কোনো ঘটনার জন্য নয়; না, এক নবীন ভাবধারার জন্য যার অগ্রগতি সে মনে মনে অনুভব করেছিল আর সেই সঙ্গে ওর সমস্ত সত্তা অনুবারিত

হচ্ছিল। কিন্তু সেটা কি? কেমন্ করে সে জানবে তা? শেষ বিচারের দিন আসছে, না, নবীন উষা? সে অনুভব করছিল যেন তাতে তার অন্তরের কোন্ অবরুদ্ধ শক্তির যেন মুক্তি ঘটবে! কিন্তু সে কবে? কৃষি-কলেজে প্রেরিত হল সে; এ পর্যন্ত ভালই; ওরকম বিষয়ে ওর রুচি ছিল কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। গেল সে বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেও ভালই, অর্থনীতি ওর খুবই ভালো লেগেছিল কিন্তু সেও যথেষ্ট নয়। তার মনের মধ্যেকার বিশাল ভূদৃশ্য, তার উদ্দাম আনন্দ, বায়ুমণ্ডলে নবীন ভাবপ্রবাহ—তার আরো কিছু না হলে চলবে না।

তারপর এল সেই নবীন ভাবধারা। তারই মত পূর্ণজাগ্রত, তারই মত বাধাবন্ধহীন আনন্দে ভরপূর, তারই মত নবীনের জন্য উৎসুক উৎকর্ণ কমরেডদের মণ্ডলীতে আরম্ভ হল এক স্বাধীন জীবন। এল দুঃসাহস আর আদর্শবাদের এক হাওয়া যাতে একই সময়ে ক্ষিপ্ত হওয়া, কাঁদা আর খুন-খারাবী করা সম্ভব। মাইনের বিস্ফোরণ হল। স্বাধীন হল সে! জানতো সে খুব ভালো করেই যে কতখানি সে এই বাজিতে বিপন্ন করল, কিন্তু এর মাঝেও ছিল উদ্দাম দুঃসাহসিকতার গন্ধ। বিপন্ন করতেই তো সে চেয়েছিল; এতেও চায় সে স্বাধীন হতে; স্বর্গ মর্ত্যকে স্পর্দ্ধাভরে তুচ্ছ করতে, যথার্থভাবে তরুণ হতে,—এ যেন একটা তরুণ জংলী ঘোড়ার ওপর সওয়ার হবার মহিমময় উন্মাদনা।

কিন্তু কখনো কখনো এই উন্মাদনার পর আসত প্রাতঃকালীন শিরঃপীড়া। বিশাল পল্লীপ্রদেশের বৃহৎ খামারে প্রতিপালিত গ্রাম্য যুবকটি তখন আবির্ভূত হত সকলের ওপর আর উপহাসের হাসি হেসে উঠত।

তার এই সব ছাত্র কমরেডরা যখন তাদের উদ্দামলীলায় বেরুতো তখন তাদের ভাবখানা ছিল যেন তারা জগৎকে উদ্ধার করতে চলেছে। সত্যি, এই বালকদের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ ছিল; তাদের গানের ধুয়োটা ছিল এই যে এই দুঃখময় যুগে বঞ্চিত হয়েছে বলে, তারা নিজের ওপর গভীর করুণা

করবে। রক্ত আর ধ্বংসের জগতে, একটা আদর্শহীন জগতে তারা উপনীত হয়েছে, সুতরাং বিদ্রোহ করতে কি তারা বাধ্য নয়? এক নতুন সমাজব্যবস্থা ছাড়া যৌবন আর কিছুই চায় না, তাই নিজে যখন সে ভেবে কিছু আবিষ্কার করতে পারলে না, তখন সে কার্ল মার্কস থেকে একটা নমুনা ধার করল। এখন শ্রমিকই হয়ে দাঁড়াল খাঁটি পরিত্রাণকর্তা (Messiah), এই সব তরুণ ছাত্রেরা অকস্মাৎ শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠল—তারা নিজেদের 'শ্রমিক' নাম পর্য্যন্ত দিল। যে-বণিকপুত্র পেটেণ্ট লেদারের বুট পরত আর সকালে ঘুম থেকে উঠেই শয্যাপার্শ্বে চকোলেট পেত সে বলতে লাগল "আমরা প্রলেটারিয়ান (শ্রমিক)।" কখনো কখনো মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লোরেণ্ট্‌স্ একটু না হেসে থাকতে পারত না।

তবু—সেও তাদেরই একজন। স্পর্দ্ধিত প্রতিবাদ করবার, একটা উন্মত্ত জগতের উপর নিজস্ব শক্তিপ্রয়োগ করে তাকে ওলটানোর যে কামনা তার, তার অন্তরে যে বিস্ফোরক ছিল তার একটি পথ ছিল এইখানে। বিশাল নগরীর একটা স্বকীয় ভাবধারা আছে তা ব্যক্তিকে সংক্রামিত করে; এইখানে বিশ্বসংসার একটা নূতন রূপে দেখা দেয়—লোরেণ্ট্‌স্-এর কাছে সে রূপটা কদর্য্যতার রূপ নিয়ে আসে। ওই কোলাহল, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ, মোটরের বিভ্রাট, বস্তি, ধনীদের আবাস—একজন পান করছে শ্যাম্পেন, আরেকজনের নেই দুধ সন্তানের জন্য—এই সমস্ত নিয়ে আসছে সেই সব সমস্যা যা দিনের পর দিন তোমার টুঁটি চেপে ধরতে থাকে। লোরেণ্ট্‌স্ অবশ্যি কখনো নিজে দরিদ্র শ্রমিকদের বস্তিতে যায় নি, তা সে কখনো করে নি; কিন্তু সে বইয়ে আর কাগজে ফ্যাকটরীর ক্রীতদাসদের কথা পড়েছে আর তা থেকে সে তার অন্তরাত্মাকে মহৎ অনুভূতি আর বড়ো বড়ো স্বপ্ন দিয়ে পূর্ণ করেছে। সে কিম্বা তরে সঙ্গীরা কেউ কখনো sick-watcher এর কাজ করে নি, তা তারা করে নি মোটেই। তাদের

অনুকম্পা পুঁজিবাদী সমাজ নামক একটা অনিশ্চিত বস্তুর প্রতি ঘৃণা-প্রদর্শনেই নিঃশেষিত। তারা ধনীদের বিরুদ্ধে তর্জনগর্জনের দ্বারা দরিদ্রের সাহায্য করে সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেছে নিজেদের। একজন স্থির মস্তিষ্ক তর্কবিশারদ, ডায়েলিক্‌টিকের পণ্ডিত এই দলের নেতা। তিনি যখন এদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তখন তাদের মনে হতে থাকে যে আদেশ পালন করতে যদি হয়তো এই লোকটির। "সব ধ্বংস করতে হবে" বলেন ইনি, আমাদের অনুভূতিগুলোকেও। পিতামাতার প্রতি যে ভালোবাসা সেটাও আসলে আধ্যাত্মিক দাসত্ব। এইখানেও তোমরা নিজেদের মুক্ত কর। দেহের appendix এর মতো পারিবারিক প্রীতিটাও সিমিয়ান যুগের (Simian age) একটা আদিম অবশেষ মাত্র। আচ্ছা, লোরেন্ট্‌স্, তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো; পিতামাতার প্রতি বলপ্রয়োগ করা আর তাদের ধমক খেয়ে থাকা এ দুয়ের মাঝে যদি তোমায় বাছাই করতে হয়, তুমি কোন্‌টা বেছে নেবে?" লোরেন্ট্‌স্ ভাবতে থাকে; বাস্তবিক বলতে গেলে তার মা-বাপ নেই; কিন্তু সে বলল না কিছুই। তখন তাদের মাঝে যে সব চেয়ে দুঃসাহসী আর বেপরোয়া সে জবাব দেয়, "আমি বলতে পারি: আমার নিজের মাও যদি হয়, আমি রিভল্‌ভার পর্য্যন্ত ব্যবহার করতে পারি।"

"তুমি একটা কিছু হবে" বলেন সর্দার, "নতুন জগতে তোমার মতো মানুষকেই আমাদের চাই।"

আর এখন লোরেন্ট্‌স্ এখানে মাথা নীচু করে বসে আছে। বাড়ী এসেছে সে; এখানে জগৎ আবার এক নূতন রূপে দেখা দেয়। অন্তশক্তির আহ্বান শুনতে পায় সে। প্রত্যেকবার যখনি সে এইখানে এসেছে, তার মনে হয়েছে যেন খামার আর ভূদৃশ্য তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রশ্ন করেছে, তুমি এসব কী জঞ্জালে জড়িয়েছ নিজেকে? তুমি—যে তুমি অনুভব করছ এখানকার মাটির মধ্যে তোমার শিকড়, যে তুমি একদিন

হবে এখানকার প্রভু ? একটা অদ্ভুত রকমের লজ্জার অনুভূতি ওকে আচ্ছন্ন করে। যে লোরেন্ট্‌স্ তার পালিকা মাকে এত ভালবাসত, সে তাঁর কেবলি শোক আর দুঃখের কারণ হল। কেমন করে এসবের একটা সমন্বয় করা যায়। কেমন করে একই মনের ভেতর এমনি ধারা পরস্পর বিরুদ্ধশক্তি ঠেলাঠেলি করতে থাকে ? আজ পর্যান্ত সে এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে যে একদিন এই অবিল বিপর্য্যয়ের মাঝ থেকে সম্পূর্ণ এবং স্বচ্ছ নবীন জগতের আবির্ভাব হবে যাতে সকল বিরুদ্ধতা সমন্বয়িত হবে একটি প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ যুক্তিসঙ্গত সমগ্রতার মধ্যে। বয়স্ক হওয়ার মানে কি এই ?

কিন্তু ইতিমধ্যে মা আল্‌মের মৃত্যু হল।

না, তরুণ হওয়া সহজ কথা নয় মোটেই।

৪

বেলা বাড়ল যখন, জাঙালটার ধার দিয়ে একটা অব্যবহৃত খামারের পথ বেয়ে সে চলে গেল অনেক দূরে, গাড়ীর চাকার চিহ্নের মাঝখানটায় সেই পথে ঘাস গজিয়েছে। দুপাশে আস্পেন গাছের সন সন শব্দ হচ্ছিল আর হ্রদ আর পাড়াগাঁয়ের ওপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বৃষ্টিবাত্যা বয়ে যাচ্ছিল—সে মাথা নেড়ে তাকে অভ্যর্থনা করল: 'আমি তোমায় আগেও দেখেছি।' বিস্তৃত ভূদৃশ্যের মাঝে নিজের বাড়ীতে যে অনুভূতি হয় সেটা কী অদ্ভুত; সবই যেন তাকে ডাকতে থাকে, সব জিনিসই জাগিয়ে তুলতে থাকে কত স্মৃতি; হ্যাঁ, সবই যেন নিজেরই সত্তার একটা অংশ বলে মনে হতে থাকে। মাইল ছয়েক দূরে উত্তর দিকে হ্রদের ধারে সেলুলোজ ফ্যাক্টরীর চিমনীগুলো আকাশের পানে মাথা তুলে রয়েছে;

আর ওইখানে মেঘের ফাঁক দিয়ে একফালি রোদ পড়ে একটা খামার আর একটা সবুজ ঢালুকে সোনালি আভায় রঙিয়ে তুলেছে আর যেন তাকে 'শুভদিন' জানাচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে তাকায় সে দক্ষিণ দিকে। ওই দিকে বহু দূরে হ্রদের প্রান্ত, সেখানে এসে মিলেছে একটি নদী যার ওপর একটি হালকা রেলওয়ে ব্রিজ। সেও যেন 'শুভদিন' বলে অভিবাদন করছে তাকে। কিন্তু আরো দূরে দক্ষিণে বন আর প্রান্তরের ওপর প্রকাণ্ড রামধনু উঠেছে, বাঁকা হয়ে। দ্রুত সঞ্চরমান মেঘের নীচে সমস্ত বিশাল দৃশ্যটা বিচিত্র পরিবর্ত্তমান বর্ণ সুষমায় ভরে উঠেছে। সে তার চারদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। এই তার শৈশবের জগৎ ; এখন আবার যখন সে ফিরে এসেছে, তখন আবার যেন এ সমস্তের ওপর সে অধিকার বিস্তার করছে আর সে যেন তার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। বহু বনানীর ভেতর দিয়ে হাওয়া আসছে যেন পরিশুদ্ধ হয়ে। গভীর ভাবে নিশ্বাস টেনে ও যেন ওর শহুরে ফুসফুসটাকে পরিষ্কার করে নিতে চায়। চারদিকে তার পাতা, মাটি, গোবর আর আরো কত শত পরিচিত বস্তুর গন্ধ ; মনে হয় যেন তার চারিদিকের বিশাল পল্লী দৃশ্যের যা কিছু সে দেখছে সব কিছুকেই যেন সে নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছে।

পকেটে হাত গুঁজে, কাঁধ দোলাতে দোলাতে ও মৃদু মৃদু শীস্ দিয়ে চলেছে ; কোথাও থামছে, আবার চলছে, আবার থামছে। কি অদ্ভুত যে, যা তোমার প্রাণের কথা সে কথা তুমি বলতে পার না কাকেও—না, নিজের কোনকেও না। অর্দ্ধপরিণত বালক অবস্থায় এইখানে যখন সে নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে বসে থাকত, তারা সবাই ওকে দেখে হাসত। অবশ্যি লুইসে আর সে কখনো কখনো একসঙ্গে পর্ব্বতপার্শ্বে দাঁড়িয়ে, গন্ধের সাহায্যে কে মাঠ আর খেতের সব চেয়ে বেশি ফুলের নাম বলতে পারে, কিম্বা কে দূরের এবং নিকটের সব চেয়ে বেশি খামার, বন আর

াহাড়ের নাম বলতে পারে সেই চেষ্টা করত। লুইসে এর বেশি আর তার অনুসরণ করতে পারত না, লোরেণ্ট্‌স্ কিন্তু দূরে দক্ষিণে হ্রদের শেষে অন্তরীপের ওপর থেকে যে গির্জার চূড়াটা আকাশের পানে ইসারা করছে সেইটেকে সে আপন ক্রীড়াসঙ্গী মনে ক'রে, রবিবারে যখন সেখানকার ঘণ্টা বাজত, তার সঙ্গে কথা বলত। হ্রদের ওপারে একটা দূরবর্তী পাহাড়ের ওপর ছিল একটা ছোট্ট লালরঙের বাড়ী, সূর্য্যাস্ত আভায় তার বাতায়নগুলো আগুনের মতো উজ্জল হয়ে উঠত—সেখানে কারা থাকে তা সে কিছুই জানত না, তবু কিন্তু সে সেখানকার নরনারীদের কল্পনা করে তাদের নাম দিয়ে ওদের সঙ্গে ভাব করে বসত। হ্রদের দুধারে, উত্তরে দক্ষিণে এমনি ধারা ছিল শত শত বাড়ী আর সে-সবের ওপরকার আকাশ ছিল অন্তহীন উঁচু আর বিস্তৃত; ওর নিজের অন্তরাত্মাও যেন প্রসারিত হয়ে এই সমস্তকে আলিঙ্গন করত আর ওই সমস্তের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেত ওর জীবন, ওর নিশ্বাসপ্রশ্বাস।

এই ভূদৃশ্য আর ওর অন্তরাত্মা! ওই বনরাজি, ওই খামার আর পাহাড় এরা সব মিলে এমন একটা অখণ্ড কিছু হয়ে যেত যা ওর মনে যে কেবল স্মৃতিরাশিকেই জাগিয়ে তুলতো তাই নয়, ভাবনা রাশিকেও জাগিয়ে তুলতো, ওর প্রায়ই মনে হত যেন ওইতে ভূদৃশ্য তারও একটি নিজস্ব আত্মা রয়েছে যা অপরিমেয়, ফলপ্রসূ বহু বিচিত্র এবং চির পরিবর্তনশীল, কিন্তু তার এমন একটি শক্তি রয়েছে যা দিয়ে সে সর্ব্বত্র ওর সঙ্গে এসে মিলিত হয় তার অমূল্য দান নিয়ে।

এই ভূদৃশ্য কিন্তু একই রকম থাকে না কখনো। আকাশ যখন এর ওপর মেঘের ছায়া ফেলে, কিম্বা আলোক ধারায় একে স্নান করিয়ে দেয়, মানব মনের মত এরও মেজাজ বদলাতে থাকে। হাওয়ায়ও আর্ত্তনাদ করে, সূর্য্যালোকে হেসে ওঠে, তুষার ঝঞ্ঝায়ও গর্জ্জন করতে থাকে; ভালো মন্দ প্রচণ্ড শক্তিপুঞ্জকেও জন্ম দিতে থাকে। যত বেশি ওর

পানে নিবিষ্ট হয়ে তাকানো যাবে ততই বেশি কথা বলবে ও। বহুকষ্টে বানান করে করে মানুষ অবশেষে যা জানতে পেরেছে, ও যেন বহুপূর্ব্বেই তা জীবনে আয়ত্ত করে বসে আছে; নানা ঋতু পরিবর্ত্তনের সাহায্যে চিত্র-লেখায় তাই সে প্রকাশ করে চলে,—শুধু জীবন এবং মৃত্যু নয়, নব জন্মকেও। মানুষের প্রথম পবিত্র স্বপ্নগুলোও এই তার মধ্যে এ-ই জাগিয়েছিল কি না একমাত্র ভগবানই জানেন। বর্ষণের পর চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় শুয়ে শুয়ে ওই ভূদৃশ্য কি (heaven) স্বর্গকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করে না?

ওর মনে পড়ে সেই সব হেমন্ত সন্ধ্যা যখন বাইরে একা একা বসে ওর অদ্ভুত সব অনুভূতি হতো। হয়ত সে দেখছিল দিনের আলো নীল রাত্রির মাঝে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আর পাহাড়গুলো একটার পেছনে আরেকটা ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে অবশেষে সবটা মিলিয়ে গেছে অস্ফুট রক্তিম দিগন্তে। দিনের কোলাহল মিলিয়ে যেতো যখন, ও আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি নতুন সুরের প্রতীক্ষা করতে থাকত কান পেতে; সন্ধ্যার বুকের ভেতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে সেই সুর ঢেউয়ের মতই উত্থান পতনের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলত; ও যেন ভূদৃশ্যের একখানি সঙ্গীত—যাতে ছিল পর্ব্বতের অর্গ্যান-ধ্বনি যা ফুলে ফুলে উঠে আবার মিলিয়ে যেত, আর ছিল বনানী আর নিশ্চল ভূমির সঙ্গীত। চোখ বুজে সে যেন সেই একই গতিচ্ছন্দ অনুভব করত নিজের মধ্যে, শেষে সে তার এবং তার পারিপার্শ্বিক মাঝেকার প্রভেদও বিস্মৃত হয়ে যেত। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খামারবাড়ী গুলো থেকে একটির পর একটি আলো জ্বলে উঠতো আর ওর মাঝেও যেন একটি একটি করে আলো জ্বলে উঠতো। অনেক দূরে উত্তরে, হ্রদের তীরে একটি ছোট কুটীরে একটি আলো জ্বলে—হয়ত সেখানে কোনো বৃদ্ধ হয়েছে মরণোন্মুখ, কিম্বা হয়ত পৃথিবীর একটি শিশুর জন্ম হচ্ছে সেখানে, সেই সঙ্গে যেন তার মাঝেও কিসের মৃত্যু হয় অথবা জন্ম হয়। যুগ যুগান্ত যেন

আসছে যাচ্ছে, উঠছে পড়ছে,—যেমন ওই পাহাড়গুলো একটার পেছনে আরেকটা উঠছে নামছে; ভূদৃশ্য নিয়ে আসে একটা নূতন কাল (generation) আবার তাকে গ্রাস করে ফেলে : নব নব কালের আবির্ভাব হয় আবার তারাও মুছে যায়, এমনি বার বার। নিজে কিন্তু ও কথনো বদলায় না। লক্ষ লক্ষ বৎসর ওর চোখের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, এখন তাদেরই গান গায় ও। উৰ্দ্ধে, আকাশেও আলো ফুটে ওঠে কিন্তু পৃথিবীর আলোকিত বাতায়নের সঙ্গে আকাশের তারকাদের দীর্ঘকালের জানা শোনা—তারি মাঝে একটি কুটীরে কোনো একটি প্রদীপের নিভে-যাওয়া অথবা ওই দূরে একটি সূর্য্যের বিস্ফোটন এবং মিলিয়ে যাওয়াটা যেন সামান্য কয়েকটি হেমন্ত সন্ধ্যার ব্যাপার মাত্র। ভূদৃশ্য এই সমস্তের গান গায় আর তার হৃদয়ও দুলে ওঠে আর শুই একই গান গায়। ওর অন্তরে আছে যে শাশ্বতের অনুভূতি ওই ভূদৃশ্য তাকেই যেন মুক্তি দেয় আর ওর আত্মা সর্ব্বকাল এবং সর্ব্বদেশের ওপর ধ্যানাবেশে যেন প্রসারিত হয়ে যায়।

আবার এইখানে বেড়াতে বেড়াতে সেই সব দৃশ্য আর অনুভূতির সাক্ষাৎ পায় সে। ও থমকে দাঁড়ায়, চলতে থাকে, আবাব থমকে দাঁড়ায়, শেষে বসে পড়ে আর স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে ওঠে। এই ভূদৃশ্য যেন ওর বিবেক হয়ে দাঁড়িয়েছে এরই বিরুদ্ধে যেন ও পাপাচরণ করেছে। ও নারকী ভাবনা রাশির সঙ্গে যেন এই ভূদৃশ্য সংগ্রাম নিরত; যাদের জন্ম এবং বসতি এইখানে, এই ভূদৃশ্য যেন তাদেরই শুধু জানে। ও চায় রোদ, বৃষ্টি আর কাজ। কিন্তু শুধু কি এই? না, ও বলে তাকে যে আজ পর্য্যন্ত খাম-খেয়ালী, নিস্ফল প্রয়াসে সে তার সময় নষ্ট করেছে, তার মাঝে যে শুভ শিব, তা এখনো রূপ গ্রহণ করেনি—কবে করবে? তার অন্তরে সবই এখনো বিপর্য্যয়গ্রস্ত, জীবন শুধু গড়ে উঠছে মাত্র, আছে মাত্র একটা অতি প্রাচুর্য্য যার প্রকাশোন্মাদতাকে সে সংযত করে কাজে লাগাতে পারছে না। এতে শুধু উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে সে, প্রয়াসের আতিশয্য ঘটছে—সে

চীৎকার করতে পারে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে, কিম্বা মাটিতে গড়িয়ে কাঁদতে পারে।

ফেরার পথে সে দেখে লুইসে তার বোতাম আঁটা অলস্টারের পকেটে হাত ডুবিয়ে দ্রুতপদে তার দিকে আসছে। তাড়াতাড়িতে সে তার রাইডিং বুট পরে এসেছে যাতে দরকার হলে সে জলের ওপর দিয়েও যেতে পারে। যতই তারা পরস্পরের সন্নিকট হতে থাকে, লোরেন্টস্‌এর যেন সাধারণ জগতের চেতনাটা ফিরে আসে; আবার সে প্রতিদিবসের মানুষে পরিণত হয় কারণ সাধারণ বুদ্ধি আসছে তার সঙ্গে দেখা করতে। লুইসের টাট্‌কা রঙের মুখের চারিপাশে হাওয়ায় তার কেশরাশি উড়তে থাকে; এবার মৃদু হেসে, তাকে ডেকে বলে লুইসে, যেন শীগগির করে সে বাড়ী আসে।

পাশাপাশি ফিরে যেতে যেতে লুইসে তাকে বলে যে, একটা জরুরী ব্যাপারের মীমাংসা করা দরকার। শহরের একজন ব্যবসায়ী গত শীতের সময় তিনমাসের কড়ারে অনেক কাঠ কিনে আজ লিখছেন যে সে কাঠ তিনি নিতে অক্ষম, তাই প্রার্থনা করেছেন যেন নতুন করে আবার বন্দোবস্ত করা হয়, কিন্তু লুইসে জানায় যে তা করবার ইচ্ছা নেই তার।

"আচ্ছা, এখন এসব বিষয় বিবেচনা করবার অধিকার কার?" বলে লোরেন্ট্‌স্।

"আমার মনে হয়, দুএকদিনের মধ্যেই আমরা তা জানতে পারব" তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে লুইসে বলে, "যদিচ কিছুদিন যাবৎ নাম সই করবার অধিকার আমাকেই দেওয়া হয়েছে।"

লোরেন্ট্‌স্ হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, "কি? তোমাকে আম মোক্তার নামা দেওয়া হয়েছে?"

"ওই রকমই কিছু একটা বলে বোধ হয়। বোধ হয় মা বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর কিছু হতে পারে। তুমি ছিলে না বাড়ীতে। কিন্তু এখন তুমি এখানে আছ যখন তখন সবই তোমার হাতে ছেড়ে দেব আমি।"

"বেশ, বেশ, তাহলে এখন তুমিই এখানে কর্ত্রী?" কুঞ্চিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, লুইসেকে ক্যাপানোর উদ্দেশ্যে বলে সে।

"হয়ই যদি তো একদিনের বাদশাগিরি। কিন্তু ওই বিষয়টা সম্বন্ধে তুমি কি বল?"

"ধর, আমরা অসম্মত হলে ওর যদি সর্বনাশ হয়ে যায়?" "তাহলে হয়ত সব চেয়ে ভালো হয়। ওকে আমাদের জানা আছে।" ঠিক ক্রুসেথের মহিলার মতই ওর চিন্তার আর কথা বলবার ভঙ্গী।

লোরেণ্ট্স্ও কিন্তু শহরে যেমনটি ছিল এখানে তা থেকে আলাদা রকমের হয়ে গেছে। ব্যবসার নিজস্ব নিয়ম আছে তো—লোকসানের আশঙ্কা নিয়ে সে কাজ আরম্ভ করতে চায় না মোটেই।

"তা, তুমিই এসব বিষয় সব চেয়ে ভালো বোঝ; তুমি যা উচিত মনে করবে আমরা তাই করবো।"

এর পরের দিন কয়েক তাদের দুজনেরই কাটে খুব ব্যস্তভাবে। সমাধি উৎসবে রাজধানী থেকে পর্যন্ত যোগ দিতে আসে লোক; এদিককার রীতি অনুযায়ী তিন দিন ধরে শ্রাদ্ধের ভোজ চলে; কবরের পাশে, ছোট বড় খবরের কাগজে বৃদ্ধার সম্বন্ধে স্তুতিবাদও বহু হয়।

অবশেষে শেষ অতিথিরাও চলে গেলেন, ওই প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে ভাই বোন শুধু রয়ে গেল। গৃহ তত্ত্বাবধায়িকা তাঁর অভ্যস্ত কর্ত্তব্য করে যেতে থাকেন এবং আগের মতই নিজেকে অদৃশ্য প্রায় করে তোলেন। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিনান্ত হয়, তখন তিনি তাঁর নিজের প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করে সেখানে বসে বসে ধর্মোপদেশ পাঠ করেন কিম্বা বহুদূর দেশে যে সব বিধর্মী শিশুরা আছে তাদের জন্য ক্রুসকাঁটার কিম্বা সেলাইয়ের কাজ করেন। যিনি সব জিনিসের সঞ্চালন করতেন, সকলের ওপর ছিল যাঁর শাসন, তিনি চলে গেছেন চিরকালের জন্য, এ চিন্তায় অভ্যস্ত হতে সময় লাগে। সকলেই লোরেণ্ট্সকেই মালিকের মত দেখে, কিন্তু সব বিষয়

জানে লুইসে, লোরেণ্ট্‌স্‌কেও তারই পরামর্শ নিতে হয়, তাই শেষটায়, অন্যেরা তার পাশ কাটিয়ে সোজা লুইসের কাছেই যায়। কিন্তু লোরেণ্ট্‌স্‌ তার বোনের অধীনে চাকরের মতো থাকবে এমন অভিপ্রায় তার মোটেই নেই; তাই সে কোমর বেঁধে দাঁড়ায় আর মনে মনে শপথ করে যে শীগগিরিই সে সব ব্যাপারটাকে নখাগ্রে এনে ফেলবে। সকাল সন্ধ্যা তাই সে বাইরে বাইরে কাজ নিয়েই থাকে। কেউ যেন একথা না বলতে পারে যে ও আসাতে কাজকর্ম ঢিলে হয়ে গেছে—ওর হাতে কাজকর্মের ক্ষতি কিছুতেই হতে পারবে না। সেকেলে কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওর নিজস্ব ধারণা আছে; জঙ্গল সম্বন্ধেও ওর বিশ্বাস যে আগের চেয়ে আরো ভালো করে এর দেখাশোনা করা দরকার।

বিশেষ করে, বড়ো করা অশ্ব-উৎপাদন আরম্ভ করবার মতলব আছে তার। বছর দুই আগে ক্রসেথের কর্ত্রী নিজে তাকে হামার থেকে কেনা একটা ভালো জাতের ঘোড়ার বাচ্ছা উপহার দিয়েছিলেন; এখন সেটা বড় হয়ে একটা সুন্দর ঘোটকীতে পরিণত হয়েছে, রঙটি তার ধূসর ফুটকী দেওয়া মাথাটি সুন্দর এবং বড়, চোখগুলো বিস্ময় ভরা। ও তাকে ডাকে 'লেডী' বলে। লাগাম পরালে যদিও ও অস্থির হয়ে ওঠে, ওর পিঠে চড়ে, ওর ইচ্ছামত ওকে চালাতে কী আনন্দই না হয়। যখন ফিরে আসে দুজন —মানুষ আর ঘোড়া—দুজনই শ্রান্ত আর ঘর্মাক্ত হয়ে ফেরে।

লুইসে সেদিন আপিসে কাজে ব্যস্ত এমন সময় লোরেণ্ট্‌স্‌ শার্ট আর নীলরঙের ঢিলে পায়জামা পরে দেখা দিলে সেখানে; আগাছা ও পড়াশের কাজে সাহায্য করতে গিয়েছিল সে ক্ষেতে।

'দোরে শব্দ করিনি, মাপ করো' বললে সে। চোখ না তুলেই লুইসে উত্তর দিলে, 'গাধা'; একটা কাগজে সে হিসাব কষছিল।

"মায়ের চেয়ারটায় বসে তোমাকে ঠিক মানিয়েছে। তুমি যে তাঁর মতো এতে সন্দেহ নেই।"

"বিরক্ত করো না এখন আমায়। দেখছো না যে হিসেব করছি?"

ডেস্কের ওপর কালো মাথাটি নীচু করে উপবিষ্ট লুইসের দিকে তাকিয়ে ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কপাল থেকে তালু পর্য্যন্ত সীঁথিটা দেখাচ্ছিল একেবারে সাদা। ভুরু দুটি খুব প্রশস্ত আর কালো। সরল নাসার প'রে কয়েকটা মেচেতার আভাস। দীর্ঘপক্ষ্ম চোখের পাতা তুলে যখন সে তাকাল তার দৃষ্টিতে আনন্দ উছলে উঠছিল। সরলা তরুণী মেয়েটি পিয়ানো বেহালা বাজায় আবার ব্যবসায়ীদের দেউলে করে। লোরেণ্টসের বিশ্বাস, লুইসের মাথায় একটিও লক্ষ্যহীন চিন্তা নেই, স্বপ্ন তো দূরের কথা। ক্রুসেথের মহিলার আওতায় ওর যৌবন পুষ্পিত হয়ে উঠেছে; সকলের সঙ্গেই ওর বন্ধুভাব, আবার সকলকেই ও অবিশ্বাস করে; খামার, বন আর দরদস্তুর নিয়ে ও যখন কথা বলে মনে হয় যেন কবিতা পাঠ করছে; খামারের হিসাবে যখন উদ্বৃত্ত দেখা দেয় তখন চোখ ওর আনন্দোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু ওর জীবনে কি পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে কখনো? ভায়ের চেয়ে কম খবর কেউ রাখে না।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে লুইসে বলে উঠল। 'হিসেবটা ঠিক মিলে গেছে।'

"এখন শোনো লু—এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি জান কি তুমি? মা যা রেখে গেছেন সে সম্বন্ধে একটা কিছু নিশ্চয়ই ঠিক হয়েছে।"

অর্দ্ধমুদ্রিত চোখে লুইসে তখনো মৃদু মৃদু হাসছিল। "তোমরা কম্যুনিষ্টরা অন্যের সম্পত্তি হস্তগত করবার জন্য কী ব্যস্তই না হয়ে ওঠো।"

"সেদিন তুমি নীলাম না কি হবে বলছিলে?"

"কী অস্থির হয়ে উঠেছ, ভাই! যাক্ আমি তোমায় এইটুকু বলতে পারি যে মা উইল করে গেছেন। আর সেটা তাঁর উকীল প্রালের হাতে রয়েছে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত

যে আমার কিম্বা তোমার তাঁকে এ নিয়ে উদ্ব্যস্ত করে তোলাটা ঠিক দেখায় না? তাঁর নিজের সময়মত তাঁকে দেখা দিতেই হবে। যে কোনো দিন তিনি আসতে পারেন। আর আমার মনে হয় আমি জানি যে তখন এখানকার কর্তা কে হবে।"

লোরেন্ট্‌স্ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। লুইসেও কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে যেন ব্যস্ত মনে হল। তারপর সে লোরেন্ট্‌স্‌কে বলতে শুনল, 'তা, লু, আমিই যদি হই, তুমি নিশ্চয়ই এখানে আগের মতই থাকবে তো? তোমাকে থেকে আমাকে সাহায্য করতে হবে। আর কোনো রকম কিছু ভাবছ না তো তুমি, কি বল?"

"ও, তুমি বিয়ে করবে, তখন আমি তো শুধু একটা বাধা মাত্র হয়ে দাঁড়াব।"

"ঠাট্টা নয়, সত্যি বল। আমি ঠিক জানি তুমি কিছু একটা ভেবে রেখেছ।"

লুইসে বাতায়ন দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষণকাল। "তা, হ্যাঁ, হয়ত ভেবেছি। কিন্তু আমার খুবই সন্দেহ আছে আমার এখানে থাকা সম্বন্ধে।"

"ও! বেশ স্পষ্ট কথা বলছ দেখছি!"

"কারণ, সত্যি কথা বলতে—হয় কম্যুনিষ্ট পদ্ধতিতে তুমি ক্রসেথ চালাবে (আর তা দেখবার জন্য আমি এখানে থাকছি না) ··"

"কী যাতা বলছ" বাধা দিয়ে বলল লোরেন্ট্‌স্, "কতকগুলো ধারণা আছে বলেই তার মানে এ নয় যে রাতারাতি সেগুলো কাজে পরিণত করতে হবে।"

"কিম্বা এমন দেখা যাবে যে তুমি যে কম্যুনিজ্‌ম্‌এ বিশ্বাস করো সেটা শুধু পরের বেলা আর যেই তুমি নিজে পুঁজিবাদী হয়ে উঠবে অমনি সব বদলে যাবে। যদি এর চেয়ে গভীর না হয় ব্যাপারটা,

তাহলে মায়ের জন্য যে তুমি কেন একটু বিবেচনা করতে পারনি সেটা আমার আরো কম বোধগম্য হবে।"

মাথাটাকে পেছন দিকে করে লোরেণ্ট্স্ তিক্ত কণ্ঠে বললে, "বহু ধন্যবাদ" বলেই দ্রুত দোরের দিকে যাত্রা করল।

"বোকা কোথাকার! পালিও না। মা কি দিয়ে গেছেন না গেছেন তা নিয়ে ঝগড়া না করে কি আরেকটুখানি অপেক্ষা করতেও পারিনা আমরা? এই মাত্র তো তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন। তাছাড়া আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি আমাদের দুজনেরই ব্যবস্থা করে গেছেন।" বয়োজ্যেষ্ঠার ভর্ৎসনা আবার এসে পড়ল তার ওপর। আর কতকাল তাকে এটা বরদাস্ত করতে হবে?

এটর্নী, হের প্রাল কিন্তু সেই দিন অপরাহ্নেই এসে উপনীত হলেন।

৫

টেলিগ্রামে আগেই খবর দিয়েছিলেন প্রাল, লোরেণ্ট্স্ 'হল'-এ এসে সাক্ষাৎ করল তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর বর্ষাতি কোটটা খুলতে সাহায্য করল। স্থূলকায়, হাঁপানিগ্রস্থ বৃদ্ধের বেশ একটু কষ্টই হল galoshes খুলে ফেলতে—তারপর দীর্ঘ পক্কশ্মশ্রু থেকে শিশির কণাগুলো মুছে, হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি গাড়ীর চাকা থেকে ট্রাউজারে যে কাদার ছিটে পড়েছিল সেগুলো পরিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হের প্রাল ছিলেন রক্ষণশীল এবং একবার পার্লামেণ্টের (Storthing) মেম্বরও হয়েছিলেন; আজকাল দেশটা সোজা জাহান্নামে যেতে বসেছে দেখে তিনি সব সময়ই কেমন কুপিত হয়ে রয়েছেন। ক্রসেথের মহিলার সঙ্গে তাঁর কারবার নিয়ে লোকে অনেক কটূক্তি করেছে; তারা বলেছে যে যখনই মহিলার কিছু অর্থলাভ হয়েছে, উকীল মশায়ও

অর্থলাভ করেছেন কিন্তু ফ্রু আল্‌মের যখনই লোকসান হয়েছে তখন তাঁর এক আধলাও নষ্ট হয়েছে বলে কেউ শোনেনি। লোরেন্ট্‌স্‌-এর প্রতি এঁর মনোভাব অনুমান করা কিছু কঠিন নয়, কিন্তু উকীল মশায়ের ধারণা সম্বন্ধে ওই যুবারও কণামাত্র মাথাব্যথা নেই।

এবার প্রান তাঁর বগলে পোর্টফোলিওটা (portfolio) নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতেই লোরেন্ট্‌স্‌ তাঁর জন্য দোর খুলে দিলে' এবং একসঙ্গে তারা সেই আলোকিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল যার তিনটী দীর্ঘাকৃতি বাতায়ন হ্রদ এবং একটি সুবিস্তৃত ভূদৃশ্যের দিকে উন্মুক্ত ছিল। প্রকোষ্ঠটি এত প্রকাণ্ড যে ছাতটাকে ধারণ করবার জন্য মেজের মাঝখানে সাদা রঙের পেন্ট করা একটা মোটা কাঠের থাম দাঁড় করানো হয়েছিল আর এই থামের ওপর বড়ো বড়ো চোখ, পরিপুষ্ট চিবুক, স্ফীত বদন শ্মশ্রুবিহীন ভদ্রলোকটির অর্থাৎ বিধবার স্বামী স্বর্গীয় হের আল্‌মের একখানি বড়ো ছবি টাঙ্গানো ছিল। তাছাড়া মেঝেটা এতই প্রকাণ্ড যে দেয়ালের গায়ে এবং টেবিলের চারি পাশে যেসব চেয়ার আর সোফা রাখা হয়েছিল সেগুলো যেন চোখেই পড়ে না। অবশ্যি ডান দিকের দেয়াল-সংলগ্ন মস্ত পিয়ানোটা চোখে না পড়ে উপায় নেই। লুইসেকে এবং গৃহতত্ত্বাবধায়িকা যখন এলেন তাঁর কাছে, তখন তিনি তাঁদের সসম্মান অভিবাদন জানালেন। চারদিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'ও হ্যাঁ, এই সব 'হল'-এ ঢুকতে সব সময়ই আনন্দ হয় কিন্তু—একজনের অভাব অনুভব করছি আমরা" বলে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

অবশ্যি বিষয়কর্ম আলোচনার জায়গা এটা নয়—সবুজ মখমল ঢাকা আসবাবপত্র বিশিষ্ট একটি ছোট প্রকোষ্ঠের ভেতর দিয়ে কর্ত্রীর প্রাইভেট আফিসে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে, যেখানে তিনি গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করতে প্রায়ই এসে বসতেন। গৃহ তত্ত্বাবধায়িকা অন্য সকলের পিছনে

হলের দোর পর্য্যন্ত এলেন, তারপর ফিরে এসে, ভাইবোন যখন তাদের ভাগ্যলিপি জানবার জন্য যাচ্ছিল, তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সেই প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠের মাঝখানে অলক্ষিতভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

অবিলম্বে তাঁরা তিনজন এসে একটি ছোট্ট টেবিলের চারপাশে বসলেন; উকীল মহাশয় তাঁর সোনার চশমাটাকে পরিষ্কার করে নাসার ওপর স্থাপন করলেন, তারপর তাঁর portfolio থেকে একটা প্রকাণ্ড দলিল বেরিয়ে এল; কিন্তু কাজ আরম্ভ করবার আগে একটা মস্ত রুমাল বার করে অত্যন্ত সশব্দে নাকটা পরিষ্কার করে নিতে হল।

হ্যাঁ, তারপর—টেলিফোনে তিনি তো জানিয়েইছেন যে তিনি ফ্রু আলমের শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে আসছেন। প্রথম অন্য এক-খানা উইল করা হয়েছিল কিন্তু তাঁর মৃত্যুর প্রায় সপ্তাহ দুয়েক পূর্ব্বে তিনি আরেকখানি উইল করে গেছেন যা প্রথম উইল থেকে কোনো কোনো বিষয়ে ভিন্ন।

এবার তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন!

সর্ব্বপ্রথম কতকগুলো সামান্য পরিমাণ অর্থ পুরানো প্রজা আর ভৃত্যদের জন্য আলাদা করে দেওয়া হয়েছে; গৃহতত্বাবধায়িকাও তাঁর অংশ পেয়েছেন। তারপর পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন দান করা হয়েছে একটি নতুন হাসপাতালের জন্য এবং আরো পঞ্চাশ হাজার দেওয়া হয়েছে শবদাহনাগার (crematorium) তৈরী করবার জন্য। এবার বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লোরেণ্ট্স্ আলমের পালা—যুবা তার আসনে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে, লুইসের নিশ্বাস রুদ্ধ প্রায় হয়ে ওঠে। লোরেণ্ট্স্ তার শিক্ষা সমাপ্ত করবার জন্য ত্রিশ হাজার পেয়েছে—এই খানে উকীল মহাশয় থেমে চশমার ওপর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন আর লুইসে সামনে ঝুঁকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এই বিরতিটুকু অতি দীর্ঘ মনে হতে থাকে। অবশেষে উকীল আবার পড়তে আরম্ভ করেন,

এবার লুইসের পালা। লুইসেকে দেওয়া হয়েছে সর্ব্বসত্বসহ ক্রসেথের জমিদারী, বনানী, কাঠচেরা মিল, পাওয়ার হাউস, মিল, পালিত পশু, যন্ত্রপাতি এবং আসবাব, আর পরলোকগতার গয়নাপত্র, কাপড়-চোপড় আর এসব ছাড়া, পাঁচ লক্ষ ক্রাউনের স্টেট বণ্ড এবং ব্যাঙ্কে এক লক্ষ ক্রাউন আর শহরে আছে বাড়ীঘরের ওপর বন্ধকী চারলক্ষ ক্রাউন। বিনা বন্ধকে আরো কিছু ধার দেওয়া আছে, বর্ত্তমান অবস্থায় ও গুলোকে নিরাপদ বলেই মনে করা যেতে পারে আর ওরই প্রায় সমপরিমাণের ধার নেওয়া হয়েছে ক্রেডিট ব্যাঙ্ক থেকে ক্রসেথ স্টেটের জামিনে। হের্ প্রালকে একজিকিউটর নিযুক্ত করা হয়েছে, আগামী পাঁচ বছর তিনি লুইসের পরামর্শদাতা থাকবেন। আরো একটা সর্ত্ত এই যে যদি লুইসে বিবাহ করে তাহলে তার নিজের সম্পত্তিটা তারই থাকবে।

ব্যস্ আর কিছু না।

মাথা তুলে এবার তিনি চশমার ভেতর দিয়ে তাকালেন তাদের দিকে।

ভ্রাতাভগ্নী পাংশুমুখে বসে আছে, কোন্ দিকে তাকাবে জানে না। বাধ-বাধস্বরে লুইসে বলে, "কিন্তু···কিন্তু নিশ্চয় কিছু ভুল হয়েছে। আমি পারব না···নিশ্চয় আমার ভাইই হবে।"

এটর্নী উঠলেন: "উইলের অভিপ্রায় অত্যন্ত স্পষ্ট, ফ্রু আল্মের এই শেষ ইচ্ছা। কিন্তু যদি কিছু সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হয়ে থাকে, আমি সানন্দে আবার এটা পড়তে পারি।"

"না, কিন্তু···" লুইসের চোখে জল এল—সে তাকালো লোরেন্ট্সের দিকে অসহায়ের মতো।

এটর্নী দলিলখানা আবার portfolioর মাঝে রেখে দিলেন, তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে, "এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফ্রোকেন আল্ম

আর হের লোরেন্ট্‌স্‌ আপনারা এই উইল স্বীকার করছেন কি না। কারণ আপনাদের বোঝা দরকার যে এটা উত্তরাধিকারের ব্যাপার নয়, এগুলো দান।"

লোরেন্ট্‌স্‌ একটু উষ্ণ কণ্ঠেই উত্তর দেয়, "নিশ্চয়ই আমরা স্বীকার করছি" বলেই সে তার গোঁপে চাড়া দেবার চেষ্টা করে কিন্তু বুঝতে পারে যে তার গোঁপ নেই।

"কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার অংশ নিয়ে আমি যা খুশী তাই করতে পারি" এটর্নীর দিকে অনুনয়ের ভঙ্গীতে তাকিয়ে বাধ বাধ কণ্ঠে বলে লুইসে।

"এই একটি সর্ত্ত আছে এতে, ফ্রোকেন, যে কয়বৎসর এ ব্যাপারে আমার কিছু বলবার থাকবে, ততদিন আমি উইলের যথার্থ অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য বোধ করব। অবিশ্যি ফ্রু আল্‌মের মনে যে সব কারণ কাজ করছিল সে সম্বন্ধে আমি সচেতন।" এইখানে চশমার ওপর দিয়ে লোরেন্ট্‌সের দিকে একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল।

এটর্নী বিদায় নিলেন, না, ধন্যবাদ, তিনি কিছু খাবেন না এখন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ভরসা দিলেন লুইসেকে যে কোনো বিষয়ে তিনি সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন এবং সপ্তাহে বার দুই করে তিনি আসবেন অরণ্যরক্ষক, নায়েব এবং মিলের ম্যানেজারের সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনায় তাকে সাহায্য করতে। মৃদুহাস্যে মুখখানি কুঞ্চিত করে তিনি বললেন, "এখানে এখন বহু দাঁড়কাকের আবির্ভাব হবে দেখবে। একটা বুড়ো শেয়াল কাছে থাকলে মন্দ হবে না।

অবিচলিত ভাব দেখাতে লোরেন্টস্‌ তার বোনের ওপরও টেক্কা দেবার চেষ্টা করল। এটর্নী মহাশয়কে গাড়ীতে করে বাড়ী পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করল সে কিন্তু তখনি তার প্রস্তাবটা যে কী অদ্ভুত তা বুঝতে

পারল কারণ সে এটর্ণীকে নিজের গাড়ীতেই তো আসতে দেখেছে। এর পর সে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে গেল, এবার বর্ষাতি কোটটা পরতে সাহায্য করল তাঁকে এমন কি তাঁর কুৎসিত পায়ের ওপর গ্যালশগুলো (বর্ষাকালে ব্যবহৃত জুতার ওপর চর্মাচ্ছাদন) টেনে দিতে সাহায্য করবার জন্ম নতও হল। কিন্তু যখন এটর্ণী চলে গেলেন এবং সে দরজাটা বন্ধ করল, তখন সে ক্ষণকালের জন্ম দেয়ালে ঠেস দিয়ে 'হল'-এ দাঁড়াল।

কে যেন ওর মাথায় আঘাত করেছে আর সমস্ত বিশ্বসংসারটা যেন ওর চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু কোনো ক্রমেই কাকেও সে একথা জানতে দেবে না। "কই, কিছুই তো হয়নি" ও বলতে চেষ্টা করে। "আমি কাণাকড়িও গ্রাহ্য করিনে। আমি দেখাব সমস্ত গ্রাহ্য করার ওপরে আমি—ভেতরে গিয়ে লুইসেকে অভিনন্দিত করতে হবে"; হ্যাঁ, কিন্তু পারবে কি? নিশ্চয়ই পারবে।

অল্পক্ষণ পরে সে দেখতে পেল যে সে প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠটার ভেতর দিয়ে চলেছে কিন্তু বস্তুরাশি তখনো তার চারিদিকে নৃত্য করছিল, তাই একটা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়াতে হল তাকে। "চল, চল! লুইসের আনন্দ কামনা করতে যাচ্ছ, না? কর, যতটা ভালো করে পার। তুমি না কিছু গ্রাহ্য কর না? এবার সেটা দেখিয়ে দাও!"

যেখানে এই সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে গেল সেইখানে লুইসেকে যেন কি কিসে টেনে নিয়ে গেল। ভেতর গিয়ে যখন সে লুইসেকে সেই টেবিলের পাশে বসে থাকতে দেখল, ও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মনে হল যেন হের প্রাণ তখনো তার পাশে বসে আছেন।

পাংশুমুখে, তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে লুইসে অস্ফুট স্বরে বললে, "লোরেন্ট্‌স্"—

হাসবার চেষ্টা ক'রে কিন্তু তার নিকটে না গিয়ে লোরেন্ট্‌স্ বললে, "অভিনন্দিত করছি তোমায়।"

"লোরেন্ট্‌স্‌, বিশ্বাস করতে হবে তোমায়, আমি এ স্বপ্নেও ভাবি নি।"

সে জানত না কি জন্য সে একটি ক্ষুদ্র উপহাসের হাসি হাসল। কিন্তু সেইটেই তার ওর দিকে যাবার পথ অবরোধ করে রইল। হালকা সুরে ও প্রশ্ন করল, "হয়েছে কি? আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে তুমি লজ্জিত বোধ করছ।"

ওর দিকে দুহাত বাড়িয়ে লুইসে বললে, 'লোরেণ্টস্‌!' কিন্তু ও উঠতে পারল না।

সেই মুহূর্তেই লোরেন্ট্‌স্‌ তার দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে দিল কেমন করে? সে যেন জানতেও পারল না যে একটা হিমশীতল হাসি মুখে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

"শুনছ, লোরেণ্ট্‌স্‌" মিনতি করে বললে লুইসে, "ভগবানের দোহাই— এ সম্বন্ধে আমি কণামাত্রও জানতাম এ তুমি বিশ্বাস করো না!"

লোরেন্ট্‌স্‌ তখনো এমনি উদ্‌ভ্রান্ত যে ও যে, কি করছে তাও জানতে পারল না। কি যেন ওর মাথায় ভেঙে পড়েছে। কোনো লোক বা কোনো কিছু নিশ্চয়ই এর জন্য দায়ী। লুইসে উঠে দাঁড়ায়, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, কাছে যেতে যেন সাহস পায় না ও। অথবা সে কি আবার তাকে ভর্ৎসনা করতে উদ্যত হয়েছে? করে দেখুক না এবার! আর কখনো হোক না হোক, আজ অবশেষে সে লুইসেকে পরাস্ত করবে। লুইসে কাঁপতে থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ওকি দণ্ডাদেশ গ্রহণ করবার জন্য অপেক্ষা করছে? লোরেন্ট্‌স্‌ অবশ্য ঔদার্য্য দেখাবে; কিন্তু তবু যেন সে নয়, যেন আর কেউ তার স্থানে আদেশ দিতে দাঁড়ায়। সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞান-হীনের মত কথা। কিন্তু তবু সে নিজকে বলতে শুনল, "আজকের রাতটা যদি এখানে থাকি তো অসুবিধে হবে না তো?"

"কী?" লুইসে বুঝতে পারে না কিছু।

"এটা তো আর আমার বাড়ী নয় এখন?"

দৃঢ়মুষ্টি লোরেন্ট্‌স্ বলে, "আমাকে—আমাকে এক শিলিং পকেট খরচা দিয়ে ধাক্কা মেরে নীচে তো ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ রাতটা এখানে থাকতে পাব কি ?"

এবার লুইসে আর কোনো উত্তর দিলে না। লোরেন্ট্‌স্ ওর মুখে যেন আঘাত করেছে এমনি ভাবে ও সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তারপর লোরেন্টস্ মুখ ফিরিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। পেছনে শুনতে পেল, লুইসে,—তার আপন বোন বেদনার্ত্ত স্বরে ডাকছে তাকে 'লোরেন্টস্ !' লোরেন্ট্‌স্ টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

৬

কে যেন একজন লক্ষ্যহীন ভাবে পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে—সম্ভবত সে নিজেই। তার মাথায় কি টুপী নেই, এ কি বৃষ্টি হচ্ছে না সূর্য্য আলো দিচ্ছে ? কে যেন সেই দিন তার বোনের সঙ্গে লজ্জাকর আচরণ করেছে; সে জানে, সে ব্যক্তি সে নিজেই; কিন্তু আসল কথাটা এই যে সে যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার করে নি, শীগগিরই আবার সে যাবে, বৈঠকখানার ভেতর ছুটে গিয়ে আরো সহস্র গুণ খারাপ আচরণ করবে। তার সঙ্গে যে-সব লোকের দেখা হয়, তারা একদৃষ্টে তার দিকে তাকায়। তারা কি তাকে অভিবাদন করে ? তারা কি কথা বলে তার সঙ্গে ? আহ্-হা ! ওই যে ক্রসেথের উত্তরাধিকারী, নূতন মালিক হতে এসেছিলেন। এখন দুনিয়া হাসবার একটা বিষয় পেল; পর্ব্বতরাজি, হ্রদ, আকাশ, বনরাজি, সমস্ত পল্লীপ্রদেশটা আমোদে চীৎকার করতে থাকে যেন। বেচারা ক্ষুদ্র মানব ! ওর কি লেগেছে ? ওর আঘাতের ওপর একটু ফুঁ দেব নাকি আমরা ? লোরেন্ট্‌স ঘুসি বাগাতে থাকে। হ্যাঁ, নিজের বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে গেলে দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। কিন্তু এখানে

ওই দেখ একজন কম্যুনিস্ট ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, লাখ কুড়ি ক্রাউন উত্তরাধিকার সূত্রে পায়নি বলে। ওহে পর্ব্বত-বনরাজি, ওগো প্রান্তর, সরোবর, হাস, হাস! ওঃ ওঃ ওঃ! আচ্ছা, শহরে যাক, তার পর দেখো! কিন্তু সেখানে তার কমরেডরা নিশ্চয়ই সব শুনেছে আর হেসেছেও। বহুৎ আচ্ছা, এর আগে যদি সে বিপ্লব প্রচার নাও করে থাকে, এখন সে করবে। হাসা ছাড়া দুনিয়ার লোকের ভাববার বিষয়ও চাই। তার মনে পড়ল সেই ছাত্রটির কথা যে অর্থহীন পারিবারিক বন্ধন্ থেকে নিজের মুক্তি প্রমাণ করবার জন্য তার নিজের মায়ের ওপর রিভলভার প্রয়োগ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। মরদের মত কথা বলেছিল বটে। বর্ত্তমান কালের সমাজের প্রতি ওই রকম ব্যবহারই *ঠিক*। কী অনিষ্ট সে করেছিল? নিজের স্বাধীনতা রক্ষা সে করেছিল, যা সে সত্য বলে মনে করত তার পক্ষ সমর্থন করেছিল। ব্যস্, অমনি শাস্তি দাও ওকে! ধ্বংস কর ওকে! ওর বোনকে দিয়ে দাও সব! ও একটা কৃপণ, বুড়ী পুঁজি-বাদীকে তোষামোদে খুসী করতে পারে। ওকে পুরস্কৃত করা উচিত। "সাবধান, লুইসে, আমি বিপজ্জনক হতে পারি।" 'ও কার' পরে রিভলবার ছুঁড়বে? মায়ের ওপর? ওর মা নেই। বোনের ওপর? দূর কী সব বাজে কথা! সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার হল এই যে সে একটা গাধার মত আচরণ করেছে; রাবিশ বকেছে আর নিজের টুঁটি না চেপে ধরে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে উন্মত্তের মত প্রলাপ বকেছে। এমনি করেই যদি ওর আরম্ভ, তা হলে কী হবে ওর পরিণাম?

এবার সে সচেতন হয় যে সে বনরাজি আর পল্লীপ্রদেশের ওপর দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে। বিদায়! ওই নীচে একটা ক্ষেতে ওলা ল্যাঙ্‌মো একদল ঘোড়া নিয়ে জমিতে মই দিচ্ছে—বিদায়, ওলা! এখন এটা আমার বাড়ী নয় আর। জমিদারীটার দিকে মুখ ফেরায় ও। ওই সাদা লাল বাড়ীগুলো, ওই বাগান যেখানে ফলগাছগুলোর ফুল

ঝরে গেছে, ওই বীথিকা, ওই সুন্দর গৃহ যা তার হতে পারত আজ! বিদায়!

নত মস্তকে ও দাঁড়িয়ে থাকে, তাকিয়ে থাকে হ্রদের পানে। ইচ্ছে হল, পাহাড় বেয়ে ছুটে নেমে যায় আর ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে।

বহুক্ষণ লুইসে বাড়িটায় ঘুরে বেড়ায়। ওর ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে থাকে। ধীরে ধীরে সময় টেনে টেনে চলতে থাকে, তবু সে আসে না। কি করছে সে? তত্ত্বাবধায়িকা দোর খুলে বলেন, যে ভোজন প্রস্তুত। লুইসে যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে বলবার চেষ্টা করে যে ওরি ভাই বাইরে গেছে, তার আসা অবধি অপেক্ষা করে দেখাই ভালো। পাংশুবর্ণ বৃদ্ধা নারী মেয়েটির দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থাকেন, শেষে লুইসে তাকায় তাঁর দিকে। তখন তরুণী মেয়েটী কতকটা ক্রুসেথের মহিলার ভঙ্গীতে সোজা হয়ে বসে। লোরেন্ট্স্ হাল, ফ্রোকেন নর্‌বের্গ এগিয়ে গিয়ে তার দুটি হাত ধরতেন, কিন্তু লুইসে অন্য রকমের। তত্ত্বাবধায়িকা চোখ নীচু করে আবার বেরিয়ে যান।

এক ঘণ্টা প্রতীক্ষা করল তারা। ঘড়িতে নটা বাজল যখন, লুইসে বললে তাকে বাদ দিয়েই খাওয়া হবে।

তখন দুটি নারী বসল পরস্পরের সামনে, কিছুই যেন হয় নি এমনি ভাবে খেতে লাগল তারা। লুইসের কাছে ওই তত্ত্বাবধায়িকা, বৃদ্ধা কর্ত্রীর আমলে যেমন ছিলেন এখনো তাই। নিঃসঙ্গ থাকতে ইচ্ছে করলে উনি বাড়ীর পরিচারিকা মাত্র, সুবিধামত পরিবারের একজনও—সব সময়ই আছে একটুখানি দূরত্ব, বিশেষতঃ গুরুতর কোনো ব্যাপারের সময় তো বটেই। ওই তো উনি বসে আছেন ওঁর কালো দূর-নিবদ্ধ দৃষ্টি মেলে দিয়ে, উনি জানেন সব, এই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দেখেছেন এবং বুঝেছেন সব, কিন্তু এঁকে কখনো পরামর্শ সভায় ডাকা হয় নি। ইনিও সব সময় চুপ করেই কাটিয়েছেন। শীগগিরই যে প্রকাণ্ড জলাভূমিটায় কাজ আরম্ভ

করা হবে লুইসে আগ্রহভরে সেই কথা বলতে আরম্ভ করে। সন্দেহ নেই যে ওর গলা একটু কাঁপে, হয়ত তারি অন্তরালে একটা চাপা কান্না। 'লোরেন্ট্‌স্ কোথা গেল, কী করছে সে এখন?" কিন্তু তবু মোটের ওপর ভালো ভাবেই কথা চালিয়ে গেল ও। দুটি নারী খাবার চেষ্টা করতে করতে সেই প্রকাণ্ড জলাভূমির কথা বলতে থাকে, বাড়ীর কাজের কথা নিয়ে আলোচনা করে। হয় ত কী যে তারা বলাবলি করছে, দুজনের কেউই জানে না।

কিন্তু দশটা বাজল যখন, তখনো যখন তার ভাই এল না লুইসের মনে অন্য রকমের অনুভূতি জাগতে লাগল। না, অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে। যদি একটা কেলেঙ্কারীই করতে চায় ও আর তার খোঁজে যদি খামারের প্রজাদেরই পাঠাতে হয় তা হলে ওই ছেলেটাকে বেশ উত্তমমধ্যম দেবার জন্য ওলা ল্যাঙমোর সাহায্যের প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় ওর।

অবশেষে 'হল'-এ তার পরিচিত পদ শব্দ শোনা যায়, কিন্তু এদিকে ভেতরে না এসে ও ওপরে নিজের কক্ষে চলে যায়।

"ওপরে ট্রে-তে করে কিছু খাবার পাঠিয়ে দেওয়া যাক" বলেন তত্ত্বাবধায়িকা।

"জিজ্ঞেস করছি তাকে" বলে লুইসে।

লুইসে গিয়ে দেখে মাথার নীচে হাত দিয়ে সে তার বিছানায় শুয়ে রয়েছে।

"কথাটা বলে ফেলাই ভালো" আরম্ভ করে লুইসে, "কারণ আমাদের দুজনকেই এর সম্মুখীন হতে হবে।"

একটা অস্ফুট গর্জন ক'রে ও কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল।

বসে পড়ল লুইসে। "প্রথমতঃ তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত যে এর মাঝে অন্য কারো থাকার প্রয়োজন

নেই। আমি প্রালকে ফোন করেছি, তিনি এ নিয়ে বলাবলি করবেন না।

'হুঁ' কড়িকাঠকে লক্ষ্য করে বলল সে।

"দ্বিতীয়তঃ আমি বলতে চাই যে, আমরা যেমন আশা করেছিলাম যদি তাই হত, আর তুমি ক্রসেথ পেতে তা হলে আমি রেডক্রসএ যোগ দিয়ে নার্সিং শিখব স্থির করেছিলাম। আমার মনে হয় ও কাজটা আমায় মানাবে।"

"তা নিশ্চয়।"

"এখন বলবে কি আমায় যে আমি কী করব ?"

"আমি কি তোমায় কিছু করতে বলেছি নাকি ?"

"আমি যদি এই দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করতাম, তাহলে আমার বোধ হয় আদালত সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা করত, খামার আর জঙ্গলগুলো পড়ত গিয়ে লাভ-লুব্ধ লোকদের হাতে কিম্বা সরকার ক্রসেথকে বৃদ্ধাবাসে কিম্বা পাগলা গারদে পরিণত করত। যদি কোনো কিছু মাকে কবরেও অস্থির করতে পারে তো এই।" একটু থেমে, বাতায়নের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল সে, "ধনসম্পদের নিজস্ব মূল্য এমন কিছু বেশি নয়, বিশেষতঃ আজকাল যেরকম সব ট্যাক্স হয়েছে ; যেই এই কাজ হাতে নিক, কাজটা বিশেষ আরামের যে হবে না এ নিশ্চিত। কিন্তু কাজটা যখন আমার হাতে সমর্পিত হয়েছে, তখন আমার যথাসাধ্য করতে হবে, আর আমার খুবই আশা আছে যে আমি এ কাজ সামলাতে পারব।"

"এতে আমার সন্দেহ নেই" ওই কড়িকাঠকে লক্ষ্য করেই বলা হল।

"আর যদিচ এটা স্বাভাবিক যে আজকের ব্যাপারে তুমি খুবই হতাশ বোধ করছ, লোরেন্ট্স্, তবু একথা আমি বলবই যে তৎস্বত্বেও তুমি যে এই রকমের ব্যবহার করবে তা আমি আশা করিনি।"

লোরেন্ট্স্ একেবারে লাফ দিয়ে উঠল, 'কী, আবার বক্তৃতা শুনতে হবে নাকি ?"

একেবারে যুদ্ধং দেহি ভাব করে দাঁড়াল সে, কিন্তু লুইসে ওঠবার কোনো চেষ্টাই করল না।

"আমরা যখন ছোট ছিলাম সে কি মনে পড়ে 'লো' ? আমরা দুজন কী রকম বন্ধু ছিলাম। এখন আমি তোমায় মিনতি করছি—আমায় সাহায্য কর! এর ভেতর দিয়ে পথ করে নিতে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি।

"ধন্যবাদ" পকেটে হাত গুঁজে সে অর্দ্ধেকটা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

"একটু বিবেচনা করে দেখ। তোমার কি মনে হয় না যে তোমার চেয়েও খারাপ অবস্থায় লোক রয়েছে। মায়ের প্রতি যেমন আচরণ করা উচিত তা তুমি করেছ কি না সে বিচার তুমি নিজে কোরো কিন্তু তোমার কি মনে হয় তিনি তোমার প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন ? তুমি কি লেখনি, প্রচার করনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে ? এরকম প্রচারের অধিকার দাবী করেছিলে তুমি। কিন্তু তাঁরও কি নিজের জিনিস নিয়ে যা খুসী করবার অধিকার ছিল না ? তোমার ইচ্ছামত পড়াশোনা করবার জন্য তুমি তো যথেষ্টই পাচ্ছ। আর তার পরে, এও তুমি ভালো করেই জান যে আমি সানন্দে আমার সব কিছু তোমার সঙ্গে ভোগ করব।"

"তোমার মনে হয় আমি তাতে সম্মত হব ?"

"অন্ততঃ বিপদটা যতদিন না কাটছে ততদিন এখানে থেকে তোমার বোনকে সাহায্য করতে রাজী হবে। আর কথা উঠলে আমরা বলতে পারব যে খামারের কাজ করার চেয়ে পড়াশোনার কাজই তুমি পছন্দ করেছ। হেমন্তকালে তুমি যা ইচ্ছে নিতে পার, ধর আইন—কিম্বা, তোমার কী মনে হয় ?"

পকেটে হাত রেখেই ও লুইসের দিকে ফিরল। লুইসের শান্তভাব, তার জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ, ওর জন্য উদ্বেগ, ওর অসহ্য মনে হতে লাগল। কখনো কি সে তাকে বয়স্ক বলে মনে করবে না?

"হ্যাঁ, তোমার সবই তো একেবারে কাটা ছাঁটা তৈরী দেখছি। কিন্তু ধর যদি আমারও নিজস্ব পরিকল্পনা থাকে?"

"বেশ তো, আমি শুধু তোমায় আমার ধারণাগুলো বলছিলাম।"

পর মুহূর্তে লুইসে দেখল যে সমাধিকৃত্যের জন্য যখন ও বাড়ী এসেছিল তখন যে স্যুটকেসটা ও নিয়ে এসেছিল দেরাজ থেকে সেটাকে টেনে বার করছে। ওটা খুলে তার মাঝে ও নিজের জিনিসপত্র রেখে প্যাক করতে লাগল। লুইসে হতভম্বের মত চুপ করে বসে রইল। প্রথম মনে হল এটা বুঝি ঠাট্টা। মিনিট দুই আগে লোরেন্‌ট্‌সও এর কল্পনা করতে পারে নি; এ তার উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার একটা খেয়ালমাত্র; কিন্তু অন্ততঃ একবার নিজের ক্ষমতাটাকে ও জাহির করতে চায়। তাই চলে যাবার জন্য প্যাক করা যখন আরম্ভ করেছে সে, তখন অহঙ্কারটা বজায় রাখবার জন্য তাকে অগ্রসর হতেই হয়।

"এর মানেটা কি?" অবশেষে লুইসে বলে।

"এর মানে অবশ্যি এই যে, আমি চলে যাচ্ছি।"

"আজ রাত্তেই? এত রাত্তে এখানে গাড়ী, স্টীমার কিছুই নেই।"

"ভগবানের দয়ায় শহরে হোটেল আছে।"

"লক্ষ্মীছেলে, একটু কথাটা শোন।"

"চুলোয় যাও তুমি। ছেলে নই আমি, ছেলে! ছেলে! যাই হোক আজ থেকে ছেলে যথেষ্ট বড় হয়েছে, আর সে তোমার রাস্তা মাড়াবে না।"

প্যাক করা চলতে থাকে। লুইসে আরো পাণ্ডুর হয়ে যায়, সমুখের

দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে চুপ করে। অবশেষে ও উঠে দাঁড়ায় দোরের দিকে গিয়ে কিন্তু সেখানে ফিরে দাঁড়ায়।

"ভালো, লোরেন্ট্‌স্‌ অবশ্যি তোমার যা ইচ্ছে তাই করবে তুমি। কিন্তু বিদায় বেলা তোমাকে একটি পরামর্শ দিচ্ছি: যা করাই স্থির কর, চেষ্টা করো যা প্রচার কর সেই অনুসারে জীবন যাপন করতে।

বড় বড় ভাব নিয়ে খেলা করা আর তারপর ক্ষতি হলে পর এমনি করে ভেঙে মুসড়ে পড়ার মধ্যে কোনো বীর্য্য নেই; গুড্‌ নাইট!"

লোরেন্ট্‌স্‌ কোনো জবাব দিলে না। সিঁড়ি দিয়ে যখন লুইসে নেমে গেল, ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর পায়ের শব্দ শুনতে লাগল।

একটু পরেই, এতগুলো বছর যে ঘরটি ছিল ওর, সে ঘরের দোর ও বন্ধ করে দিলে। ভেতরে একটা শেলফে তখনো ওর স্কুলে পড়া বইগুলো পড়ে রইল। সিঁড়ি দিয়ে নামল যখন ও, কারো সঙ্গেই ওর দেখা হল না। তারপর সে খুলল বাইরের দোরটা—বাইরে সেখানেও কাকেও দেখা গেল না। হাতে সুটকেসটা নিয়ে ও দ্রুত প্রস্থান করল। কী জ্বালাতন! ফিনলণ্ডীয় কুকুরটা! ছুটে এসে ও লাফিয়ে পড়ল ওর ওপর, যেন ও-ও যাবে তার সঙ্গে বেড়াতে। হৃদয়কে কঠিন করে ও তাড়া করল কুকুরটাকে। নীচে বীথিকা দিয়ে যেতে যেতে ও থাকতে পারল না, ফিরে তাকাল সেই দীর্ঘ শুভ্র বড় বাড়ীটার আর তার পেছনের অনেকগুলো লাল আপিস ঘরের পানে। এই ছিল তার নিজের বাড়ী। এখন তার মনে হতে লাগল যেন আর কখনো সে এখানে ফিরে আসবে না।

দোরের ঘন্টা নেড়ে যিনি হোটেলে স্থান প্রার্থনা করলেন তিনি ক্রসেথের তরুণ ভদ্রলোক, দেখে হোটেল পরিচালিকার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল। লোরেন্ট্স্ একটা কারণ দর্শানোর চেষ্টা করল, বলল, সে নাকি ভোরের গাড়ীতে এখান থেকে যেতে চায়। কিন্তু তাই যদি একমাত্র কারণ হয় তা হলে ক্রসেথ তো এমন কিছু দূরে নয় যে সে বাড়ীতে নিদ্রা দিতে পারত না।

একখানি ক্ষুদ্র কক্ষের মাঝখানে হ্যাট মাথায় দিয়েই স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। সে জানে এই সন্ধ্যে বেলা, এই বাড়ীরই অপরাংশে শহরের পুরুষদের ক্লাবের অধিবেশন বসেছে; সেখানে যেতে পারে সে, পরিচিতদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারে, তাস খেলে আর মদ্যপান করে একটা রাত কাবার করে দিতে পারে। আর যদি কারো উৎসাহ থাকে দুয়েক বাজি খেলার, তাহলে বেপরোয়া ভাবে জুয়া খেলে আর সেই সঙ্গে বেহেড মাতাল হয়ে সান্ত্বনাও পেতে পারে নিশ্চয়। কিন্তু ওর অজ্ঞাতে মুখটা বিকৃত হয়ে আসে। হ্যাটটা আপনিই একটা খুঁটিতে স্থান পায়, কি করছে সে তা জানার আগেই তার ব্যাগ থেকে তার প্রসাধনের জিনিসগুলো বেরিয়ে আসে। প্রত্যেকটি জিনিস যথাস্থানে রেখে বাতায়নের পাশে বসে গ্রীষ্ম রাত্রির ধূসর গোধূলির পানে তাকিয়ে থাকে সে। ক্ষুদ্র শহর তখন নিদ্রিত, পথে একটিও পদশব্দ নেই।

পরস্পর বিরোধী ভাবাবেগ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। উঠে মেঝের ওপর পাইচারী করতে থাকে সে। কখনো, শহরের যেসব সঙ্গীরা তাকে এই নির্বুদ্ধিতার দিকে নিয়ে এসেছে, তাদের মনে করে গর্জাতে থাকে আবার পর মুহূর্ত্তেই ক্রসেথের সেই শক্তিশালিনী বৃদ্ধা নারীকে অভিশাপ দিতে থাকে যিনি তাকে এমনি করে শাস্তি দিতে

পেয়েছেন। কিন্তু শেষটায় সে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থায় সে বসে পড়ে।

নত মস্তকে বসে থাকে সে। যদি একটু ঘুমুতে পারে সে। ঝড়ের প্রচণ্ডতম বেগটা যখন থেমে যায় তখন তাকে স্বীকার করতে হয় যে ভুল করে সে একটা নিতান্তই উদ্ভট এবং অসম্ভব অবস্থায় উপনীত হয়েছে। হয়ত সে-ই তার ক্রসেথের মাকে পরলোকে যেতে সাহায্য করেছে। একটা চমৎকার উত্তরাধিকারকে সে হাতছাড়া করেছে আর তার একমাত্র বোনকে সে আঘাত করেছে। আর সব শেষে, বলতে গেলে বলা যায় যে সে নিজেকে নিজে উৎপাটিত করেছে; আর এখন সে গৃহহীন, আত্মীয়-হীন, কোনরকমের বাস্তবিক আশ্রয়হীন অবস্থায় এইখানে বসে আছে। শহরে যাবে কি সে—তার পুরানো কমরেডদের কাছে? আবার কি সে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে তর্জন গর্জন আরম্ভ করবে? হ্যাঁ, বটেই তো, ও ছাড়া ওপথ ধরবে কে! তার নিজের হতাশার মাঝ থেকে আদর্শ গড়ে তুলে সে ধনীদের বিরুদ্ধে গর্জন করবে কেননা যতখানি সে আশা করেছিল ততখানির উত্তরাধিকারী হতে পারেনি সে—হ্যাঁ, তার অন্তরের একটা অন্ধ প্রেরণা ওই ভাবে আত্ম প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু এইখানে সেই অন্ধ প্রেরণার সঙ্গে মুখোমুখী বসে তার মুখভঙ্গীটা বিকৃত হয়ে আসে। লুইসে তার যা খুসী বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু শুধু ওর একটুখানি আত্মসম্মান আছে।

কিন্তু এইখানে থাকা? অসম্ভব!

অবশেষে সে শুয়ে পড়ে বিছানায়, ঘুমোতে চেষ্টা করে। লুইসে কি ঘুমুচ্ছে? নিশ্চয়ই। এবার ও ও-ই তো ঠিক আছে! হয়ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও এই কম্যুনিস্ট বীরের কথা মনে করে হাসছে, যে আজকের মত আচরণ করতে পেরেছে। "এমন কোনো মতবাদ প্রচার করো না যা তুমি নিজের জীবনে অনুসরণ করতে পারবে না" বিদায় বেলা বলেছে সে।

বাড়ীর ঘড়িতে দুটো বাজে। বিছানায় শুয়ে সে এপাশ ওপাশ করে ছটফট করতে থাকে, চোখ বুজে জোর করে ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করে। মনের ভেতর যদি এই বিষম আলোড়ন না থাকত, যদি না থাকত এই সব পরস্পর বিরোধী ভাবধারা যাদের সমন্বয় সাধন অসম্ভব!

লুইসে! অবশ্যি তার কী দোষ। কিন্তু তার কাছে গিয়ে সে কথা বলা—অসম্ভব! হয়ত শুয়ে শুয়ে সে ব্যাকুলভাবে কাঁদছে। ছোট-বেলাকার স্মৃতি ভিড় করে আসতে থাকে এবার। চিরদিন লুইসে ওকে রক্ষা করেছে, চিরদিন ওকে আশ্রয় দিয়েছে। আজ যেমন করে সে অনুভব করছে তেমন করে আর কখনো সে অনুভব করেনি যে সে তাকে কতখানি ভালোবাসে। কিন্তু লেজ গুটিয়ে তার কাছে গিয়ে সে কথা বলবে সে? অসম্ভব!

ঘড়িতে তিনটে বাজে—ভোর হতে আরম্ভ হয়। আর সে ওইখানে শুয়ে শুয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তের চিত্রটি সে দেখতে পায় যখন সে এটর্ণীকে বিদায় দিয়ে, ভেতরে গিয়ে লুইসের আনন্দকামনা করবার জন্যে সাহস সঞ্চয় করছিল। সত্যি তার ওই রকম অভিপ্রায়ই ছিল, তার ভেতরকার শুভ-সত্তা তাকে বলেছিল যে ওরকম করাই ঠিক। কিন্তু হল কি? তার চেয়ে লুইসে বেশি পেয়েছে এই কথা মনে করতেই যেন অকস্মাৎ সে একটা হিংস্র উন্মাদনার স্রোতে নিপতিত হল, আর সেই স্রোত তাকে ঘূর্ণাবর্তে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, যার ফলে সমস্ত ব্যাপারটা কেবলি খারাপের দিকে এগিয়ে গেল। আমরা কি এমনি করেই গড়া?

নবীন সমাজ—সে-ই কি পর্য্যাপ্ত?

ওহে বন্ধু! এযাবৎ তুমি কেবলি থিওরীর মধ্যে জীবন যাপন করেছ; যখনি কোনো সমস্যা তোমার দোরে ঘা দিয়েছে, তুমি কেবল এই "নব সমাজের" ঘাড়ে তাকে চাপিয়ে দিয়েছ। কিন্তু মানুষকে যখন তার নানা

মতবাদের থেকে মুক্ত করে অনাবৃত কর, তখন কি শুধু তার স্বার্থপরতা আর পাশবিকতাটাই অবশেষ থাকবে? সত্যি কি তাই? তোমার বেলাও কি তাই?

একটা সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছে, সেই সঙ্কট তোমার টুঁটি চেপে ধরেছে—তার সঙ্গে সংগ্রাম কর। বাঁধা বুলিকে সাগর জলে নিক্ষেপ কর। এর সঙ্গে সংগ্রাম করবার মুরোদ তোমার আছে কি?

তোমাকে একাজ সমাধা করতে হবে, লুইসে বলেছিল।

চলে যাবে—কিন্তু কোথায়? এখানে থাকবে—অসম্ভব! তবে কি সে তোমার চেয়ে বেশি পেয়েছে সেই জন্য বাকী জীবন তুমি লুইসের শত্রু হয়েই থাকবে—হ্যাঁ, নীচ আত্মা যার সে নিঃসংশয়ে তাই করবে বটে। তবে কি ক্রসেখে ফিরে গিয়ে, কামড়ে দিয়ে পরে কুকুর যেমন লজ্জিতমুখে লেজ নাড়তে থাকে তেমনি করবে সে? না, এই দুনিয়ায় থাকতে নয়!

কিন্তু তোমাকে এর নিঃশেষে সমাধান করতেই হবে।

ঘড়িটা আবার বেজেওঠে, ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে নিশ্চয়; শীগগিরই প্রভাত হবে, তোমাকে উঠতে হবে। সন্দেহ নেই যে এখন ক্রসেখে পুরোদমে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু এই প্রথম সে একটি দিনের সম্মুখীন হল যখন সে জানে না কী তাকে করতে হবে। শহরে যাবে কি সে? সকলেই তাকে জানে, অনেকেই আসবে, নানা প্রশ্ন করবে।

তবু কিন্তু সকালবেলা সে সড়ক দিয়ে গেল দোতলা একটা কাঠের বাড়ীর পানে; সেখানে এটর্নী হের প্রাল থাকেন।

ভাবাবেগে যখন তোমার শ্রান্তি আসে, আর ঘুরিয়ে পড়তে চাও তুমি, তখন অন্য সময় যা তোমার সম্ভব বলে মনে হয় প্রায়ই তার ঠিক বিপরীত করে বসবে তুমি। যদি তুমি লজ্জিত আর অবনমিত

হয়ে থাক, তুমি হয়ত অপমানজনক কিছু একটা করার প্রেরণা অনুভব করবে, যা পরে তোমাকে আরো গভীর লজ্জায় মগ্ন করবে।

লোরেন্টস্ দোরে আঘাত করল, তার পর একটা বড় আপিসঘরে প্রবেশ করল। তাকে ভেতরের দিকের একটা ঘরে যেতে বলা হল। একটা রাইটিং ডেস্কের পেছন থেকে স্থূলকায় বৃদ্ধ এটর্ণী দাঁড়িয়ে উঠে, নামাঙ্কিত আংটিপরা বেঁটে মোটা হাত বাড়িয়ে দিলেন, প্রশ্ন করলেন, কি করতে পারেন তিনি।

লোরেন্টস্ শুনতে পেল যেন ও এমন একটা প্রশ্ন করছে যা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তার শত্রু স্থানীয় এই লোকটির হাতে ও আত্মসমর্পণ করছে। লুইসে যদি এখন দেখতে পেত তাকে! সত্যি ওখানে দাঁড়িয়ে ও প্রশ্ন করল, উইলটা আবার দেখতে পারে কি না সে।

"অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে" ব'লে এটর্ণী তাঁর সোনার চশমার ওপর দিয়ে তার দিকে তাকালেন। সেফ থেকে দলিল বার করে আনলেন তিনি, তার পর যুবাটি সেই দলিল আদ্যোপান্ত পাঠ করতে লাগল বসে বসে।

কিন্তু ওর মধ্যে অস্পষ্ট কিছুই নেই। ভুল বোঝা অসম্ভব। তাই সে উঠে দাঁড়াল। দলিলটি ফিরিয়ে দিল।

"তোমার কিছু বলবার আছে কি, হের আল্‌ম্?"

"না, আমার ঠিক মনে ছিল না তাই ওই—ওই শব দাহনাগার সম্বন্ধে একটু দেখতে চেয়েছিলাম। আপনাকে বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না।"

এবার কিন্তু বৃদ্ধ শেয়াল দাঁত খিঁচলো। মাথা তুলে, চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে হেসে বললেন তিনি, 'আমি কিন্তু আশা করেছিলাম হে, তুমি বলবে 'যেমন কর্ম তেমনি ফল।'

লোরেন্টস্ মাথাটাকে পেছন দিকে করে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল,

'কিন্তু হের প্রাল, আপনি যে হতাশ হয়েছেন সেটাও স্মরণ রাখবেন। নমস্কার।'.

বেরিয়ে যাবার সময় সে বুঝতে পারছিল যে এটর্ণী তার পেছনে হাসছেন।

মাথা নীচু করে যখন সে ডেয়ারীর পাশ দিয়ে চলেছে তখন ক্রসেথের দুধের গাড়ীটা সেখানে বাইরে দাঁড়িয়ে। সৌভাগ্য ক্রমে গাড়োয়ান দুধের পাত্রগুলো নিয়ে গাড়ীর ভেতরে ছিল, কিন্তু ঘোড়াগুলো তাকে চিনতে পেরে তার দিকে মুখ করে হ্রেষা রব করে উঠল।

সহরের কাছে জঙ্গলে খুব ঘুরে বেড়াল সে সেদিন। যে পাহাড় থেকে ক্রসেথ দেখা যায় সেখানে গিয়ে, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নীচে সেই তালুকটার দিকে এমনি ভাবে চেয়ে রইল যেন আর কাছে যেতেও সাহস পাচ্ছে না। ওই তালুকটার ওপর দিকটায় অশ্বচারণ ভূমি, সেখানে তার পরিচিত তরুণ ঘোটকের দল; ধূসর বর্ণা বিশুদ্ধরক্ত ঘোটকী, "লেডী'ও তাদের মাঝে ছিল, গলায় তার ঘন্টা। সেখানে না নেমে গিয়ে সে থাকতে পারল না; ওই ঘোটকীর মাথাটাকে দুহাতেব মাঝে নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেশ কিছুক্ষণ সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কাল সকালেও তার বিশ্বাস ছিল যে সবগুলো ঘোড়াই তার—আর এখন? মত পোষণ করার এই ফল। কিন্তু তাকে এ সবের সমাধান করতেই হবে। হঠাৎ ওর মনে হল কে যেন আসছে। অমনি ও ছুটে পালাল চোরের মত।

আবার রাত্রি এল, হোটেলে এসে চুপি চুপি সে শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমোতে সে পারল না।

যদি শুধু তার বাবা থাকত। তার প্রথম শৈশবের দিকে চোখ ফেরালো সে শুয়ে শুয়ে। তার আসল মায়ের একটা অস্পষ্ট ছবি তার সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু তাঁর কাছে যাবার পথ কত বছর হল বন্ধ

হয়ে গেছে। এতে আর সন্দেহই নেই যে যদি তার আসল মা বাপ বেঁচেও থাকেন তাহলেও আজ তাঁরা ওর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত; তাই তাঁদের দিকে ফেরা নিরর্থক।

তোমাকেই এর সমাধান করতে হবে। তোমাকেই এর সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে হবে।

আবার নূতন দিনের উষার আবির্ভাব হয় ধীরে ধীরে। ওর মনে হতে থাকে, গত কাল এটর্ণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও যেন নিজের চূড়ান্ত অপমান করেছে, তার চেয়েও নীচে নামা তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু কী হবে তার পর? পালিয়ে গিয়ে কোনোই ভালো হবে না। যদি বেঁচে থাকতে হয় তাকে, তাহলে তার দুঃখের দিকে মুখ ফিরিয়ে, এক এক করে সেই-গুলোকে জয় করতে হবে। লুইসে থেকেই আরম্ভ করতে হবে।

কেমন করে নূতন আদর্শ সমাজ গঠিত হবে সেই সম্বন্ধে শুধু বক্তৃতা দিলেই যদি হত তা হলে আর কথা কি ছিল! এ কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন কাজ; এর মানে তাকে নিজের ঘাড়ে করে একটি ভার নিয়ে Canossa তীর্থ যাত্রীর মতো যেতে হবে তার বোনের কাছে আর তার কাছে স্বীকার করতে হবে যে সে কুকুরের মতো আচরণ করেছে তার সঙ্গে।

কিন্তু একে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

পূর্ব্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠছে, এখনো কিন্তু সূর্য্য ওঠেনি। ওপর দিককার সহরের মাঝ দিয়ে ও আরোহণ করতে থাকে, শেষের ছোট ছোট কাঠ বাটিকাগুলো পেরিয়ে ক্রসেথের নীচু ঢালুটার ওপর সে বেরিয়ে আসে।

ও দেখতে পায় শহরের ছাতগুলোর ওপর দিয়ে, হ্রদের ওপারে উদীয়মান সূর্য্যের প্রথম রশ্মিতে পল্লীপ্রদেশের দূরভাগ রাঙা হয়ে উঠেছে। চার দিকের খামারগুলোয় মোরগেরা ডাকতে শুরু করেছে। বনানী

প্রান্তর আর ক্ষেতগুলো শিশিরে ঝলমল করছে, নীল আকাশে সোয়ালো পাখীরা উড়তে আরম্ভ করেছে। লার্ক পাখীর গানও শুনতে পাচ্ছে আর সারাক্ষণ ওর নাকে ভেসে আসছে অজস্র পুষ্পের সুগন্ধ।

উর্দ্ধে, বনাচ্ছন্ন পাহাড়ের নীচে সেই প্রকাণ্ড জমিদারী—তার ছাড়ানো উত্তরাধিকার, হারানো বাড়ী, যেখানে তার বোন এখন কর্ত্রী। সেখানে ওপরে যাবার পথটি সহজ নয়। কিন্তু সে যাবে সেখানে আর বলবে, যা কিছু সঙ্ঘটিত হয়েছে সেসবই যথোচিত হয়েছে। বলবে, উইলটা ঠিকই হয়েছে, তার বোনের কোনো দোষ নেই। আর সে যে আচরণ করেছে তা লজ্জাজনক। না, এ পথ সহজ পথ নয়। "বায়বীয় মতবাদ আর দায়িত্বহীন আলোচনা এখানে কোনো সহায়তাই দেবে না; কেমন করে আরম্ভ করতে হবে সেটা তোমায় নিজে ভেবে বার করতে হবে, আর সর্ব্বপ্রথম তোমাকে লুইসের কাছে যেতে হবে।"

এত ধীরে ধীরে সে আর কখনো এ পথে যায় নি। কিন্তু শেষ ঢালুটার আধপথ যখন সে ওঠে গেছে, তখন মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখল সে, সমগ্র বিস্তৃত ভূদৃশ্যটাকে উদীয়মান সূর্য্য আলোকিত করে তুলেছে। হ্রদের অপর পার্শ্বে বনময় উচ্চভূমি লাল হয়ে উঠেছে, খামারের বাতায়ন গুলো অগ্নিশিখার মতো জলছে, হ্রদ সোনালী হয়ে উঠেছে। মনে হল যেন সে যা কিছু দেখছে সেই সমস্ত তরঙ্গায়িত হয়ে, অজস্র ঐশ্বর্য্য নিয়ে তার অন্তরাত্মার মধ্যে এসে প্রবেশ করছে আর আত্মা পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এক আশ্চর্য্য গ্রীষ্মের অনুভূতিতে। হবে, এখনো জীবন মহিমাময় হবে —কিন্তু তোমায় নিজকে নিয়ে আরম্ভ করতে হবে।

এবার সে বীথিকা ধরে চলেছে, এখন সে খাস তালুকের কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু সবই এখনও নিদ্রামগ্ন, সবগুলো দোরেই নিশ্চয় তালা বন্ধ। ভেতরে যেতে পারবে না সে, সিঁড়ি দিয়ে ছুটে গিয়ে, চুমো খেয়ে সে তার বোনটিকে জাগাতে পারবে না। উদ্যান তোরণে তাই সে ফিরে,

কাঁকর বিছানা পথ দিয়ে অলক্ষিত ভাবে সাইরিজা গ্রীষ্মাবাসটার দিকে যায় আর সেখানে পাথরের টেবিলটার ওপর কনুয়ে ভর দিয়ে দুহাতের মাঝে মাথা রেখে বসে থাকে।

হয়ত ঘণ্টাখানেক উত্তীর্ণ হল। তার চারদিকে সবই কেমন অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল, হঠাৎ তার মুখে একটা নাকের ঠেলা লাগে আর ফিনলণ্ডীয় কুকুরটা তার গাল চাটতে থাকে। "আমায় এখানে নিয়ে আসার জন্য তোর এত জেদ কেন রে, কিও ?" বলে একটি পরিচিত কণ্ঠ আর লুইসে এক হাতে কোদাল আর আরেক হাতে একগুচ্ছ গাছ নিয়ে এসে দাঁড়ায় তার সামনে।

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তারা। তারপর বকুনি এড়াবার জন্য দুষ্টু ছেলেরা যেমন করে, তেমনি করে ও হেসে ওঠে। লুইসের মুখ একেবারে রক্তহীন হয়ে যায়, কিন্তু শেষে সেও হাসবার চেষ্টা করে।

৮

এর পর সময় কাটে বিচিত্র ভাবে।

লোরেন্টস্ খামারের কাজে যোগ দেয় যেন কোথাও কিছু হয় নি ; আর সে মালিক নয় এখন—এখন সে কোনো বহিরাগত অতিথির পর্যায়ে নেমে এসেছে। অবশ্য সকলকেই সে বলছে যে হেমন্তে সে আইন পড়তে যাবে, কিন্তু প্রত্যেকের চোখমুখের ভাবে সে দেখতে পায় যে একটা কিছু গোলমাল যে হয়েছে তা তারা জানে। এটা তাকে সইতে হয়। বাস্তবিক লোকে যা ভাবছে সেটা সে গ্রাহ্য করবে না এটা যেন তার একটা পণে দাঁড়িয়েছে।

একটা সম্পূর্ণ নূতন প্রেরণা জেগে ওঠে তার মধ্যে—পরকে দোষ না দিয়ে সে সমস্ত দুর্দৈবকে গ্রহণ করতে শিখবে, কাকেও সন্দেহ পর্য্যন্ত করতে দেবে না যে তার কষ্ট হচ্ছে সহ্য করতে। পুরুষ তো সে? বেশ তো, অত্যন্ত চেষ্টা করে দেখতেও একটা মজা আছে। এখানে থাকা, আর যে সব ঐশ্বর্য্য তার হতে পারত তার পানে তাকিয়ে দেখা সহজ ব্যাপার নয়—প্রতিপদেই আত্মার মাননা সহ্য করতে হয়, কিন্তু তবু এ সব সে হজম করে আর জোর করে মুখে হাসি টেনে রাখে—এও এক নূতন খেলা, এর জন্যেও চাই বিশেষ রকমের ট্রেনিং। ওই তো তার বোন, যে তার হারানো সব কিছুর অধিকারিণী হয়েছে, তবু আজ সে তার প্রতি যতখানি ভালো আচরণ করছে তেমন সে পূর্ব্বে কখনো করেনি। এই আচরণ কি সে বজায় রাখতে পারবে?

লুইসে প্রায়ই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর পানে তাকায়। "তাকিয়ে থাকো, বোন, আমার অন্তরে কতখানি প্রবেশ করতে পার, দেখ!"

লুইসে তার শ্রেষ্ঠত্বের ভাব বর্জন করেছে। যাতে লোরেন্টস্ কষ্ট না পায় তার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তার এই যে প্রফুল্লতা এটা কি যথার্থ? সন্ধ্যাবেলা ও পা ঝুলিয়ে বসে রান্নাঘরের মস্ত টেবিলের পাশে আর গল্প বলে কুটীর রাণী প্রজা আর খামারের লোকদের, হাস্য কোলাহলে ভরে তোলে ওই ঘরটাকে। কিন্তু ওর মুখ এমন পাণ্ডুর আর চোখ নিদ্রাহীন কেন?

অবশ্য লুইসের মনে ওর জন্য করুণা জাগে, কিন্তু এই যে সব ব্যাপার হয়ে গেল এখানে, তার জন্যে সে-ই তো শুধু দায়ী। ক্ষেতের ওপর দিয়ে এক সঙ্গে যেতে যেতে ছোট ছেলের মত ও লুইসের পাশে খোঁচা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, এবার ছোঁও দেখি' বলেই যখন সে ছুট দেয় তখন লুইসেও খেলায় যোগ দিয়ে না দৌড়ে পারে না। তারপর যখন তাকে সে ধরে ফেলে তখন দুজনেই একসঙ্গে ঘাসের ওপর

গড়িয়ে পড়ে। ভাই বোন দুটি কী রকম বন্ধু তাই লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

হের প্রাল সপ্তাহে একবার করে আসেন; তাঁর কাছে লোরেন্টসের আজকাল কোনো অস্তিত্বই নেই। তবু তিনি প্রশ্ন করেন, "রাণীজী কোথায়? আজ তো তাঁর মন্ত্রণা সভা বসবে।" কাঠ চেরা মিলের ম্যানেজার, নায়েব, মিল ম্যানেজার আর অরণ্যরক্ষক সবাই এসে মিলিত হন, তরুণী লুইসে সোৎসাহে সব কাজেই তার পূরে অংশ গ্রহণ করে। এঁরা যা বলেন তার যথোপযুক্ত মর্য্যাদাও দেয় বটে, কিন্তু ওরও একটা নিজস্ব মত আছে আর এটা বুঝতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করতে হয় না যে, ওর মধ্যে ক্রসেথের বিধবা এখনো বেঁচে আছেন।

কখনো কখনো কিন্তু লোরেণ্টস্‌কেও সে থাকতে বলে; এও সে নিঃশব্দে হজম করে, কোনো আপত্তি করে না; যেন সহজ ভাবেই সে তাদের মাঝে এসে বসে—ওই এটর্নীর কাছে পর্য্যন্ত সে তার মতামত শান্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করে। এ যে খুব সহজ তা নয়, না, এই মন্ত্রণা সভাগুলোই সব চেয়ে তিক্ত; ওর মনে হয় যেন স্বেচ্ছায় ও কণ্টক শয্যায় শয়ন করছে, ও যে দাঁতে দাঁতে পিষছে এটুকুও যেন কেউ জানতে না পারে।

এর পরে তাকে বহুদূরে পল্লীপ্রান্তে ঘুরে বেড়াতে হয় বটে, যাতে ওর শরীরের ওপর দিয়ে ওই ঝড়টা বয়ে যেতে পারে। যখন ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন ও বসে পড়ে আর হ্রদ, বনানী, আবাদ জমির ওপর দিয়ে তাকিয়ে থাকে, বিস্মৃত হয় আপনাকে, আবার সে তার অন্তরের শান্তি ফিরে পায়। এই ঐশ্বর্য্যময় ও বন্ধ্যায়িত পল্লীপ্রদেশে সব সময়ই ওকে যেন কত কি বলে; কিন্তু আজকাল সে যে কথা বলে তা আগের চেয়ে স্বতন্ত্র। তার মনে হয়, এই সমস্তের অন্তরালে যে অধ্যাত্ম-ভূদৃশ্য রয়েছে যেন তার আভাস পেতে আরম্ভ

করেছে সে। পাহাড়ের পর পাহাড়,—যেন কত ধর্মমত আর কত আত্মোৎসর্গকারীর দল। এই পথই কি গ্রহণ করবে তুমি? না, না, সুস্থ যৌবন তার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; চলে যাবে সে,—এ ভাবে সে আর চলতে পারে না।

তারপর যখন সে বাড়ী ফিরে আসে, লুইসে তাকে প্রশ্ন করে 'লেডী'র ওপর চড়ে বেড়াতে যাবে কি? এও হজম করতে হয়; ঘোটকীটা তার কি না এ সম্বন্ধে তার মনে একটা সন্দেহ আছে, আর চাইতে গেলে বাজে তার অহমিকায়। তাই সে উত্তর দেয়; 'ও হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলাম তাই, কিন্তু আজ আর পেরে উঠব না।'

এবার কিন্তু রাত্রিবেলা বিনিদ্র নয়নে শুয়ে শুয়ে ও ভাবতে থাকে এক জনের কথা, যার সম্বন্ধে সে আজ পর্য্যন্ত কদাচিৎ ভেবেছে—তার বাবার, নিজের বাবার কথা! তার মনে পড়ে বছর দুই আগে শহরে এক ভদ্র লোক তাঁর কাছে এসেছিলেন—তাঁর নাম ব্রোক, একজন ইঞ্জিনীয়ার। তিনি ছিলেন তার বাবার আজীবন বন্ধু; তিনি বাবার খুবই প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় লোরেন্টস্ এর মাথা এত ভরেছিল অন্য চিন্তায় যে তখন ভুলে যাওয়া পিতাকে তার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল, আর তাছাড়া—এই সব অযৌক্তিক পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই তখন উচিত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন, এইখানে শুয়ে শুয়ে, ইঞ্জিনীয়ার তাকে যে সব কথা বলেছিলেন সেই সব একটি একটি করে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে টেনে বার করতে থাকে সে। তিনি যে সব কথা বলেছিলেন সে সবই ভালো কথাই ছিল। ধরো, দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও তার পিতা যদি বাস্তবিক একজন অসাধারণ লোকই হন? ধরো, যদি ক্রুসেথের মহিলা সত্য না বলে থাকেন?

পিতা! তার পিতা! তাঁর কাছে তো সে তার সমস্ত বাধা বিঘ্নের কথা বলতে পারে, পরামর্শ চাইতে পারে!

গ্রীষ্মকাল এবার পুরোদমে আরম্ভ হয়ে গেছে। হ্রদ আর পল্লী প্রান্তটা গ্রীষ্ম-কুয়াসায় কাঁপছে। এখন সারা রাত আলোকময়। ফসল কাটার সময় না আসা পর্য্যন্ত এখন খামারে কাজকর্ম ঢিলে-ঢালা।

তাই ভাই বোনকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেকটা সময় এক সঙ্গেই কাটাতে হয়। লুইসের সঙ্গে সে এমনি কোমল ব্যবহার করে যে লুইসের কাছে সেটা জোর করে করা মনে হতে থাকে। লুইসে ক্ষ্যাপায় ওকে, বলে, "কি! শীগগিরই অবতার টবতার হয়ে উঠবার মতলবে আছ নাকি?" ও বলে, "হ্যাঁ, হাত বুলিয়ে যোগশক্তি দিয়ে রুগী সারানোর জন্য এখানেই আড্ডা বসাবো।" তার পর হেসে ওঠে হুজনেই। হাসি ঠাট্টা চলে তাদের মাঝে। কিন্তু লোরেন্টসের মনে হতে থাকে দিন দিন যেন ব্যাপারটা কঠিনতর হয়ে উঠছে—এর পরিণতি কোথায়? নিজের বোনের সামনে মুখোস পরে চলা ফেরা মনকে পীড়া দিতে থাকে, সে এমন সব নিঃসম্পর্কীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করে যেখানে ওরা পরস্পরের সম্বন্ধে সহজ এবং স্বাভাবিক হতে পারে।

লুইসের কক্ষ প্রাচীরগুলো রেনেসাঁ যুগের ছবির যেসব ছবি ও ইউরোপের গ্যালারীগুলোয় দেখেছে তার ফটোগ্রাফে সমাচ্ছন্ন। লোরেন্ট্‌স্ সেগুলোর প্রতি ওর অনুরাগ প্রকাশ ক'রে ওকে বিস্মিত করে দেয়। ওর বই আর খাতাপত্রের পাতা উলটাতে পালটাতে আরম্ভ করে, এমন কি এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতেও ইতস্ততঃ করে না। লুইসের তাতে আনন্দ বোধ হয়, সেলায়ের কাজ করতে করতে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে ওর বেশ ভাল লাগে। তবু কিন্তু ও যে রকম মন দিয়ে শুনছে বলে মনে হয় তেমনি সত্যি সত্যি শুনছে বলে লুইসের খুব বিশ্বাস হয় না।

তারপর মাঝে মাঝে সে ওকে বাজাতে বলে, যা পূর্ব্বে সে কখনো করত না, লুইসে পিয়ানোর সামনে ব'সে ঢিলে গরমকালের গাউনের

আস্তিনটা গুটিয়ে নিয়ে বাজাতে থাকে। লোরেণ্ট্সের মনে খুব বিশ্বাস নেই যে ও খুব ভালো বাজায়, তবু সম্ভবতঃ হেমন্ত এলে ও চলে যাবে, আর হয়ত এমনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যে ওর বাজনা আবার সে নাও শুনতে পারে।

লোরেণ্ট্স্ও স্বরলিপি দেখে গাইতে শিখেছে, তাই ও যখন কিয়েরুল্ফ (Kierulf) অথবা গ্রিয়েগের (Grieg) গান যথাশক্তি গাইতে থাকে লুইসেও তাতে যোগ দেয়। মনে হয় লোরেণ্ট্স্ যেন তার বিদায়গীতি গাইছে, আরো মনে হয়, সঙ্গীতের মাঝ দিয়ে যেন সে তার বোনের সান্নিধ্য লাভ করে, যেন আবার সে আপনাকে ফিরে পায়। কোনো উত্তরাধিকার এখানে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে আসে না; যতক্ষণ গান চলতে থাকে তারা যেন আবার তাদের শৈশবে ফিরে যায় আর ধরনীর উর্দ্ধে যেন তারা পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়ায়।

জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন সন্ধ্যাবেলা তার বারান্দার সমুখে খোলা দরজায় একটা ডেক চেয়ারে সার্ট গায়ে, মুখে পাইপ দিয়ে শুয়ে আছে, লুইসে ঘরের ভেতর তার পেছনে বসে চিকনের কাজ করতে করতে গুন-গুন করে গান গাইছে। যেন উচ্চকণ্ঠে ভাবছে সে এমনিভাবে বলে সে, "তরুণ হওয়া, অন্ততঃ আমাদের পুরুষদের পক্ষে কঠিন।"

"তোমাদের পুরুষদের পক্ষে বুঝি বেশি কঠিন?"

"আমার বোধ হয় বেশি কঠিন। যেদিন বালক আপনাকে বয়স্ক বলে মনে করে সেইদিন থেকেই বিপত্তি আরম্ভ হয়, অথচ আর কেউ একথা স্বীকার করতে চায় না।"

লুইসে একটু হাসে।

"হাঁ, হেসে উড়িয়ে দাও। কিন্তু এটা সুখের সময় নয়, আর আমার যদি কখনো ছেলে হয়, আমি মনে রাখব এই কথাটি। আজ যে ছেলে ইট নিয়ে খেলা করছে, কাল সেই ছেলে সামাজিক সমস্যা নিয়ে তার

কমরেডদের কাছে বক্তৃতা দেয়। বয়স্করা তাই দেখে হাসে। কিন্তু একদিন আসে যখন সেও তার শোধ নেয়।"

কাজ ভুলে গিয়ে লুইসে মুখ তুলে চায়। সে কি আবার তার অতীত দিনের দিকে তাকিয়ে তার হিসাব নিকাশ করছে না কি?

লোরেণ্ট্‌স্ বলতে থাকে: লোকে যৌবনের কথা বলে উৎসাহ ভরে, কিন্তু যৌবনের মরিয়া ভাবটার কথা কখনো বলে না। কিন্তু তবু— হয়ত এই স্পর্দ্ধিত অবজ্ঞার ভাব থেকেই যুবারা বেশির ভাগ ভাবধারা লাভ করে থাকে।"

"এটা যুবকদের এবং তাদের ভাবধারার পক্ষে একটা দুর্ভাগ্য বলেই মনে হয় আমার।"

নীল বনশীর্ষের ওপর দিয়ে দূর সূর্য্যাস্তের পানে তাকিয়ে সে চেয়ারে শুয়ে থাকে, শেষে বলে, "যদি একটা বাপও থাকত!"

ওর পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে লুইসের মুখে ফুটে ওঠে মায়ের স্নেহ।

ও বলতে থাকে: "ব্যাপার যখন বড়ো বেশি জটিল হয়ে ওঠে, তখন বড়ো ভালো হয় যদি এমন কেউ থাকে যার কাছে যাওয়া চলে। তোমার মতো সকলেরই জীবন ব্যাপারটা একেবারে কাটাছাঁটা ছাঁচে ঢালা নয়তো।"

সেলাই ভুলে গিয়ে আগের মতই বসে থাকে লুইসে। লুইসে তার ভায়ের কাছে আপনাকে অপরাধী মনে করে বেড়ায় না; যা কিছু ঘটেছে তাতে তার কোনো হাত ছিল না আর ও ভাবপ্রবণ প্রকৃতির মেয়ে নয়। হয়ত তার ভাবে ভঙ্গীতে এটা একটু বেশি স্পষ্ট যে, জমিদারী পরিচালনার কাজটা ওর বেশ ভালো লাগছে—আজকাল সে সম্পূর্ণভাবে তার প্রকৃতির অনুযায়ী কাজ পেয়েছে। কিন্তু সে না হয়ে লোরেণ্ট্‌স্ যদি ক্রুসেথের উত্তরাধিকারী হত, তা হলেও এতদিনে সে অন্য কিছু নিয়ে নিশ্চয়ই পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকত।

লোরেণ্ট্স্ বলতে থাকে : লু, আমরা যখন খুব ছোট্ট ছিলাম, তখন আমরা দুজন লুকিয়ে লুকিয়ে কখনো কখনো আমাদের আসল বাপ মায়ের কথা বলাবলি করতাম। তোমার কি মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে বহুদিনের কথা।"

"আমরা সমাধিকৃত্যের সময়ও তাঁদের ডাকিনি!"

"ভাই, তুমি খুব ভালো করেই জান যে সেটা অসম্ভব ছিল।"

"তাই না কি?" ব'লে ওর পানে মুখ ফেরাল সে।" তাঁরা কী অন্যায় করেছিলেন, আমায় বলতে পার?"

"তোমার চেয়ে আমি কি বেশি জানি? মা আমাদের সঙ্গে ওসব কথাই বলতেন না। কিন্তু আমাদের উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসার জন্য আমাদের তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

কিছুক্ষণ পরে, যেন দূরের নীল পাহাড়কে উদ্দেশ করে বলে লোরেণ্ট্স্। আমরা যাঁকে পরে মা বলেছি তাঁর চেয়ে—আমাদের বাপ মা অনেক ভালো হতেও তো পারেন।"

লুইসে চমকে উঠে, একদৃষ্টে ওর পানে তাকিয়ে বলে, "প্রিয় লোরেণ্ট্স্, আর কোনো কথা কি নেই?"

"আমি শীগগিরই যাবো তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে।" বলে সে।

"কী? না, লোরেণ্ট্স্, এ তুমি করতে পারবে না।"

"আমার সঙ্গে যাবে লু?" তার কণ্ঠস্বরেই বোঝা যায় যে সে ঠাট্টা করছে না।

"অন্য কথা হোক।"

"দূরে পাহাড়ের এক কুটীরে আমাদের নিজের বাপ মা দারিদ্র্যে দিন কাটাচ্ছেন। আর তাঁর সন্তানেরা ঐশ্বর্যে প্রতিপালিত হয়েছে বলে তাঁদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাইছে না।"

লুইসে রেগে ওঠে। "তুমি ভালো করেই জান কারণটা তা নয়।"

"তাঁরা এখন বুড়ো হয়ে গেছেন। চলবে আমার সঙ্গে?"

"মা কি আমাদের কখনো ক্ষমা করবেন তা হলে? কবরে এখনো তাঁর দেহ বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়নি! লোরেন্ট্স্, নিশ্চয়ই তোমার এ অভিপ্রায় নয়।" উত্তর না দিয়ে লোরেন্ট্স্ উঠে পড়ে, শীস দিতে দিতে বেরিয়ে যায় বাগানে।

লুইসের কোলের ওপর অস্পৃষ্ট পড়ে থাকে সেলাইয়ের কাজ, শূন্য-দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে ও স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

তাদের নিজের বাপ মা—না, তাঁরা মন্দলোক আর তাঁরা তাদের থেকে বহুদূরে এবং ক্রসেথের মা তাঁদের হাত থেকে এদের উদ্ধার করেছেন, এ ছাড়া তাঁদের সম্বন্ধে আর কিছু সে কখনো ভাবেনি। তাঁরা কি এখনও বেঁচে আছেন?

কিন্তু লোরেন্ট্স্এর সেখানে যাওয়া সে বন্ধ করতে পারে না। কি হবে তা হলে? ধর, ওখানে গিয়ে যদি সে একটা নূতন আশ্রয় পায় আর সে যদি তার বোনকে নিঃসঙ্গ রেখে চলে যায়? এই প্রথম সে উপলব্ধি করলো যে ভাইকে দিয়ে তার প্রয়োজন আছে, আর এবার তাকে চিরতরে হারাবার বিপদের সম্মুখীন হয়েছে সে।

দুটি সন্ধ্যা পরে, যখন সে বিছানায় শুয়েছিল, তখন দোর খুলে গেল, লুইসে পাতলা, হাল্কা রঙের প্রভাতী গাউন পরে, পিঠের ওপর ওর কটা কেশপাশ দুলিয়ে প্রবেশ করল।

"দুঃখিত, কিন্তু আমি এক্ষুণি চুলটা ধুতে যাচ্ছি" বলে লুইসে।

"এখানে, আমার ঘরে না কি?"

"দূর্—শোনো তো" বলে সে শয্যাপার্শ্বে বসে পড়ে। "তোমায় একটা কথা আমাকে বলতেই হবে।"

"কি কথা?"

"হঠাৎ এই—এই আমাদের বাবা আর মায়ের কথা তোমার মনে এল কিসে ?"

"ও" বলে ও নিজের চোখের ওপর হাত বুলিয়ে নেয়। "একটা কারণ হচ্ছে এই যে বছর দুই আগে বাবার এক বন্ধু আমার কাছে আসেন আর তাঁর কথা বলেন আমাকে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা মনে পড়ল, আমার বোধ হয় তিনি বলেছিলেন যে তিনি নাকি আমার ধর্মপিতা। কিন্তু তখন ও সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাববার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না।"

"সেই লোকটি কি বলেছিলেন বল।"

"তিনি বলেছিলেন যে তিনি যে সব শ্রেষ্ঠ লোক দেখেছেন, বাবা তাদের অন্যতম।"

"আর মা ?"

"তিনি বলেছিলেন যে তরুণ বয়সে মা নাকি খুবই সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু আমাদের দুজনকেই যখন ছেড়ে দিতে হয়েছিল তখন তাঁদের যে কী কষ্ট হয়েছিল ভেবে দেখ।"

"তাঁদের এমন দুর্দশা হল কেমন করে তাহলে ?" "ওঃ, ব্যারাম আর মন্দভাগ্য, লুইসে। আমার মনে হয় সে এক দীর্ঘকাহিনী।"

"কিন্তু, কিন্তু তাঁরা কি খুব খারাপ কিছু করেন নি ?"

"না, এটা মিথ্যে কথা।"

বাতায়নের দিকে তাকিয়ে লুইসে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর অবশেষে সে বলে, "আমি এসম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবছি। তাঁদের খুবই দুঃসময় চলেছে এটা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমাদের তাঁদের দেখতে না যাওয়াটা হয়ত অন্যায়। কিন্তু......

"কিন্তু ?" ভুরু কপালে তুলে বলে লোরেন্ট্‌স্।

"কিন্তু যে-মা কবরে রয়েছেন, তাঁর কথা কি ভাবছ, লোরেন্ট্‌স্ ?" তিনি যদি আমাদের সেখানে যেতে দেখতেন ?"

"তাঁর সঙ্গে কি তোমার রক্তের সম্পর্কটা বেশি গভীর?"

"বুঝেসুঝে কথা বল এখন। সমস্ত ব্যাপারটা কী কঠিন, ভয়ানক রকম কঠিন।"

লোরেণ্ট্‌স্‌ না হেসে থাকতে পারে না। যে ঐশ্বর্য্যশালিনীর পরিষ্কার ঠাণ্ডা মাথার কাছে দুনিয়ায় কোনো রহস্যই নেই বললেও চলে, আজ সেও এমন একটা ব্যাপারের সম্মুখীন হয়েছে যা উদ্‌ভ্রান্তিকর—সে হচ্ছে তার আসল মায়ের স্মৃতি। একটা বহু দূরাগত কণ্ঠস্বর যেন তাকে ডাকতে আরম্ভ করেছে, এটা এমন একটা ব্যাপার যাকে কোনো হিসাবের খাতায় লেখা চলে না, তাই সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভায়ের কাছে এসেছে পরামর্শ নিতে।

"যাই হোক, তোমাকে সেখানে একা যেতে দিতে পারব না আমি", বাতায়নের দিকে তাকিয়েই লুইসে বলে।

"হুররে—তুমিও যাবে তবে! ঠিক ধরণের মেয়ে না হয়ে কি পার তুমি? তাহলে আমরা কালই যাচ্ছি, কী বল?"

"কী যে ভাব তুমি! না, এই সপ্তাহের শেষে আমরা একশো শূয়োর বিক্রী করছি নীলামে। সোমবারের আগে আমাদের যাওয়া হতে পারে না।"

"তাই বেশ, তাহলে সোমবারই সই।"

যেন একটা কঠিন আর বেদনাদায়ক কাজ হাতে নিচ্ছে সে এমনি ভাবে লুইসে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। তারপর লোরেণ্ট্‌সের মাথায় হাত বুলিয়ে, 'গুড-নাইট' বলে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মার্লে আর বেচারা হোল্‌সের ওপর দিয়ে বছরের পর বছর অতি-বাহিত হয়েছে। যে সব বাধাবিপত্তি তাদের পথে আসে তা নিয়ে আর তারা অনুযোগ করে না। মিশরের প্রকাণ্ড বাঁধগুলোর ইঞ্জিনীয়ার ছিল সে; ধনশালী হয়ে সে স্বদেশে ফিরে বণিক উৎযোগের সুন্দরী মেয়ে মার্লেকে বিবাহ করেছিল এবং একটা এস্টেট কিনে তাতে কয়েক বছর সুখে কাটিয়েছিল। তারপর সে একটা প্রকাণ্ড হাইড্রালিক পাওয়ার স্টেশন তৈরী করার কাজ হাতে নিয়ে তাতে যথাসর্ব্বস্ব খুইয়েছিল, তারপর যখন সে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার কঠিন কাজে অগ্রসর হল তখন অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তার স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়ল। সে এই দূর পার্ব্বত্য এলাকায় এই একটিমাত্র আশা নিয়ে এসেছিল যে, এখানকার হাওয়ায় হয়ত সে সেরে উঠবে আর তাদের উপবাসের হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য প্রথম প্রথম মার্লের পরিবারের লোকদের একসঙ্গে পরামর্শ করতে হয়েছিল।

কৃপাদত্ত রুটি অবশ্য তিক্তই লাগত, তবু এটা সাময়িক, এবিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তার কালে সে আবিষ্কারের সাহায্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেছিল, আর এখনও তার মাথায় যথেষ্ট উদ্ভাবনী কল্পনা ছিল। কিন্তু চোখ খারাপ হয়ে গেলে 'ডিজাইন' (design) করা চলে না; তাছাড়া ক্রমাগত মাথাধরার তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকায় সে কোন সমস্যা নিয়ে ভাবতেই পারে না। আর কতকাল আত্মীয়েরা তাদের বাঁচিয়ে রাখবে? এই নির্জ্জনতায় কত বছর কেটে গেল, তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতিই হল না। সাময়িকভাবে হয়ত সব একটু ভালোর দিকে চলে, কিন্তু আবার সব অন্ধকার হয়ে যায়। সন্তানগুলো ছোট ছোট ছিল, ওরা খেলাধূলা করত,

ওদের মা-বাপ যে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে বিনিদ্র রাত্রি কাটাত তা ওরা কল্পনাও করতে পারত না।

তাই একদিন তারা একটুকরো জমিসহ একটা ছোট্ট মজুরের কুটীরে বাসা বদল করল। আরেকবার সংগ্রাম আরম্ভ হল—এবার ভাগ্যোন্নতির আশায় নয়, কোনো কালে ওই কুটীরের মালিক যেমন করেছিল তেমনি করে এই ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড থেকে জীবিকা অর্জ্জন করবার আর কারো দয়ার ওপর নির্ভর না করতে হয় যাতে তার জন্য। পীয়ার হোল্ম যখন একটু ভাল থাকে, লোহারের কাজ করে সে, আর এককালের সুন্দরী মার্লে, যে 'আর্টিস্ট' হবার স্বপ্ন দেখেছিল, এখন বাড়ীর আর গোয়ালের কাজকর্ম করে; কুটীরবাসীদের স্ত্রীদের মতো বোঝাও বয়। ঐশ্বর্য্যের দিন থেকে এই পরিবর্ত্তন শোচনীয়।

তারা বুঝতে পারে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এইভাবের জীবনযাত্রাই তাদের নিয়তি—কিন্তু ছেলেপিলেগুলোর কী হবে? যখন মার্লের পিসী ক্রুসেথের সেই ক্ষমতাশালিনী মহিলা তাদের বড়ো দুটি সন্তানকে নিতে চাইলেন তখন না বলা খুবই কঠিন হয়ে উঠল। তাঁর কাছে থাকলে এরা ভালো থাকবে, যত্নে থাকবে, ভালো স্কুলে পড়তে পাবে আর হয়ত···হ্যাঁ, হয়ত সময় এলে পর, এরা তাঁর উত্তরাধিকারীও হতে পারবে। তারপর কোনো দিন যখন এরা বড়ো হবে তখন এদের মা বাপ যে নিজেদের কথা চিন্তা না করে তাদের সন্তানদের কথা চিন্তা করেছিল তাই মনে করে এরা কৃতজ্ঞ হবে। একথা সত্যি এদের ছেড়ে দেওয়া মামুলি কথা নয়, তবু কিন্তু এদের জন্য তারা অনেক বেশি ভালো করতে পারত এই কথা সারাক্ষণ জেনেও এদের নিজের কাছে রেখে দারিদ্র্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হতে দেখা আরো কঠিন। সান্ত্বনার জন্য আরেকটি সন্তান, একটি ছোট্ট মেয়ে, রইল তাদের কিন্তু এক বসন্তকালে একটা দুর্ঘটনা হয়ে সেটি মারা গেল, তারপর মার্লে আর পীয়ারের যে সব দিন এল সে বড় দুর্দ্দিন।

তাদের ভাবনা তাই আরো বেশি করেই, যে-দুটি অন্তত বেঁচে রয়েছে, তাদের দিকে ধাবিত হল। তাদের মা পত্রের পর পত্র লিখতে লাগল, কিন্তু ক্রসেথের কর্ত্রীর নিশ্চয়ই চিঠির উত্তর দেওয়া ছাড়া অন্য কাজ ছিল। কখনো এক আধবার বিশ্রী ছেলেমানুষী হাতে লেখা একটি ছোট্ট পত্র আসত; আর যখনি ওই রকম পত্র আসত মার্লের যেন আবার তারুণ্য ফিরে আসত আর সে কাজ করতে করতে গান গাইত। কিন্তু মার্লের পিসী যেদিন লিখে পাঠালেন যে তিনি শিশুদের দুগ্রস্থ মা বাপ থাকা বরদাস্ত করবেন না, হয় এরা সম্পূর্ণভারে তাঁর নিজের হবে, নয়তো ·· ·· নয়তো এদের তারা ফিরিয়ে নিতে পারে। সেদিনটা তাদের একটু দুঃসহই লেগেছিল।

বেশ, বেশ, তাহলে তাদের ফিরিয়ে আনাই ভালো। তাদের সন্তানের সঙ্গে শেষ বন্ধনটুকুও ছিন্ন করতে হবে,—কখনো না! কিন্তু—এখানে তাদের নিয়ে আসা? ছোট্ট কুটীরের চারদিকে তাকায় তারা। আর দুজনের পক্ষেও যে খাবার প্রায়ই যথেষ্ট হয় না, সেই খাবার চারজনকে খেতে হবে সেই কথা ভাবে—আর ভাবে ক্রসেথে সন্তানগুলো কেমন ভালোভাবে রয়েছে। মার্লে জেগে কাটায় রাত আর কত উপায়ের কথা মনে মনে ভাবে। ও শহরে গিয়ে একটা বোর্ডিংও খুলবে, যাতে তারা মাতা পিতা আর সন্তানেরা, একসঙ্গে থাকতে পারবে। হ্যাঁ, শহরেই যাবে—কিন্তু পীয়ার সেখানে কখনো ভালো হবে না। সন্তানের জন্য কি সে তাকে বলি দেবে? না, তবে কি চিরতরে সে তার ছেলে আর ছোট্ট মেয়েটার ওপর তার দাবীদাওয়া ছেড়ে দেবে? না, না! একদিন হয়ত সে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় কিন্তু পরদিন সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে ওঠে। দুঃসময়ের দ্বারা বিপর্যস্ত স্বামীর পানে তাকায় সে আর লুইসে লোরেন্ট্‌স্‌-এর কথা ভাবে যাদের শুধু একটি মুহূর্ত দেখবার জন্য সে কয়েক ক্রোশ পথ হেঁটে যেতে পারে। পীয়ার আবার তার একটা আবিষ্কারকে

সম্পূর্ণ করবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে—একটা নতুন harrow (চাষের মই); যদি এতে সে সফল হয়, আবার সব ঠিক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মাথা তার সম্পূর্ণ কাজের বার হয়ে যায়, তাকে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। মার্লে তার কাছে সন্তানদের নাম করতেও আর সাহস পায় না; সে জানে শুয়ে শুয়ে পীয়ার কী যাতনা ভোগ করছে।

শেষটায় স্থির হল, ছোট শিশু দুটি যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। সন্দেহ নেই, এটাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা যা তারা তাদের সন্তানদের জন্ম করতে পারে। মা বাপ তাদের জন্য কতখানি অনুভব করে সে কথা তাদের জানাবার দরকার কি। বিশ্রী, ছেলেমানুষী হাতের লেখা ছোট্ট চিঠিগুলো আসা বন্ধ হয়ে গেল, মার্লে নিজের কাজে ঘরের বা'র ভেতর করে, গান গায় না সে আর।

দিন চলতে থাকে। কেশরাশি অসময়েই সাদা হয়ে যায়, হাতগুলো রুক্ষ হয়ে যায়, পিঠ যায় বেঁকে; পীয়ারেরও চুল আর দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, একটা অস্থিরতা জেগে আছে তার মধ্যে সর্বক্ষণ যেন তাদের দুঃখ থেকে পরিত্রাণের একটা পথ খুঁজে ফিরছে সে। অতি নিঃসঙ্গ তারা এখানে, কারণ প্রতিবেশিদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে তারা ভাব করতে পারে; ভয়াবহ তুষারপাত আর পুড়িয়ে-ফেলা হিমে শীতকালটা এমনি সুদীর্ঘ লাগে, যেন কাটতে চায় না: বসন্ত, গ্রীষ্ম আর হেমন্তকাল দরিদ্রদের জন্য নিয়ে আসে কঠোর কাজের বোঝা। রোদ আর বৃষ্টি তাদের আগামী বর্ষের ভাগ্য নির্ণয় করে—এক বছরের জন্য যথেষ্ট আলু যদিবা হয়, তাতে শুধু দুজনেরই কাজ চলতে পারে। তারা দুজনেই বাইরে ভেতরে পরিশ্রম করে, অন্ততঃ তারা আছে পরস্পরের জন্য। এক সময় চারদিকের লোকেরা তাকে 'ইঞ্জিনীয়ার' বলত, কালক্রমে সে কথা ভুলে গেছে সবাই, এখন সে তাদের কাছে 'লোহার'। তারা সাধারণ

কৃষকের স্তরে নেমে এসেছে, তাদের জীবনযাত্রা, পোষাক পরিচ্ছদ সবই কৃষকদের মত; বৃদ্ধ হয়েছে তারা, প্রায় সব সময়ই একটা না একটা দুঃখ দংশন করছেই তাদের, তবু কেউ তাদের অনুযোগ করতে শোনে না।

কিন্তু প্রতি রবিবার মার্লে পত্র লিখতে বসে। পীয়ার তাকে কি লিখছে জিজ্ঞেস করা ছেড়ে দেয়; পীয়ার চলে যায়, মার্লেকে বিরক্ত করে না সে! মার্লে লুইসে আর লোরেণ্ট্‌সকে দীর্ঘ পত্র লেখে; পত্রগুলো খামে বন্ধ করে সে, কিন্তু পাঠানোর সাহস নেই তার। এইখানে বসে বসে সে আপন মনে ওরা কেমন আছে তাই পর্যালোচনা করে, মনে মনে তাদের নিজেদের কথা অল্পস্বল্প বলে, ভালো ভালো উপদেশ দেয়, নিত্য নিয়মিতভাবে সে তাদের পথ দেখিয়ে চলে। বছরের পর বছর কেটে যায়, দেরাজ ছাপিয়ে পত্রগুলো এবার বাক্সে জড়ো হতে থাকে; কালাতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সে তার সন্তানদের বিকাশ অনুসরণ করতে থাকে, তাদের বয়স অনুযায়ী নতুন পরামর্শ নতুন যত্নের প্রয়োজন হয়। তারপর সারাটি সপ্তাহ সে আনন্দে কাটাতে থাকে। পরবর্তী পত্র লেখার দিনটির প্রতীক্ষায়—যেদিন সে আবার তাদের সঙ্গে কথা বলবে।

আরেকটা অভ্যাস হয়েছে তার যা সে ছাড়তে পারে না—পত্রের সন্ধানে ডাকঘরে যাওয়া। কারণ নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তার পিসীর মন বদলাতে পারে, তিনি সন্তানদের পত্র লেখার অনুমতি দিতে পারেন। বছরের পর বছর আসে আর যায়, তবু সেই পাংশুবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী নারীকে ডাক আসার দিন দ্রুতপদে যেতে দেখা যায়। তারপর কুব্জদেহ পোষ্ট-মাষ্টার সমস্ত চিঠি পরীক্ষা করে যখন তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়েন, মার্লে কখনো কখনো তার শান্ত কণ্ঠে তাঁকে আরেকবার দেখতে বলে। যাক, আজ না এলেও আরেকদিন আসতে পারে।

রাতের বেলা যখন মার্লে শোয় তখন মার্লের ঠোঁটগুলো কাঁপতে থাকে নিঃশব্দে যাতে পীয়ার না জানতে পারে। পীয়ারের আছে তার নিজস্ব

ঈশ্বরবর্জিত এক ধর্ম ; সে পরম উৎসাহে মানুষের নিজের মধ্যেই যে শাশ্বত শক্তিরাশি রয়েছে তার কথা বলে, কিন্তু তাছাড়া আর কিছুতে সে বিশ্বাস করে না। মার্লে তার বিশ্বাসের ওপর হস্তক্ষেপ করে না, কিন্তু ওই বিশ্বাস মার্লের পক্ষে আর পর্য্যাপ্ত নয়। কালাতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই সে তার গোপন হৃদয়ে একটী ছোট্ট পূজাবেদী নির্ম্মাণ করেছে, এটি তার দুটি শিশুর জন্য। এইখানে সে রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়ার আগে আবার তাদের দেখা পায়, আর এখন যে সে যোড়হাত করে শুয়ে থাকে তা সে নিজেও জানতে পারে না। এই ধরণের নারী সম্ভবত দিনের বেলায় চুপ করেই কাটায়, কিন্তু দৃষ্টি তার জ্বল্‌জ্বল্ করতে থাকে আর যদি কখনো কোন কিছু দুঃসহও লাগে, তবু মোটের ওপর তা অসহনীয় মনে হয় না।

পীয়ার কিন্তু হিমেল শীতের দিনে কূয়া থেকে জল বয়ে আনতে থাকে যতক্ষণ না তার দাড়ি পালা আর বরফে চাপ বেঁধে যায়! 'স্লে'তে করে বন থেকে সে কাঠ টেনে আনে আর প্রায়ই তুষার এত গভীর হয়ে পড়ে যে তার ভেতর দিয়ে এগোনো কঠিন হয়ে পড়ে। ঝোলা পিঠে সে পায়ে হেঁটে যায় নীচে গ্রামের দিকে, আর অন্য চাষীদের মত সেও মাখন বিক্রী করে তা দিয়ে কফি আর চিনি কিনে আনে। এমনও হয় যে দোকান হয়ত নরনারীতে পরিপূর্ণ থাকে। আর তার মনটা যদি ভালো থাকে সেইখানে বসে সে গল্পসল্পও করে। হ্যাঁ, সে এইসব গম্ভীর-মুখ উপত্যকা-বাসীদের হাসাতে পারে। সে বাইরেকার বিশাল জগতের গল্প বলে তাদের, আর তারা হাঁ করে তা শোনে—এসব গল্প কি সত্যি নাকি? মোটা পশমী পোষাক পরা এই যে লোকটি, যার হাতগুলো মজুরের মত রুক্ষ, সে কি তাদেরই একজনের মতো নয়? সে নীল চশমা পরে বটে আর তার দাড়ি আর চুলও সে সুবিন্যস্ত ভাবেই রাখে, কিন্তু এ লোকটি সত্যি সেইরকম ছিল নাকি?

যখন সে পথ দিয়ে যায় তখন মেয়েগুলো খিলখিলিয়ে হাসে কারণ সে

তাদের কাছে যেয়ে তাদের সঙ্গে হাসি মস্করা করে প্রায়ই। "আজ রাত্তিরে আমার প্রতীক্ষা করো" বলে সে, "তখন আমরা ঠিক করবো—জানই তো কি!" ব্যস, ওরা হেসে ওটে। স্বাস্থ্যটা যখন একটু ভালো থাকে তখন সে ওই রকম, কিন্তু দুঃসময় আবার আসে—তখন অবশ্য ব্যাপার অন্যই রকম।

'তরুণ সভা' এসে তাকে বক্তৃতা দিতে বলে। বেশ, তার বলবার কথা অনেক আছে। মার্লেও যায় তার সঙ্গে ক্লাব-হাউসে, বক্তৃতাকারীর পাশে বসে শুনতে থাকে; তারা দুজনেই তাদের রঙ-চটা, পুরানো ফ্যাশানের রবিবাসরীয় পরিচ্ছেদ পরে। তরুণদের সঙ্গে তাদের বেশ ভাব হয়ে যায়। এক শুভদিনে মার্লেরও মনে হয় যে তরুণী মেয়েদের জন্য একটা সেলায়ের ক্লাস খোলার সময় আছে তার।

কদাচিৎ তারা তাদের সন্তানদের কথা বলে—এর মানে তো শুধু পুরানো ক্ষতের মুখ খুলে দেওয়া। কিন্তু কখনো কখনো তারা সন্ধ্যাবেলা বসে বসে সেই সব তরুণদের কথা নিয়ে আলোচনা করে যারা ঘর ছেড়ে আমেরিকায় চলে যায়। প্রথম কয়েক বছর তারা প্রায়ই বাড়ীতে পত্র লেখে। কিন্তু তার পর পত্র লেখা সংক্ষিপ্ত হয়ে আসতে থাকে। অবশেষে পত্র একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ছেলেটা কিম্বা মেয়েটা সেখানে শিকড় জমিয়ে বসেছে, ভালই আছে ওরা সেখানে, নূতন মাটির ওপর পরিবার গড়ে তুলছে ওরা, মা বাপ ওদের থেকে কতদূরে। এদের দিয়ে আর ওদের কোনো প্রয়োজন নেই, তাই এরা কুয়াসায় অস্পষ্ট হয়ে বিস্মৃতির মাঝে মিলিয়ে যায়।

এই নিয়ে তারা বসে বসে আলোচনা করে। কিন্তু মা বাপেরা অত সহজে ভোলে না। মা হয়ত নিয়মিত ভাবে ডাকঘরে যায় আর বার বার নিরাশ হয়ে ফেরে; কিন্তু তবু একথা কি সে বিশ্বাস করতে পারে যে তাকে ওরা ভুলে গেছে? বছরের পর বছর মা তাই ডাকঘর থেকে

ফিরে ফিরে আসে। অন্ততঃ নিজের সন্তানদের সম্বন্ধে এই যে আশার আর শেষ হয় না, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

শেষে তারা—মার্লে আর পীয়ার, আবিষ্কার করে যে তারা সারাক্ষণ তাদের নিজের ছেলে আর মেয়ের কথাই আলোচনা করছে। তা হোকগে! লুইসে আর লোরেন্ট্‌স্ যখন ছোট ছিল তখন যেসব ঘটনা ঘটেছিল তারা পরস্পরকে সেই মনে করিয়ে দিতে থাকে, আর শীতের সন্ধ্যাগুলো বাস্তবিক তত দীর্ঘ লাগে না আর। প্রত্যেকের স্মৃতিভাণ্ডারটি স্বতন্ত্র রকমের, সারাক্ষণ নূতন নূতন কথা মনে পড়ে তাদের, আগে কোনো কাহিনী হয়ত বলা হয়ে গেছে, কী আসে যায়—ভালো গল্প যতবারই শোন পুরানো হয় না।

নিশ্চয়ই লুইসে এখন স্কুলে যায়, অমুক শ্রেণীতে হবে, না? লোরেন্টস্ হয়ত সবে আরম্ভ করেছে। একদিন তারা হিসেব করে দেখে, লুইসে মাইনর স্কুলের পরীক্ষার কাছাকাছি এসে থাকবে। মার্লে অনুমান করে বলে "আগামী বছর লোরেন্টে্সের পালা।" "আগামীবছর? কিন্তু ও তো দুবছরের ছোট।" "হ্যাঁ, কিন্তু ও যে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।" "ও, তোমার একথা বলা উচিত নয়। লুইসেও বয়সের আন্দাজে খুব বুদ্ধিমতী ছিল।" তখন এ নিয়ে তাদের মতভেদ ঘটে, কিছুক্ষণ চলে বচসা, কিন্তু ফলে তাদের দুজনের কাছে ছেলে আর মেয়ে আরো বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

একদিন যখন পীয়ারের মেজাজটা ভালো, সে তার স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসাটাকে জানাতে চায়, তাই বলে, 'আমি চাই লুইসে তোমার মতো হয়।" "হ্যাঁ, যা বলেছ, চমৎকার বস্তু আমি যে আমার মতো হবে! এখানে আমি তো একটা রীতিমতো বুড়ী হয়ে গেছি।" "তুমি? কি বল? এমন সুন্দর তোমায় আগে কখনো দেখাতো না।" এই বলে সে মার্লেকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করে আর তার পাকা চুলে হাত বুলোয়।

মার্লের ভুরু এখনো তেমনি প্রশস্ত আর কালো; তার পানে তাকায় যখন মার্লে, চোখ ছুটিতে তেমনি তারুণ্য ফুটে ওঠে; মুখখানি তেমনি ডিমের মতো আর আগের মতই কোমল। হেসে বলে, "ছাড়, ছাড়, একটা বুড়িকে নিয়ে হাসি তামাসা করছ, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

নিঃসন্দেহ পীয়ারের নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। সর্ব্বনাশের প্রথম কয়েক বছর তার মনে হত যেন তাকে কোনো পাতাল পুরীতে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছে তাই আপনাকে মুক্ত করে মুক্ত হাওয়ায় ফিরে আসার জন্য সে উন্মাদ প্রয়াস করেছে। কী সুদীর্ঘ সেই বৎসরগুলো; কিন্তু যখন অন্ধ কাণ্ডজ্ঞানহীন নিয়তি তার ছোট মেয়েটিকেও ছিনিয়ে নিল তার কাছ থেকে তার মনে হয়েছিল যে সে অতলের শেষ তলায় এসে পৌঁছেছে। তার চতুর্দ্দিকে তাকাল সে—এর চেয়ে খারাপ আর হতে পারে না। স্বর্গ মর্ত্ত্য কোথাও থেকে কোনো সহায়তারই আশা ছিল না; চারিদিকে অন্ধকার; তবু সে আপন অন্তরে দেখতে পেল একটি দীপ্যমান জ্যোতিঃ-শিখা, একটি নূতন শক্তি—ওঠো, আপন অন্তরের যে দিব্যসত্তা তার আশ্রয় লও! জগতের ওপর অন্ধ নিয়মের রাজত্ব চলছে, মানুষই কেবল পেয়েছে দৃষ্টিশক্তি, শুধু তারই মধ্যে আছে দায়িত্ব বোধ; এমনি পরমাশ্চর্য্য তুমি, হে মানবাত্মা! এই সময় থেকে, তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তগুলি বেশ আনন্দে কাটতে থাকে, কারণ সে, যা কিছু ঘটুক, সবই একটা উর্দ্ধস্তর থেকে দেখতে পায়—নিয়তির কোনো আঘাতই তার অন্তরতম সত্তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

কিন্তু তবু—বার বার তার এই অন্তরতম সত্তার পরাজয় ঘটতে থাকে। স্নায়বিক যন্ত্রণায় ক্রোধোন্মত্ত হয়ে মার্লের ওপর রেগে ওঠে সে—কখনো কখনো, বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়ে সে পাগলের মত হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করতে থাকে, আত্মহত্যা করবার ভয় দেখায়। মার্লে শান্ত চোখে

তাকিয়ে থাকে তার পানে, তার উন্মাদ প্রলাপের কোনো উত্তরই প্রায় না। তার পর আসে অনুতাপের পালা—কিন্তু পুনর্মিলনের পালা দুজনেরই কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, তাই এখন সে আর ক্ষমা প্রার্থনা করে না, শুধু খুবই সন্তর্পণে সে আবার এগিয়ে আসে তার কাছে। শুধু ক্ষমাই চাই না তার, নিজের আত্মসম্ভ্রমটাও ফিরে পেতে হবে তো; আর এইটেই বোধ হয় প্রথমটার চেয়ে কঠিন কাজ।

বই না পড়তে পাওয়া, খবরের কাগজ না পড়তে পারা একটা প্রকাণ্ড বঞ্চনা—দুনিয়া এগিয়ে চলে তার পাশ দিয়ে আর সে সবের বাইরে, সবের পেছনে পড়ে থাকে! লোহারের কাজ করবার জন্যে তাকে চোখ দুটো তো বাঁচাতে হবে। দীর্ঘ শীত সন্ধ্যা বসে বসে মোজা বুনে পশম ধুনে, বুট জুতোগুলো মেরামত করে কাটায় সে—অন্ধেও এইসব কাজ করতে পারে। আর যখন সে এমনি বসে থাকে, তখন ভাবনা তার সেই সব সম্পদ্ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে যা সে সঞ্চিত করেছিল যখন তার চোখ ভালো ছিল আর অবাধে পড়াশুনা করতে পারত। সেই সবের অনেক খানি এখনো তার স্মরণে সঞ্জীবিত, তাই এই থেকে জেগে ওঠে নূতন চিন্তা যার কথা সে মার্লেকে বলতে পারে।

হয়ত হেমন্ত সন্ধ্যায়, নক্ষত্র খচিত আকাশের নীচে তারা চলেছে। মার্লের কটিবেষ্টন করে চলতে চলতে পীয়ার এই পৃথিবীর নানা বস্তু ব্যাপারের অর্থ আর মূল্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছে। হাঁ, বলতে পার যে, যা কিছু হারালো, তাই পাওয়া গেল চিরতরে,—কিন্তু একথা সত্য নয়। আরেক কথা, বলা হয় যে, যে বস্তুর জন্য আমরা প্রয়াস করি সেই বস্তুই মূল্যবান—এটাও সত্য নয়। না, আসল সম্পদ্ হল তাই, যা তোমার আছে। আর এই সম্পদ্‌টাকে নূতন আর মূল্যবান করে তোলা। একে আশ্চর্য্য থেকে আশ্চর্য্যতর করে তোলা তোমার নিজের ওপরই নির্ভর করছে। "ধরো তুমি আর আমি" বলে পীয়ার,

"তুমি তো আমার আছ? কিন্তু এখন যেমন তেমন মহীয়সী কি তুমি এর আগে ছিলে আমার কাছে?"

"ও চতুর চূড়ামণি, এই বলবার জন্য বুঝি এত আয়োজন!"

তারপর সে বলতে থাকে এক নূতন ধর্ম্মের কথা; না, সেই সব ধর্ম্মের কথা নয় যা আধুনিক মানবের মন জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগ করেছে; না, আমাদের বর্ত্তমান যুগের যে শাশ্বতী কামনা তাকে প্রকটিত করে মূর্ত্ত করে ধরতে হবে এক নূতন মন্দিরে। আমরা তাঁর প্রতীক্ষা করছি যিনি আসবেন একদিন, আর ভগবৎ সত্তাকে দেখতে শেখাবেন মানুষকে। বজ্র আর বলিদানের দেবতা জিহোভার মধ্যে নয়, ক্রসের ওপর সেই সূত্রধর-পুত্রের মধ্যে নয়, আমাদের চোখের সমুখে যে পরম মহিমা রয়েছে তার মধ্যে।, এমন একটি বহু স্তম্ভযুক্ত আর ছাতবিশিষ্ট, অর্গ্যান এবং কীর্ত্তনগান বিশিষ্ট একটি মন্দিরের কল্পনা কর যেখানে পৃথিবীর বড় বড় সব নদী এবং অবতারেরা একত্রিত হবেন আর এক পরম অধ্যাত্ম সমন্বয়ের মধ্যে পূজিত হবেন। আর কিছুদিন প্রতীক্ষা কর; ওই তিনি আসছেন যাঁর প্রতীক্ষা করছে সকলে; হয়ত তাঁকে দেখা পর্য্যন্ত তুমি আমিও বেঁচে থাকব।

মার্লে কিসের প্রতীক্ষা করে? তার পাশে চলতে চলতে মার্লে তন্ময় হয়ে শোনে আর সব ভুলে যায়; মনে হতে থাকে যেন বহু বৎসরের দুঃখ-দুর্দ্দশা পীয়ারের চেতনা থেকে খসে পড়েছে, যেন সেই আনন্দময় অতীতে সে যেমন ছিল তেমনি বলিষ্ঠ আর তরুণরূপে আবার দাঁড়িয়েছে সে। ওই বৃদ্ধ মাথাটিকে পেছন দিকে হেলিয়ে সে আবার ক্ষণকালের জন্য নক্ষত্রময় জগতের মাঝখানে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যৌবনকালের অধ্যয়ন-স্মৃতিগুলো ফিরে আসে তার কাছে, সে বক্তৃতা দিতে থাকে, সৌরমণ্ডল, আলোকবর্ষ আর নীহারিকার স্বপ্নে সে আপনাকে ভুলে যায়। যে সব নাম মার্লের মনে থাকে না কিছুতেই

সেই সব তার কানের কাছে গুঞ্জন করতে থাকে,—আয়তন, সংখ্যা আর দূরত্বের কথা শুনে তার যেন মাথা ঘুরে যায়। বৃদ্ধ, বিধ্বস্ত, পলিত কেশ, চসমাপরা কৃষক সে, কিন্তু দৃষ্টি তার অসীম আলোক সমুদ্রের দিকে উধাও। শৃঙ্খলিত আত্মা তার শৃঙ্খল ফেলে মুক্ত হয়ে সেই দিকে উধাও হয়ে যায়; হতে পারে, কাল সে আবার অন্ধকারে ফিরে আসবে শৃঙ্খলিত হয়ে; কিন্তু তাতে কি, এইখানে তারা মিলিত হয়েছে, তারা পরস্পরকে তো পেয়েছে।

এরপর একদিন মার্লে বাড়ী আসে স্থানীয় একখানি সংবাদপত্র হাতে নিয়ে। আর লুইসে আর লোরেণ্ট্স্ যে স্কুলে পড়ে তারই ম্যাট্রিকুলেশনের পরীক্ষা ফল দেখতে বসে।

এই যে লুইসে আলম্ আর লোরেণ্ট্স্ আলম্ ওরাই নিশ্চয়ই ?"

"ওরা কি...ওরা কি তোমার পিসীর নাম নিয়েছে না কি ?" আকস্মিক বাধো-বাধো কণ্ঠে বলে পীয়ার।

"হয়ত নিতে হয়েছে" বলে মার্লে সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকে সে আর মনে হয় যেন তার দেহ আগের চেয়ে আরো একটুখানি কুব্জ হয়ে পড়েছে।

"তা, তাহলে ওরা নিশ্চয় তাঁকেই তাদের মা বলে মনে করে বোধ হয়" বলে পীয়ার। মার্লে চোখের ওপর হাত বুলোয়।

ব্যাপারটাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে তারা। তাদেব আর সন্তানদের মাঝে ব্যাবধানটা আরো বেড়ে যায় তাদের এই নূতন নামে।

তারপর মার্লে পরীক্ষার ফল পড়তে থাকে। "দেখছ," মার্লে বলে, "ছেলেটা বোনের সমান সমান হয়ে গেছে। ও লুইসের চেয়ে দুবছরের ছোট, তবু লুইসের সঙ্গেই শেষ পরীক্ষাটা পাস করলে।"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বসে বসে তারা ভাবতে থাকে ছেলেটা এবার কি বিষয় নেবে। বোধ হয় কৃষি কলেজেই যাবে যদি জমিদারিটা পাবার

কোনো সম্ভাবনা থাকে। আর লুইসে? মার্লের মনে পড়ে যে ও যখম ছোট্টটি ছিল তখনই ওর বেহালার দিকে একটা ঝোঁক ছিল। মার্লের সঙ্গীতনিপুণা হবার স্বপ্ন যদি মেয়ের মাঝে সফল হয়ে ওঠে তো মন্দ কি?

পরের রবিবারেই মার্লে আবার পত্র লিখতে বসে।

এবার তারা ওই ছোট স্থানীয় পত্রিকার গ্রাহক হয়ে বসে; হয়ত মাঝে মাঝে ক্রসেথের খবর কিছু এতে তারা দেখতে পাবে। কয়েক বছর পর তারা পড়ল যে ক্ষমতাশালিনী বিধবার মৃত্যু হয়েছে।

পরস্পরের পানে তাকিয়ে থাকে তারা। এবার কি মার্লে সাহস করে একটা চিঠি দেবে! অথবা সন্তানদের কি তাদের মাবাপের সম্বন্ধে এমনি খারাপ কথা ভাবতে শেখানো হয়েছে যে তারা তাদের সম্বন্ধে কিছু জানতেই চায় না আর?

হয়ত অপেক্ষা করে দেখাই উচিত যে ওরা প্রথম লেখে কি না। এবার মার্লে অসাধারণ কারো আগমন প্রতীক্ষায় বাতায়ন থেকে তাকিয়ে থাকে, নিত্যকার মতো ডাকঘরেও যায় সে কিন্তু ভেতরে যেতে আজকাল সে যেন একটু ইতস্ততঃ করে। ধরো যদি কোনো চিঠি আসে আর সে-চিঠি যদি, সে যা আশা করে, সেই ধরণের না হয়ে অন্য রকম হয়? তাদের সন্তান দুটি যদি নিতান্ত অপরিচিতের মতো একটা শুষ্ক পত্র লিখে বসে? কিন্তু অবশেষে সে সাহস করে প্রবেশ করে। তবু কিন্তু তার কোনো চিঠিই আসে না—তাই যেভাবে এসেছিল সে, তার চেয়েও মন্থর-গতিতে সে বাড়ী ফিরে যায়।

তার পর গোয়াল থেকে ফিরে এসে একদিন সে দেখতে পায় তার টেবিলের ওপর একখানা চিঠি। এক প্রতিবেশী চিঠিখানা নিয়ে এসেছে।

"তোমার নামে একটা প্রেম পত্র এসেছে গো" বলে পীয়ার, "অথবা হয়ত কারো 'বিল'।"

মার্লে চশমা পরে বসে। অপরিচিত, বলিষ্ঠ হাতের লেখা পত্রখানি; মার্লের হাত কাঁপতে থাকে।

'পীয়ার!' বলে মার্লে চেঁচিয়ে ওঠে।

"কী!"

মার্লে হেসে ওঠে, তার পর কেঁদে ফেলে, তারপর আবার সে হাসতে থাকে।

এ যে···এ যে···হা! হা! হা! এ যে লুইসের চিঠি।"

স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পীয়ার ছুরি দিয়ে বার্চের ডালের একটা ঝাড়ন তৈরী করছিল। তার কানকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না, এমনি করে পীয়ার চশমার ভেতর দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

"কার···কার কাছ থেকে বললে!"

অবশেষে আত্মসম্বরণ করে মার্লে পত্রখানি জোরে জোরে পড়তে থাকে।

ছেলে মেয়ে শীগগিরই দেখা করতে আসছে।

এমন দিনেও কিছু না কিছু কাজ তো আছেই। গাইটাকে চরাতে হবে, শূয়োর আর মুর্গীগুলোকে খেতে দিতে হবে, ক্ষেত থেকে আলু না ওঠালে আর পীয়ারের চলে না। কিন্তু সব কাজ শেষ হল যখন, পত্রগুলো আবার বার করা হল।

চোখটা খারাপ, তাই পীয়ার পত্রগুলো নিয়ে যায় বাতায়নের কাছে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন বানান করে পড়তে থাকে সেগুলো। "ও কি আর মেয়ে হয়েছে সাধে, তায় আবার ছাত্রী!" বলে পীয়ার, "বাব্বা কী বানান! কমা সেমিকোলন নেই বললেই হয়।"

এবার আরম্ভ হল ব্যস্ততা! বাড়ীটা পরিষ্কার করতে হবে, খাবার দাবার সংগ্রহ করতে হবে। পীয়ার নিজে মেঝেটা ঘসে মেজে পরিষ্কার

করবে বলে কেদ ধরে, তারপর ওর ওপর দিয়ে বুট বা জুতো পরে চলতে মানা করে।

"কিন্তু খাওয়া দাওয়ার কী করা যায়, পীয়ার ?"

"বাসরে ! কেন নদীতে ট্রাউট নেই নাকি ? একটা ভেড়া আমাদের খরচ করতে হবে। আচ্ছা, রোসো, আবার দৌড় মেরো না। চার বছর হল অন্তত একবারও আলিঙ্গন করি নি তোমায়।"

"চার মিনিট বল !" চোখ বুজে তার শাদা দাড়িতে মুখ গুঁজে মার্তে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকে।

বসার আর শোবার ঘরে ছোট ছোট পরদা টাঙাতে হবে, সেগুলো ধুয়ে ইস্ত্রী করা দরকার। কিন্তু কালই যদি এসে পড়ে ওরা ? অনেক রাত পর্যন্ত তুই বুড়োবুড়ী জেগে কাজ করে, দ্রুতবেগে এদিক ওদিক করতে গিয়ে পরস্পরে ঠোকাঠুকি লাগে, আর এ ওকে দোষ দেয় অথবা হো হো করে হেসে উঠে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তারপর, ভালো কথা, তুটি বয়স্ক লোকের জন্য খাট চাই যে ! কোনো প্রতিবেশীর কাছে ধার নিতে হবে।

এরপর কয়েকদিন গাড়ী আসার সময় পীয়ার তার হাতে টানা গাড়ি নিয়ে প্রত্যেকবার স্টেশনে যায়। যে কেউ গাড়ী থেকে নামে, তারই পানে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়—চারদিকের জিনিস একটু ঝাপসা দেখে কি না। ওই একটি ছেলে নয় ? ওইখানে ওই যে, ওটি, মেয়ে মনে হচ্ছে, না ? সে তার সন্তানদের প্রতীক্ষা করছে, কিন্তু সে কিছুই জানেনা কেমন তাদের দেখতে।

চার দিন ধরে মেঝেটি পড়ে আছে তুষারের মতো শাদা ধবধবে আর ওটাকে পরিষ্কার রাখবার উদ্দেশ্যে ওই তুই বুড়োবুড়ি বেশির ভাগ সময় রান্নাঘরেই কাটিয়েছে। ভেড়াটাকে কাটা হয়েছে, প্রতি সন্ধ্যায় পীয়ার বড়সি ফেলে দাঁড়িয়েছে নদীর ধারে।

কাল হয়ত তারা আসবে ?

হ্রদের শীর্ষদেশ পর্যন্ত তারা স্টীমারে এসেছে, তার পর দীর্ঘ উপত্যকাটা অতিক্রম করেছে তারা ট্রেণে, তার পর এখন তারা ধূসর খেলার পোষাক পরে, পিঠে বস্তা ফেলে সড়ক ধরে পায়ে হেঁটে চলেছে; লুইসের মাথায় স্ট্র-হ্যাটটা একটু পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া, আর লোরেন্ট্‌সের, পরণে সার্ট, খালি মাথা। এই যেন ওরা প্রথম এখানে এসেছে অথচ তারি সঙ্গে সুদূর অতীতের মাঝ থেকে এটা সেটার স্মৃতি জেগে উঠছে মনে, এমনি একটা মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে তারা চারদিকে তাকাতে থাকে। উপতক্যার তলদেশ দিয়ে নীল সবুজ নদীটি গান গেয়ে টগবগিয়ে চলেছে, আর তারি তট থেকে উঠে গেছে সবুজ ঢাল্‌ আর রৌদ্রদগ্ধ খামারগুলো। আরো ওপরে রয়েছে কটা রঙের 'ফার'-ঢাকা পর্ব্বত পৃষ্ঠগুলো, আর সর্ব্বশেষে তপ্ত গ্রীষ্মাকাশের বুকে তুষার চিহ্নিত নীল পাহাড়।

তাদের ওপরকার ঢালুর ওপর খামারগুলোর দিকে তাকিয়ে লুইসে বলে, রোস্টা না জানি কোন্‌ খানটায়।"

"তাঁরা তো এখন সেখানে নেই।"

"না, প্রথম বৎসরটা কিন্তু সেই খামারের কোর্ট-হাউসেই আমরা ছিলাম। আমার মনে পড়ে সেই বাড়ীটা যেন প্রকাণ্ড ছিল আর তাতে অসংখ্য কামরা ছিল। এখন মনে পড়েছে, আমার মায়ের কোনো চাকর ছিল না।"

লোরেন্ট্‌স্‌ আড় চোখে তাকালো লুইসের পানে। হ্যাঁ, তাহলে এটা সেটা ওর মনে পড়তে আরম্ভ হয়েছে। বাড়ী ছেড়ে আসার পর থেকে ও সারাক্ষণ ক্রসেথের কথাই বলছে শুধু; যদি নায়েব ঘোটকীটাকে ওই ঘোড়াটার সঙ্গে জোড়া মেলাতে ভুলে যান; ফায়ার ইনসিওরেন্স

পলিসিটা আবার নতুন করে চালু করবারও সময় হয়ে এসেছে, যদি অপিসের কর্মচারিণী ভুলে যায় সেটা? আগামী বৎসরের জন্য শহরে আর মফস্বলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহরের চুক্তিটা নিয়ে আবার শীগগিরই কথাবার্তা আরম্ভ করতে হবে। না, দিন কয়েকের বেশি সে বাইরে থাকতে পারবে না।

লোরেন্ট্সএর মনের অবস্থা অন্যই রকম। সে চলেছে যেন তীর্থ যাত্রায়। সে যার সন্ধান করছে, তা কি পাবে সে?

একটা গাড়োয়ানকে তার মালের ওপর বসে থাকতে দেখে তারা ইঞ্জিনীয়ার হোল্মের কথা জিজ্ঞাসা করে তাকে, লোকটা একটু ভেবে বলে "না" এই দিকে কোনো ইঞ্জিনিয়ার আছেন বলে তার জানা নেই। "ও, আপনারা সেই লোহ্মরের কথা বলছেন?"

একটা পাথুরে গাড়ী চলার রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে একটা খামারের দিকে। কিছুক্ষণ পরে তারা সেই রাস্তা ধরে চলতে থাকে। রাস্তাটা কিন্তু একটা সরু পায়ে চলার পথে পরিণত হয়। ও পথে কিছুদূর গিয়েই তারা হঠাৎ থেমে যায়। একটুখানি সমতল ভূমিখণ্ডের ওপর খড়ে ছাওয়া দুটি ছোট ছোট কটা রঙের কাষ্ঠ বাটিকার সঙ্গে সংলগ্ন চাষীদের উপযুক্ত একখণ্ড বাগান দেখতে পায় তারা। কুটীর প্রাচীরের পাশেই কতকগুলো জাম জাতীয় ফলের ঝোপ আর নীচের ক্ষেতটায় একটা শাদা ছাগল দড়ি দিয়ে বাঁধা।

এই দরিদ্রাবাসের দিকে তারা ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা যখন সম্পদ্ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হচ্ছিল তখন এতগুলো বছর ধরে তাদের মাতাপিতা এইখানে জীবন যাপন করছিলেন।

"হল কী 'লুইসে?"

একটা পাথরের ওপর ধপ করে বসে পড়ে লুইসে দুহাতে তার মুখ ঢাকে।

শোন, বোন, তোমাকে প্রকৃতিস্থ হতে হবে, কান্নাকাটি করে সেখানে তোমার যাওয়া চলবে না।"

রুমালটা বার করে, চোখ মুছে লুইসে বলে, "আমার সঙ্গে কথা বলো না তা হলে।"

"দেখ, লো—" ওকে নিরীক্ষণ করতে করতে লুইসে বলে, "আমরা দুজনেই বড় বেশি সাজগোজ করেছি, এখানে এসো, তোমার বাহুর উপর যে শোক চিহ্ন পরে আছ সেটা খুলে দিই। এখানে মৃত্যুসংবাদের বিজ্ঞাপন দিতে আসা নিষ্প্রয়োজন।" তারপর লুইসে তার নিজের হ্যাট থেকে কালো ক্রেপটা খুলে ফেলে নিজের ঝোলায় রেখে দিলে, আর একটা ফুলের তোড়া তৈরী করবার জন্যে কতকগুলো জংলী ফুল তুলতে আরম্ভ করল।

ভাই অধীর ভাবে বলে ওঠে, "আমরা এ নিয়ে সময় নষ্ট করছি।"

"ও, একটু সামলে নিতে আমায় সময় দিতে হবে। জান তুমি, এমন যে হবে তা আমি কখনো কল্পনা করি নি।" আপনাকে শান্ত রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার লুইসের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

অবশেষে ক্ষেতের মাঝ দিয়ে লোরেণ্ট্স্ এর পেছনে যেতে যেতে ওর স্বাভাবিক উৎফুল্ল ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়। দুটি ক্ষুদ্র রৌদ্রদগ্ধ ঘরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওর অন্তরে একটা দৈন্য জেগে ওঠে। কোর্ট হাউস সম্বন্ধে ওর শুধু মনে পড়ে যে ওর মায়ের সেখানে কোনো ঝি ছিল না। ও যেন কালো চুলে ঘেরা ওর মায়েব সেই ডিম্বাকৃতি মুখখানি দেখতে পায়—কী সুন্দর ছিল তার মা!—আজ এই মা যেন তার দিকে ফিরে তাকে প্রশ্ন করছে, এতদিন কোথায় ছিলি তুই?

কিন্তু রোদ থেকে চোখ আড়াল করে, তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে একটি নারী বেরিয়ে আসে। তার শুভ্রকেশ, পরিচ্ছদের ওপর একখানি হাল্কা রঙের বহির্বাস পরা; প্রতীক্ষমান দৃষ্টিতে সে তাদের দিকে

তাকায়, এবার সে এগিয়ে আসে আর ওই চিরাকৃতি মুখখানি এক অদ্ভুত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রান্নাঘরের পোষাক পরে আছে বুঝতে পেরে সে হঠাৎ থমকে বলে ওঠে, 'ওই মা! একী করেছি!' ভাই বোন পরস্পরের পানে তাকায়, এই নারীটিকে কি তারা জানে? ও, কিন্তু কণ্ঠস্বরটি! "তুমি কি মা?" বলে ওঠে লোরেন্ট্‌স্। "শুভদিন, মা' বলে লুইসে তার দিকে এগিয়ে

কিন্তু যখন তারা খুব কাছাকাছি এসেছে, তখন অজ্ঞাতসারেই উভয় পক্ষই ইতস্তত করতে থাকে, পরস্পর থেকে কয়েক পা দূরে তারা থেমে যায়। মার্লে তার সামনে একটি বয়স্কা মেয়ে আর একটি যুবাকে দেখতে পায়—নিশ্চয়ই এরা তার সন্তান। কিন্তু এরা কি দেখতে এই রকম হয়েছে? এই দীর্ঘ কত বৎসর ধরে তারা বড় হয়ে চলেছে তার কল্পনায়, কিন্তু আসলে কি তারা এই রকম হয়েছে দেখতে? দু'দিক থেকেই যেন তারা পরিচয় করবার একটি মুহূর্তের প্রয়োজন বোধ করতে থাকে। অবশেষে মা তাদের স্বাগত সম্ভাষণ করে, যদিও মুখে তার একটুখানি উদ্বেগের ছায়া। ভেতরে এসো, কোনো সঙ্কোচ করো না! তার মনে যেন এ নিয়ে একটু সংশয় জাগে।

লোরেন্ট্‌স্ আজকের মতো লুইসেকে আর কখনো দেখেনি। যখন তারা কুটীরের সামনে এল, স্বাগত চিহ্ন স্বরূপ দোরের দুপাশে তারা দুটি বার্চ গাছ দেখতে পেল। লুইসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে, "দেখ, দেখ!" বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। "দেখছ?" বলতে বলতে হৃদয়াবেগ প্রবল হয়ে ওঠে; তাকে দমন করতে সে প্রবল চেষ্টা করতে থাকে। শেষটায় যখন তারা বাতায়নে ফুলদানি বসানো শুভ্র মেঝে ছোট্ট ঘরখানির ভেতর প্রবেশ করল তাদের মায়ের মনে তখনো একটুখানি অস্বস্তি জেগেই থাকে।

—এরা কি দুটি অপরিচিত অতিথি বেড়াতে এসেছে এখানে?

"বসো এইখানে, যদিচ এখানকার সবই নিতান্ত মামুলি ধরণের।" বলে মার্লে—কিন্তু তখনি লুইসে ছুটে মার্লের গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মনে হয় যেন তার প্রথম শৈশব আর বর্তমানের মধ্যবর্তী বছরগুলো এক নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। "হয়েছে, হয়েছে, কাঁদিস নি বাছা, কাঁদিস নি" মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মা বলে তাকে। তখন লুইসে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কী যে করছে তা যেন ও বুঝতেই পারে না।

লোরেন্ট্স্ দাঁড়িয়ে থাকে সেইখানে। বয়স্কা মহিলাদের আদরের জন্য কাঙালী সে কখনো হয় নি, কিন্তু এটা হল অন্যই ব্যাপার। অবশ্য চিরকাল যেমন হয়ে এসেছে, আজও লুইসেই প্রথম; সে দাঁড়িয়ে আছে এখানে যেন সে কেউ নয়। আঃ, অবশেষে মা তাকেও দেখতে পান। "আর, খোকা তুই?" বলে মার্লে, "তাহলে এমনটি হয়েছিস তুই!" বলে আবার সে তার দিকে হাতটি বাড়িয়ে দেয়; শীর্ণ, কুঞ্চিত হাতখানি, কিন্তু ওর হাতে সেই হাতখানি কোমল হয়ে ওঠে, যেন তাকে ছাড়তে চায় না। "তুইও আসবি নে আমার কাছে?" অবশেষে মা তার গলাটি জড়িয়ে ধরে। ও কি হাসছে? না কাঁদছে? ও কি মাকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরতে সাহস পায়?

"আর বাবা কোথায়?" প্রশ্ন করে লুইসে।

"আজ এই তৃতীয়বার হাতটানা গাড়ীটা নিয়ে সে স্টেশনে গেছে।" "কিন্তু আমরা তো কাকেও দেখলাম না, না লুইসে? অবশ্য নীলচশমা-পরা সাদা দাড়ি একজন লোক ছাড়া।

"নিশ্চয় উনিই তোদের বাবা" মার্লে মৃদু হেসে বলে, চোখটা বড্ড খারাপ কি না, তাই চিনতে পারেন নি।"

একটু পরে বাতায়ন দিয়ে তাকিয়ে মার্লে বলে ওঠে: "ওই তো তোদের বাবা আসছেন।"

তাদের জন্য তাঁকে ওই ভারি গাড়ীটা টানতে দেওয়া চলে কি? ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তারা এত দ্রুত যেতে থাকে ক্ষেতের মাঝ দিয়ে যে ছাগলটা ভয় পেয়ে দড়ি ছেঁড়ে আর কি। ওরা পরস্পরের হাত ধরে ছেলে মানুষের মতো দৌড়ে লাফিয়ে চলতে থাকে। ওই আসছেন এককালে প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার এখন একজন পাড়াগেঁয়ে লোহার, পরণে মেটে রঙের রেশমী কাপড়, গলায় নেই কলার, মাথায় একটা পুরানো স্ট্র-হ্যাট। পীয়ার থামে, ভালো করে দেখবার জন্য মাথাটা একপাশে কাৎ করে তাকায় আর ওই অদ্ভুত উন্মত্ত চীৎকার শুনে বিস্মিত বোধ করে। কী হতে পারে এ? "শুভদিন, বাবা" বলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর, কায়দামতো অভিবাদন ইত্যাদির সময়ই দেয় না, গাড়ীটা ছিনিয়ে নিয়ে দুজন দু' হাতল ধরে টানা সুরু করে। বাধ-বাধ স্বরে পীয়ার বলে, 'এই আক্রমণের মানে?" কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, তাদের অনুসরণ করে হাসতে থাকে। পীয়ার একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়। মার্লেও তাদের মতই হাসতে হাসতে কুটীর থেকে নেমে আসে।

বাড়ীর ভেতরে গিয়ে সবাই এক সঙ্গে কথা বলতে থাকে, যদিচ কেউই সম্পূর্ণ সহজ হতে পারে না কারণ এমন কতকগুলো বিষয় আছে যা নিয়ে কথা তোলা বেদনাদায়ক হয়ে উঠতে পারে। তাই সেটা এড়ানোর উদ্দেশ্যে, সব কথাই হয় অথচ যেন কোনো কথাই হয় না। কিন্তু থেকে থেকে তাদের দৃষ্টিতে জেগে ওঠে প্রশ্ন—মাঝে মাঝে নেমে আসে নিস্তব্ধতা যা থেকে তাড়াতাড়ি আবার কথা আরম্ভ হয়। ক্লসেথের কথা বলা, যিনি সদ্য মৃতা তাঁর কথা কিম্বা উত্তরাধিকারের কথা অথবা ওদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা কিছুই বলা চলবে না, তাদের পিতামাতা এই কুঁড়ে ঘরে কেমন করে জীবন নির্বাহ করতে পারবেন সে কথা তো আরো বলা চলবে না। পীয়ার যাতে তার ভালো চোখটা দিয়ে দেখতে পারে তাই মাথাটা কাৎ করে একা দাঁড়িয়ে থাকে আর নিজের অজ্ঞাতেই সারাক্ষণ মৃদু মৃদু

হাসতে থাকে। লোরেন্ট্‌স্‌ কল্পনায় সম্পূর্ণ অন্তরকমের পিতার কল্পনাই করেছিল—সে কল্পনা করেছিল একজন পরমশক্তিশালী পুরুষের যা সে একদিন হবে। আর ওই তো তিনি দাঁড়িয়ে—একটা ধ্বংসাবশেষ মাত্র; হ্যাঁ তাই—কিন্তু হয়ত···তা হোক। বিচার করবার আগে আরেকটু প্রতীক্ষা কর। কিন্তু তার এই সব ধারণা এত গভীর হয়ে উঠছে যে তার পক্ষে কিছু বলা কঠিন বোধ হচ্ছে। "বাবা কি তামাক খাও?" প্রশ্ন করে লুইসে। বাবা কথাটি ওর মুখে নূতন। "না, নিশ্চয়ই না।"

"তা হলে ওই পাইপটা ভরছ সে মার জন্য?" "হা! হা! হা। সবাই হেসে ওঠে।

"আমার সিগারেটগুলো খেয়ে দেখবে?" বলে লোরেন্ট্‌স্‌ তার রূপার সিগারেট কেসটা বার করে; কিন্তু তার পিতা মাথা নেড়ে সেগুলো সরিয়ে দেয়। "না, আমি ধূমপান করিনে, আমার দুর্বল মাথার ওটা ভয়ানক শত্রু; তাই বছরে চারবার শুধু ধূমপান করি।"

"তা হলে তুমি নিজে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে থাক?" বলে দুহাত পিঠের দিক করে অদ্ভুত ভঙ্গী করে দাঁড়ায় লুইসে।

"বড়ো বড়ো অবসর উপলক্ষে,—যেমন "ধর আজকের দিন" ব'লে পীয়ার দেশলায়ের বাক্সটা নেয়; লুইসে বাক্সটা তার কাছ থেকে নেয়, তাকে পাইপটা ধরাতে সাহায্য করবে বলে।

বাবা যাতে নিজকেই একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে না করেন, তাই লুইসে আবার মার কাছে গিয়ে বলে, "কী ধবধবে মেঝে তোমার মা!" "ও তোমাদের বাবাই ঘসে পরিষ্কার করেছেন" বলে মার্জে সংশোধন করে।

"বাবা? তুমি কি এখানকার ঝি নাকি? দুটি তরুণ-তরুণীই হেসে ওঠে; মার্জে মৃদু মৃদু হাসে; পীয়ারের মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে কিন্তু বলে না কিছুই।

"পিয়ানো রয়েছে যে তোমার" লুইসে বলে মাকে। "হ্যাঁ, মার্লের পুরানো একটা ছিল, সেইটে এখানে নিয়ে এসেছিলাম।"

একটু পরে পীয়ার তার স্ত্রীর কাছে সরে গিয়ে বলে, "ঠিক বলেছিলাম কিনা? লুইসে তোমার মতো হয়েছে।" "আর আমি?" জিজ্ঞাসা করে লোরেণ্ট্স্। "তুমি?" আর সকলের হয়ে লুইসে উত্তর দেয় "কেন, তুমি তোমারই মতো হযেছ।" "না. না, তুমিও মার মতোই হয়েছ" বলে তার বাবা "আর সেটা ভালোই হয়েছে।"

দুধের গ্লাস নিয়ে তারা টেবিলের চারি পাশে বসে এবার। সবাই অনেকটা সহজ বোধ করতে থাকে। লুইসের বুকে একটা ছোট রূপোর ব্রুচ ছিল, মার্লে সেটা স্পর্শ না করে থাকতে পারে না। "ও, এখনো আছে এটা?" "এটা চিনতে পারছ মা?" "নিশ্চয়ই. আমাদের ছেড়ে যাবার সময় এটা ছিল তোর। কিন্তু এ ছাড়া গর্ব্ব করার মতো তোর আর কিছুই ছিল না।" আবার নিঃশব্দে কাটে কিছুক্ষণ, সবাই বিচ্ছেদের দীর্ঘ যুগের পানে তাকিয়ে থাকে।

"তা, সমাধি-কৃত্যটা বেশ জাঁকালো রকমের হল, না?" হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে পীয়ার (কথাটা শেষ করে ফেলাই ভালো)। 'হ্যাঁ' ব'লে ভাই-বোন পরস্পরের পানে তাকায়, আবার নিঃশব্দতা। ক্রসেথের পিসীকে এড়ানোর কোনো উপায় নেই। মার্লে হাত দিয়ে তার চোখ ঢাকে।

তারপর মার্লে উঠে দাঁড়ায়, রান্না-ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, "একি, আমি এখানে বসে বসে কি স্বপ্ন দেখছি নাকি।" একটু পরে লুইসেও মায়ের অনুসরণ করে।

তরুণীটির উৎফুল্ল ভাব ফিরে আসার কারণ আছে, সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে যে আগামী কালই সে তার মা-বাবাকে ক্রসেথে নিয়ে যাবে, তার কাছে থাকবেন তাঁরা। এতো খুবই সহজ। কিন্তু এখন

থে দাঁড়াল এসে রান্না-ঘরে। সেখানে রান্নার উনুন নেই। আছে একটা খোলা অগ্নিকুণ্ড। সে মা'র দিকে, যিনি এই দীর্ঘকাল কঠোরতম দারিদ্র্যের সঙ্গে রান্না, গোয়ালের দুধ দুয়ানোর কাজ আর ঘর-দোর পরিষ্কার করার কাজ নিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন, সেই শীর্ণ মূর্তি নারীর দিকে তাকালো; এই তো তার মা; এবার আবার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরতে ওর ইচ্ছে করে—কিন্তু বিরত থাকে সে। সব কিছু সত্ত্বেও যেন এই তন্বী, শুভ্রকেশা নারীর মধ্যে এমন একটি মহনীয়তা রয়েছে যা তাকে কাছে যেতে বাধা দেয়। কণ্ঠস্বর, চলাফেরা আর চোখের দৃষ্টি সব মিলে এমন একটি সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে যাতে তার কাছে যেতে হলেই ধীর নম্র হয়ে আসে মন। "সাবধান, লুইসে, তাড়াহুড়ো করো না।"

"মা, একটা 'এপ্রন' দিতে পার কি আমায়?" পরমুহূর্তেই মাধ্যাহ্নিক ভোজন প্রস্তুত করতে সে মায়ের সহায়তায় লেগে যায়।

"মা" এ ডাক আবার সে শুনতে পায়। প্রত্যেকবার যেন মার্লে চমকে ওঠে; তাই বার বার সে তার মেয়ের দিকে তাকায়, কিছুক্ষণ তারি পানে চেয়ে থাকে সে।

১১

অন্য কক্ষে, টেবিলের ধারে পিতা পুত্র বসে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। দুজনেই হাসে মৃদু মৃদু আর ভাবে, "তুমি তাহলে এমনি দেখতে?"

"তুমি কি তাহলে চাষবাসের কাজই করবে?" প্রশ্ন করে পিতা।

"না, ক্রুসেথ পেয়েছে লুইসে।"

"আর তুমি?"

"ও, আমি আগামী হেমন্ত পর্যন্ত একটা কিছু ভেবে ঠিক করব।"

যুবকের মুখভাবে একটা কেমন বিষণ্ণতা লক্ষ্য করে পিতা এবং তার মনে হতে থাকে যেন ভেতরে আরো কিছু ব্যাপার রয়েছে।

"তোমার কামারশালাটা আমায় দেখাবে না, বাবা ?"

তার বাবা হেসে ওঠে। "ওটা একটা দেখবার মতো জিনিসই বটে, নয় কি ?"

"যাহোক, তোমার কাজ করবার জায়গা তো।"

"হুঁ" বলে পিতা বিষণ্ণ হাসি হাসে আর মাথা নাড়ে।

খুব সম্ভব, মার্লের মতোই পীয়ার হোল্‌মও সন্তানদের অভাব খুব তীব্র ভাবেই অনুভব করেছিল, কিন্তু সে এই অভাবটাকে তার অবশ্য সহনীয় দুঃখ বলে মনে করেছিল, এখন, ওই সুবেশ যুবকটির পানে চেয়ে, যাকে নিজে ভরণপোষণ করতে পারে নি সে, তার যেন আরো বেশি করে মনে হতে থাকে, কী ব্যর্থ হয়েছে তার জীবন। মনে হতে থাকে এসব তারই দোষ। লোরেন্ট্‌স্‌-এর পানে তাকিয়ে সে ভাবে: "আমি তোমার মাকে আমার সঙ্গে নীচে টেনে নিয়ে এসেছি, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমরা সন্তানেরা রক্ষা পেয়েছ। এখন বাবাকে তোমরা কী মনে করছ ?"

"আমি যখন দেখতে চাইছি তখনো তোমার কামারশালাটা (smithy) দেখাবে না বাবা ?"

"ও, "হ্যাঁ, দেখাব বই কি !" পীয়ার উঠে দাঁড়ায়।

কামারশালাটা একটু উঁচু জমিতে একখানি ছোট্টঘর মাত্র; মাটির মেঝেয় একটা অন্ধকার মতো ঘরে তারা দাঁড়ায় গিয়ে। অগ্নিকুণ্ড, হাপর, নেহাই; কতকগুলো হাতুড়ি, সাঁড়াসি আর উখা; আর কাজ করবার একটা বেঞ্চি, তারি ওপর কয়েকটা জিনিস ছড়ানো, একটা লাঙল মেরামত হচ্ছে, একটা ফসল কাটা কল মেরামতের অপেক্ষা করছে আর কোণে একটা অদ্ভুত বাক্স রয়েছে তেরপল দিয়ে ঢাকা।

"এই তো আমার মস্ত কামারশালা" পিতা বলে, "সম্ভবত এর চাইতে বড়ো রকমের মেক্যানিক্যাল ওয়ার্কশপ তুমি দেখে থাকবে?"

"তুমিও নিশ্চয়ই দেখেছ?"

পিতা মাটির দিকে চেয়ে বলে "ও, হ্যাঁ তা হয়ত দেখেছি।"

"তুমি তো ফার্ষ্ট ক্যাটারাক্ট-এ (First Cataract) চীফ ইঞ্জিনীয়ারদের একজন ছিলে, না? আবিসীনিয়ার রাজা মেনোলিকের জন্য প্রথম রেলওয়েটা তুমিই তো বানিয়েছিলে?"

"তা, হ্যাঁ;—এখন তো আমি এইখানে।" বলে তার দৃষ্টিতে লজ্জা ফুটে ওঠে। নিশ্চয়ই, সে-ই দোষী এসবের জন্য। তার স্ফীত চোখগুলো সন্তানের দিকে উঠিয়ে যেন ক্ষমা চাইতে থাকে।

লোরেন্ট্স্ ধরা-গলায় প্রশ্ন করে: কী করে—কেমন করে এমন হয়েছিল, বাবা?"

"জিজ্ঞেস্ করতে পার বটে! তোমার মায়ের পক্ষে এটা সব চেয়ে দুঃখের।"

"বাবা!" বলে লোরেন্ট্স্ হঠাৎ তার হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

"কী?"

"তোমার কি মনে হয় না যে আমি তোমার সাহায্য করতে পারি? আমাকে তুমি কাজে লাগাতে পার না?"

"কিন্তু সে কি করে...... ?"

"আমি যদি টেকনিক্যাল স্কুলে যাই আর তার পর যদি আমরা দুজনে মিলে কাজ করি?"

এই আগ্রহ যাতে ওর গলার স্বর কাঁপতে থাকে,—এই আত্মোৎসর্গের ব্যগ্রতা(readiness)!—তবু এই ছেলে কি তার পিতাকে শ্রদ্ধা করতে পারে! পীয়ার হোল্‌মের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়; কিন্তু তবু সে হাসবার চেষ্টা করে।

"এই রকম করবার কল্পনাটা কে ঢোকালে তোমার মাথায়?"

"তোমার ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু, ক্লাউস্ ব্রোকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি বলেন যে তোমার নাকি এখনো চমৎকার চমৎকার আইডিয়া আছে; তোমার স্বাস্থ্যের জন্যই নাকি তুমি কিছু করতে পারছ না।"

"ও, ক্লাউস এই কথা বলেছিল?" মাথা নীচু করে থাকে তার বাবা, তার পর হঠাৎ সোজা হয়ে সে এগিয়ে আসে, যুবকের কাঁধের ওপর হাত রেখে বলে, তা পুত্র ধন্যবাদ তোমায়, আমি,······আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে তোমার এখন সেই বয়স যখন মানুষ আপনাকে নষ্ট করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।"

"তা আমি করে চুকেছি। কিন্তু নিজের বাবাকে সাহায্য করাটা নিজকে নষ্ট করা নয়।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু, ঠাট্টার কথা নয়, আচ্ছা, তুমি কি, কি করবে তা স্থির করনি?"

"একেবারে আমি তোমার সাহায্য করতে চাই।"

উত্তর শুনে তার বাবা জোর-করা (involuntary) হাসি হেসে তাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে, "ছাখো, এই যে সব তুচ্ছ জিনিস মেরামতীর কাজ করি আমি, একাজ কোনো যুবকের জীবনের অর্দ্ধেক দিনেরও যোগ্য নয়। আর তা ছাড়া—তুমি কি মনে কর যে জগতের আজ যা সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে এই সব যন্ত্রপাতির আবিষ্কার?"

"কেন, তোমার কি মনে হয়, বাবা?"

মনে হল যেন উত্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব ওই তরুণ মুখখানি এমন কিছুর প্রতীক্ষা করছে যা সে দীর্ঘকাল ধরে সন্ধান করছে, পীয়ার কিন্তু প্রশ্নটাকে হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে গেল। সে বলবার কে?

"তোমার মনে হয় আমার চেয়ে তুমি ও বিষয়ে অনেক বেশি জান" পীয়ার মৃদু হেসে বলে, "কিন্তু আমাদের পরস্পরের মধ্যে আরেকটু বেশি জানাশোনা হলে, এবিষয়ে কথা বলতে পারি হয়ত।"

কিন্তু কুটীরের পানে নেমে যেতে যেতে পীয়ারের মনে হতে থাকে যেন ছেলেটাকে এর চেয়ে ভালো উত্তর দেওয়া উচিত ছিল আর সে উত্তর তাকে শীগগিরই দিতে হবে।

সারাটি সন্ধ্যা ছোট্ট বাড়ীখানি হাস্যে-আলাপে মুখরিত হয়ে ওঠে। ওরা যখন ছোট্ট ছিল তখন যে সব মজার মজার কথা ওরা বলত সেই সব বলা হল ওই দুটি তরুণ-তরুণীকে। পীয়ার কিন্তু অনেকক্ষণ নতনেত্রে চুপ করে বসেই থাকে। এই একটি সুন্দর তরুণ এসে প্রবেশ করল তার জীবনে, তারই ছেলে, যে ছেলে তার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে চায়— যে তার মাতাপিতাকে হাত ধরে একটি অধিকতর আনন্দময় জীবনের দিকে নিয়ে যেতে সত্যি সত্যি উৎকণ্ঠিত। কিন্তু এই ছেলেকে তার কী কাজ আছে দেবার মত?

অবশেষে লুইসে পুরানো পিয়ানোটার সামনে—যেটা ওই ছোট্ট কুটীরে নিতান্ত বেমানান মনে হচ্ছিল—বসল আর যেমন তার স্বভাব, খুব উৎসাহের সঙ্গে বাজিয়ে গেল। মার্লে সামনের দিকে ঝুঁকে শুনতে লাগল। তার ইচ্ছে হল জিজ্ঞাসা করে, তার মেয়ে বেহালা বাজানোর অভ্যাসটিও রেখেছে কিনা, কিন্তু সেকথা সে আর জিজ্ঞাসা করল না।

"তোমার বোন বাজাচ্ছে বলে তুমি বসে বসে শুধু ছটফট করলে তো চলবে না" বলে পীয়ার পিতাপুত্র পরস্পরের পানে চেয়ে হাসে। কামারশালায় যাওয়ার পর থেকে তারা যেন পরস্পরের আরো কাছে এসেছে।

এই দিনটিতে এতই কিছু হয়ে গেছে তার জীবনে যে যুবকটি ওপরের ঘরে বেঞ্চির ওপর পাতা-শয্যায় শুয়ে শুয়ে কেবলই এপাশ-ওপাশ করতে থাকে, ঘুম আসে না কিছুতেই। বৈঠকখানা, শয্যাগৃহ আর রান্নাঘরের ওপর লম্বা ওই ঘরখানি; এর ছাতটা মেঝের ওপর কাৎকরা, খাদ্যদ্রব্য আর কাপড়চোপড় রাখা হয় এইখানটায়। এর পূর্ব্বে সে 'স্টোর'-কুটীরে শুয়েছে; কিন্তু তার পিতামাতার ঘর এমন হবে তা কি সে কখনো কল্পনা করেছিল!

নীচে সে তার মায়ের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। পাগুলো খুব সন্তর্পণে চলাফেরা করছে। সেগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে সেই ছোট্ট ঘরে যেখানে লুইসে ঘুমুচ্ছে; তার পর সেই পাগুলো সিঁড়ি বেয়ে আসতে থাকে। ওপরের ঘরে এখনো গোধূলি আলো; ও দেখতে পায় মা আসছে, মুখখানি শান্ত আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠেছে। "এখানে ঘুমুতে পারবি কি না, কি জানি!" ধীরে ধীরে একবার ওর গালে চাপড়ে দিয়ে সে আবার চলে যায়। ওই পদধ্বনির শব্দে কী অদ্ভুত একটা সান্ত্বনা। সমস্ত বাড়ীতে এমন একটি শান্তি যা সে ইতিপূর্ব্বে কখনো অনুভব করেনি। অবশেষে দোলনায় শিশুর মতো সে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাইরে ওই ছোট্ট ঘরখানিতে একটি তরুণী মেয়ে শুয়ে আছে একটি বিছানায়, ঘাস দিয়ে তৈরী তোষকের ওপর। যখনি ও নড়ছে, ওটাও বেশ ঘচমচ করে উঠছে, আর শুয়ে শুয়ে ও হাসছে। কী পুতুলের বাড়ীর মত বাড়ী! আর ওই দুটি বুড়োবুড়ী রয়েছে এখানে, তারা পরস্পরের দিকে চায় আর তাদের মনে হয় যেন দুনিয়ার কোনো কিছুরই অভাব নেই তাদের! ভাবতে ওর কেমন মজা লাগে। কিন্তু এখন

সব বদলে যাবে। ক্রসেথে আসতে হবে তাদের; সে মনে মনে সব ঠিক করে ফেলেছে; তাদের নিজেদের একটি কুটীর থাকবে, তাদের ঘরকন্না তারাই করবে, তাদের নিজের একটি ঝি থাকবে। এইখানকার এই জমিটা বিক্রী করা হবে না, ওই দুজনের স্মারক হিসেবে থাকবে এটা, হয়ত কখনো এটাকে শিশু-নিবাসে (Childrens Home) পরিণত করা হবে, তার মা বাবার নামে। মাছিগুলোকে (flies) দূরে রাখবার জন্য সে মাথা ঢেকে শুয়ে ওই সব ভাবতে থাকে।

অভ্যাস বলেই শোবার আগে চাকরে পরিষ্কার করবে বলে নিজের জুতোগুলো দরজার বাইরে রেখে দেয় সে—এসব কাজ কাপড় ছাড়বার সময় আমরা আপনা থেকেই করে থাকি। পীয়ার ভোরে ওঠে, ঠেলা গাড়ীতে করে স্টেশন থেকে লগেজটা নিয়ে এসে, জুতোগুলো দেখে রান্নাঘরের সামনে থমকে দাঁড়ায়। 'লুইসে'! মনে মনে বলে সে। ওগুলো দেখে তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে লুইসের পা দুখানি, এমন কি তার সমগ্র চেহারাটা। শেষে জুতো জোড়া হাতে তুলে নিয়ে আনন্দবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে তার পানে—এমনি একজোড়া জুতোর আগমন নেহাৎ তুচ্ছ ব্যাপার নয়, ওগুলো যেন তাকে বাবা বলে ডাকছে।

তাই সে কাজ করতে বসে পড়ে, জুতোগুলো পালিশ করে, নিঃশব্দে সেগুলো যথাস্থানে রেখে দেয়; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার একবার সেদিকে তাকায়—এই রকমের বাড়ীতে এমন দুটি ছোট জিনিসের আবির্ভাব তো আর প্রতিদিন ঘটে না।

এবার সে চুপিচুপি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে ছেলের জুতোও উঠিয়ে নেয় আর ওগুলো পালিশ করতে করতে গতকালের কারখানার দৃশ্যটা স্পষ্ট ভেসে ওঠে তার সামনে। তুমি কি উত্তর দেবে তাকে, পীয়ার? হয়ত ছেলেটার বাবার প্রয়োজন হয়েছে বলেই এসেছে। সে তার ভবিতব্যকে তোমার হাতে উঠিয়ে দিচ্ছে। কী বলবে তুমি তাকে?"

লুইসে জেগে উঠে দেখে তার মা কফি-ট্রেটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাফ দিয়ে ওঠে সে। "ওই যা! কিন্তু মা আমি তো মনে করেছিলাম যে সকাল বেলা উঠে তোমাকে আর বাবাকে কফি তৈরী করে দেব!"

তার পর মার্লে ওপরে যায় যেখানে ছেলেটা গায়ের ঢাকাটা ফেলে দিয়ে পা দুটো চাদরের বাইরে বার করে শুয়ে আছে। ওকে ধাক্কা দিয়ে ও প্রথমটা কোনই ফল হয় না। কিন্তু শেষে ও উপুড় হয়ে শোয়, চোখ রগড়ে হঠাৎ আবার চিৎ হয়ে বলে ওঠে "ও, মা না কি!"

আবার মার্লে 'মা' ডাক শুনে কেঁপে ওঠে।

"খোকা, তোর ঘাড়ে ওই ক্ষত চিহ্নটা কিসের?"

"ও, একটা বাচ্ছা ঘোড়া আমায় বেড়ার ওপর ফেলে দিয়েছিল।"

"ইস্, খুবই রক্ত পড়েছিল নিশ্চয়?" বলে মা নিজের আঙুল দিয়ে ওই ক্ষতচিহ্নটাকে স্পর্শ করে।

"তা মনে নেই। নিশ্চয়ই এমন কিছু হয় নি।"

"কামানোর জল চাই নাকি তোর?"

শুনে কফি খেতে খেতে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ও। হাসতে হাসতে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। কামানোর জল! জিজ্ঞেসা করে লুইসেকে! ও বলে আমার গাল দুটি নাকি শিশুর পাছার মতো। তোমার এই কেকগুলো কিন্তু চমৎকার, মা।"

শাদার ওপর নীল ডোরা দেওয়া গ্রীষ্মকালীন হাল্কা ফ্রক পরে, নাবিকদের মতো নীল কলার লাগিয়ে, কোমরের বেল্ট পর্য্যন্ত নীল রঙের টাই ঝুলিয়ে দেখা দেয় লুইসে। ওর মনটি খুব প্রফুল্ল, গাইতে গাইতে মাকে সাহায্য করে। লোরেন্ট্স্ কখন বাইরে যাবে তারি প্রতীক্ষা করে ও যাতে মা বাপকে ও নিজস্ব করে পেতে পারে; অবসর এল শেষে।

মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, পেছন দিকে হাত রেখে, খুবই গম্ভীর

ভঙ্গীতে ও প্রশ্ন করে: "দেখ, মা, বাবা, একটা কথার স্পষ্ট জবাব দেবে কি?"

"কী?" বলে দুজনেই তাকায় তার পানে।

"গোটা দুই ট্রাঙ্ক আছে কি তোমাদের?"

"ট্রাঙ্ক?" কথাটা যেন তারা বুঝতেই পারে না।

"হ্যাঁ, জিনিসপত্র রাখবার জন্য। আমাকে নিশ্চয়ই তোমরা একা একা ক্রসেথে যেতে দেবে না!"

ও, এই কথা! মা বাবা দুজনেই হেসে ওঠে, কিন্তু সে যে ভাবে আশা করেছিল তেমন করে নয়।

"আমার একটা ছোট কুঁড়ে ঘর শূন্য পড়ে আছে তোমাদের জন্য। আমি তো আর রোজ আসব না তোমাদের জ্বালাতে।"

এমন একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে এবার যা ওর মোটেই ভালো লাগে না। মা-বাবা পরস্পরের পানে তাকিয়ে যেন নিজেদের মধ্যে আত্মগোপন করে।

"খুব বড় প্রশ্ন এটা" পীয়ার বলে অবশেষে। "তবে আমাদের পক্ষে তোমার এ প্রস্তাব স্বীকার করা সাধ্যাতীত।"

"বেশ, বেশ, এই মুহূর্তেই উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই।" বলে লুইসেও যেন পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করে। ও বুঝতে পারে যে আবার ভয়ানক তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে ও।

"অত্যন্ত আকস্মিক এ প্রস্তাব" বলে মার্তে। "অনেকগুলো বিষয় ভেবে দেখা দরকার। কিন্তু এখনি তো চলে যাচ্ছিস না?"

"তা হয়ত নয়" ব'লে লুইসে তাদের দুজনের গালে টোকা দেয়। "তোমাদের ছেড়ে যেতে কি বিশ্রী লাগবে তাই ভাবছিলাম।"

আরেকটি তপ্ত গ্রীষ্ম দিবসের আবির্ভাব হল। একটা কালো মেঘ উঠেছে যেন, তাকে দূর করবার জন্য লুইসে গান গায়; লোরেন্টস্ তার

মাকে কাঠ আর জল এনে দেয়। মার্লে আর সে প্রায়ই দাঁড়িয়ে কি যেন কানাকানি করে। লোরেন্টস্ বুঝতেও পারে না মার্লে কেমন করে ওকে ভুলিয়ে তার অনেক গোপন কথাই জেনে নিচ্ছে যা সে হয়ত বলতে চাইত না এমনি। পীয়ার লুইসের পেছনে পেছনে ঘোরে আর তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে থাকে—তরুণী কন্যার সঙ্গে রঙ্গরস করাটা তার কাছে একটা অভিনব ব্যাপার; তারা একসঙ্গে নাচে তারপর সুরু করে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা ঘরের চারদিকে। লুইসে এঁকে বেঁকে দৌড়ায়, সামনে মুখ করে পিছু দৌড়ায় আর তাকে ক্ষ্যাপায়, "ধরতে পার তো ধর না!" "একটু রোসো" বলে পুরানো খিলধরা পায়ে বেগ সঞ্চয় করবার চেষ্টা করতে করতে হাঁপায় সে। এবার কিন্তু সত্যি সত্যি লুইসে পালায়, আবার পর মুহূর্তেই কোণ থেকে উঁকি মারে। ওইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার তাকে ক্ষ্যাপাতে থাকে। "তোমাকে লক্ষীটি হতে হবে আর মাকে ক্রসেথে নিয়ে আসতে হবে!" "ওরে কালসাপিনী!" শেষে কিন্তু সে ধরে ফেলে লুইসেকে, তখন পরস্পরকে ভূপাতিত করবার জন্য ছুটোপাটি আরম্ভ হয়।

রাতে যখন বুড়ো-বুড়ী শুতে যায় তখন সারা বাড়ীটা নিস্তব্ধ। মার্লে প্রশ্ন করে, "তা, লুইসে যে বলছে, তোমার কি মনে হয়?"

পীয়ার চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। "আমার বিশ্বাস তুমি যেতে চাও।"

"তা, হ্যাঁ, একরকম তাই। ওদের তো আমরা অতি সামান্যই দেখতে পেলাম।"

"কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ কি যে লুইসে ক্রসেথের বিধবার কাছ থেকে যা পেয়েছে, তা ছাড়া ওর কিছুই নেই?"

"না, সে কথা সত্যি। হয়ত এটা বিশেষ প্রীতিকর হবে না।" দুজনই শুয়ে এই কথাটা ভাবতে থাকে।

৮

তৃতীয় দিন শীস্ দিতে দিতে লোরেন্ট্‌স্ বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন সময় ও শুনতে পেল ছোট্ট গোলাবাড়ীর ওপর থেকে ওর বোন 'এ-ই' ! ; বলে চেঁচিয়ে ডাকছে। গোলাবাড়ীর ব্রিজটা বেয়ে ও উঠতে যাবে চুপিচুপি। কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন হয়, "কে ওখানে?" ও কিন্তু এতখানি কাছে এসে পড়েছে তখন যে ও দেখতে পায় লুইসে জিম্‌নাস্টিক করছে, আর ওর পিঠের ওপর মোটা বেণীটা দুলছে। "ভাগ্ এখান থেকে!" পর মুহূর্তেই এক টুকরো কাঠ ওর কাণের পাশ দিয়ে সাঁকরে চলে গেল। কিন্তু ও নেমে আসতে না আসতেই আদেশের সুরে শুনতে পায়। "ওরে গাধা, দাঁড়া একটু, আমার কথা আছে তোর সঙ্গে।" বলেই সে মাথাটা বার করে দেয়। "এবার আসতে পারিস।"

সেখানে গিয়ে সে দেখে, হাল্কা গ্রীষ্মকালীন ফ্রক পরে একটা সিন্দুকের ওপর বসে লুইসে একটা সিগারেট ধরিয়েছে আর চুল বাঁধছে।

"শোনো, আমার একটা কাজের কথা আছে তোমার সঙ্গে—আমায় বাড়ী যেতে হবে।"

"সেটা আমি আশা করেছিলাম।"

"এখানে বসে বসে এঁদের যথাসর্ব্বস্ব ধ্বংস করা তো চলে না—আর এঁরা যখন কোনো সাহায্যই নেবেন না।"

"তাঁদের বলেছিলে নাকি?"

"এই অহঙ্কারের মানে আমি কিছু বুঝি না। ভগবান জানেন এঁরা দেখতেও যাবেন কিনা। তুমি কি এর কিছু বুঝতে পাচ্ছ?"

"তাঁদের নিজস্ব একটা মর্য্যাদা বোধ থাকা আমি বুঝতে পারি।"

"আর, তুমি?" লুইসে ওর দিকে তাকায়। তুমি আমার সঙ্গে আসছ তো?"

"আমি একটু বেড়াতে বেরুবো ভাবছিলাম।"

"তারপরে?"

"আমি কিছু স্থির করি নি। বাবার সঙ্গে আরেকটু আলোচনা করবার আছে।"

লুইসে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সম্মুখের দিকে। শেষে বলে "তাহলে, আমার বোধ হয়, তোমার ইচ্ছে. আমি একাই ক্রসেথে থাকি ?"

"এটা কি এতই দুর্ব্বহ ?"

"তা বলিনি আমি। কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছি যে এখন থেকে তোমার বাড়ী এখানে—আর, আমাকে কেউই চায় না।"

"বড়ই খারাপ কথা !"

"হ্যাঁ, আর তুমি তো খুব শান্তভাবেই এটা গ্রহণ করছ। তা যাই হোক, তোমাকে একটা বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে হবে। মায়ের জন্য একটি পরিচারিকা আমাদের যোগাড় করতে হবে।"

"কিন্তু তাঁরা যদি না নেন···?"

লুইসে কথা শেষ হতে দিলে না। "তাদের এটা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এমন একটি পরিচারিকা চাই যার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে আর যে এমন ভাবে দুচার শিলিঙ খরচ করতে পারবে যাতে তাঁদের মনে কোনো সন্দেহ না হয়। গ্রামে যাবে তো আমার সঙ্গে এর একটা ব্যবস্থার জন্য আমায় সাহায্য করতে ?"

লোরেন্ট্স্ অস্বস্তি বোধ করে। তার পক্ষেও এখানে থাকা চলবে না এটা সে বুঝতে পারে, কিন্তু কী করবে সে ?

সেইদিনই সে স্টোর (store) থেকে এক বস্তা আটা ঠেলা গাড়ীটায় করে বাড়ী নিয়ে আসতে সাহায্য করে বাবাকে, যখন তারা ফটকটার ভেতর এসে ঢোকে দুজনেই বসে পড়ে দম নিতে।

"দেখ, বাবা," বলে লোরেন্ট্স্; কামার শালায় আমি যে প্রস্তাব করেছিলাম সে সম্বন্ধে আর কিছু ভেবেছ কি ?"

তার বাবা হেসে বললে, "তোমার কি মনে হয় ওটা আবার ভেবে দেখা দরকার?"

"আমাকে দিয়ে কি তোমার কোনো কাজ হতে পারে না বাবা?"

তার বাবা একটা প্বাসের শীস উঠিয়ে নেয়। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, শেষে বলে সে, "প্রিয় বৎস, তাই হতে পারে বলে ভাবতে হলে আমাকে আরো বেশি স্বার্থপর হতে হয়। যদিও আমরা দুজন মিলে সত্যি সত্যি কোনোদিন এমন কিছু তৈরী করি যা সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে পরাস্ত করতে পারবে, তা হলেও, তাতে জগতের কোনো উপকার করব বলে কি তোমার মনে হয়? কারখানায় আর লেবরেটরীতে লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিমান লোকেরা নূতন কিছু ভেবে বার করবার চেষ্টা করছে; ফল কী হচ্ছে? উন্নততর মানুষ? না, আরো বেশি অভাব, আরো বেশি কল, আরো বেশি শ্রমব্যবসায়, সদা অসন্তুষ্ট ধর্মঘট আর গোলমালকারী আরো বেশি ফ্যাক্টরী প্রলেটারিয়াট (শ্রমিক)। মানুষ নয়, ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি। বৎস, ইস্পাত একটা ভয়ানক শিকারী জন্তু; ও মানুষকে চায় খাদ্য হিসাবে। এ একজনকে করে ধনী, দরিদ্র করে সহস্রকে। কাকেও এ সুখী করে না, অপরপক্ষে, লক্ষ লক্ষকে অসুখী করে। এ জানার আমার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে।"

"কিন্তু তুমি নিজে, বাবা? তুমি তো নিরন্তর আবিষ্কারের কথাই ভাবছ, তাই নয় কি?"

মৃদু হেসে তার বাবা বললে, "হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো ইস্পাতের একটা শিকার হয়ে গেছি। আমি জড়িয়ে গেছি ওতে, নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না। যখনি কোনো মই দেবার যন্ত্র মেরামত করতে বসি, হয়ত একটা নূতন সমস্যা জেগে ওঠে আর কি যে করছি তা টের পাবার আগেই সেই সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে যায়। তাছাড়া, আমার এ দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে জাগিয়ে রাখবার ওই একমাত্র পথ। তুমি জান, পড়াশোনা

আমি করতে পারি না।" ঘাসের শীস দাঁতে কাটতে কাটতে. পীয়ার চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে, ছেলের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে সে, "আমার বোধ হয়, তুমি হতাশ হলে? তোমার বাবার কাছ থেকে নিশ্চয়ই তুমি কিছু বেশি সহায়তা আশা করেছিলে?"

লোরেণ্ট্স্ ক্ষণকালের জন্য কপালটা হাত দিয়ে চেপে ধরে, "আচ্ছা, তুমি যদি আমার জায়গায় হতে তো তুমি, তুমি কী করতে?"

পীয়ার বুঝতে পারে ছেলে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রয়েছে, আর এবার তাকে উত্তর দিতেই হবে।

"অন্ততঃ ইঞ্জিনীয়ারিং নয়।"

"কিন্তু, কী তাহলে?"

"দেখ, লোরেণ্ট্স্,—তোমার আর তোমার সঙ্গীদের ধর্ম সম্বন্ধে কোনো রুচি আছে কি?"

প্রশ্নটা এতই অপ্রত্যাশিত যে লোরেণ্ট্স্ চমকিত হয়ে তার দিকে মুখ ফেরায়।

"না, অর্থাৎ স্কুলে সপ্তাহে একবার করে বাইবেল পড়েছি অবশ্য। ও সব সম্বন্ধে তাছাড়া আর কোনো সম্পর্কই আমার ছিল না।"

তার বাবা হাসতে থাকে। লোরেণ্ট্স্ও হেসে ওঠে তখন।

"কিন্তু তোমার দলের তরুণ সঙ্গীরা?"

"রাজনীতি আর খেলা ধূলোই ছিল আমাদের একমাত্র চিন্তা।"

"তবু আমি বলছি তোমায়, সেদিন বেশি দূর নয় যেদিন লোকেরা জাতীয়তাবাদ আর শ্রেণী সংগ্রাম আর আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতায় ক্লান্ত বোধ করবে, তখন আবার তারা মুখ ফেরাবে মন্দিরের পানে। আর তাই—সেইজন্ত মন্দির তৈরী রাখা চাই।"

"মন্দির? তুমি কি গির্জার কথা বলছ?"

"আজকালকার গির্জার কথা আমি বলছিনে, আজকালকার খৃষ্টধর্মের কথাও না। আমি বলছিলাম মন্দিরের কথা। জগৎ আজ তাঁরি প্রতীক্ষা করছে যিনি এই মন্দিরকে তার নবরূপে গড়ে তুলবেন। একটা কথা নিশ্চিত জেনো: ভাগবত স্বপ্ন চিরদিনই অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠবে বার বার ·····ওই যে তোমার মা ডাকছে আমাদের।"

কিন্তু গাড়ীটা যখন তারা আবার চালাতে থাকে তখন পীয়ার বলতে থাকে, "বৎস, আমি যদি যুবা হতাম, আমি কী হতাম তা আমি ভালো করেই জানি······

"পাদ্রী?" লোরেন্ট্স্ যে কতখানি বিস্মিত হয়েছে তা সে নিজেও জানে না।

"হ্যাঁ, এই সুন্দর জগতের পক্ষে ওই পরিকল্পনাটি কি তোমার লোভনীয় বলে মনে হয় না? কিন্তু মনে রেখো এটা আমার পরামর্শ নয়, আমি বলছিলাম, যদি আমি হতাম তা হলে আমি কী করতাম।"

তার পর গাড়ী চলতে লাগল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা লুইসের মনে হল যেন তার ভাই বড় বেশি নীরব হয়ে আছে। অবশেষে লোরেন্ট্স্ বেরিয়ে গেল; যতক্ষণ সবাই শুতে না গেল, ও বাইরেই রইল। যখন লুইসে তার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার শব্দ শুনতে পেল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, ড্রেসিং গাউনটা পরে নিয়ে সে তার অনুসরণ করল ধীরে ধীরে।

লোরেন্ট্স্ তখন শুয়ে পড়েছে, লুইসে তার বিছানার পাশে বসল এসে।

"মনে মনে কী সব ভাবছ তুমি?"

"আ" শব্দ করল লোরেন্ট্স্ হাই তোলার ভঙ্গীতে। "আমি গ্রামে গিয়ে ওই ব্যাপারটা ঠিক করে এসেছি।"

"ও, তা আমার তো তোমার সঙ্গে যাবার কথা ছিল?"

"তুমি চলে গেলে বাবার সঙ্গে। তোমরা দুজন কী কথা বল?"

"এ-ই নানান্ কথা।"

"আমি তা জানবার যোগ্য নই বোধ হয়?"

লোরেণ্ট্স্ একটু হাসল। লুইসে বলতে লাগল, "এখানে আসার পর থেকে তুমি আমার কাছ থেকে কেবলি সরে যাচ্ছ। আমার মনে হয়, একটা বিশেষ কিছু তোমার মনের ভেতর চলছে এখন?"

"হুঁ"।

"যাক্ আমি কাল যাচ্ছি। আবার শীগগির বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না?"

"তা হয়ত ঠিকই বলছ।"

"আমার বোধ হয় এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছি আমরা যেখান থেকে আমরা দুজন ভিন্ন পথে যাত্রা করব?"

"হুঁ"

"আর তোমার বাড়ী হবে এইখানে আর তুমি এমন একটা জগতে বাস করবে যেখানে সব কিছুর স্বতন্ত্র মূল্য এবং মর্য্যাদা। দেখো শেষটায় তুমিই আমাদের দুজনের মাঝে বেশি লাভবান হবে।"

"কী যা তা বলছ।"

লুইসে তার হাত চেপে ধরে। বলে "শোন লো, ভুলে যেয়োনা যেন সেই বছরগুলো যখন......যখন আমরা দুটি এক সঙ্গে ছিলাম।" বলে লুইসে মাথা নীচু করে। আর তার যেন কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

"না, কিন্তু বোন..."

"এর পর থেকে আমার পথ চলা সহজ হবে না। এইখানে আসাটা আমাকে বড়ই বিচলিত করেছে। আমার মনে হচ্ছে যে আমি আংশিক ভাবে ক্রসেথের মাকে হারিয়ে ফেলেছি; আর এখানকার মা বাবাকে ফিরে পাই নি। এঁরা আমার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখতে চান না। আমার বোধ হয়, যে-নারীর কাছে এঁরা কৃতজ্ঞ বোধ করেন এবং যাঁকে ঘৃণাও

করেন, তাঁর উত্তরাধিকারীর মধ্যে যেন এমন কিছু আছে যাকে এঁরা সমর্থন করতে পারেন না। আর আমি এও বলছি যে তোমাকেও আমি হারিয়ে ফেলব, লো। কিন্তু……কিন্তু যাই হোক এটা যেন মনে রেখো যে তোমার পুরানো বাড়ীতে তোমার একটা বোন আছে যে……যে তোমার অভাব অনুভব করবে।"

তার পর 'শুভরাত্রি' জানিয়ে লুইসে নিঃশব্দে আবার তার ছোট্ট ঘরে নেমে এলো।

পরদিন চলে গেল লুইসে।

তার বাবা তাকে নিজের হাতে তৈরী করে একটা ঝাড়ন উপহার দিলে। লুইসে তাই দিয়ে তার দাড়িটাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে হাসতে লাগল। মা তাকে একটি ছোট্ট বাক্স দিলে। তাতে একটি অম্বরের ব্রেসলেট। "এটা আমার মায়ের ছিল" বলল সে, "আমি এটা আর পরব না।"

লুইসের চোখ ভরে এল জলে, মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল; বলল "তুমি আর বাবা আমায় উপহার দিচ্ছ, আমি কিন্তু অন্য রকমই ভেবেছিলাম।"

যখন গাড়ী ছাড়ল পীয়ার আর মার্লে আবার দাঁড়িয়ে রইল স্টেশনে আর লুইসে জানালা দিয়ে হাত নাড়তে লাগল।

এমনি করেই আরেকদিন সে চলে গিয়েছিল, যেদিন সে ছিল একটি ছোট্ট মেয়ে। তার পর কত দীর্ঘ বৎসরই না চলে গেছে।

লোরেন্ট্‌স্ এখনো দাঁড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে কিন্তু সেও যাবে দু এক দিনের মধ্যেই, সন্দেহ নেই। বয়স্ক ছেলে মেয়েরা আর কতক্ষণের জন্যই বা আসবে দেখা করতে আসার সময়টুকু ছাড়া? স্মরণের আর পত্রালাপের জগতে চলে যায় তারা।

লোরেন্ট্‌স্ রইল আরো দুদিন। কিন্তু তাতে সে তার পিতামাতার আরো বেশি কাছে আসতে পেরেছে বলে মনে হল না। ক্রুসেথে যে-বৎসর গুলো কেটেছে তার, সে সম্বন্ধে তারা কোনো প্রশ্নই করল না—সন্দেহ নেই

ও বিষয়টা বেদনাদায়ক। এই দীর্ঘকাল তাদের জীবন কি ভাবে কেটেছে সে সম্বন্ধেও তারা বলল না কিছুই, যদিচ সে সম্বন্ধে কল্পনা করা কঠিন নয়। তাই যদিচ পুনর্মিলনের আনন্দ তাদের তিনজনের হ্রাস পেল না একটুও, তবু তাদের মাঝে প্রায়ই নিঃশব্দতা নেমে আসতে লাগল থেকে থেকে। ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে লোরেন্ট্‌সের ভয় করতে থাকে। সে ওই দুটি বুড়োবুড়ীকে কোনো সাহায্যই করতে পারবে না, আর তাকেও যাত্রা করতে হবে অজ্ঞাতের পানে।

বিদায় দিনের আবির্ভাব হল। বাবা সকাল বেলা উঠে তার জুতো-গুলো বুরুশ করে দিলে, মা তার ঝুলিটিকে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ভরে দিলে। তারপর তারা দুজনই কিছুদূর গেল তার সঙ্গে। লোরেন্ট্‌স্ বলল যে সে নাকি য়োতুনহাইম পর্ব্বতের মাঝ দিয়ে ভ্রমণ করতে চায় কিন্তু ফেরার পথে সে আবার এই পথ দিয়েই যাবে।

তারপর বৃদ্ধদম্পতী যখন ফিরে আসার জন্য থামল, মা তাকে সাবধান করল যেন পাহাড়ে পথ না হারায় সে, আর সন্ধ্যাবেলা কোনো আশ্রয়ে পৌঁছেই যেন পশমী জামাটা গায়ে দেয়। পিতার হাতটি ধরে দাঁড়াল যখন সে, তখন সে একটি অদ্ভুত হাস্যে উদ্ভাসিত সেই বলি-পড়া মুখের পানে তাকাল। "বৎস পরিণামে সবই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার তো লাঠি নেই। এই নাও আমার লাঠিটা।" লাঠিটা ছিল বার্চের। হাতলের কাছে ছিল একটা গ্রন্থি। লোরেন্ট্‌স্ হাতে নিয়ে সেটা দেখতে লাগল। "কিন্তু, তুমি কি করবে, বাবা? "আরে, আমি আরেকটা তৈরী করে নেব'খন। তোমার বাবার দেওয়া একটা কিছু তোমারও তো চাই।"

বিদায় তবে। তারা বিপরীত দিকে যাত্রা করল।

লোরেন্ট্‌স্ বার বার ফিরে তাকায়; দেখতে পায় মা চলেছে চোখে রুমাল দিয়ে। মা ফিরে তাকায় আর হাত নাড়ে। তার বাবা একবার

শুধু টুপীটা দুলিয়ে দ্রুতপদে চলে যেতে থাকে যেন ব্যাপারটা সে শেষ করে দিতে চায়। যতই নীচের দিকে নেমে আসে তারা, ততই তাদের মূর্ত্তি ক্ষুদ্রতর হয়ে আসতে থাকে।

লোরেন্ট্‌স্ পার্ব্বত্য পথ বেয়ে ওপরের দিকে পাহাড়ে প্রবেশ করতে থাকে। এক ঘণ্টা পরে সে দাঁড়িয়ে পেছন পানে তাকায়। বহু নিম্নে, উপত্যকার বুকে নীলসবুজ ফিতের মতো একটি নদী চলেছে এঁকে বেঁকে, সবুজ ঢালুর ওপর খামারগুলো রোদে পুড়ছে আর তার পরিচিত চাষীর খামারে একটি ছোট্ট ধূসরবর্ণ কুটীর থেকে একটি সরু ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

১৩

টুপী আর জ্যাকেটটা ঝোলায় পুরে লোরেন্ট্‌স্ চলতে থাকে, আর মাঝে মাঝে থেমে চারদিক দেখতে থাকে। আকাশের ওপর দিয়ে প্রকাণ্ড মেঘের স্তূপগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে হাওয়া, আর পাহাড় এবং উপত্যকার ওপর দিয়ে চলেছে পরিবর্ত্তমান ছায়াদৃশ্যের সঞ্চরণ। শেষ বাড়ীগুলোর পাশ দিয়ে সে চলেছে ওপরের পাইন-ঢাকা পাহাড়ের দিকে। তার পরে বার্চ-ঢাকা চড়াই বেয়ে অবশেষে সে পৌঁছল এসে মালভূমির ওপর—এখানকার হাওয়া সম্পূর্ণ অন্যরকমের—তাজা, হালকা, হিমেল হাওয়া এসে লাগে তার মুখে। উপত্যকার অপর দিকে তাকিয়ে এখান থেকে সে দেখতে পায় একটা জগৎ যেখানে মেটে আর নীল-কটা রঙের পাহাড় ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে মিলিয়ে গেছে দূরে, বহুদূরে, যার মাঝে মাঝে আকাশের বুকে দেখা যায় তুষার-ঢাকা পর্ব্বত শীর্ষ। সত্যিকার উঁচু পাহাড়ে এই সে প্রথম চড়েছে, সত্যি দেখবার মতো জিনিস বটে।

কিন্তু এই ভূদৃশ্য এখনও নূতন, অপরিচিত; তার অন্তরে যে আলোড়ন চলেছে তার সঙ্গে যেন এর কোনো সম্পর্ক নেই। মনে হয়, এতদিন সে যা কিছু নিয়ে ছিল, সে-সব যেন পশ্চাতে ফেলে এসেছে সে,—লুইসে, ক্রুসেথ, তার সঙ্গীদল, তার ভাবনা কল্পনা। তার মনে হয় যেন সে এক নূতন দেশে বিতাড়িত হয়েছে, যেখানে এখনো সে গৃহহীন, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। তার মাতাপিতা ছিল তার শেষ আশ্রয়; কিন্তু সেখানে তাদের কাছে থাকতে পারল না। তাদের সঙ্গে যথেষ্ট অন্তরঙ্গ হতে পারল না সে—নিঃসন্দেহ, সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। যে-শৈশবে সমগ্রচিত্ত আপনা থেকেই মাতাপিতার দিকে ফেরে, সেই শৈশব-বৎসরগুলো যদি একবার হারিয়ে যায়, সেগুলোকে ফিরে পাওয়া সহজ নয়। কামারশালায় সেই প্রথম দিন যখন পিতার সকরুণ ভাগ্যের পানে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে প'ড়ে, তাকে সাহায্য করবার জন্য যে-কোনো ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিল সে তখন তার আশানুযায়ী সেই দান গৃহীত হল না। না, না, ছোট ছেলে বাবার কোলে চড়ে বসতে পারে, কিন্তু বয়স্ক ছেলেকে পিতৃসান্নিধ্যের জন্য অন্য পথ খুঁজে বার করতে হবে আর সেটা সহজ নয়। এই তো সে তার মা বাবার কাছে হয়ে এসেছে, বোধ হচ্ছে তার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবার শক্তি তাদের নেই। তারা এখন পৌঁছেছে তাদের সূর্য্যাস্তের দেশে; হয়ত তাদের বলবার বা করবার আর নেই কিছু। কিন্তু সত্যি কি তাই? তাদের কাছে এই যাওয়া কি নিরর্থক হয়েছে?

এই কথাটাই সে ভাবছে এখন। আর যাই হোক, এখানে সে এসেছিল যখন, আজ সে আর তেমনটি নেই; যা সে কখনো জানত না তেমন বস্তুর দিকে তার দৃষ্টি উন্মীলিত হয়েছে। মা, বাবা! তার কাছে কথাগুলো নিয়ে এসেছে এক নূতন তাৎপর্য্য। বিস্মিত মনে ভাবছে সে, মাকে হয়ত হেমন্তে শস্য বয়ে নিয়ে যাবার বেলা বাবার সাহায্য করতে হবে; ও যেন দেখতে পাচ্ছে মায়ের পিঠ ঝুঁকে পড়েছে সেই বোঝার নীচে

আর ইচ্ছে করছে তাঁদের দুজনের সব বোঝাটা যদি সে নিজে বইতে পারত!

বেলা বাড়তে থাকে, একটা নদীতে মাথা ডুবিয়ে সে জল খায়; তার পর জুতো মোজা খুলে ফেলে শীতল সচল জলে পা ডুবিয়ে সে বসে থাকে। আঃ কী সুন্দর! এবার মায়ের দেওয়া খাবার; মায়ের দেওয়া রুটি মাখন আর কেক সামান্য বস্তু নয়। মা! কী আশ্চর্য্য এই শব্দটি! অবশেষে তার কাছেও ওই কথাটি একটা তাৎপর্য্য পেল। এ যেন যা কক্কোর শোনা বিস্মৃত একটি রাগিনী আজ তার অন্তরে নূতন করে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। মা! সে কখনো স্বপ্নেও ভাবে নি যে এমন মানুষও আছে যাদের মাঝ থেকে একটি পরম আশীর্ব্বাদ বিকীর্ণ হতে থাকে। তবু তার আরো কাছে যাওয়া, তার কাছে থাকা তার ভাগ্যে হল না। অতি বিলম্ব মানে অতি বিলম্বই। তার হাতে এই তার পিতৃদত্ত যষ্টি, আর মা! ধন্যবাদ তোমার এই খাবারের জন্য!

তারা দুজন এখন সূর্য্যাস্তের দেশে জীবন যাপন করছে—হয়ত আর তাদের বলবার, করবার কিছু নেই আর—তবু তাদের ছেলে এইখানে বসে বসে ভাবছে যে তাদের নিয়তি থেকে রক্ষা করবার কোনো উপায় আছে কি না। ক্রসেথে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবাটা সোজা। কাজ করে তার বাবাকে সাহায্য করতে চাওয়াও খুবই সোজা—কিন্তু এ রকমের সাহায্য তারা নেবে না। এখানে বসে বসে তাই তাদের রক্ষা করবার জন্য সে যা ভাবছে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ব্যক্তিগত এবং মূল্যবান। কী সে বস্তু? রোসো। হয়ত সে তা আবিষ্কার করতে পারবে।

'নূতন মন্দির' বলেছিল তার বাবা। আর সে বলেছিল পুরোহিত হবার কথা। যখন সে ওই কথাটা বলেছিল, কী অদ্ভুত রকমের অসম্ভব শোনাচ্ছিল সেটা। আর এখনো লোরেন্টসের কাছে তাই মনে হচ্ছে। পুরোহিত? ওই যে আকাশ ওখানে হাওয়া আর ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু

আছে কি? আর ওই যে পিতা জিহোবা—শাশ্বত বিচারকারী দণ্ডদাতা আর ক্ষমাশীল শাসক, তিনি কি একটা হাস্যকর চরিত্র নন! মন্দির? প্রিয় পিতা, তুমি নিশ্চয়ই চাও না যে আমি একজন ধর্মশাস্ত্রী (theologian) হয়ে বসি! ও কথা ভাবতেই সে হেসে ওঠে।

আবার উঠে, জুতো মোজা পরে সে হাঁটা সুরু করে। সন্ধ্যাবেলা একটা পার্ব্বত্য স্যানাটৌরিয়ামে এসে সে বিশ্রাম নেয় রাতের বেলা। অতিথি পূর্ণ স্থানটি। নৈশ ভোজনের পর নাচ, লোরেণ্ট্‌স্ যোগ দেয় তাতে। ভোরবেলাও ইচ্ছে করলে সঙ্গ পেতে পাবে সে কিন্তু কখনো কখনো নিজের সঙ্গই পর্য্যাপ্ত হতে পারে।

একটি সেটারের (sacter) মেয়ে বেড়ার ধারে দুধ দুয়ায়, শুনতে পায় 'শুভদিন!' তাকিয়ে দেখে নগ্নমস্তক রোদে-পোড়া একটি যুবা দাঁড়িয়ে তার পানে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। "ইস্, ভয় পাইয়েছিলেন আপনি" ব'লে সে হেসে ওঠে। ফটক দিয়ে প্রবেশ করবার ভঙ্গীতে সে বলে "আরো একটু ভয় পাইয়ে দিতে আসব নাকি?" কিন্তু সে চেষ্টা না করে সে এগিয়ে যায়। কাঠুরেরা শুনতে পায় কে যেন তাদের কাজের সাফল্য কামনা করছে। যে গাছ কাটা হয়েছে তারি পানে অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পিঠে থলি ঝুলিয়ে একটি যুবা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। "আমার বোধ হয়, শীতকালে এটা শুকিয়ে যাবে?" হ্যাঁ, আবহাওয়াটা যদি এমনি থাকে।" "কর্ড (১২৮ ঘন ফুট) হিসাবে মজুরী পাও কি?" "হ্যাঁ"। 'আচ্ছা, শুভদিন!' বলে মৃদু হেসে সে বিদায় নেয়। তারা ওকে অনুসরণ করে তাদের দৃষ্টি দিয়ে। তাকে দেখে মনে হয় যেন সে বলছে কিছু, আর ভাবছে অন্য কিছু।

চলেছে সে, কিন্তু সারাক্ষণ মন তার রয়েছে তার মা বাবার সঙ্গে। "ওই সব সামান্য উপকরণ নিয়ে তাঁরা যেন সন্তুষ্ট, তা দেখেছিলে কি? আর তাঁরা পরস্পরের পানে তাকান কেমন করে, যেন তাঁরা সবেমাত্র

বাগ্‌দত্ত হয়েছেন। তাঁদের জীবন অসন্তোষের জীবন নয়। জীবনের মর্য্যাদা বোঝানোর জন্য তাঁদের বিপ্লবের প্রয়োজন হয় নি। 'সমাজের' কাছে তাঁরা হাত পাতেন না প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য। হ্যাঁ, এঁরা দুজন কেমন করে গভীর অন্তর্জ্জীবন যাপন করতে হয় তার শিক্ষা লাভ করেছেন।" এই সমস্তের অন্তরালে যেন সে একটি অভিনব সঙ্গীত আবিষ্কার করেছে যে সঙ্গীত শুনবার জন্য সে উৎকর্ণ হয়ে উঠছে। "এই দুজনের সঙ্গেই কি এর অবসান হয়ে যাবে? অথবা তুমি একে উদ্ধার করে সমগ্র বিশাল বিশ্ব-সংসারের সামনে সজোরে বাজাতে পারবে? যদি পার, তা হলে কেমন হয়? তা হলে তুমি তাঁদের সত্যিকার সান্নিধ্যলাভ করতে পারবে, তাঁরাও তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন। যদি তুমি পার ত কেমন হয়?"

একদিন সন্ধ্যাবেলা সূর্য্যাস্তকালে সে একটা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছে। চারদিকে তার জলাভূমি, ঝিলিমিলি পার্ব্বত্য হ্রদ। ধূসর উচ্চভূমি আর নীল পাহাড়ের জগৎ মাইলের পর মাইল উঠছে পড়ছে যেন ঢেউয়ের মত, তারপর দূরে জলন্ত পশ্চিমে বহুদূরে সব মিলিয়ে গেছে। এখানে একটুও হাওয়া নেই, নদীর কলধ্বনি পর্য্যন্ত নেই, তবু—কী সঙ্গীত! এইখানে দাঁড়িয়ে সে এই মহিমাময় চিত্রের পানে চেয়ে থাকে আর আপনাকে হারিয়ে ফেলে। আবার ভূ-দৃশ্যের গভীর সঙ্গীতচ্ছন্দ গর্জ্জে ধেয়ে আসে তার ওপর আর তাকে আচ্ছন্ন ক'রে, ওই পর্ব্বত, আকাশ আর সূর্য্যাস্তের সঙ্গে এক করে দেয়। এবার কিন্তু সঙ্গে আছে তার পিতামাতাও আর তারা যে সব শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে তার মধ্যে সেই সব। এবার ওই ঢেউগুলো সেই সমস্তকে তাদের ছন্দে বেঁধে নিয়ে দীর্ঘ এবং ক্রমশ ক্ষুদ্রায়মান তরঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে থাকে, আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে সমৃদ্ধতর এবং বিশালতর রূপে। তার অন্তরতম সত্তা তার সামনে সূর্য্যাস্ত আভায় ভূ-দৃশ্যের মত নিঃশব্দে প্রসারিত হয়ে

পড়ে থাকে, সমস্তই যেন উৎকর্ণ হয়ে কি শোনে। "নূতন মন্দির? বাবা, এসো তুমি এখানে। পুরোহিত? মা, এসো এখানে। ওই আকাশের নীচে যদি একটি বিরাট ঘণ্টা ঝুলিয়ে দেওয়া যেত আর সেটা যদি এই বিশাল বিশ্বের ওপর দিয়ে তার ধ্বনি বিস্তার করে বলত: শোনো, দীন মানবজাতি, এই জগতে একটি পরমাশ্চর্য্য বস্তু আছে—মা আর বাবা। আছে সেখানে শিব ও সুন্দর। প্রাচীনেরা যার জন্য দুঃখ সহন করেছে, তরুণেরা তাকে পবিত্র করে তুলবে। ওই তাদের উত্তরাধিকার, এই নিয়েই তারা ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে উঠবে। সূর্য্যের প্রবেশ তোরণের মত একে তুলে ধরো স্বর্গের পানে, এর জন্য গড়ে তোল মন্দির। ডাক একে ঈশ্বর বলে!"

এমনি করে সে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর গোধূলির দিকে সে যাত্রা করে।

১৪

কয়েকদিন পরেই কিন্তু সত্যিকারের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পায় সে, আর এমন করে কখনো সেই ধ্বনি তার অন্তরকে স্পর্শ করেনি।

বহুদূরে পাহাড়ের মধ্যে একটি নিরালা প্যারিশ (Parish)। একটি প্রশস্ত উপত্যকার বুকে একটি নদী এসে হ্রদে পরিণত হয়েছে, য়োতুন-হাইমের তুষার-নদী (glacier) বরফ জলে এর রঙ হয়েছে মেটে শাদা। এর চতুর্দ্দিকের সবুজ ঢালুর ওপর কতকগুলো খামার; একদিন রবিবার সকালবেলা লোরেণ্ট্স জেগে ওঠে এদেরই সবচেয়ে বড়ো খামারে। বড়ো একখানি ঘর, দেওয়ালগুলো তার শুধু কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী,

তারি মাঝে বাতায়ন দিয়ে সোনালী সূর্য্যালোক এসে পড়েছে; চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে মেঝেয় নেমে পড়ে আর একটা জানালা খুলে, বাইরের দিকে ঝুঁকে মনে মনে বলে, "কী সুন্দর সকালটি!"

এর চেয়ে নীল আকাশ থেকে সূর্য্যের আলো আসতে সে আর কখনো দেখেনি। পাইন বনের গন্ধ আর প্রান্তরাগত ক্লোভার আর টিমোথী-ঘাসের সুগন্ধি ভরা স্ফটিক স্বচ্ছ হাওয়াকে সে পান করতে থাকে। চতুর্দ্দিকে সুগভীর নিস্তব্ধতা, খামারের চিমনী থেকে ধোঁয়া উঠছে সোজা হয়ে আকাশের দিকে। সর্ব্বত্র শোনা যাচ্ছে কুক্কুটের ধ্বনি, আর সর্ব্বত্রই বিরাজ করছে একটি শান্তি। এতকাল যা ওর অন্তরের ওপর চেপে ছিল একটা বোঝার মতো এই মুহূর্ত্তে যেন তা থেকে সে মুক্ত হল; ঝলোমলো দিনটি প্রবাহিত হতে লাগল, তার অন্তরে সব যেন আলোকিত হয়ে উঠল আর গ্রীষ্মের আবির্ভাব হল তার মধ্যে। হ্রদের অপর পাশে রয়েছে দুটি বড়ো খামার—তাদের একটি গ্রীষ্মকালীন বোর্ডিং। গতকাল সন্ধ্যাবেলা যখন সে এল, তখন সে নীচের ঢালুটায় তরুণীদের হালকা পোষাক পরে ছুটোছুটি করতে দেখেছে। এখনো মনে হচ্ছে তারা যেন এই দৃশ্যের একটা অংশ, যদিও এই মুহূর্ত্তে তাদের সে দেখতে পাচ্ছে না—তবু এমনি সুন্দর চতুর্দ্দিক যে তাদের এ থেকে বাদ দেওয়া চলে না।

মুক্ত বাতায়ন দিয়ে ঝুঁকে সে যেন তপ্ত গ্রীষ্ম দিনের দীর্ঘ নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত শুনতে পাচ্ছে আর মনে হচ্ছে যেন কী এক প্রত্যাশায় আকাশ আর পৃথিবী কাঁপছে, আসন্ন কিসের জন্য উৎকর্ণ হয়ে যেন তার ইন্দ্রিয়গুলোও কাঁপছে। পর মুহূর্ত্তেই তার এই অধীর উৎকণ্ঠার অবসান হল দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি শুনে। নিশ্চয়ই ওগুলো গির্জার ঘণ্টা। বাড়ীগুলোর ওপর দিয়ে হ্রদের প্রান্তভাগে সে দেখতে পায় একটি বাদামী রঙের গির্জা আকাশের দিকে অঙ্গুলি তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তার গিল্টী করা পবন-নির্দ্দেশক পতাকাটি জলজল করছে সূর্য্যালোকে। ওই গির্জাটি পাহাড়ের মতই

প্রাচীন আর বিখ্যাত তার প্রাচীন (কাষ্ঠ) খোদিত মূর্ত্তি আর কারুকার্য্যের জন্য শত শত বৎসর ধরে, সুখের দিনে এবং দুঃখের দিনে সে যেমন করে ডেকেছে, আজও তেমনি করেই প্যারিসের (Parish) সকলকে আজও আহ্বান করছে। ওই আহ্বানে যেন সে মায়ের স্নেহ-আহ্বান শুনতে পায় ; চতুর্দ্দিকে যেন একটি পূজার ভাব পরিব্যাপ্ত আর পর্ব্বত প্রান্তর যেন পবিত্র বলে মনে হতে থাকে। এই যেন সে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করল যে কিছুকাল হল তার জীবন আগের চেয়ে পূর্ণতর এবং বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে। আর ঘণ্টাগুলো যেন তার এই পূর্ণতর জীবনের ওপর ধ্বনিত হয়ে তাকে একটি মহোৎসবে রূপান্তরিত করছে। তার ক্রসেথের সেই সন্ধ্যাগুলো মনে পড়ে যখন ভূদৃশ্য গান গেয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে সঙ্গীত তখন সে একাই শুনেছিল ; পাহাড়ের মধ্যে সেই সূর্য্যাস্ত-সন্ধ্যাটি তার মনে পড়ে, কিন্তু তখন তার সঙ্গে ছিল শুধু তার বাবা আর মা, এখন এই ঘণ্টাগুলো কিন্তু সকলকেই জীবিত এবং মৃত, সর্ব্ব যুগের সকল মানুষকেই যেন ডাকছে বলে মনে হয়। "এসো, এসো এসো।"

মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় সে, যাতে সূর্য্যালোক আরো বেশি করে পড়ে তার মুখে ; চোখ বুজে সে নিজের মধ্যে অনুভব করতে থাকে আকাশেই সেই অনির্ব্বচনীয় নীলিমা। কিন্তু ওই শোনো, কেমন করে সেই আকাশে বেজে উঠছে ওই আরতির ঘণ্টাধ্বনি ! যা কিছু সে ভাবছে সবই যেন গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত হয়ে উঠছে। সমগ্র মানব জাতির অন্তরালে রয়েছে এই বিশ্ব। সব সূর্য্য আর নক্ষত্র ছুটে চলেছে তাদের পথে ওই একই ছন্দে, যে জ্যোতি মানবাত্মাকে অনুপ্রেরিত করছে সেই একই জ্যোতির অনুপ্রেরণায়। ক্ষুদ্রতম কীটও বৃহত্তম সৌর জগতের আত্মীয়, ছিন্নকন্থা (ragged) ভিক্ষুক আর ছায়াপথ (Milky way) পরস্পরের ভাই। এই দৃশ্য জগতের পেছনে রয়েছে একটি বৃহত্তর, সমৃদ্ধতর অধ্যাত্ম জগৎ, তার পেছনে রয়েছে নৈতিক জগৎ, যা সব চেয়ে মহান্ আর সবচেয়ে

ঐশ্বর্য্যময়। "প্রত্যেক মানবাত্মার স্বতন্ত্র সৌরমণ্ডল রয়েছে কি না ঈশ্বরই জানেন, এই মুহূর্ত্তে তোমার নিজস্ব ভাবনাগুলো কোথায়?"

পুরোহিত? হ্যাঁ, এমন দিনে তারও বেদীর ওপর দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। তার বাবার কথাগুলো মনে পড়ে; "এই জগৎটাকে পূজো করবার পক্ষে যথেষ্ট সুন্দর স্থান বলে মনে হয় না তোমার?" সত্যিই তো, পুরোহিত বলতে যদি তাই বোঝায়, ইচ্ছে করে তার তেমন হতে—মানুষকে পূজার জন্য একত্রিত করতে, যাতে তাদের অন্তরাত্মায় সূর্য্য তার পূর্ণ মহিমায় জ্যোতি বিকীরণ করতে পারে। "ঈশ্বর? একটা কথা মাত্র! প্রতি মানবের মধ্যে আছে জীবনের নানা স্রোত, আছে আশা, আকাঙ্ক্ষা, আছে আনন্দ বেদনা যাদের একটি বিশাল এবং মহান্ মন্দিরোৎসবে সমন্বিত করা যেতে পারে। মানবজাতি কি তারি জন্য প্রতীক্ষা করছে? তুমি কি তা করতে পারবে? করবে কি? সাহস আছে তোমার? ভেবে দেখ, পারবে কি না!"

ঘণ্টাখানেক পরে সে চলল সেই গির্জার দিকে। হ্রদের শেষ প্রান্তে ছোট্ট গৃহপুঞ্জের যতই কাছে যেতে থাকে সে, ততই তার চলা মন্থর হয়ে আসতে থাকে। রক্ষা এই যে কেউ তাকে এখানে চেনে না। তার মনে পড়ে ক্রসেথের সেই মহিলার কথা যিনি ঘৃণা করতেন পুরোহিত আর গির্জা, আর শহরের কমরেডদের কথা। তারা সমস্ত ধর্ম্মকেই মনে করে এক-রকমের মর্ফিয়া যা ধনীরা প্রয়োগ করে গরীবদের ভুলিয়ে রাখবার জন্য। আর আজ সে নিজেই কি না চলেছে গির্জায়। হ্যাঁ, কিন্তু এটা শুধু কৌতূহল বশে। কাছে গেলে জিনিসটা কেমন দেখায় তা নিশ্চয়ই দেখতে বাধা নেই তার। যতদূর মনে পড়ে সে কখনো গির্জ্জায় প্রবেশ করে নি।

রৌদ্রদগ্ধ সমাধি-চত্বরের দ্বার দিয়ে কয়েকটি কৃষক নরনারী ধীরে ধীরে গির্জাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে থাকে আর দু'একজন তাদের সমাধিস্থ আত্মীয়দের কথা স্মরণ ক'রে সমাধি-শিলাগুলোর মাঝে ঘুরে বেড়ায়।

গির্জার ঘণ্টা বাজতে থাকে আর যেন বলতে থাকে একদিন এই মৃতেরাও তোমারই মতো ছিল, আর একদিন তুমিও এদেরই মতো হবে। একটু পরেই ভেতর থেকে অর্গ্যানের কর্কশ ধ্বনির সঙ্গে কয়েকটি কণ্ঠস্বরকে গাইতে শোনা যায়। লোয়েন্‌ট্‌স্ পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে।

সারি সারি আসনের মাঝে এখানে সেখানে মাত্র কয়েকজন লোক বসে রয়েছে তবু তার মনে হতে থাকে যে এখানে নীরব হতে হবে, নিঃশব্দে হাঁটতে হবে। মন্দিরের ভাবটি জেগে ওঠে তার মনে। হাঁটুর ওপর হাত যোড় করে সে বসে। সেদিন সকাল বেলা মহিমময় দিনটিকে গৃহ-প্রবিষ্ট করবার জন্ম বাতায়ন উন্মুক্ত করতেই তার মর্মে যে সুন্দর স্বপ্ন আর অনুভূতির প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল এখানেও তার কোনো প্রকাশ হয় কিনা তাই দেখবার জন্ম সে উৎসুক।

বাস্তবিক খৃষ্টধর্মটা কি মনে মনে প্রশ্ন করে সে; আর শৈশবে ঐ সম্বন্ধে সে যেটুকু জেনেছিল, তাই কিছু কিছু স্মরণ করবার চেষ্টা করে। একটি আতা ফলের জন্ম সমগ্র মানবজাতি অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করবার দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল, কিন্তু কয়েক হাজার বছর পরে পরম প্রেমময় ঈশ্বর তাঁর সন্তানকে সকলের জন্ম ক্রুশবিদ্ধ হবার জন্ম এই ধরণীতে প্রেরণ করলেন। অতঃপর যে-কেউ এই কাহিনীকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, মৃত্যুর পর সে নরকযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। এর পূর্ব্বে যে-সব লক্ষ লক্ষ লোক জীবনধারণ করে মারা গেল, তাদের কী হল তা নিয়ে খৃষ্টধর্ম্ম মাথা ঘামায় না। আজকের এই যে ধর্ম্ম, এ কি ধর্ম্ম?

দেয়ালের ওপরকার ছোট ছোট বাতায়নের মাঝ দিয়ে সে নীলাকাশ আর ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান সোয়ালোদের দেখতে পায়। কিন্তু এখানে আলো অত্যন্ত ক্ষীণ। আর দেয়ালের ওপরকার প্রসিদ্ধ প্রাচীন কৃষক-শিল্প-চিত্রগুলোর মাঝ থেকে সুদূর কালের কল্পনা যেন তার দিকে একদৃষ্টে

তাকিয়ে থাকে। এই চিত্র, এই খোদিত মূর্তিগুলো এরাও হল বাইবেল যা মূর্তি গ্রহণ করেছে মানুষের কম্পিত ভয়ে। তবু কী সুন্দর প্রাণময় বর্ণ ভঙ্গিমা, কী উৎসাহ, মানবাত্মার কী বিনম্র বিনতি। যাজক-মঞ্চের প্যানেলের (panel) ওপর রয়েছে পৃথিবীর দুঃখদুর্দশাময় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা খৃষ্টের উর্দ্ধোত্থানের (Ascension) চিত্ররাজি আর কুমারী মেরীর চিত্র, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন দেবদূতেরা, জানুপেতে স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি। হতে পারে, একসময়ে এদের মধ্যেই মানবাত্মার ভক্তি আর ব্যাকুল কামনার যথার্থ প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু সে তো বহু দিন আগেকার কথা! এরা আধুনিক মানবের চিন্তা অথবা অনুভূতিকে কিছুই প্রকাশ করছে না। কিছু পরে সে সঙ্গীতে যোগ দেয়; কিন্তু ব্যর্থ সেই প্রয়াস; গানের কথাগুলো ভয়ঙ্কর আর অর্গ্যানের কর্কশধ্বনি কর্ণপটহকে যেন বিদীর্ণ করতে থাকে। ধার্মিকেরা কি আজকাল এই নিয়েই সন্তুষ্ট, না, ধর্মই নেই আর? এবার তার মনে পড়ে যে কিছু দূরে এই উপত্যকায়ই একটা রাজনৈতিক সভা হচ্ছে, বেশির ভাগ লোকই যে সেখানে যাওয়াই স্থির করবে তাতে বিশেষ আশ্চর্য্য হবার কিছু আছে বলে তার মনে হয় না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সারি সারি আসনে উপবিষ্ট লোকদের দেখে তার মনে হয় যেন গান গাইতে গাইতে তাদের একটা রূপান্তর ঘটেছে। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও ভক্তির ধারাটি তাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাদের চোখে ফুটে উঠেছে এমন একটি জ্যোতি যা প্রতিদিনের নয়। হয় ত তারা কথাগুলোর কথা ভাবেই না কিন্তু সঙ্গীত তাদের অন্তরাত্মার মধ্যে একটি অনুরূপ ধ্বনি ও রঙ্গ জাগিয়ে তোলে।

তার পর মঞ্চের ওপর পুরোহিতের আবির্ভাব হল। "এবার শোন লোরেন্ট্স্। আজকালকার খৃষ্টধর্ম্ম কি তাই শুনবে এবার।"

গলায় শাদা কুঞ্চিত ফ্রিল দেওয়া কালো গাউনের ওপর একটি মাঝারি বয়সের লোকের মাথা দেখা যায়, সুন্দর চুল, দীর্ঘ শ্মশ্রু। এই ব্যক্তিটির

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু চারিদিকের মুখে প্রাত্যহিকতার নীরস ভাবটি ফুটে উঠে। সবগুলি চোখ যেন এবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে বলে মনে হয়।

প্রার্থনার পর তিনি সাধু মার্কের (St. Mark) সুসমাচার থেকে একটি অংশ পাঠ করতে থাকেন : এই অংশটি সেই সব লেখক (scribes) আর ফ্যারিসী (Pharisee) দের সম্বন্ধে যারা (যীশু এবং তাঁর শিষ্যদের মাংস খাবার আগে হাত না ধোয়ার জন্য) ভর্ৎসনা করেছিল। লোরেন্ট্স্ বলে মনে মনে, 'হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি ফ্যারিসীদের সঙ্গে এক মত। ময়লা হাতে মাংস খাওয়াটা খৃষ্টধর্মের অঙ্গ নিশ্চয়ই হতে পারে না?" কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র ফ্যারিসীদের কী রকম ভর্ৎসনা করছেন শোন। "তোমরা প্রতারকেরা" বলছেন তিনি "তোমরা ভগবানের আদেশকে উপেক্ষা করছ"—ইত্যাদি। লোরেন্ট্স্ আবার ভাবতে থাকে, "এ কি ধর্ম হতে পারে ?"

তারপর পুরোহিত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ঈশ্বরের এই সব বাণীর টীকা ভাষ্য করতে আরম্ভ করেন। তারপরই প্রচলিত প্রথামত খৃষ্টের রক্তপাতের দ্বারা মুক্তি, পাপ এবং করুণা সম্বন্ধে একঘেয়ে বক্তৃতা করতে থাকেন তিনি। মাংস খাবার আগে হাত ধোয়ার ব্যাপারটা লোরেন্ট্সের মনে লেগে থাকে। ভাবে সে, "হাত ধোয়ার বিরুদ্ধে যাঁর এত বড় তীব্র প্রতিবাদ—তিনি কি আমাদের ত্রাণকর্তা ?"

ওপরে ছোট ছোট শার্সি দেওয়া জানলাগুলোর দিকে তাকায় সে; একটা শার্সি খোলা, তার ভেতর দিয়ে বাইরেকার নীলাকাশ আর সোয়ালোদের ওড়া দেখা যায়। কিন্তু এইখানে ভেতরে ধার্মিকচিত্র, স্তব সঙ্গীত শাস্ত্রবাক্য আর ভাষ্যের এক মিউজিয়াম। চারিদিকে প্রত্যেকটি মুখ ভাবলেশহীন, নিদ্রালু। মঞ্চের ওপরকার কণ্ঠস্বর তাদের কাছে একেবারে অর্থহীন; তারা শুধু ওই কণ্ঠস্বর থামার প্রতীক্ষা করছে।

তার দু' এক সারি সামনে হাল্‌কারঙের পোষাক পরা একটি তরুণী বসে রয়েছে, পিঠে দুলছে তার কালো বেণী। কে বলতে পারে, হয়ত তার ওই পোষাক আর তার গোলাপী গালের মতই চিবুকের নীচে ওই যে লাল bowটা—এগুলো শেষ করতে হয়ত তার মাকে কাল সারারাত জাগতে হয়েছে। লোরেণ্ট্‌সের ইচ্ছে করে মেয়েটার হাত ধরে ওই পুরোহিতের কাছে গিয়ে বলে, "যে ধর্ম আপনি প্রচার করছেন তার সঙ্গে আজকের দিনে যে-আমরা বেঁচে আছি তাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। খৃষ্টের রক্ত দিয়ে আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে চাইনে। যদি কোনো অন্যায় করে থাকি আমরা, তার জবাবদিহি করব আমরা নিজে। আর যাই হোক, এই সংসার আর এই আমাদের রক্তমাংসের হাত থেকে আমরা মুক্তি চাই নে। এখানে জীবন আনন্দময়। হে পুরুতঠাকুর, বাইরে ওই যে চোখ ঝলসানো গ্রীষ্মদিন, তার দিকে কি আপনার চোখ পড়ে না? আপনি যদি আমাদের ওই সূর্য্যের স্তব সঙ্গীত দিতে পারেন তাহলে আমরা তরুণ তরুণীরা এখানে এসে সমবেত হব এবং সমবেত সঙ্গীতে যোগ দেব আর সবাই তখন অনুভব করবে যে আমাদের ঈশ্বরও তরুণ। হায় ভগবান, এই আপনার গির্জার ভেতরটা কী ঠাণ্ডা, কী ধূলিময় আর কী অন্ধকার আর বুড়ো আর তরুণ, আমরা সবাই আপনার এখানে কী গৃহহারা অনুভব করি!"

কিন্তু নিরুদ্বেগ নিঃসংশয়ে পুরোহিত একটানা সুরে ধর্মোপদেশ দিয়ে যেতে থাকেন। প্রাচীন ইহুদী পুরাণ ঘাঁটতে থাকেন তিনি আর তাঁর বিশ্বাস যে তার মধ্যে এখনো জীবন্ত ভগবানকে পাওয়া যাবে।

লোরেণ্টস্ আর শোনে না। গির্জায় কেউই আর শুনছে না কিছু। দেয়ালের ওপরকার শিল্পকার্য্যের দিকে আবার তাকায় লোরেণ্ট্‌স্। মিউজিয়মের অধ্যক্ষের পক্ষে নিশ্চয়ই এগুলোর আকর্ষণ থাকতে পারে, rococo এবং baroque শিল্প ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কথাও বলতে পারেন

তিনি। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই যে এখানে আসে সে তো সংস্কৃতির ইতিহাস অধ্যয়ন করতে নয়। তারা যখন ওই চিত্রগুলোর দিকে তাকায় তখন এই বিশ্বাস নিয়ে তাকায় যে এগুলো হচ্ছে সেই ধর্মের প্রতিমূর্তি যা দিয়ে তারা তাদের জীবন এবং ধারণাকে পরিচালিত করতে বাধ্য। কিন্তু এই সব শুদ্ধাত্মা নরনারী আমাদের শুধু জীবনের দুঃখদহন এবং আত্মোৎসর্গের কথাই মনে করিয়ে দেন; তাঁরা দেখাচ্ছেন জীবন যেন একটা তীর্থযাত্রা, স্বর্গে তার পরিসমাপ্তি হয়ত বা, কিন্তু যাতনার মাঝ দিয়েই এ যাত্রা। ঈশ্বরকে আমরা দেখছি ক্রসের ওপর রক্তাক্ত দেহে, আর দেখছি তাঁর শত্রুকে যে সর্বত্র একটা কুৎসিত মুখোস পরে হাঁ করে জিভ মেলে রয়েছে। আজকের দিনেও আমাদের মন্দিরে এই সবই শেখানো হয়ে থাকে? বিশ্বজগতে যে চিরন্তন যৌবন, যে ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য, প্রেম জীবনের যে আনন্দ আর শ্রম এ সবের স্তবগীতি নেই। "যে আমার জন্য তার পিতা এবং মাতাকে ঘৃণা না করে"—প্রভু (খৃষ্ট) বলছেন কোথাও। ঠিক সেই তরুণ কম্যুনিস্ট নেতার মত! যত স্বাভাবিক অনুভূতি আছে সব নষ্ট কর, তা হলেই পাবে মুক্তি! লোরেণ্ট্স্ ভাবে তার পিতামাতার কথা। এই প্রভাতে বাতায়ন খোলার সময় অথবা ক্রসেথের পল্লীদৃশ্যের পানে তাকিয়ে অনন্তের অনুভূতি তার অন্তরাত্মাকে যে বিচিত্র সুরসমন্বয়ে পরিপ্লুত করে তুলেছিল সেই কথা তার মনে পড়তে থাকে। সূর্য্যালোক-পরিপ্লাবিত জীবনানন্দ। খৃষ্টধর্মের অজ্ঞাত। খৃষ্টধর্মের দৃষ্টিতে তা হল পাপ! "না, বাবা ঠিকই বলেছিল" সে ভাবে, "এই ধর্ম নিজেই নিজের বিনাশ ডেকে এনেছে। যদি মানুষ তার আত্মার দৈবীশক্তিগুলোকে প্রকাশিত করতে চায় আজ, তাহলে তাকে নূতন মন্দির রচনা করতে হবে, নূতন ভগবানের পূজা করতে হবে। গির্জা যে শূন্য তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।"

মাথা নীচু করে সে ভাবতে থাকে। সে আপনাকে দেখতে পায় এক সংস্কারকের বেশে, পুরোহিতদের মাঝে এক বিপ্লবীর বেশে। কিন্তু,

হায়, কতই তো বিপ্লবী হয়ে গেছে। কোনো কিছু ধ্বংস করা খুবই সহজ। কিন্তু তার জায়গায় আরেকটা কিছু সৃষ্টি করতে পারবে কি তুমি?

অবশেষে সে দেখতে পায় লোকেরা উঠছে, এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে; যেন স্বপ্নের ঘোরে সেও তাদের পেছনে বেরিয়ে আসে। আবার মনে পড়ে কী সুন্দর এই প্রভাত যখন গির্জার ঘণ্টা-ধ্বনিতে সব এক পবিত্র মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল যাতে সমগ্র ভূদৃশ্য এক পবিত্র অধ্যাত্মসত্তামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গির্জায় গিয়ে সেই সমস্তই গেল হারিয়ে।

সে কি তার ভ্রমণ পথে এগিয়ে যাবে, না, এখানেই থাকবে কিছুদিন? বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এখনও একমাস বাকী, আর সে কি আইন পড়া একেবারেই ঠিক করে ফেলেছে?

ক্রসেথে নিশ্চয়ই এখন ফসল-কাটা আরম্ভ হয়ে গেছে। ফসল কাটার সময়কার আনন্দময় ব্যস্ত জীবন যাত্রার কথা মনে পড়ে তার, খড় সংগ্রহ করতে করতে মেয়েরা পাহাড়ের ঢালুর ওপর হুলুধ্বনি (hulloing) করছে। গোলাবাড়ীতে পুলের ওপর দিয়ে বোঝার বোঝা তুলে নিয়ে যাবার শব্দ হচ্ছে। খড়ের (hay) আতপ্ত তাজা গন্ধ, মানুষ আর পশুর গাত্রগন্ধ সমগ্র খামারটাকে ছেয়ে ফেলেছে। এখন ফিরে গিয়ে যদি সে বোনকে সাহায্য করে তো কেমন হয়? যেন সে তোমার সাহায্য চাইছে! তবে কি যাবে বাবামার কাছে? তাদেরও তো সাহায্য করবার লোক রয়েছে; লুইসে তার ব্যবস্থা করেছে। আর তা ছাড়া, কিছুদিন সে লুইসের সঙ্গে আবার দেখা করতে পারবে না। বাবামায়ের

সত্ত্বেও না। প্রথমতঃ তার নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া চাই। এক নূতন বাস্তবতার রাজ্যে এসে পড়েছে সে, সেখানে এখনো সে গৃহ-হারা, এ কথা সত্যি, কিন্তু একদিন তাকেও একটা মাথা গুঁজবার স্থান আবিষ্কার করতে হবে। ধর্ম কী?

দীর্ঘ ভ্রমণে বেরিয়ে যায় সে, ভুলে যায় খাবার কথা, ফিরে আসে যখন বাসায় তখন বাড়ীতে আর সবাই বিশ্রাম-মগ্ন। সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার অনুভূতিটা অদ্ভুত। পাহাড়ের ঢালুর ওপর কোনো গাছতলায় যখন শুয়ে পড়ে সে, তখন আবার তাড়াহুড়ো করে ওঠার কোনো কারণই চোখে পড়ে না। ভবিষ্যৎটা মনে হয় যেন কুয়াসায় ঢাকা, তাই সে তাকায় অতীতকালের দিকে। কে একজন কম্যুনিষ্ট আসছে তার দিকে—আর কেউ নয়, সে নিজে, তার পানে চেয়ে সে মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, একদিক দিয়ে তুমি ঠিকই করেছ, কিন্তু তুমি একটা অংশমাত্র বুঝেছ। সকলের মূলে যে কি রয়েছে তা তুমি দেখতে পাওনি। ধর্ম কি?

একদিন শাদা নাবিকদের হ্যাট পরা, লাল চুল একটি যুবককে পথ দিয়ে তারই পানে আসতে দেখে, সে হঠাৎ থেমে যায়। আগন্তুকও তাই করে। ওই যুবকের গোল মুখখানি হাসিতে ভরে ওঠে। "সত্যি তুমি নাকি হে!" বলে সে "ঠিক এই কথাটিই জানতে চাই, সত্যি তুমি নাকি?"

এটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌচালন ক্লাবের (Rowing Club) একটী সঙ্গী দাঁড়ি, নাম রাগ্‌নার ফক, একটি অকর্ম্মণ্য যুবক, বহু পূর্ব্বেই যার আইন পরীক্ষা পাস করা উচিত ছিল; কিন্তু তার মা ধনী আর মেয়ে বন্ধু তার অনেক। গত বসন্তে যে নৌচালন প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতে লোরেণ্ট্‌স্ আর সে বেশ ভালো দাঁড় টেনেছিল কিন্তু তাদের দলের দুজন পূর্ব্ব রাত্রিতে পানোৎসবে যোগ দেওয়ার ফল যা হবার তাই হয়েছিল। এখন তারা দুজন বহুদূরে পাহাড়ের মাঝখানে এখানে দাঁড়িয়ে পরস্পরের করমর্দন করছে।

ফ্রক বলে যে শহর থেকে অনেক তরুণ তরুণী এখানে পাদ্রী মশায়ের ওখানে শেরিফের ওখানে আর আশেপাশের বোর্ডিং হাউসগুলোয় এসেছে। "আর কাল আমরা যাচ্ছি প্রমোদ ভ্রমণে, তোমাকেও আসতে হবে।"

"মেয়েরা কেমন, সুন্দরী তো?"

"কয়েকটি"

"কাছে থেকেও?"

"খেতে বসার সময় ছাড়া আমার সঙ্গে কারো বেশি কাছাকাছি হয়নি। কিন্তু ওই দূরত্ব থেকে তাদের কয়েকটিকে বেশ চলন সই বলা যেতে পারে।"

"কিন্তু আমি তো তাদের কাকেও জানি নে।"

"সে সহজেই ঠিক করে নেওয়া যাবে। তাছাড়া একটা ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা বার করবার কথা আছে।"

"ঐতিহাসিক কী বললে?"

"তা, হ্যাঁ, জাতীয় পরিচ্ছদ, (Langeleik) ল্যাঙ্গেলাইক বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি অবশ্য থাকবে না, কিন্তু আমাদের পৈতৃক যানবাহনগুলো থাকবে। এখান থেকে বেশ দূরে পরবর্তী খোলা জায়গায় বনভোজন করব আমরা।"

পরদিন তরুণ তরুণীরা একত্রিত হল তারপর পুরাণো ঢঙের নানা রকমের গাড়ীতে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ল; গাড়ীর ঘোড়াগুলোও পেট মোটা, দুলকি চালে চলতে ওরা ভুলে গেছে বললেই হয়। স্ট্র-হ্যাট আর শাদা টুপীর নীচে সুন্দর, কালো আর লাল মাথা, উজ্জ্বল ফ্রক আর মেটে রঙের স্যুট; রৌদ্রদগ্ধ মুখ আর আনন্দিত কণ্ঠস্বর। সরু গ্রাম্য পথ বেয়ে পাহাড়ের খাড়া ঢালু আর হ্রদের মাঝ দিয়ে চলল তারা; চাঙারি আর ঝুলিতে তাদের খাদ্য আর সুরা; অনেকেরই কোন ধারণাই নেই যে কোথায় চলেছে তারা। একটা 'অমনিবাস' মোটরকারের সঙ্গে হল সাক্ষাৎ,

ফলে যখন সেটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল তখন বাধ্য হয়ে পথের একেবারে পাশ ঘেঁসে থাকতে হল তাদের ; মোটরকে সানন্দ অভিনন্দন করল তারা প্রতিধ্বনি তুলে। কিছুক্ষণ চলল তারা খুবই দ্রুত। তারপর তারা ভুলে গেল ঘোড়াগুলোর কথা, ঘোড়াগুলোও বেগ কমাতে কমাতে হাঁটা সুরু করল। অবশেষে চলা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। ঘোড়াগুলোকে প্রোৎসাহিত করবার পাওয়া গেল একটা ইশারা; গাড়ীতে গাড়ীতে দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ হল, সুরাপান করে তারা এ ওর গাড়ীতে চড়ে বসে গান আরম্ভ করল।

বিগত কয়েক সপ্তাহের উত্তেজনার পর আজ লোরেন্ট্স্এর মনে হল যেন সে এমন এক জগতে এসে পড়েছে যেখানে শুধুই যৌবন আর গ্রীষ্মকাল রয়েছে। আবার স্বাধীন আর আনন্দিত হবার সে কী অনুভূতি! সে যে গাড়ীতে চলেছে তার গাড়োয়ানের আসনে উপবিষ্টা শহরের একটি দীর্ঘাঙ্গী high coloured তরুণী। বড়ো বড়ো কালো চোখ তার। কালো চুলের ওপর লেস স্কার্ফটা চিবুকের নীচে বাঁধা, যাতে তাকে একটি তরুণী সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছে। যখনই সে কোনা স্পর্দ্ধিত উক্তি করছে, মেয়েটি চোখ নামিয়ে মাথা নেড়ে হাসছে। মেয়েটির ফুসফুসটা দুর্ব্বল, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য পাদ্রীমশায়ের ওখানে এসে রয়েছে; তার লালকেশিনী বোনটিও সঙ্গে আছে, যাতে সে নিজের সম্বন্ধে যত্ন নেয় তারি তদারক করতে।

এই যে ম্যাডোনার মত মেয়েটির সামনে সে বসে আছে, একি সত্যি সে, আর ইতিমধ্যেই কি তার মাথা বেঠিক হবার যোগাড় হয়নি? প্রথমত সে শপথ নিয়ে বলতে পারে যে আর যেই হোক এ মেয়েটি ওকে ধরতে পারবে না; পরক্ষণেই কিন্তু মনে মনে ভাবছে সে, মেয়েটির হৃদয় স্বাধীন আছে তো; তারপর মনে মনে স্বীকার করতে হয় যে মেয়েটি খুবই মনোহারিনী; অবশেষে সে জগতের সামনে ঘোষণা করতে চায় যে একেই

আর চাই, নইলে কাকেও চায় না সে। অর্দ্ধঘণ্টাকাল এমনি ধান যাত্রার পর ও নিজেই গাইতে সুরু করে। কিন্তু পেছনে মসৃণ কেশা, শান্ত মুখশ্রী ছোট্ট একটি মেয়েকে দেখতে পায় সে, দেখেই ওর গান থেমে যায়, তারপর আরো পেছনে দুএকটির ওপর চোখ পড়ে তার, আবার তখন গান সুরু হয়।

হ্রদের শেষ প্রান্তে পৌছল যখন তারা, এক পসলা বৃষ্টি নামল তাদের ওপর; গাড়ীর বক্সটার ওপর লাফ দিয়ে উঠে ও প্রস্তাব করল যে সবাই মিলে 'সূর্য্যের পানে তাকাই আমি' গানটা গাওয়া যাক। বেশীর ভাগ মেয়েই তাড়াতাড়ি বর্ষাতি পরে নেয়, বৃষ্টি নামে প্রবল ধারায় হ্রদ আর তটের ওপর ঝর্ঝর শব্দে, সবাই আরো প্রবলকণ্ঠে গাইতে থাকে "সূর্য্যের পানে তাকাই আমি।"

ঠিক পথের ওপর একটা ফটক, সেটা খুলে দিতে ফককে নামতে হল। কিন্তু প্রথম সে দেখে যে ওটা সে লাফ দিয়ে পার হতে পারে কি না। বেশ খানিক দূর থেকে দৌড়ে এসে সে ওটা লাফিয়ে পার হল। "সাবাস' বলে চেঁচিয়ে উঠল তারা, পর মুহূর্ত্তেই লোরেন্ট্‌স্‌ও লাফিয়ে গেল ওর ওপর দিয়ে। এর পর অন্য যুবকদেরও নেমে লাফাতে হয় কিন্তু শেষে একজন মাথা নীচে করে পড়ল গিয়ে একটা খালে, আরেকজন ফটকের ওপর পড়ে হাত পা ছুড়তে লাগল, তাই এবার খেলা আপনিই বন্ধ হল।

দুপুরের কাছাকাছি ঘাসে-ঢাকা একটা ঢালুর ওপর এক পুরানো খামারে এসে তারা পৌছল। সেখানে তিনখানি বাড়ী। কাঠের দেয়ালগুলো তার রৌদ্রদগ্ধ আর জানলার ফ্রেমগুলো টকটকে লাল। ঘাসে-ঢাকা প্রাঙ্গনে সুন্দর দীর্ঘবেণী দুটি তরুণী কৃষকবেশে তাদের অভ্যর্থনা করল।

"ওদের কাছে আমাদের জন্য ক্রীম-পরিজ আছে" বলল ফক।

কিন্তু একটা প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে দীর্ঘ টেবিলের চারিধারে বেঞ্চির ওপর

বসে যখন তারা ওই মাখনের পরিজের কথাটা আরম্ভ করতে যাচ্ছে, এমনি সময় মেঘের আড়াল থেকে সূর্য্য বেরিয়ে এল, রোদ এসে পড়ল ঘরের ভিতর। তখন ফ্রক্ই আবার দাঁড়িয়ে বলে ওঠে যে গ্রীষ্মদিনে ঘরের ভেতর খেতে বসা লজ্জার কথা। পরক্ষণে নিজের প্লেট হাতে নিয়ে, মুখে চামচ দিয়ে দোরের দিকে রওনা হল সে।

কৃষক মেয়ে দুটি দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানে, তারা পরস্পরের পানে চেয়ে হেসে উঠল। আরেকটা বাড়ীর দোরে দাঁড়িয়েছিল খামারবাসীদের বুড়ো বাপ আর মা—প্রায় আশি বছরের বুড়োবুড়ী, পরনে তাদের পুরানো চালের রবিবাসরীয় পরিচ্ছদ। শহরবাসীরা হাস্যে কোলাহলে মুখরিত করে, তাদের খাবার নিয়ে, একজনের পেছনে আরেকজন বেরিয়ে এল প্রাঙ্গনে আর ক্ষেতে; সেখানে তারা তৃণাচ্ছন্ন ভূমির ওপর কিম্বা ঘাসের গাদার ওপর ধপ করে বসে পড়ে তাদের পরিজ খেতে থাকে, আর তাই দেখে ওই বুড়োবুড়ি।

লোরেন্ট্স্ বসল এমন জায়গায় যেখান থেকে সে তার গাড়ীর সেই বান্ধবীটির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তে পারে। "সাবধান এবার" তরুণী বলে "তোমার ঘাড়ের ওপর এক চামচ পরিজ ঢেলে দেবো।" "তাহলে আমিও প্রতিশোধ নেব" বলে লোরেন্ট্স্। "কেমন করে?" "দেখতেই পাবে।" বলে মাথাটা ঘুরিয়ে ওর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে।

"লিল্লী!" লালকেশিনী বোন ডেকে বলে, "ওই ঘাসের গাদার ওপর বসো না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

"হয়েছে, নিজের খবরদারী কর।"

তরুণীর কোলে মাথা রেখে লোরেন্ট্স্ শুয়ে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে; এখানে পাহাড়গুলো যেন কাছে মনে হয়; তাদের সুউচ্চ শিখরগুলো ঠেলে উঠছে আকাশের দিকে, ঝরণার শব্দ হচ্ছে, ঘাস আর খড় থেকে উঠছে গন্ধ। চারদিকে দিবসের আর গ্রীষ্মের আনন্দে,

পরস্পরকে কাছে পাওয়ার আনন্দে মাতোয়ারা তরুণ তরুণীর হাস্য কোলাহল উঠতে থাকে তার চতুর্দ্দিকে।

শাদা ট্রাউজার পরা, স্ট্র-হ্যাট-মাথায় একটি তরুণ কবি গেলাসহাতে নিয়ে বক্তৃতা দিতে উদ্যত হয়, এমনি সময় নীচের বাড়ীতে একটা গ্রামোফোন বাজতে আরম্ভ করে।

নাচ! খালি প্লেট হাতে করে সবাই ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে যায় বাড়ীর ভেতরে।

লোরেন্ট্স্ গাড়ীর সেই তরুণীটির সঙ্গে নাচে। এই সুগঠিত তরুণ-দেহের কী সুন্দর গতিচ্ছন্দ। ওর বাহুর চাপে মেয়েটির পৃষ্ঠদেশ একটু ঝুঁকে পড়ে। মাথাটি পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে মুদ্রিত নেত্রে সে লঘুপদে নাচতে থাকে। কোনো সময় শীতকালে নাচতে গিয়ে কি সে বেশি রকম উত্তপ্ত হয়ে উঠে, বারান্দায় গিয়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফেলেছিল? তাই কি তাকে বায়ুসেবন আর দুগ্ধ পান করে সুস্থ হবার জন্য, মৃত্যুকে এড়াবার জন্য এইখানে আসতে হয়েছে? হতে পারে, কিন্তু এখন এই নাচের সময়, যখন যুবকটি তার কটিবেষ্টন করে রয়েছে, গাঢ়ভাবে তার বাহুদিয়ে, সেসব কথা সে ভুলে গেছে।

"লিজী" চেঁচিয়ে বলে তার বোন "এত গরম হয়ে উঠো না।"

"থামব কি আমরা" প্রশ্ন করে লোরেন্ট্স্।। মুদ্রিত নয়নে মেয়েটি নেচে চলে আর অস্ফুটকণ্ঠে বলে 'না!'

অকস্মাৎ বুড়ো ঠাকুর্দ্দা আর তার স্ত্রী লাঠিতে ভর দিয়ে দেখা দেয় দ্বারদেশে। একটু সন্দিগ্ধভাবে তারা হাসে, কিন্তু হয়ত তাদের মনে পড়ে সেই পুরাণো দিনগুলো, মনে পড়ে বসন্ত নৃত্য আর বেহালার বাদ্য।

অবিলম্বেই লোরেন্ট্স্ এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করল বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধা চীৎকার করে তাকে প্রশ্ন করলে যে সে কি পাগল হয়েছে কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই লোরেন্ট্সের নৃত্যসঙ্গিনীটি এসে বৃদ্ধাকে নিয়ে প্রস্থান করল।

আর তো এড়ানোর উপায় নেই—সব তরুণ তরুণীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, দুটি বুড়োবুড়ী তাদের তরুণ নৃত্যসঙ্গীদের সঙ্গে বার দুই ঘুরে এল ঘরখানি, তখন তারা করতালিধ্বনি করতে লাগল। যখন তারা থামল তখন লোরেন্ট্‌স্ আর সেই মেয়েটি তাকালো পরস্পরের পানে, মনে হল দুটি বুড়োবুড়ীর সঙ্গে নেচে তারা যেন পরস্পরের আরো নিকটতর হয়ে এল।

সন্ধ্যাবেলা চাকাগুলো ঘড়ঘড়িয়ে নেমে গেল আবার সেই হ্রদের পাশ দিয়ে। এবার ফূর্তির আর সীমা রইল না; কেউ লাফিয়ে নেমে পড়ল ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়বে বলে, অন্যেরা তাদের বন্ধুদের গাড়ীতে উঠে বসল, আবার ধাক্কা খেয়ে পড়ল পথের ওপর। লোরেন্ট্‌স্ এবার তাদের গাড়ীতে বান্ধবীটির সঙ্গে বসল এসে সমুখের দিকেই।

গাড়ীর সারির অনেক পেছন থেকে বোনটি চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "লিল্লী, শাল দিয়ে গাটা জড়িয়ে নিতে ভুলো না যেন।"

হঠাৎ লোরেন্ট্‌স্ গাড়ী থামায়, সারা মিছিলটাই থামে তাই।

'কী হল' প্রশ্ন ওঠে বহু কণ্ঠে।

লোরেন্ট্‌স্ বলে, "লিল্লী—অর্থাৎ ফ্রোকেন মোর্কএর একটা পিন পড়ে গেছে।"

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে।

"কী দুষ্টু তুমি" প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে মেয়েটি, "চালাও, চালাও।"

যখন মেয়েটি মুখ ফেরাল তার দিকে, তার সেই আরক্তিম সহাস্য মুখখানির দিকে তাকাল সে; মুখখানি যেন লাল স্ট্রবেরীর মত।

নীচে থেকে যেন বিস্তীর্ণমান উপত্যকা অস্পষ্টালোকিত গ্রীষ্মরাতে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। বৃহৎ বৃক্ষেরা তাদের মাথার ওপর শাখা বিস্তার করছে, গোলাপী মেঘগুলোকে প্রতিবিম্বিত করে দর্পণের মত পড়ে আছে হ্রদ।

সব পেছনের গাড়ীগুলোর একটি থেকে ডেকে বলে ওঠে একজন, 'হের আঁলম!'

লোরেন্ট্‌স্‌ মুখ ফিরিয়ে তাকায় 'কী?'

"লিজীকে চুমো খাও।'

তৎক্ষণাৎ চারিদিকে সমবেত কণ্ঠের সানন্দধ্বনি। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিজীকে তার চুমো খেতেই হবে।"

"নিশ্চয়ই হবে" বলে সে উত্তর দেয় কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই মেয়েটি সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে তাকে এড়িয়ে যায়। "হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখ না!" বলে ও হাসতে থাকে।

তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে থাকে। শুধু অশ্বের পদধ্বনি আর চক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়। তারপর লাইনের অনেক পেছন থেকে একজন গেয়ে উঠে: আরো কয়েকজন যোগ দেয় তাতে। শেষে আনন্দ-উচ্ছল সারা দলটিই সেই নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যে গান গেয়ে ওঠে।

লোরেন্ট্‌স্‌ যে-খামারে থাকত, ঘাসের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যখন সে এল সেখানে তখন উষার আবির্ভাব হচ্ছে।

সারাটা গ্রামদেশ তখন নিদ্রামগ্ন—নীল কুয়াসাবেষ্টিত পর্ব্বতগুলো দাঁড়িয়ে আছে আর সর্ব্বোচ্চ তুষারমণ্ডিত চূড়াগুলোর ওপর পূর্ব্বাকাশ জ্বলে উঠেছে লাল আর হরিৎ শিখার স্পর্শে—সূর্য্যোদয় তখন প্রত্যাসন্ন।

লোরেন্ট্‌স্‌ একটুখানি অভিভূতের মতো, এবার কিন্তু আনন্দ-উত্তেজনায়। ওর নেশা লেগেছে, কিন্তু সুরার নেশা নয়। ও প্রেমে পড়েছে, কিন্তু একজনের সঙ্গে নয়; ওর মনে হচ্ছে যেন ওর চারিদিকে হাল্‌কা-নীল, লাল আর শাদা পরদা ঝুলছে, আর জগতে যা কিছু সুন্দর ওর ইচ্ছে করছে সেই সমস্তকে সে বুকে জড়িয়ে ধরে। ও ছুটে যায় টিমোথী-ঘাসের মাঝ দিয়ে। সমস্ত হাত ভরে যায় ঘাসের বীজে, তাই দিয়ে ও নিজের মুখ ঘসতে থাকে তার পর থেমে হাসতে থাকে। অবশেষে

পাহাড়ের ঢালুর ওপর মই দেওয়া একখণ্ড তৃণাচ্ছন্ন ভূমির ওপর শুয়ে পড়ে সে, আর মাথার নীচে হাত দিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে। যা কিছু সে সেদিন দেখেছে, অনুভব করেছে, সেই সব যেন ওর দেহে মনে তখনো স্পন্দিত হয়ে চলেছে।

ধর্ম্ম কাকে বলে?

সে দেখতে পায় এক তরুণ ঈশ্বর শাশ্বতকালের মধ্য দিয়ে কত সূর্য্য তারা ছড়াতে ছড়াতে চলেছেন। তিনি বসন্তকাল, তিনিই আনন্দ এবং সঙ্গীত, তিনি পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যময় প্রভৃতি (increase)। তিনিই সেই মিলন-লগ্ন যখন তরুণ তরুণীরা মিলিত হয়। তাই কি সব? "তুমি কি তার পুরোহিত হবে? সাহস আছে তোমার? হবে কি তুমি? পারবে হতে? তুমি কি ধর্ম্মের নব প্রবর্ত্তক যার জন্য জগৎ প্রতীক্ষা করছে?" মনে হয় সে যেন সেই নূতন, মহিমাময় মন্দিরে প্রবেশ করছে আর সেই শাশ্বত স্তবগীতি যা সমগ্র ধরণীতে আর মানবাত্মায় অনুস্যূত হয়ে আছে তাই যেন মন্দিরের গায়কমণ্ডলী আর অর্গ্যান থেকে সমুচ্ছুসিত হয়ে উঠছে।

পুরোহিত?

সেই মুহূর্ত্তেই মনে পড়ে তার গাড়ীর সেই তরুণীকে যার মধ্যে ক্ষয় আর বিনাশের বীজাণু রয়েছে। আজ এখানকার হাওয়া আর দুধ তার দেহকে করেছে গোলাপী আর প্রস্ফুট ফুলের মতো কিন্তু·····কিন্তু সে তো আবার ফিরে যাবে শহরে আর হয়ত অসাবধান হয়ে পড়বে—তখন একদিন দাহনাগারে যাবে তার দেহ।

তার পর?

মানুষ জেগে উঠবে একটা নূতন জীবন নিয়ে এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। মোটেই নেই! কিন্তু এই কথাটি মনে হতেই সে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে আর দুহাতে মুখ ঢেকে নেয়।

এবার এক নূতন গুঞ্জনধ্বনি কানে আসতে থাকে সেই সব অগণিত মৃতদের কাছ থেকে যারা স্বপ্ন দেখেছিল আগামী জীবনের। হয়ত তারা ভ্রান্ত ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু বাস্তবিক যদি তারা ভ্রান্ত হয়ে থাকে, তা হলে সেটা আরো বেশি বিস্ময়কর—যদি তারা ভ্রান্তই হয়, তাহলে মুখ ফিরিয়ে সেও চায় তাদের সঙ্গে ভ্রান্ত হতে। বেঁচে ছিল তারা কয়েক বছর, তার পর তারা ধরণীগর্ভে অবতরণ করে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু পরবর্ত্তীদের হাতে তারা দিয়ে গেল একটি ফুল, পুণর্মিলনের,—পৃথিবীতে যা আছে তার চেয়ে সমৃদ্ধ এবং সুন্দর জীবনের মধ্যে পুণর্জাগরণের—একটি আশা। হয়ত তারা, তারই মতো, কোনো হেমন্ত সন্ধ্যায় কোনো বিশাল ভূদৃশ্যের পানে তাকিয়ে শাশ্বতকালের অর্গ্যান সঙ্গীত শুনতে শুনতে ওই কথাটি জানতে পেরেছিল।

আর উর্দ্ধে শাশ্বতের মধ্য দিয়ে সেই তরুণ ভগবান চলেছেন দীর্ঘ-পদক্ষেপে; কিছুকাল পূর্ব্বের চেয়ে এখন তাঁর অধিকার আরো বিস্তৃত হয়েছে; কারণ তার মুখ আধখানা ফিরেছে এক অপরিমেয় রহস্যের পানে। মানব জাতি যাকে ধর্ম্মবিশ্বাস বলে তাকে আঁকড়ে ধরে কেবল স্বপ্নই দেখতে পারে সেই রহস্যের।

তুমি কি পুরোহিত হবে? সাহস আছে তোমার?

শেষে যখন সে চলতে থাকে পথপার্শ্ব থেকে সে কতকগুলো ডেইজী ফুল তুলে নিয়ে তাই দিয়ে একটা তোড়া বাঁধে।

অবশেষে যখন সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে, তখন তার মুখে এসে পড়ে সূর্য্যের প্রথম রশ্মি। কিন্তু স্বপ্ন তাকে নিয়ে যায় সেই সরোবরপার্শ্বগামী তরুণদের মধ্যে। গাড়ীতে তার সম্মুখে উপবিষ্ট তরুণী তেমনি রয়েছে, কিন্তু তবু মনে হয় যেন সে ইতিমধ্যেই আরেক জগতে চলে গেছে; এবার কিন্তু সে চুমো খেতে দেয় ওকে আর তারা দুজন ভেসে যেতে থাকে প্রভাতের পানে।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

কাঠের বাজার দর পড়তে আরম্ভ করেছে।

লুইসে তার লেখার কাজ ভুলে গিয়ে প্রাইভেট আপিসে বসে চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে।

চারিদিকে সৎপরামর্শ দেবার মতো অনেক লোক থাকা খুবই ভালো কিন্তু সেই পরামর্শের পশ্চাতে যা রয়েছে সেটা যখন দেখা যায় তখন সেটা বিশেষ প্রীতিকর ঠেকে না। এ বছর সে যাতে অন্যবারের চেয়ে বেশি কাঠ কাটায় তার জন্য প্রোল যে উৎসুক হবেন তা তো খুব সহজেই বোঝা যায়; তাঁর ছেলে লণ্ডনে কাঠের দালালী আরম্ভ করছে না? আর নিশ্চয়ই তার কাঠও চাই আর ধারেও সেটা চাই? লুইসে আরো বুঝতে পারছে, এদিকে বনের ইন্‌স্পেক্টর কম কাঠ কাটাবার পরামর্শ দিচ্ছেন কেন এত করে। শহরেরই কোনো কাঠের ব্যাপারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তাই কেবলি ইঙ্গিত করছেন যে তাঁর হাতে একজন খদ্দের আছে। অবশ্য যদি অর্দ্ধেকটা জঙ্গল যেমন আছে তেমনি অবস্থায় সে বিক্রী করে।

দাঁড়কাকেরা এসে জুটবে, বলেছিলেন উকীল মশায়, কিন্তু—তাঁর নিজের বেলা কী? তাকে সহায়তা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি কিছুদিন হল এসেছিলেন এখানে—যেসব প্যারিশ (Parish) লুইসের পাওয়ার-হাউস থেকে আলো পেয়ে থাকে সেখান থেকে কমিশনররাও তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা দেয় টাকা কিছু কম করতে চান। স্পষ্টতই তাঁরা আশা করেছিলেন যে এখন তো ক্রসেথের বিধবা নেই, সুতরাং তাঁদের পক্ষে ব্যাপারটা বেশ সুগম হয়ে উঠবে। উকীল মশায়ও তাতে

রাজী হবারই পরামর্শ দিয়েছিলেন। লুইসে কিন্তু জানে যে লোকেরা প্রায় সব জায়গায়ই এখানকার চেয়ে ইউনিটের দাম বেশি করেই দিচ্ছে—সেই বা দর কমাতে যাবে কেন? প্রায় এই রকম কথাই সে বলেও তাঁদের। তাতে তাদের মধ্যেকার একজন—শিক্ষক এবং রাজনীতিজ্ঞ তাকে শাসাতে আরম্ভ করেন। আপনারা প্রাইভেট পুঁজিবাদীরা বিপজ্জনক খেলা খেলছেন, ক্রোকেন। ধরুন যদি 'কমিউন' গুলো কাজটা নিজের হাতে নেয়।" "বেশ তো, স্বচ্ছন্দে করুন না। যেখানে স্টেট কিম্বা কমিউন নিজেরাই জল-শক্তি উৎপন্ন করেছে, আমরা সবাই জানি সেখানে আলোর দাম কত কম হয়েছে! আপনার জেলা কাজটা আরম্ভ করতে পারে। আমার তাতে কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু যখন তিনি ইঙ্গিত জানালেন যে হয়ত সমাজের প্রয়োজনে স্টেটকে সমস্ত সম্পত্তিটাই এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ না দিয়ে নিয়ে নিতে হতে পারে, লুইসে হাসতে আরম্ভ করল আর দোরের দিকে ইসারা করে বলল, "দেখুন, আপনি যে কমিউনের প্রতিনিধি তারা যদি আমার সঙ্গে কারবার করতে চায় তা হলে তাদের অন্য কাকেও পাঠাতে হবে। আমাদের দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কিতে শুধু সময় নষ্ট হবে। আসুন তাহলে, নমস্কার!"

যখন তারা দুজন নিঃসঙ্গ হল, তখন প্রাল সখেদে বললেন, "তুমি অত্যন্ত গুরুতর বিষয় নিয়ে তামাসা করছ!" অত্যন্ত উজ্জ্বল মুখে বলল সে, "হ্যাঁ, এর পরে আপনার সঙ্গে একটু তামাসা করব।" "তাই নাকি, কেমন করে?" "আমি বুঝতে আরম্ভ করেছি, আজকাল রক্ষণশীলেরা কখনো গভর্ণমেন্ট গঠন করতে পারে না কেন? তারা কোনো কিছু সাহস করে করতে পারে না একেবারেই, শুধু পশ্চাদপদ হওয়া ছাড়া।" "তুমি রাজনীতিও ধরবে কি না, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?" "ধরার সময় তো হয়ে গেছে" বলল সে। "বসুন, আমরা নারীরা আপনাদের —পুরুষদের উপদেশের হাত থেকে রক্ষা পাই, তারপর দেখবেন।"

এতখানি অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে বাস্তবতার পাঠশালা বড় কঠিন ঠাঁই, এ মেয়েটি কিন্তু বাস্তবতার মধ্যেই পরিপুষ্ট হয়েছে। তাই এর মধ্যে ওর কোনো রকম অস্বস্তি নেই। এইখানে এই যে সে বসে রয়েছে, শুধু মুহূর্ত্তের জন্য সে জানলার বাইরে তাকিয়ে তার লেখার কথাটা বিস্মৃত হয়েছে। মনটি তার চলে গেছে তার মা-বাবার কাছে। কী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের জগতেই না তাঁরা বাস করছেন! ভালোই হয়েছে যে তাঁদের সঙ্গে তাকে থাকতে হচ্ছে না, বাড়ীর মেয়ে সাজতে হচ্ছে না। কিন্তু তা বলে সে যে এখানে বসে তাঁদের কথা ভাববেও না তার মানে তো এ নয়। শুভ্রকেশ, ডিম্বাকৃতি মুখ একটি নারীকে সে দেখছে—কী অদৃষ্ট তাঁর! তিনি হয়তো এখানে এলে খুসী হতেন, কিন্তু স্বামীর জন্য তিনি দুঃখবরণই শ্রেয়ঃ মনে করেন—কী অদ্ভুত! লুইসে বসে বসে সেই কথাটিই ভাবতে থাকে। নিশ্চয়ই এসবের অন্তরালে এমন কিছু আছে, যার চাবিকাঠি সে এখনো আবিষ্কার করতে পারে নি। স্বামী? স্বামীর জন্য নিজকে নষ্ট করা!

তারপর ভায়ের কথা ভাবে সে। ছুটির পর দক্ষিণে যাবার সময় সে এল না তার কাছে, আর সেই থেকে সে একটু সংবাদও দেয়নি তাকে। কী করছে সে এখন? শহরে গিয়ে তার সঙ্গে সে দেখা করবে বলে প্রায় স্থিরই করে ফেলে, কিন্তু সেটা কী বড্ড বেশি নত হওয়া নয়? তবু তাকে না হলে কি ওর চলবে? ও জানলার পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকে। অবশেষে হাতের ওপর মাথাটা নেমে আসে।

অপিসে আসার পথে পায়ের শব্দ হয়, কে যেন দোরে খটখটায়। "আসুন।" বৃদ্ধ শুভারসীয়র, ওলা ল্যাণ্ডমো! নীল রঙের ঢিলে পাজামা পরে, সেই বিশালকায় লোকটি প্রবেশ করেন। প্রকাণ্ড দাড়ি প্রায় সাদা হয়ে গেছে; টুপী খুলে ফেললে দেখা যায় যে কানের কাছে ছাড়া সারা মাথায়ই টাক। পিতৃতুল্য দৃষ্টিতে লুইসের দিকে তাকিয়ে তিনি গলাটা

পরিষ্কার করেন। এইখানে তিনি কাজ করছেন পঞ্চাশ বছর ধরে, কোনো গুরুতর বিষয় উপস্থিত হলে, সেই বৃদ্ধার সময়ও তাঁর মনের কথা নিঃসংকোচে বলবার অধিকার ছিল।

চেয়ারে বসবার জন্য ইঙ্গিত করে, পিঠটা হেলান দিয়ে লুইসে প্রশ্ন করে, "নতুন কিছু না কি, ওলা?"

"ওই গাছ কাটার সম্বন্ধে" বলেন ওলা।

"হ্যাঁ, তার সম্বন্ধে কী?"

অরণ্যরক্ষক যেমন চাইছে তেমনি করে যদি কাঠ কাটা কমাতে হয় আমাদের, তাহলে সেটা মজুরদের পক্ষে খারাপ হবে!"

খামারের তদারক কর্তা হিসেবে অবশ্য বনের ব্যবস্থার সঙ্গে ওলার কিছুই সম্পর্ক নেই; কিন্তু সব বিষয়েই কিছু না কিছু বলা চাইই ওলার।

"হ্যাঁ, কতকগুলো লোককে আমাদের ছাড়িয়ে দিতে হবে" নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বলে লুইসে।

বুড়ো টুপীর ওপর আঙুল নাড়তে নাড়তে বলেন, "তাহলে এই শীতে অনেক বাড়িতেই উপোস চলবে।"

যেন নিজের হাতকে লক্ষ্য করেই লুইসে বলে, "সবই মন্দের দিকে চলেছে। কাঠের দাম অর্দ্ধেক হয়ে গেছে, কাঠ-চেরা মিলটা বন্ধ করে দিলেও হয়। ঘর বাড়ি করছে না কেউই, জিনিসপত্রেরও বিক্রী নেই। দুধের দামও পড়ছে, মাংসের দাম তো কিছুই না বললেও চলে। দেখছ তো যে আমাদের খরচ কমাতেই হবে।"

পরামর্শ-সভায় বসে ও যে সুরে কথা বলে, এই লোকটির সঙ্গে যখন সে কথা বলে তখন তার চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সুরে কথা কয় সে। শৈশবে সে তাঁর হাঁটুর ওপর বসে দুলেছে, তাই তাঁকে সে বিশ্বাস করতে পারে।

ওলা বলেন, "কথা হচ্ছে যে সকলের পক্ষেই যখন সময়টা খারাপ, তখন যার পিঠ সবচেয়ে মজবুত সবচেয়ে বেশি বোঝা বওয়া উচিত তারই।"

"তোমার কি মনে হয় যে আমি টাকা ফেলে দিলেই তাতে শেষটায় অন্য কেউ বেশি পাবে ?"

"হুঁ, না। কিন্তু এখনকার মতো দুঃসময় উপস্থিত হলে, ক্রসেথের বিধবা মায়ের মতোই সকলকে রক্ষা করতেন।" পুরানো স্মৃতিতে বুড়োর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে।

লুইসে একটা পেন্সিল দিয়ে কাগজের ওপর আঁচড় টানতে থাকে। সে জানে যে ওই বৃদ্ধেরও মানসম্ভ্রমের প্রশ্ন আছে। সে সকলেরই পিতা হতে চায়। মজুরেরা কোনো বিপদে পড়লেই আসে তার কাছে। বনের ইন্‌স্পেক্টর কিম্বা প্রালকে যে-ভাবে সে বিদায় দেয় তাকেও তেমনি করে বিদায় দিতে পারে না সে।

শেষ চাল দিয়ে ওলা বলেন, "আর তা ছাড়া ওরা অর্দ্ধেক মজুরী নিতে প্রস্তুত।"

"তারা কি তোমায় বলেছে তাই ?"

"আমি বলেছি তাদের এ কথা!"

এবার লুইসে না হেসে পারে না। কিন্তু ওলা হয়ত ঠিকই বলছেন। ওলা বললেই যথেষ্ট তাদের পক্ষে।

তাই লুইসে যথাসাধ্য করবে বলে কথা দেয় আর ওর শুভ্র হাত দিয়ে ওলার প্রশস্ত হাতটি চেপে ধরে। এই সংসারের কিছু কল্যাণ করতে পারলেন এমনি ভাবে ওলা ল্যাণ্ডমো সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আবার এই তরুণী নারী একা একা জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। সে তার লোকদের যথেষ্ট খাটায়; তাদের যত্ন নেওয়াটাও তার দিক থেকে উচিত। কিন্তু একা একা এই সমস্ত সামলানো সামান্য কথা নয়।

জেলায় তিনটি সেলুলোজ ফ্যাক্টরী, তাদের কাঠের প্রয়োজন আছে। ক্রসেথের বিধবার সঙ্গে কিন্তু ঝগড়া বেধেছিল তাদের, যাতে তিনি শেষটায়

তাদের কাছে কাঠের চাঁচুনি বিক্রী করতে অসম্মত হন। এই সংগ্রামে দুপক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল—কারণ বৃদ্ধা চারদিকের সব জঙ্গলই কিনে ফেলে তাদের এক রকম ঘিরেই ফেলেছিলেন—কিন্তু করা কি, যুদ্ধ মানে যুদ্ধ। এই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কি কোনো সার্থকতা আছে? মৃতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করবার সাহস আছে কি তার?

নীচেকার ছোট্ট শহরে ভাড়াটে বাড়ির একটা পল্লী বসানোর পরিকল্পনা চলছে আর তার চেয়ে সস্তায় যে কেউ জিনিষপত্র সরবরাহ করতে পারবে তা তো মনে হয় না। যদি তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করা যায় তাহলে কাঠ-চেরা মিলটা শীতকাল জোর চালানো যেতে পারে। চেয়ারম্যান? হ্যাঁ, সে কম্যুনিষ্ট বটে। ক্রুসেথের মা থাকলে কি বলতেন? এ কথাটাও তাকে একটু ভেবে দেখতে হয়। কিন্তু শেষে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে সে উঠে দাঁড়ায়। তার প্রজার জন্য সে দায়ী। জীবিতের ওপর মৃতের শাসন চলতে পারে না।

ব্যাপারটা এখনি চুকিয়ে ফেলা ভালো, লুইসে টেলিফোনটা উঠিয়ে নিয়ে চেয়ারম্যানকে ডাকে।

একটু পরেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় লুইসে। হেমন্ত এসেছে, ছাওয়ায় ঘাসের আর আলু গাছের গন্ধ আর গোলাবাড়ির ওপর ভারি বার্লির বস্তাগুলো ওঠানোর শব্দ। বড় বড় ঘরগুলোর মধ্যে লুইসে আর গৃহতত্বাবধায়িকা একা; কিন্তু এই সময় এত বড় জমিদারীতে সময়-না-কাটার মতো অবস্থা নয় তার। ক্রমাগতই এটা ওটা দেখাশোনা করতে হয়।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বাড়ির কোণ ঘুরে লুইসে বাগানে প্রবেশ করে: এইখানে ছাওয়ায় তার কালো কেশগুচ্ছগুলো রক্তিম মুখের চারদিকে উড়তে থাকে। হেমন্তের রঙ-ধরা পৃথিবীর পানে তাকিয়ে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থাকে সে। আকাশ ভরে গেছে দ্রুতসঞ্চারী কালো মেঘে আর

তারি নীচে রয়েছে ধূসর বর্ণ হ্রদ, পীতাভ গিরিপৃষ্ঠ, সবুজ প্রাঙ্গণযুক্ত খামার, শস্যস্তূপীকৃত ক্ষেত। আর নীচের দিকে রয়েছে ছোট ছোট বাড়ী ভরা শহর। কেমন করে প্রত্যহ প্রভাতে তারা গাড়ী চড়ে স্কুলে যেত সেই কথা মনে পড়ে আর অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বলে সে, 'লোরেন্ট্স্'। ক্ষণকালের জন্য মনে হতে থাকে যেন সে এখানে দাঁড়িয়ে লোরেন্ট্সের পানেই তাকিয়ে আছে। আবার সে ফিরে যায় তার অপিসের কাজে। সন্ধ্যা আসে, নায়েবের সঙ্গে সে অশ্বশালা আর গোয়ালঘর ঘুরে আসে; তারপরে মনে হয় যেন এতক্ষণে সে মুক্ত হল। এর পর ফ্রোকেন্ নরবের্গের সঙ্গে বসে পানাহার, তাদের মধ্যেকার দূরত্ব তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য। অবশেষে সে নিজের প্রকোষ্ঠে নিঃসঙ্গ হল: কতকগুলো বই দিয়ে ভরতি করেছে সে, আর তার প্রকাণ্ড পিয়ানোটাও আছে এইখানে। এবার বসে বসে সে পড়তে থাকে আর মাঝে মাঝে মাথা তুলে ওই প্রকাণ্ড বাড়ীর কোনো এক জায়গা থেকে যে প্রার্থনা সঙ্গীতের সুর ভেসে আসে তাই শোনে।

কাল আবার সকালে উঠতে হবে তাকে, তার হাতে এখন কাজের ভার পড়েছে বলে কাজ তেমন ভালোভাবে চলছেনা এ কথা যেন না বলে কেউ।

ক্রু আলমের উইলে একটা নতুন হাসপাতালের উদ্দেশ্যে অনেক টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লুইসে সেই কাজের জন্য একটা কমিটি তৈরী করেছে এবং সে জানার আগেই সেই কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে বসেছে।

হেমন্তে এবং শীতে শহরে এবং চতুষ্পার্শ্বের বড় বড় জমিদারীগুলোর অনেকগুলো ভোজ-উৎসব ছিল; অবশ্য লুইসেও তাতে গেল খুব। যখনি সে গেছে, লোকের দৃষ্টি পড়েছে তার ওপর। এই তরুণী নারীটি ঠিক পুরুষের মতোই বিষয়কর্ম সম্পাদন করছে, সব বিষয়েই এর কড়া নজর, তবু এ মহিলাই বটে; রুচি সঙ্গত বেশভূষায় সে এমন ভাবে চলে যেন ওকে যে

কেউ দেখছে সেই ধারণাই ওর নেই ; যদি কাছে আসে ও, তাহলে বোঝা যায় একটি সূক্ষ্ম সুগন্ধে ঘিরে আছে ওকে।

এতো স্বাভাবিকই যে নাচের সময় অনেকেই চায় ওকে ; কিন্তু কখনো কখনো যুবকেরা তার কাছে আসতে ইতস্তত করে, লুইসে সেটা লক্ষ্য ক'রে আমোদ অনুভব করে। যে-নারী বাড়ীতে বহু পুরুষের ওপর কর্তৃত্ব করছে, কোনো সলজ্জ যুবক এসে দয়া করে তাকে নাচতে অনুরোধ করবে, সেই জন্য তাকে প্রতীক্ষা করতে হয় এটা বাস্তবিক একটু অদ্ভুতই লাগে তার।

তাকে বিবাহিত দেখতে লোকেরা একটু কম উৎকণ্ঠা দেখাত যদি, আর যখন সে নাচে তখন দেয়ালের পাশে থেকে চোখগুলো একটু কম তাকাত যদি তার দিকে! ও যেন নিরুপায়—কোনো যুবকের দৃষ্টি যতই আগ্রহে ভরে ওঠে, সে ততই উদাসীন হয়ে উঠতে থাকে আর সেই জন্যই হয়ত সে এমন কথা বলে বসে যা তার অভিপ্রায়টাকে আরো বিশ্রী করে প্রকাশ করে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষ সম্বন্ধে তার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাই সে জানে যে ক্রসেথের উত্তরাধিকারিনীর জন্য এই যে ব্যগ্রতা তার মূলে শুধু তার সুন্দর চোখই নয়। কিন্তু ধর, এমন দিন যদি আসে যেদিন তার মনে জলে উঠবে প্রেমের শিখা, সেদিন কি তা প্রকাশ করবার সাহস হবে তার? ক্রসেথের বিধবার কি হয়েছিল—তিনিও তো একদিন বিবাহ করেছিলেন!

লুইসে একটা নতুন মোটরকার কিনল। তুষারপাত সুরু হয়নি তখনো; চন্দ্রালোকিত রাত্রি বেলা হ্রদের দুপাশের জেলায় আলোকিত খামার বাড়ীগুলোর আর ঘন বনভূমির পানে তাকিয়ে সে পথ দিয়ে দ্রুত মোটর চালিয়ে যায়, তখন তার মনে হতে থাকে যেন সে সত্যি স্বাধীন। কোনো জমিদার বাড়ীর কাছে থেমে ও আলোকিত বাতায়নগুলো দেখতে থাকে কিছুক্ষণ বসে বসে। নিশ্চয় ও বাড়ীর লোকেরা এমন একটি পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ভোজন করতে বসেছে, যা হয়ত লুইসে কখনো জানতে

পারবে না। তার বাড়ীতে কেউ নেই প্রতীক্ষা করবার। কিন্তু অপর দিকে সে স্বাধীন। তখন আবার অন্ধকার পল্লীগ্রামের মাঝ দিয়ে মোটর চালিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে যেতে তার মনে এক অতুলনীয় আনন্দ জেগে ওঠে, স্বাধীন সে, স্বাধীন।

২

হ্রদের ধারে সেই ছোট্ট শহরের মানব গোষ্ঠীর মধ্যেও একটি অভিজাত শ্রেণী জেগে ওঠে, আর প্রায়ই এটা বুঝে ওঠা যায় না, কেন একজনকে সেই শ্রেণীর বলে মনে করা হয়, আর আরেকজনের পক্ষে তাতে প্রবেশ করা কেন অসাধ্য হয়ে ওঠে! এটা সেই পুরানো আমলাতান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী নয়। এখানে হয়ত গ্রামের স্কুলের একজন শিক্ষকের স্থান নেই, কিন্তু শহরের সেই যে প্রধান ঘড়িওয়ালা—যিনি বিদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং যাঁর সুন্দর বাড়িতে ভালো মদ এবং প্রাচীরে আধুনিক চিত্র আছে—তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। সে কাল গত হয়েছে যখন নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্তদের কাছে সম্ভ্রমে মাথা নত করত। ভোজ উৎসবে ডাক্তারকেও আজ সেই চর্ম প্রস্তুতকারকের সঙ্গে বরদাস্ত করতে হয় যে ইংলণ্ডে গিয়ে তার ব্যবসা শিখেছে আর যদি সেক্সপীয়র সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয় তো সে-ই আলোচনায় নেতৃত্ব করে থাকে। এই নবীন সমাজও কিন্তু ঠিক ততখানিই সীমাবদ্ধ করেছে নিজকে যেমন করে "সংস্কৃতিবানেরা" নিজেদের স্বতন্ত্র দলে পরিণত করেছিল; তাই কোনো আগন্তুককে এই সমাজে প্রবেশ লাভ করতে হলে তার সেই সব গুণ থাকা চাই যা বিশেষ ভাবে নারীদের মনোরঞ্জন করতে পারে। তাকে যে দেখতে ভালো হওয়া চাইই তা নয়, কিন্তু বেশভূষায় তাকে নিখুঁত হতেই হবে। বই

এবং আর্ট সম্বন্ধে তার কথা বলবার ক্ষমতা থাকা চাই কিন্তু গূঢ় কোনো বিষয়ে কথা বলা নিষিদ্ধ। যদি সে নাচতে পারে তাহলে ভালো কথা। যদি পিয়ানো, বেহালা বাজায় তাহলে আরো ভালো; বাজারে যদি নাট্যাভিনয়ে সে নাম করে থাকে, তাহলে তো তাকে না হলে চলবেই না। আর এই মণ্ডলীর বোলচালের ঢঙটিকে সে একদিন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে বসবে। তখন পথ দিয়ে যেতে যেতে কারো সঙ্গে দেখা হলে তার পক্ষে টুপীর দিকে আঙুল তুলে শুধু 'কি হে!' বলাই যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

যুবক ক্যাপ্টেন রূড ওই বিশিষ্ট চক্রের একজন নয় কিন্তু কারণটা তার এ নয় যে সে একটি ছোট্ট সামান্য বাড়িতে তার সাধারণ পিতামাতার সঙ্গে থাকে। তার বাবা একজন ছুরি কাঁচি আর কাংস্য পাত্র নির্মাতা, তিনি সুন্দর শিঙের হাতল দেওয়া ছোরা আর রূপোর Ferrule তৈরী করতেন, আর এমন সুন্দর পাইন দেওয়া ঘণ্টা তৈরী করতেন যে লোকে বলতো যে তাতে রাগরাগিনী বাজানো যেতে পারে। শহরের হাইস্কুলে ছেলেটি একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিল, মিলিটারী স্কুল এবং স্টাফ-কলেজের পরীক্ষায়ও সে ভালো ফল দেখিয়েছিল, কিন্তু সেনাবিভাগে সে লেফটেনান্টের পদে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না কারণ সেখানে আসল কাজ কর্ম্ম কিছুই নেই। তাই বাড়ি ফিরে এসে সে হাইস্কুলে জিমনাস্টিকের মাস্টার হয়েছে; কিন্তু তাতে তার সময় কাটেনা; বাবাকে সে কারখানার কাজে সাহায্য করে। কিন্তু তাতেও তার মন ভরে না। গ্রামের লোকদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য, বাইরে উপনিবেশ স্থাপনের পরিবর্ত্তে দেশের মধ্যে উপনিবেশ গঠন, গৃহশিল্পের উন্নয়ন এই সব জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে সে বক্তৃতা দেয়, প্রবন্ধ লেখে:—কিন্তু তাতেও হাতে পর্য্যাপ্ত সময় থেকে যায়। তাই সে ভ্রাম্যমান হয়, জাহাজের টিকিটের টাকা না থাকলে সে কাজ ক'রে পথখরচ জোগায়। গেল সে দক্ষিণ আফ্রিকায়, সেখানে কাজ করল

হীরকের খনিতে, কিছুদিন কাজ করল ঔপনিবেশিক সেনায়; তারপর গেল চীনদেশে, সেখানকার অন্তর্বিদ্রোহে যোগ দিলে; আমেরিকায় ঘুরে বেড়িয়ে সেই বিশাল দেশের প্রচণ্ড টেকনিক্যাল আর অর্থনৈতিক বিকাশের সম্বন্ধে কিছুজ্ঞান লাভের চেষ্টা করল। তার পর মন কেমন করতে লাগল। তাই ফিরে এল স্বদেশে; তার মনে হতে লাগল, দেশ-প্রেমিক হিসাবে তার কিছু করা উচিত কিন্তু যার এত কথা আছে বলার, আর যে প্রত্যেক জিনিসকেই আঁকড়ে ধরতে চায় আন্তরিক ভাবে, তার কথা শোনার সময় নেই লোকের। বড় বড় শক্তিপুঞ্জের ঔপনিবেশিক নীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধটার ওপর মুহূর্তকাল চোখ বুলিয়ে তার অর্দ্ধেকটামাত্র গ্রহণ ক'রে, তারা পাতা উলটিয়ে সাগ্রহে পড়তে থাকে অগ্নিকাণ্ড, ডাকাতি কিম্বা খুনখারাবির সমাচার। কিন্তু ওয়াল স্ট্রীটের (Wall Street) ধনকুবেরদের সম্বন্ধে যে দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করতে পারে তার কথা পাঁচ মিনিটের চেয়ে বেশি শোনা কোনো লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়— মানুষের কাজ, খেলাধূলা, সিনেমা আছে তো? ক্যাপ্টেন ব্লুডের আঁটসাঁট কর্ম্মঠ মূর্ত্তি দূরে রাস্তায় দেখা গেলেই অনেকেই রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়—তাদের দুনিয়ার রাজনীতি নিয়ে আলোচনার সময় আজ নেই। তরুণ অফিসারটি ব্যাপার বুঝতে আরম্ভ করে। তাই লোকদের সঙ্গে দেখা হলে এখন সে একটা অদ্ভুত হাসি হেসে, একটা বিশেষ ভঙ্গীতে টুপী তুলে অভিবাদন জানায় তাদের। পুরুষদের ক্লাবে যাওয়া সে বন্ধ করে কারণ সেখানে টেবিলে তার সঙ্গী জোটে না, আর তারও অন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাড়াগেঁয়ে শহরের পরচর্চ্চায় যোগ দিতে ইচ্ছা করে না। ভোজে কিম্বা বলনাচে তাকে কেউ ডাকে না, সরকারী কোনো উৎসবেও সে নিমন্ত্রণ পায় না কখনো। সে যখন বিচিত্র হাসি হেসে সাড়ম্বরে অভিবাদন করে তখন লোকেরা সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকায় তার পানে।

একদিন লুইসের সঙ্গে তার দেখা হয় পথে, "আসুন না মাঝে মাঝে ঘোড়া চড়তে" বলে লুইসে, "আমার ভায়ের একটা মেটে রঙের ভালো ঘোড়া রয়েছে, ওটার কসরত হচ্ছে না মোটেই।" "বহু বহু ধন্যবাদ, কিন্তু আপনি চড়েন না, ক্রোকেন আলুম?" "আমার একটা বাদামী ঘোড়া আছে আর একটার বেশি চালনো সম্ভব নয় আমার পক্ষে।" "তার মানে আপনার সঙ্গে যাবার আনন্দ লাভ হবে?" বলে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায় আর তার চোখ উজ্জল হয়ে ওঠে। "হ্যাঁ, আমার বোধ হয়, ঘোটকীটাকে কি ভাবে আপনি চালান সেটা দেখবার জন্য আপনার সঙ্গে থাকতে হবে আমায়।" "আপনার অত্যন্ত দয়া, কিন্তু আমার বোধ হয় সময় হবে না।" "সময়? কোনো মহিলা প্রার্থনা করলে আপনার ওরকম অজুহাত দেখানো মোটেই উচিত নয়।" "কিন্তু ধরুন যদি কথাটা সত্যি হয়?" "ও, তা হলে আপনি এত ব্যস্ত আছেন কি নিয়ে?" "ও দিককার জেলাগুলোয় কিষান-সভায় একটু প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করছি।"

লুইসে হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে। ওর মুখের আলো ম্লান হয়ে আসে, বলে, "তা ব্যাপারটা কি এতই হাস্যকর?" "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হাস্যকর—কিম্বা আপনি হয়ত কোনো খামার কেনার চেষ্টায় আছেন?" "না, কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকলেও নিশ্চয়ই কাজ করা যেতে পারে।" "নতুন কথা বটে।" "নতুন, তাই না কি?" "হঁ্যা, কিন্তু মজারও বটে" গম্ভীরভাবে বলে সেই তরুণী নারী।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু রুড সত্যি সত্যি ফোনে প্রশ্ন করে লুইসেকে যে সেদিনই যদি আসে সে তা হলে সুবিধা হবে কিনা। "খুব সুবিধা হবে, ক্যাপ্টেন রুড।" লুইসের মতো চিত্তহারী তরুণী নারীর কণ্ঠস্বর যখন টেলিফোনের মাঝ দিয়ে শোনা যায় অদ্ভুত একটা অনুভূতি আবিষ্ট করে মনকে।

শীতকাল তখন শেষ হয়ে গেছে; বেশির ভাগ পথই তুষারশূন্য,

বসন্ত প্রায় এসে গেছে। বাদামী ঘোড়ার ওপর বসে যখন সে ক্যাপ্টেনকে মেটে রঙের ঘোটকীর ওপর চড়ে বসতে দেখল তখন তার বুকে একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠল। শেষবার ভাই চড়েছিল এর ওপর, তার পর আর কাকেও এর ওপর চড়তে দেওয়া হয় নি। "লেডী'র ব্যায়ামের জন্য সে আস্তাবলের চাকরটাকে বলেছিল ওকে একটা লম্বা দড়িতে বেঁধে ঘণ্টাখানেক করে ঘোরাতে। কিন্তু আজ সে একে ক্যাপ্টেনের হাতে ছেড়ে দিল কেন? তেজী জানোয়ারটা তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল; খামারের বেড়ার বাইরে জগৎটা যে কেমন দেখতে তা যেন ভুলে গেছে ও, তাই যখন তারা সড়ক ধরল, তখন প্রত্যেক থামের কাছেই ও ভয় পেতে লাগল। লুইসের মনে হল যেন ক্যাপ্টেন জুতোর কাঁটা (spur) দিয়ে ওকে মারল, তাই লুইসে চেঁচিয়ে উঠল, "কাঁটাগুলো খুলে ফেলুন।" "সে আমি করব না।" "তা হলে ও ছুট দেবে আপনাকে নিয়ে।" "সে দেখা যাবে। এর আগেও দুএকবার ঘোড়ায় চড়েছি আমি।" অনাবশ্যক ঘোটকীর ওপর কঠোর ব্যবহার করা হচ্ছে বলে মনে হয় লুইসের—আর নয়, এইবারই শেষবার। কিন্তু তবু ভালোভাবেই রুড বসে থাকে ওর ওপর, পাকা ঘোড়সোয়ার সে।

"আমরা কি শহরে যাচ্ছি না কি?" বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে সে, কারণ লুইসে সেই দিকে নামতে থাকে। "হ্যাঁ,—লোকে আমাদের এক সঙ্গে দেখলে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?" রুড আড়চোখে তার দিকে চেয়ে হেসে ওঠে। জানলাগুলো কৌতূহলী মুখে ভরে যাবে আর বেশ একটা গুজব আরম্ভ হবে, ভাবতে নিশ্চয়ই লুইসের বেশ মজা লাগে। "আমরা আপনার বাবা মার ওখানে যেতে পারি" বলে লুইসে, এবার ওর দৃষ্টিতে খুবই বন্ধুত্বের ভাব ফুটে ওঠে।

জীবন এই লোকটিকে যে অবস্থায় ফেলেছে তার সঙ্গে এর কি ভয়ানক অসঙ্গতি! কর্ম আর দুঃসাহসিকতাপ্রীতি ওকে করেছিল

দেশান্তরী কিন্তু ওর স্বদেশ আর জন্মস্থানের বন্ধন ওকে ফিরিয়ে এনেছে আবার। চল্লিশের কাছাকাছি হবে হয়ত, কোনো বড় রাষ্ট্রের সেনায় থাকলে এতদিনে সে কর্ণেল হতে পারত, কিন্তু এখানে, যেখানে সেনার অস্তিত্বটা শুধু কাগজেই, ক্যাপ্টেন থেকেই তাকে জীবন শেষ করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। আর জনসাধারণ সম্পর্কিত গুরুতর সব সমস্যা সম্বন্ধে তার ওই যে সব বক্তৃতা আর প্রবন্ধ, খুব সম্ভবত কার্য্যকরী কোনো রকম পরিণতি হবে না এদের। হাসিটা তার বোধহয় একটু বেশিরকম ছেলেমানুষের মত, ব্যক্তিগত গাম্ভীর্য্যের যেন কিছু অভাব। —নিশ্চয় এর জন্য দায়ী তার পরিবেষ্টন। পিতামাতার প্রতি আনুরক্তিটাও তাকে যোগ্যতর জীবনের সন্ধানে বিরত করেছে—এও কি আরেকটা ত্রুটি? কিন্তু যদি কোনো নারী তাকে গ্রহণ করে ··কিম্বা যদি সে এমন দাঁড়াবার মতো জায়গা পায় যেখান থেকে সে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে—যেমন, ধরো যদি সে ধনী হয়? তার মধ্যে কি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভাবনা নেই?

যেতে যেতে, আপনা আপনিই লুইসের মনের ভেতর দিয়ে এমনি ধরণের ভাবনার উদয় হতে থাকে। কিন্তু বলবার বেলা বলে, "ক্যাপ্টেন, আপনি লাগামটা বড্ড বেশি কসে ধরছেন; দেখতেই পাচ্ছেন এতে ও ক্ষেপে যাচ্ছে। একটু হাল্‌কা ভাবে ওকে চালান। আমার ভাই সব সময়ই ওর সঙ্গে নরম ব্যবহার করত।"

"আবার আপনার ভাই!"

"তা, ভায়ের কথা বলাতে কি আপনার আপত্তি আছে?"

"আমার মনে হচ্ছে, চলতে চলতেই এই পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ বার হল। কিন্তু আমি তার মতো হব এ আশা আপনি কিছুতেই করতে পারেন না।" তার হাসির মধ্যে ফুটে ওঠে যেন একটুখানি শ্লেষ।

শহরের উপকণ্ঠে তারা রুডের ছোট্ট বাড়িটির পাশ দিয়ে এগিয়ে

গেল; কাঁচাপাকা দাড়ি কাঁসারি, নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে হাতে একটা উখা নিয়ে, তাঁর দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন; রুডের মা বৈঠকখানার জানলা খুলে তাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে রইলেন। লুইসে হাত নেড়ে এঁদের অভিবাদন করল। পাশ দিয়ে যেতে যেতে কয়েকটা কথাও বলল। তারপর যখন সে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল, সে দেখতে পেল, তার মুখ কি এক আবেগে লাল হয়ে উঠেছে।

অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে লুইসে অন্ধকারে চোখ মেলে চেয়ে রইল সেদিন।

হ্যাঁ, শীগগিরই লুইসের বয়স পঁচিশ হবে। কখনো কি সে ভালোবেসেছে? না, আন্তরিকতার সঙ্গে নয়। এখন কি সে প্রেমে পড়ল তবে? না! আর কাকেও কি সে এর চেয়ে বেশি পছন্দ করে? নিশ্চয়ই না।

যখন তারা তার পৈতৃক আবাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন রুডের মুখ দেখে যে সে বিচলিত হয়েছিল সে কথা সে ভুলতে পারে না। লুইসে বুঝতে পারছে যে নারী তার সতর্কতা ভুলে গিয়ে এই রকম একটি লোকের হাতে আত্মসমর্পণ করে বসতে পারে।

কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন ওঠে, ধরো…ধরো যদি সে কোনোদিন…… তখন কি সে স্বামীর হাতে কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে সম্মত হবে?

আরো একটা কথা: লোকে যাকে প্রেম বলে তার হাতে আত্মসমর্পণ করবার মতো সাহস আছে কি তার? এই রকমের লোককে দেখে যদি সে তার হৃদয়টি হারিয়ে ফেলে, তা থেকে কি প্রমাণিত হয় যে ক্রসেথের মতো যোগ্য ব্যক্তি হবে সে?

আরেক জন জমিদার আল্‌মকে সে কিছুতেই এখানকার প্রভু হতে দিতে পারে না।

কিন্তু সে তরুণী নারী। বাড়িটা নিতান্ত শূন্য।

পাশ ফিরে শোয় লুইসে আর দুহাতে মুখ ঢাকে। ও লোরেন্টস্, কোথায় তুমি? আমার সঙ্গে তুমি আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না?

হেমন্তে যখন ফসল তোলা হয়ে যায় তখন সে প্রতিবেশির যুবক-যুবতীদের বড়ো রকমের বল নাচে নিমন্ত্রণ করে। শহর থেকে আর চারদিকের বড়ো বড়ো জমিদারী থেকে বগী, টমটম আর ফোর্ড মোটর আসতে থাকে। প্রকোষ্ঠগুলো উজ্জ্বল-বেশ মহিলা আর ক্ষীণগঠন ভদ্রলোকদের আবির্ভাবে পূর্ণ হয়ে যায়। যাই হোক অন্তত এইবার ক্যাপ্টেন রুডও নিমন্ত্রিত হল। কিন্তু তরুণী গৃহকর্ত্রীটি হাততালি দিয়ে যখন ঘোষণা করল যে বাড়ির রীতি অনুযায়ী সে এই সন্ধ্যাটির জন্য নিমন্ত্রণ কর্ত্তা নির্বাচন করবে আর এবার নিমন্ত্রণ কর্ত্তা হবেন ক্যাপ্টেন রুড তখন যথার্থই সকলের চক্ষু বিস্ফারিত হল।

বড়োদিনের উৎসবেও তার ভাই এল না আর লুইসের দীর্ঘপত্রের উত্তরে সে সংক্ষেপে জানাল যে এবছর বড়দিনটা তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গেই কাটাবে।

বেশ, ভালো!

যথারীতি তার জমিদারীতে বড়োদিনের উৎসব সমাধা করে লুইসে বেড়াতে গেল পারী।

৩

আঠারো মাস গত হয়েছে, একদিন ছোট্ট কুটীরে বসে মার্লে লোরেন্ট্সের একখানি পত্র পড়ছে; কয়েক লাইন পড়েই মার্লে বলে ওঠে: "আমি তো কখনো……"

ছেলেটা কি লিখেছে শোনার জন্য অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করছিল পীয়ার, সে বলে উঠল, "কি হল?"

"তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না।"

"কি, ওকি কাকেও বাগ্দান করেছে নাকি?"

"ও …ও ধর্ম্মতত্ত্ব পড়ছে।"

"ধ্যেৎ—কিন্তু যাক, পড় দেখি!"

"প্রিয় বাবা আর মা,

সত্যি কথাটা বলিনি তোমাদের এতদিন; কিন্তু আসল কথাটা এই যে দুবছর আগেকার আমাদের সাক্ষাৎ আমার ওপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রভাব বিস্তার করেছিল। তোমাদের না বলে পারছি নে যে সেই সময় পর্য্যন্ত জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণাকে আমি স্বীকার করেছিলাম, তা আর আমায় তৃপ্তি দিলে না। আমি যে আজ ধর্ম্মতত্ত্বের ছাত্র হয়েছি তার অর্থ এ নয় যে আমি আজ একটি শ্রান্ত বিশ্রামপ্রার্থী যুবক হয়েছি কিম্বা সুবুদ্ধিপ্রাপ্ত পাপীর মতো ক্রুশের শরণাপন্ন হতে চলেছি, তার কারণ এই যে আমি এই চিরন্তন প্রশ্নকে এড়াতে পারলাম না আর: আসলে এ কোন্ শক্তি যা মানুষকে মন্দিরে একত্রিত করছে এবং যা তাদের প্রাণে এমন এক শক্তির সঞ্চার করছে যা আমাদের মতো লোকদের কাছে অজ্ঞাত এবং অপরিচিত? একদিন আমি ছিলাম কম্যুনিষ্ট, কিন্তু আমার সেই বিশ্বাস ভেঙে গেল। যদি সঙ্ঘবদ্ধতার একটি মহৎ অনুভূতির মধ্যে বিগত,

বর্ত্তমান এবং আগামীকালের সকল মানুষ বিধৃত হয়, তাহা হলে তো আমরা শাশ্বতের মধ্যেই প্রবিষ্ট হয়ে যাই, কিম্বা রূপক দিয়ে বললে বলা যায় যে একটি ঘণ্টা আমাদের অনন্তের মাঝ থেকে আহ্বান করতে থাকে।

আমাদের যুগের বেশিরভাগই অশান্ত চিত্তে একটা আশ্রয়-ভূমির সন্ধান করছে অন্ধকারে; আর এই যে এত লোক বৈপ্লবিক রাজনীতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাও আরো বৃহত্তর কিছুর অনুকল্প হিসাবেই···তারা এমন কিছুর স্বপ্ন দেখেছে যা রয়েছে এসবকেও অতিক্রম করে। আর এইখানেই সমস্যার আরম্ভ। সুস্থ আত্মবিকাশের প্রশস্ততম অবকাশ নাই যে জীবন-ভাষ্যে তার কোনো অর্থই নেই যুবচিত্তের কাছে। সে দেখছে, একটি পথ চলেছে গল্‌গথার (খৃষ্টীয় মতবাদের) দিকে, আরেকটি চলেছে অলিম্পসের (গ্রীক দেববাদের) দিকে, তৃতীয় একটি পথ চলেছে, গবেষণাগারের দিকে; কিন্তু এদের কোনটিই তাকে সেই পরম সত্যের দিকে নিয়ে যায় না যাকে সে দেখে তার স্বপ্নে। আর মন্দিরের কথা, গির্জার কথা? সে দেখতে পেয়েছে যে বেশির ভাগ লোকই, যারা নিজেদের খৃষ্টান বলে অভিহিত করে, ভগবানের করুণা আর খৃষ্টের আশ্রয়ে থেকে নিরাপদে, শান্তিতে পাপ করবার স্বাধীনতা ছাড়া ধর্ম্মের কাছে আর কিছুই চায় না।

আমার মনে হয়েছিল যে আমাকে খৃষ্টধর্ম্মটা অধ্যয়ন করতে হবে, দেখতে হবে তাতে আমার জন্য কিছু আছে কি না, আর আমাদের মধ্যে আজকালকার যুবকদের মধ্যে, যে শাশ্বতের কামনা রয়েছে তাকে প্রকাশ করবার জন্য এই ধর্ম্মকে রূপান্তরিত করে নবরূপ দান করা যেতে পারে কি না।

আপাততঃ আমি জানি না আমি কি বিশ্বাস করি। ধর্ম্মজগতে আমাকে একজন 'টুরিস্ট' (ভ্রমণকারী) বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। যে সব বক্তৃতায় যোগ দিতেই হবে সেগুলোয় যোগ দিই আর যে-সব বিষয়

পড়বার তা পড়ি। মনে মনে ভাবি ; এই তো মানুষ যা বিশ্বাস করত এবং এখনো কিছু লোক আছে যারা একে এখনো বিশ্বাস করে। কিন্তু আমার কথা যদি বল তো আমি স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমার নিজের কথা আমি নিজেই ভাবছি। এ পর্যন্ত, দুর্ভাগ্যক্রমে, বাইবেলের মধ্যে ধার্মিক যাদুঘর ছাড়া আমি কিছুই দেখতে পাই নি ; কিন্তু, যদিও তার বেশির ভাগই আজ আমাদের কাছে অকেজো, তবু সকলেই জানে একথা যে এই সব যাদুঘরের মধ্যে অল্প স্বল্প অতি চমৎকার জিনিসও পাওয়া যায়। ধর্মতত্ত্বটা কি তাহলে ? ভাষ্যটীকার সাহায্যে এই সমস্তের মধ্যে একটা অর্থ আবিষ্কার করবার প্রয়াস। তাই কোনো মুহূর্তে আমরা উপনীত হই যাতনাগারে, সেটার নাম ধর্মতত্ত্ব, আবার কখনো পৌঁছাই শিশুক্রীড়াকক্ষে, সেটাও ধর্মতত্ত্ব ; আবার কখনো উধাও হয়ে যাই সেই ঊর্দ্ধে যেখানে অন্তরাত্মা পরমানন্দে মগ্ন হয়েছে এবং স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সাফল্যলাভ করেছে, সেটাও ধর্মতত্ত্ব।

দুর্ভাগ্যের কথা এই যে এ পর্য্যন্ত আমি সূত্রধরপুত্রকে (খৃষ্ট) বোঝা অসম্ভব বলেই মনে করছি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তিনি এক, আর ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও তাতে ব্যাপারটা কোনো সুরাহাই হয় না। কিন্তু যদি তাঁকে শুধু উপদেষ্টা বলে মনে করা যায়, তাহলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মতবাদ প্রায়ই স্ববিরোধী এবং অসম্বদ্ধ। তাঁর বিভূতিগুলো আমাদের আর মুগ্ধ করে না, আর পর্ব্বত শিখর থেকে প্রদত্ত খৃষ্টের উপদেশাবলী তো কতকগুলো অসম্ভব বাক্যসংগ্রহ মাত্র যাকে জীবনে অনুসরণ করা কারো পক্ষে সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। বাইবেল কতখানি নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে তো পণ্ডিতদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই আছে। এটা কিন্তু স্পষ্ট যে সূত্রধর তনয় দুটি বস্তু একেবারেই জানতেন না—রসিকতা আর কর্ম্মপ্রিয়তা। তৎসত্বেও আমাদের তাঁকে 'বিশ্বাস' করতে হবে এবং তাঁর মতো হবার সাধনা করতে হবে। তার পর এলেন ধর্মবেত্তা পল

(Paul), তিনি এসে তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন প্রাচীন খৃষ্ট সম্বন্ধীয় পুরাণ কাহিনী যার সম্বন্ধে হয়ত যীশু কিছুই জানতেন না ; তাতে পল আরো যোগ করলেন প্রায়শ্চিত্ত-বাদ যাতে এই ধরণের স্বস্ত্যয়নকামী করে ভগবানকে নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে। তবু আজ খৃষ্টীয় ধার্ম্মিক সংস্কৃতির উচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা আনন্দ বোধ করি এই ভেবে যে আমরা পাপীরা যাতে নির্ব্বিবাদে চলে যেতে পারি সেইজন্য একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে।

তুমি নিশ্চয়ই বলছ, তুমি ধর্ম্মতত্ত্ববিদ হবে! হ্যাঁ, বর্ত্তমানে যে সব প্রশ্নের সমাধান আমি করতে পারছি না সেই সব কথা লিখলাম, কিন্তু আমি ফিরতে পারব না, আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হয় প্রতি মানবাত্মার মধ্যে পবিত্র স্রোতোধারা রয়েছে যেগুলো শাশ্বতের মহাসাগরে গিয়ে বিলীন হচ্ছে। হয়ত আমাদের অনেকেরই জীবনে এমন সব মূহূর্ত্ত আসে যখন আমরা সেই প্রচণ্ড বিশ্বসঙ্গীত শুনতে পাই, যখন আমরা এই বিশ্বের আদিসত্তাকে অনুভব করি এবং তার সঙ্গে সম্মিলিত হই, যখন বিশ্ব আমাদের সঙ্গে এবং আমরা এই বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে যাই। তখন আমরা একে ব্যাখ্যা করবার একটা উপায় সন্ধান করি চারদিকে এবং পাই এই সব গির্জার মতবাদ : পাপ, করুণা, সূত্রধর পুত্রের ওপর বিশ্বাস। এ যেন সেতারের (citheru) ওপর হ্বাগ্নারের সঙ্গীত বাজানো! বেশির ভাগ লোকই 'না' বলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় তাই। স্বল্প কয়েকজন তাদের ধর্ম্মকে তাদের চেতনার একটি ক্ষুদ্রকোণে স্থান দেয় এবং রবিবার সকাল বেলা ঘণ্টা দুয়েকের জন্য সেদিকে মুখ ফেরায় এবং সেই সময়টুকু তারা স্বচ্ছন্দে সেই সব স্বপ্ন দেখে যার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের অলঙ্ঘ্য (inexorable) নিয়মের বিরোধ বর্ত্তমান। এই রকমই কি চলতে থাকবে ? না, এ চলতে পারে না—একটা পরিবর্ত্তন আসবে নিশ্চয়।

বেশিদিনের কথা নয়, 'সাধু' নামধারী খৃষ্টের এক ভারতীয় অবতারের কথা পড়ছিলাম, তিনি বলেন যে খৃষ্টের জন্য বেঁচে থাকার অর্থ হল তাঁর জন্য প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করা। অতি সুন্দর কথা! কিন্তু জীবনের/সম্বন্ধে কী? কাজ, ভালোবাসা, শিল্পকলা, গবেষণা—এসসের কি কোনো মূল্য নেই ওই মৃত্যুবরণের তুলনায়? .

ভিক্ষাপাত্র হাতে আর পায়ে চপ্পল পরে ঈশ্বর পুত্র হয়ে ঘুরে বেড়ানো তো খুবই সোজা। তোমার ভোজনাদির ব্যবস্থা করবার যে পাপময় কাজ সেটি অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তুমি অনিবার্য্যভাবে চলেছ স্বর্গের পানে। আমি যদি 'সদাপ্রভু' হতাম তাহলে একজন সৎ কৃষক অথবা ব্যাঙ্কারকে অনেক বেশি মর্য্যাদা দিতাম; আর যাই হোক তারা জীবনের পূর্ণ দায়িত্বকে স্বীকার করে।

খৃষ্ট ধর্ম্মী যদি কোনদিন 'মন্দির' গড়ে তোলে এবং আমাদের প্রাকৃত-জনের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা যে উচ্চ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জ্জন করেছেন এবং কোনো কোনো ধর্ম যাকে আংশিকভাবে আয়ত্ত করেছে, তার উপযুক্ত কোনো ধর্মমত যদি গড়ে ওঠে তা হলে তাতে প্রতিহিংসাপরায়ণ ঈশ্বর এবং তাঁর ক্রুশবিদ্ধ সন্তানের স্থান বিশেষ থাকবে না, তাতে প্লেটো, পিনোজা এবং সেক্সপীয়রকে অনেক বেশি স্থান দেওয়া হবে। এমনি গির্জায় আমি সানন্দে পুরোহিত হব।

একটি কথা নিশ্চিত—যদি কখনো পুরোহিতের মঞ্চে দাঁড়াই তাহলে সেটা পাপীদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে আর তাদের শাস্তি আর নরকের ভয় দেখাতে অথবা করুণার জন্য নাকি-কান্না কাঁদতে নয়। আমি দাঁড়াব মানবজাতিকে কর্ম্মের জন্য নূতন সাহসে উদ্বুদ্ধ করতে, তার নিজের সম্বন্ধে আনন্দ এবং গর্ব্ব জাগিয়ে তুলতে, এবং জীবনের পরমাশ্চর্য্য মহিমার উদ্দেশে প্রশস্তিগান করতে। মানুষ যদি মন্দিরে আসে তো অনুনয় জানাতে নয়, আসবে সে দিতে। ধর্ম্ম বিশ্বাস (Faith) একটা নিষ্প্রয়োজনীয়

বস্তু। আমি ধার্মিক হয়েছি তার কারণ অন্তরে আমি শুনেছি ভরা জোয়ারের আহ্বান যা সন্ধান করছে একটি দিব্যপ্রকাশ। তাই আমার মনে হয় যে আমাদের, যুবকদের সমুখে যে কাজ রয়েছে তা যে-কোনো কালের চেয়ে মহনীয়; সে কাজ হচ্ছে মানবাত্মার মধ্যে আছে যে-দিব্যসত্তা তাকে উর্দ্ধে তুলে ধরা। ব্যক্তের দ্বারা কিম্বা বিতণ্ডার দ্বারা তা হবে না, এ কাজ করতে হবে সেই আলোকের দ্বারা যাকে সমগ্র জগতে জ্বালিয়ে তোলার শক্তি আছে আমাদের। আমার ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন একটা সুড়ঙ্গ মাত্র যার ভেতর দিয়ে আমাকে যেতে হবে; আমাকে জানতে হবে কেমন করে, এই বিষয়ে সত্য সন্ধানীরা কি ভাবে হাৎড়ে বেড়িয়েছেন অন্ধকারে. কি ভেবেছেন, কি স্বপ্ন দেখেছেন; তারপর আমার শক্তিসাধ্যে যা কুলোবে তাই করবার চেষ্টা করতে হবে আমাকে।

এতে সন্দেহ নেই, প্রথম আমাকে অনেক কিছুর মাঝ দিয়ে যেতে হবে। এখনি আমার মনে হচ্ছে যেন আমি এক পরম রহস্যের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে করাঘাত করছি। আমি এমন একটি সত্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছি যা এখনো একটা প্রহেলিকা। আমি অমন একটি জ্যোতিঃর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যা দেখবার শক্তি এখনো অর্জ্জন করিনি আমি। খুব সম্ভব, অন্যেরা আমায় যা শেখাবেন সেটা আমার যথার্থ অধ্যয়ন হবে না, যা আমি নিজে সন্ধান করে বার করব সেটাই হবে আমার প্রকৃত অধ্যয়ন।

আমার মনে হল যে তোমাদের কাছে, আমার মা বাবার কাছে, এসব আমাকে লিখে জানানো দরকার। আমি আশা করি, মা, তুমি খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবে না আর বাবা অন্ততঃ আমায় বুঝতে পারবে।

"হ্যাঁ" পীয়ার দাঁড়িয়ে বলে ওঠে।

চিঠি থেকে মাথা তুলে মার্লে তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। পীয়ার এগিয়ে এসে মার্লের কাঁধে দুহাত রেখে তাকে একটু নাড়া দেয়। "বিষয়টা মোটেই তুচ্ছ নয়, মার্লে। এবার দেখো তুমি, দেখো এবার!"

ঠিক এই স্বপ্নই কি পীয়ার দেখেনি বছরের পর বছর? তার ছেলে কি সার্থক করবে তার স্বপ্নকে? তার নিজের জীবন তো নিরর্থকই হয়ে গেল; কিন্তু অন্তহীন অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা তার মধ্যে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে বিরামহীনভাবে, কত স্বপ্নই দেখেছে সে; এখন এসেছে তার ছেলে, হয়ত সেই সব স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে সে। পীয়ারের পক্ষে সেটা একটা নব জন্মই হবে, নবজীবনের জাগরণ হবে তার মধ্যে।

এর পর দিনগুলো তার ভরে ওঠে এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে। দ্রুত হয়ে ওঠে তার চলাফেরা, দোরগুলো বন্ধ করে সশব্দে; মার্লে যখন খেতে ডাকে, সে যেতে ভুলে যায়, কিম্বা চলতে চলতে পথে দাঁড়িয়ে হয়ত মাটির দিকেই চেয়ে থাকে নিষ্পলক নেত্রে। "মার্লে!" পীয়ার বলে একদিন, "বেশ বোঝা যাচ্ছে ছেলেটা উদ্‌ভ্রান্তভাবে হাৎড়ে বেড়াচ্ছে—তোমার কি মনে হয় যে আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি?" "তা করতে হলে তুমিই করবে" বলে মার্লে, "ওসব বিষয়ে তুমি তো অনেক ভেবেছ।"

কিন্তু অন্তরে অন্তরে মার্লের নিজস্ব পুরানো ধরণের ধর্ম আছে। ঘুমোনোর আগে মার্লে রাতের বেলা হাত যোড় করে শুয়ে থাকে আর আজকাল সে যে তার সন্তানদের আবার পেয়েছে সেই আনন্দের জন্য ধন্যবাদ জানায় সে। পীয়ার এ কথা জানে না; সে নিজের ভাবনা নিয়েই তন্ময়—ছেলেটাকে একটা উত্তর দিতে হবে তো। মনে হয় যেন তার ছেলে, সব চেয়ে যা বড়ো, সেই বস্তুটিকে নবরূপ দিতে চলেছে, একাজে পিতাকে তার পাশাপাশি এসে দাঁড়াতে হবে। কী করে সে সাহায্য করবে তাকে? তার কী আছে তাকে দেবার?

"নূতন মন্দির"—ছেলের কাছে এই কথাই সে বলেছিল, কিন্তু সত্যি সত্যি ওই কথাগুলো দিয়ে সে কী বলতে চেয়েছিল? সে কি কোনো

নূতন ধরণের ইমারত যা বর্ত্তমানকালের যে-কোনো গির্জার অনুরূপ হবে না? অবশ্য নানা বর্ণ-বিচিত্র স্বপ্নে সে একে প্রায়ই দেখেছে। কিন্তু আজ যখন তাকে মাটির ওপর গড়ে তোলার সময় হল, তখন ব্যাপারটা অন্য রকমই মনে হতে থাকে। এই ইমারতে কী থাকবে? সে সম্বন্ধে কি তার স্পষ্ট কোনো ধারণা আছে? কিম্বা সে কি শুধুই মহনীয় এবং সুন্দর কিছুর একটা অন্তর অনুভূতি মাত্র, যাকে স্পষ্ট ধারণা এবং সুনির্দ্দিষ্ট চিত্র না বলে বরং আত্মার সঙ্গীত বলে অভিহিত করা যেতে পারে? ছেলেটাকে একটা উত্তর দিতেই হবে, কী সহায়তা সে দিতে পারে তাকে?

থেকে থেকে সে মার্লের কাছে এসে বলে "আজ তোমায় লোরেন্ট্‌স্‌কে পত্র লিখতে হবে, তাকে অনেক কথা বলতে চাই।" বেশতো; মার্লে তার লেখার সরঞ্জামগুলো নিয়ে আসে। কিন্তু পীয়ার যখন লেখাতে আরম্ভ করে ঘরের মধ্যে পাইচারি দিতে দিতে, তখন কাজটা কঠিন বোধ হতে থাকে, সাধারণ শব্দ আর বাক্যভঙ্গীর কাজ নয় এ. অস্পষ্ট অবাস্তব উৎসাহ দিলে তো চলবে না। না—তা হলে সত্যিকার যে-সহায়তা সে চায়, সেটা কি? তাই তখন পীয়ার শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে আর বলে আগামীকালের জন্য লেখাটা স্থগিত থাক। আরো ভালো করে কথাটা তাকে ভেবে দেখতে হবে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, যখন তারা শুতে গেছে, পীয়ার সরবে ভাবতে আরম্ভ করে: "আমি একজন খারাপ পিতা। আমরা সন্তানদের পালন পোষণ করতে পারিনি; তাদের দিয়ে যাবার মতো কিছু নেই আমাদের; এমন কি যাকে জীবন-দর্শন বলে তাও না। ওই তো ছেলেটা আমাদের সহায়তা চাইছে, আমাদের কী আছে তাকে দেবার? ঠিক কাজের বেলা, কিছুই না।"

একমুহূর্ত্ত পরেই মার্লে হাত বাড়িয়ে পীয়ারের হাতখানি ধরে বলে, "আমাদের কি কিছুই নেই, পীয়ার?"

একটু পরে পীয়ার উত্তর দেয় :

"যদি থাকেও, সেটা অন্যকে দেওয়া কত কঠিন। এমন হতে পারে, যা তোমার মধ্যে পরম মূল্যবান তা তোমার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে যাবে।"

পরস্পরের হাত ধরে, অন্ধকারে শূন্য দৃষ্টি মেলে তারা শুয়ে থাকে। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করে সে। "আমাদের জীবনে আমরা যাকিছু সঞ্চিত করি তা ছাড়া ধর্ম আর কী হতে পারে তাই ভাবি। একজন যেসব দুঃখবিপত্তির সাক্ষাৎ পেয়েছে তাই শুধু মনে করে রাখে আর জীবন ভোর দরিদ্র ভিক্ষুকেই থেকে যায় তার ধর্মের দিক দিয়ে। আরেক জন যা কিছু কল্যাণ আর সৌন্দর্য্য তার ভাগ্যে জুটেছে সেইগুলো সঞ্চিত করে রাখে আর বাইরের জগৎ তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দিলেও সে আপনাকে সম্পদশালী বলে মনে করে।"

মার্লের হাত পীয়ারের হাতে চাপ দেয়। পীয়ার বলতে থাকে "ছেলেটাকে যা কিছু সহায়তা আমি দিতে চেষ্টা করি, তাতে তোমাকেও আমি পেতে চাই মার্লে।"

"সে তোমার দয়া, প্রিয়। আমার কিন্তু আশঙ্কা হয় যে আমার বিশেষ কিছু নেই দেবার।"

এবার পীয়ারের হাত চেপে ধরে মার্লের হাত।

"তুমি আর আমি যা কিছু সঞ্চিত করেছি, যা কিছু আমাদের সম্পদ, কিছুদিন থেকে তারি হিসাব নেবার চেষ্টা করছি আমি। সন্তানেরা যখন ছোট ছিল আর আমরা দুজন ছিলাম তরুণ সেই সময়ের স্মৃতি। হাঁ, ওই সব স্মৃতির মধ্যে বড়দিন আর ঈষ্টার দুইই সঞ্জীবিত হয়ে আছে। তারপর পাহাড়ের বুকে সেই দিনটি যেদিন আমার প্রথম দেখা হল তোমার সঙ্গে আর হ্রদের বুকে ভেসে বেড়ালাম নৌকায় সারা রাত। সত্যি এমন কতকগুলো মূহুর্ত্ত আছে যা জীবনের পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তগুলোকে পবিত্র করে তোলে।"

শুনে মার্লে পীয়ারের কপালে তার হাতটি দিয়ে আদর জানায়।

"হতে পারে এই সব স্মৃতি কোনো বহ্নি উৎসবের জন্য স্তূপীকৃত জালানি কাঠের মতো। কোনো শুভদিনে জলে ওঠে সেই বহ্নি আর একটি আনন্দময় ভাগবত বিশ্বাসে তা প্রোজ্জল হয়ে উঠে অন্তদের 'পরেও দীপ্তি আর তাপ বিকীরণ করতে থাকে। মার্লে, যদি তাই হয়?"

মার্লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখের ওপর হাত রাখে। তাকে যেন সে বুঝতে পারে না সহজে।

"কাল পত্র লিখতেই হবে, গিন্নী। কিন্তু বড় কঠিন এ কাজ। ধরো, আমাদের যা আছে দেবার, তা যদি সে না চায়?"

"আমরা যদি বাইরেও পড়ে থাকি তবু আমরা এক সঙ্গেই থাকব, পীয়ার।"

"কিন্তু তাতে তো আমরা তৃপ্ত থাকতে পারি না। সহায়তা করবার জন্য আমাদের যথাশক্তি করতে হবে।"

একথা সত্যি, মার্লের নিজস্ব ধর্ম আছে; কিন্তু এই মুহূর্ত্তে সে তার হাতটি ধরেছে, সে তাকে সাহায্য না করে তো থাকতে পারে না। তারা দুজনে যা সঞ্চিত করেছে সে কী? একই পথের পানে পেছন ফিরে তারা দুজনেই তাকায়। ভালো মন্দ অবসর যা এসেছিল দুজনেরই জীবনে, তার কথা স্মরণ করে তারা। ভয়ঙ্কর দিন রাত্রির মাঝদিয়ে তারা এক সঙ্গে চলে এসেছে, কিন্তু তারা এসেছে বিজয়ী হয়ে কারণ তাদের মধ্যে চিরকালই রহস্যময় শক্তি কিছু না কিছু উদ্বৃত্ত হয়েছে। তারা শুয়ে শুয়ে তাই পরস্পরকে এটা ওটার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে। ভালো এবং মন্দ যা কিছু ঘটেছে তাদের জীবনে সে সব আজ রূপান্তরিত হয়েছে অন্তরের ঐশ্বর্য্যে, যা তারা মিলিতভাবে একত্রিত করতে থাকে লোরেণ্টস্‌কে দেবে বলে। প্রয়াস যে কী মহিমাময়, দুঃখদহনের মধ্যে যে আছে দৈবসত্তা, আর পরস্পরের প্রতি প্রেম যে হতে পারে সর্ব্বজয়ী, একথা লোরেণ্ট্‌স্‌কে শেখাতে হবে।

তাই আবার পীয়ার বলে যে আগামীকাল তারা নিশ্চয়ই পত্র লিখবে।

কিন্তু আগামীকাল আবার আজ হয়ে ওঠে। পত্র লেখবার জন্য কক্ষে পাইচারি দিতে দিতে যখন সে আসল কথাটা ধরে তখন তার গতি শুদ্ধ হয়ে আসে। হতাশ নেত্রে মার্লের পানে তাকিয়ে সে বলে, "কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

অদ্ভুত রকমের স্বস্তি অনুভব করে মার্লে, বলে "বেশ তাই হবে।"

তারা দুজনেই যেন ওসব কথা প্রকাশ করতে গিয়ে কেমন একটা সলজ্জ সঙ্কোচ অনুভব করে। তাদের ধর্ম্ম আর তাদের ভালোবাসা এক এবং অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে, অন্যের কাছে এ কথা কী বলা যায়!

আবার রাত্রি আসে, তারা পরস্পরের হাত ধরে কথা বলে অনুচ্চস্বরে। তারা বুঝতে পারে যে, যা তাদের কাছে ঐশ্বর্য্য বলে মনে হচ্ছে তা তাদের ছেলের কাছে মূল্যহীন বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। যে সব দুঃখ বহন করেছে তারা, তাদের ক্ষতিপূরণ আর হবে না কখনো। সে সবের মধ্যে অন্যের কোনো কল্যাণবীজ নিহিত ছিল না। তাদের দুঃখ এবং সুখ, আনন্দ এবং ভালবাসা, আপন আপন জীবন যাপন করেছে, তাদের মতোই তারা মরে অনন্ত রহস্যের মাঝে হারিয়ে যাবে। পরস্পরের হাতে হাত রেখে তারা এইটে উপলব্ধি করে। তাদের ছেলেকে সুরু থেকে তার যাত্রা আরম্ভ করতে হবে এবং তাদেরই মতো আপন পথে সংগ্রাম করতে করতে এগিয়ে যেতে হবে সুস্পষ্টতার দিকে। তাদেরই মতো কি একদিন সেও মিলিয়ে যাবে অতল অন্ধকারের তলায়, তখন আবার অন্যেরা আরম্ভ করবে সেই সুরু থেকে? ব্যস্, এই মাত্র? . .

নূতন মন্দির—না, তার নির্ম্মাণ-প্রয়াসে পীয়ারের কোন অংশই থাকবে না।

তবু কিন্তু, এর পর থেকে তাদের দুজনের মধ্যেই একটা নূতন কর্ম্ম-উদ্দীপনা দেখা দেয়। মার্লে কাজ করতে করতে গুনগুনিয়ে গান গায়,

পীয়ার শান্ত মনে শীস দেয়। তাদের ছেলে পুরোহিত হবে এবং হয়ত একদিন একটা আনন্দময় যুগের প্রবর্তক হবে এই কল্পনা যেন তাদের দেহমনের শক্তিগুলোকে নূতন করে কর্ম্মচঞ্চল করে তোলে। "যাই হোক, তবু আমাদের ওকে পত্র লিখতে হবে" পীয়ার বলে একদিন, "অন্তত আমরা তার সাফল্য কামনা তো করতে পারি, আর কেমন করে সে অগ্রসর হচ্ছে তা আমাদের জানাতে বলতে পারি।"

কিছুক্ষণ পরে পীয়ার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। "অদ্ভুত! কিন্তু এই রকমই হল! আমরা কোনো অংশই নিতে পারব না।"

৫

শহরের পূর্বদিকের শহরতলী থেকে দু'ষ্টেশন পরে পাইনবনের মাঝখানে আছে একটি বোর্ডিং। এখানে আছে চারিটি বাদামী রঙের কাষ্ঠনির্ম্মিত বাড়ি (villa), এদের মধ্যে যাতায়াতের কতকগুলো রাস্তা আর ঠিক মাঝখানে ভোজনের জন্য হলঘর। সকালবেলা এখান থেকে ষ্টেশনের দিকে নরনারীর স্রোত বয়ে যায় যথাসময়ে ব্যবসায়ী আর স্কুলযাত্রীদের গাড়ীখানি ধরবার জন্ত; পরে বিকেল বেলার গাড়ীগুলো আবার সেই জনস্রোতকে এখানে ফিরিয়ে আনে, বেশির ভাগ নরনারীই বগলদাবায় 'পোর্টফোলিও' নিয়ে আবার উঠে যায় পাহাড়ের ওপর। এক সুন্দর হেমন্ত দিনে লোরেণ্ট্স আল্মকে ও তাদের মধ্যে দেখা গেল; পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ বাড়িটায় (villa) সে দুখানি ঘর ভাড়া নিলে—একটি শোবার আর অন্যটি বসবার জন্য।

কর্ত্রী উঠে আসেন তার সঙ্গে, লোরেণ্ট্স প্রশ্ন করে তাঁকে, "আমার

নীচের কক্ষের মহিলাটি কি গায়িকা?" "না, ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি হেরক্রাম থাকেন একতলায়; তাঁর স্ত্রী খুব বাজান, কিন্তু আপনার যদি···" "না, না, মোটেই না। ভালো কথা, মহিলাটি কি সুন্দরী?" বাদামী রঙের টুইড স্যুট পরা সুদর্শন যুবকটির দিকে কর্ত্রী সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। মুখ দেখে তাকে তো পরিণত এবং যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞানযুক্ত বলেই মনে হয় অথচ সে একটি অপরিচিত মহিলার চেহারা সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে। "তা, সে আপনি নিজেই বিচার করবেন" বলেন তিনি, বসার ঘরের কোণের জানলাটার দিকে যেতে যেতে সে বলে, তাহলে দেখতে সাধারণ তাঁকে' বলে বারান্দার দোরটার দিকে এগিয়ে যায় সে, সেখানে আরেকটা জানলা। "এখানকার দৃশ্যটা মন্দ নয়। এখানটায় অনেক কাজ করতে পারব। কিন্তু দুঃখ এই যে আপনার এখানে একটিও সুন্দরী নেই।"

এই যুবকটি অতি গম্ভীর মুখ নিয়ে তামাসা করে। "সে আপনি বুঝুন" বলে হেসে কর্ত্রী প্রস্থান করেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে নীচের ফিয়র্ড এবং তার দ্বীপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে; সেখানে শাদা শাদা বাড়িগুলো 'ফার' এবং পীত পত্র বৃক্ষশীর্ষের মধ্যে অর্দ্ধ লুক্কায়িত। আরো দূরে উজ্জ্বল হেমন্তাকাশের বুকে আস্কারলণ্ড পর্ব্বতের ঢেউ খেলানো দৃশ্য। হাওয়া স্বচ্ছ হলেও সজল, তাতে ভেসে আসে ভেজামাটি আর ঝরা পাতার গন্ধ।

"ক্রসেথে কিন্তু এখন খড়, শস্য আর আলুগাছের গন্ধ" মনে মনে ভাবে সে, "সুন্দর এখানটা নিশ্চয়ই কিন্তু তবু তাতে কি আরেকজনের অভাব ভোলা যায়?"

নীচে ভোজন শালায় তিনটি দীর্ঘ টেবিলে বার্ত্তালাপের গুঞ্জনধ্বনি উঠতে থাকে। এক মুহূর্ত্তেই সে বুঝতে পারে যে সেখানকার সবাই তার অপরিচিত। যে চেয়ারটা তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাতে বসে পড়ে সে। কাকেও যে সে চেনে না তাতে সে খুসীই হয়; নিজকে নিয়েই সে থাকতে চায়।

সন্ধ্যারাতে আবার সে অন্ধকারে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। নীচে দ্বীপের বাড়িগুলো এখন যেন মর্ত্যবাসী অজস্র হলদে তারকায় পরিণত হয়েছে। দর্পণের মত ফিয়র্ডের ওপর দিয়ে, পেছনে অগ্নি-সর্পের মত দীর্ঘ চিহ্ন এঁকে জাহাজগুলো যাচ্ছে, আসছে। ভেতরের দিকে বন্দরে নানাবর্ণের আলো ঝলমল করছে জলের ওপর, তার পরে দেখা যাচ্ছে শহর। নক্ষত্র খচিত আকাশের বুকে যে কালো ফোক সেন্ধোলেনের পর্ব্বতমালা সেইদিকে একটা আলোকিত তরঙ্গায়িত ভূদৃশ্য উঠে গেছে। রাত্রির বুকে শোনা যায় ট্রেন, মোটর-বোট আর মোটরকারের একটা মিশ্রিত গুঞ্জন; বন্দর আর শহরের যানবাহন চলাচলের গুরু ঘর্ঘরধ্বনিও আসতে থাকে কানে।

ঘণ্টাখানেক পরে তার বাক্সগুলো পৌঁছল এসে। সেগুলো খুলতে আরম্ভ করে সে। এই অপরিচিত স্থানে তাকে নিজের ঘর তৈরী করবার চেষ্টা করতে হবে; তার নিজের ছবিগুলো এনেছে দেয়ালে টাঙাবে বলে। বইয়ের 'কেশ'টায় তার সব বই ধরে না, তাই বাকীগুলো মেঝের ওপর স্তূপীকৃত হয়, আর তার শয্যাগৃহের পোষাক রাখার স্থানটা নানা রকমের স্যুটে ভরে যায়। এখনো সে ধনী লোকের মতোই চলেছে যদিচ তার সহ-পাঠিদের অনেকেই অতি সাধারণ কক্ষে থাকে আর সব চেয়ে সস্তা কাফেতে ভোজন করে থাকে। তার পক্ষে উত্তরাধিকার লব্ধ অর্থব্যয় করে এই ধরণের জীবন যাত্রা কি উচিত? প্রতিনিয়ত সে প্রশ্ন করছে আপনাকে আর উত্তরটাকে চাপা দিয়ে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু শহরের জীবন তার আর সইল না। একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠল জীবন, যখন ধর্ম্মতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে, নাচবার, প্রমোদশালায় আড্ডা দেবার, খেলাধূলো করবার, থিয়েটার কনসার্টে যাবার কিম্বা ইচ্ছে হলে শ্রেষ্ঠ রেস্তর্রাঁয় যাবার স্বাধীনতা রইল না তার। সহনাতীত হয়ে উঠল এটা! নিশ্চয়ই তার মধ্যে এই যে প্রবল জীবনোত্তেজনা তাকে মুক্তি দেবার অধিকার আছে তার— পুরোহিতের প্রচারমঞ্চে দাঁড়াবার দিন আসবে যেদিন, সে কি এইটেকেই

সর্ব্বোচ্চ আসন দেবে না ? আর তাছাড়া ক্রসেথের জন্য গৃহবুভুক্ষায় তার মন কেমন করতে থাকে। শহরটাকেই সে সইতে পারছিল না।. তার পুরানো বাড়ী থেকে যে গ্রাম-দৃশ্য দেখা যায় তার জন্য সে বুভুক্ষিত হয়ে উঠল। সেইখানেই না বনানী। হ্রদ আর পর্ব্বতরাজি হেমন্ত সন্ধ্যায় গান গেয়ে ওঠে ? আজ সে যে এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে সে তো সেই সঙ্গীতেরই প্রেরণায়। সম্পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করতে হলে তাকে আবার সেইখানে যেতে হবে—কিন্তু লুইসে পথ রোধ করে রয়েছে। কেন ? সেও আরেক সমস্যা। কত যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, এবার এইখানে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থেকে তার পক্ষে সেই সব প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়ত সরলতর হবে।

জিনিষপত্র বাক্স থেকে খুলতে থাকে সে, গুন গুন করে গান গায় আর শীস দেয় সে কিন্তু সারাক্ষণ মাথার ভেতর ভাবনারাশি টগবগ করতে থাকে। দেখ, কী তুমি বিশ্বাস কর নিজে, তা না জেনে পাত্রী হবার জন্য এই যে পড়াশোনা এটা কি নিশ্চিত সময়ের অপচয় নয় ? কম্যুনিজ্‌মের প্রতি তোমার পুরানো ভালোবাসা অনুভব করবে আবার সেই সঙ্গে বোন লক্ষ লক্ষ মুদ্রার উত্তরাধিকারিণী হয়েছে এবং তুমি হওনি বলে তার পরে তুমি বেজার হয়ে থাকবে এ কী করে হতে পারে ? অনেক আগেই তুমি না তাকে ক্ষমা করেছ ? তুমি ক্ষমা করেছ বলে মনে করেছিলে, কিন্তু সেই ক্ষমা টিকল কি ? তাতে কি তার কোনো দোষ আছে ? না। সে কি তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করেছে ? না। তবু তার ওপর তোমার রাগ ? হ্যাঁ, দুর্ভাগ্য সেটা। একি থামাতে পার না ? না।

পাপের ধারণাটাকে সে ঘৃণা করে। কিন্তু চেয়ারে বসে পড়ে লুইসের সম্পর্কিত বিষয়টা সে ভাবতে থাকে। আশ্চর্য্য নয় কি এটা ? যত দিন তারা এক সঙ্গে ছিল—সেই সময় তার বোনের প্রতি আচরণ ছিল নিখুঁত। কিন্তু তাতে আত্মসংযমের প্রবল প্রয়াস করতে হয়েছিল। যখন সে বিদায়

নিল, তার পর থেকেই লুইসের সঙ্গে দেখা করার কথা মনে করতেই কেমন একটা অস্ফুট অনিচ্ছা অনুভব করে সে; যতই সময় যায় ততই তার এই বিতৃষ্ণা বেড়েই চলে। যখনি সময় খারাপ পড়ে তার, ওখানে তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শয়তান বলে ওঠে, লুইসেরই দোষে এরকম হল। ব্যাপার অন্য রকমই দাঁড়াত যদি······তারপর সে ভাবনা বন্ধ ক'রে অন্তঃপ্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেয় সব। "অন্তঃপ্রবৃত্তিটা কী? মনের গভীরে সেই সব অন্ধ বৃত্তি চিন্তা যাদের নাগাল পায় না। কিন্তু এই অন্তঃপ্রবৃত্তি আপনা আপনিই ক্রিয়া ক'রে এসেছে। নিজের মধ্যেই সে বিষ উৎপাদন করেছে। অবশেষে একদিন তোমার চোখ খুলে গেছে। তুমি তখন বুঝতে পেরেছ যে তুমি লুইসেকে ঘৃণা কর! তোমার মনে হয়, তুমি যে আবার ক্রসেথ দেখতে পারছ না সেটা লুইসের দোষ। সেই তোমায় তাড়িয়েছে। বাজে কথা? ওকথা বলাতে কিন্তু কিছুই আসে যায় না।" এবার সে জোরে জোরে বলে, "পাপ? পাপ জিনিসটা কী?"

চারদিকে কেমন অসহায়ের মতো চেয়ে বসেই থাকে সে। এমন মুহূর্ত্ত আসে, যখন তার নিজের সঙ্গে ঘোর বিরোধ জেগে ওঠে। যাতে সে আপনাকে স্ববশে আনতে পারে তাই তো সে নিজকে এখন এই নির্জ্জনতায় নির্ব্বাসিত করেছে। সাফল্য লাভ হবে কি তার? তাকে সাফল্য করতেই হবে।

জিনিসপত্র খুলতে খুলতে তার বোনের দেওয়া রেনের্সাঁর ছবির এলবামটি পড়ে হাতে, ব'সে তখন তার পাতা ওলটাতে থাকে সে। এই তো মাইকেল এঞ্জেলোর "পিতা ঈশ্বরের" ছবি। মহাশক্তি নিয়ে যিনি বিশ্বের মাঝ দিয়ে ধাবমান; সূর্য্যতারকাগুলোকে ছড়াতে ছড়াতে চলেছেন তিনি তাই মহাব্যোমে তাঁর চুল, দাড়ি আর গাউন পেছন দিকে উড়ছে। পরম দেবতার এই চিত্রটিকে সে বুঝতে পারে। কিন্তু এই কি পর্য্যাপ্ত? না, তার কাছে নয়। অথচ তার নিজের তৈরী কোনো চিত্রও নেই; এই হল

আরেকটি প্রশ্ন যার সমাধানের জন্য এই নির্জনতায় আপনাকে সে নির্বাসিত করেছে। সফল হবে কি সে? সাফল্য লাভ করতেই হবে তাকে। পাতা উলটিয়ে যায় সে; অনেক ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের ছবি উলটিয়ে যায়, এগুলো দেখতে ঘৃণা করে সে; শিশুক্রোড়ে স্বর্গের পানে নিবদ্ধ দৃষ্টি বহু ম্যাডোনার ছবিও দেখে যেতে থাকে সে। এর প্রত্যেকটিই তার ভালো লাগে। মুহূর্তকাল সে তাকিয়ে থাকে সেই দেবতার ছবিগুলোর পানে যাকে মানবজাতি জীবন্ত করবার প্রয়াস করেছে। কিন্তু এই যে পায়েটার (Pieta) তরুণী নারী মূর্তি যার কোলে রয়েছে তার বয়স্ক মৃত পুত্র। এ হল আরেক জিনিস, ব'সে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সে। এখানেও আছে দুঃখবহন, কিন্তু এ দুঃখ সৌন্দর্য্যে মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

অকস্মাৎ সে তার লেখার টেবিলের দিকে যায়, তাকিয়ে থাকে তার মায়ের ছবিটির দিকে। মা বাবার যখন সুখের সময় ছিল, যখন তার মা তরুণী এবং সুন্দরী ছিল, তখনকার তোলা ছবিখানি। "বাঃ এ যে পায়েটারই মতো!" অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বলে ওঠে সে. আর তার গম্ভীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ বসে বসে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

শোবার ঘরের ড্রয়ারে যখন সে তার কাপড় চোপড়গুলো রাখছে তখন কেমন অদ্ভুত লাগতে থাকে তার। আগেকার দিনে এই সব কাজ ছিল লুইসের; ড্রয়ারগুলো সুশৃঙ্খলায় না রাখার জন্য একাধিকবার লুইসের ধমক খেয়েছে সে। সে কাল আর নেই আজ। সে তার সার্টগুলো ইস্ত্রি করত, তার বোতাম লাগিয়ে দিত। লুইসে সব সময় তারই পক্ষ সমর্থন করত "তোমাদের মাঝেকার এই যে অবস্থা সে কি তোমার নিজের দোষে নয়? হ্যাঁ। তাকে পত্র লিখে কি সব ঠিক করে নিতে পার না কিম্বা ছুটিতে সেখানে কি যেতে পার না?" মাথা নাড়ে আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে। "পাপ বস্তুটা কী? আমাদের অন্তরাত্মার

ছায়ান্ধকারে নানা শক্তি ইচ্ছামতো ক্রিয়া করছে। তাদের সংযত করা? পার কি তুমি? সেইটেই তো আমাদের চেষ্টা করতে হবে?"

আবার চারদিকে তাকায় সে অসহায়ের মতো। "কিন্তু লোরেন্টস, এ তোমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে।"

এখনো শুতে যাবার মতো রাত হয়নি মোটেই; পাইপটা ধরিয়ে সে মেঝের প'রে পাইচারি করতে আরম্ভ করে। মোটের ওপর তার সমুখে আজ যে-কাজ দেখছে সে, তার তুলনায় আর কিছুই কিছু নয়। একথা নিশ্চিত সে লুথার নয়; না। তা নয় সে কিন্তু তবু সে বিদ্রোহী। অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনে যখন সে, তখন তার মনে হয় সে যেন একজন গুপ্তচর; প্রতিনিয়ত সে আক্রমণের ঘাঁটি খুঁজছে। বেঞ্চের ওপর অন্য ছাত্রেরা তার চেয়ে বয়সে ছোট, বেশির ভাগই এসেছে পাড়াগাঁ থেকে; তাদের কাছে ধর্মতত্ত্ব এমন একটা বিষয় যা তারা মুখস্থ করতে বাধ্য; উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে পাদ্রীর পেশা কী রকম হবে তাই নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে আর কোন্ প্রাদেশিক ভাষায় তাদের ধর্ম্মোপদেশ দিতে হবে তাই বলাবলি করে। মুহূর্ত্তের জন্যও তাদের মনে হয় না যে, তাদের পার্শ্বোপবিষ্ট সে জানে যে খৃষ্টীয় চার্চের (church) পতন অতি আসন্ন, আর সে নিজেই সেই শেষ ধাক্কা দিতে মনস্থ করেছে।

এদিকে মাঝে মাঝে রবিবারে সে গির্জ্জায় যায় আর রক্ত পিপাসু হিংস্র জন্তুর মতো চুপিচুপি বসে বসে পাদ্রীকে লক্ষ্য করতে থাকে। পাদ্রীদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। করুণার কথা স্মরণ করে আকাশের দিকে চোখ তুলে তারা পাপের বিষয়ে নাকিকান্না কাঁদে—একই কথার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। একই গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে একই বাক্যরাশি বেরিয়ে আসতে থাকে।

নতুন রেকর্ড লাগাবার সাহস কি হবে না কারো? মানুষ কি শুধুই পাপী, আর কিছুই নয়? স্বর্গের জন্য প্রস্তুতি ছাড়া কি তার কোনো

কাজ নেই? এই পৃথিবীতে প্রতিপদেই কি আমাদের খিটখিটে জিহোভা-ঈশ্বরকে (যিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কেবলি মানুষের অসতর্ক মুহূর্তের উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথা বসে বসে শুনছেন) তাঁকে খুসী রাখার কথা ছাড়া কি আর কিছু ভাববার নেই? নাজারেথের পয়গম্বর বলছেন, শেষ বিচারের দিন তোমাকে এর জন্য জবাব দিহি করতে হবে; আর পাদ্রীপুরোহিতেরা গম্ভীরভাবে এই কথাটির ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের রবিবাসরীয় ধর্ম্মবক্তৃতা রচনা করে চলেছেন।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এই যে কেন্দ্রীয় পুরুষটি যাঁকে এঁরা কত না নামে অভিহিত করেন, এঁর প্রতি লোরেন্টস্‌এর বিদ্বেষ বেড়েই চলেছে। তার মনে হয় যেন সে ওই মূর্ত্তিটিকে ঘিরে কেবলি পদচারণা করছে আর ক্রোধ যেন ওর বেড়েই চলেছে। কোনদিন সে প্রমাণ করবে যে এই মূর্ত্তিটি একটি প্রতিমা মাত্র যা মানবজাতিকে নীচের দিকে নিয়ে চলেছে; সে এই মূর্ত্তিকে ধূলিবিলীন করবে বলে সঙ্কল্প করেছে। এই প্রতিভাশালী ধর্ম্ম-প্রচারকটি মানুষের জীবনকে কী শোচনীয়ই না করে তুলেছেন। ইনি মানুষকে কেবলি নিজের ওপর দোষারোপ করে আর্ত্তনাদ করতে শিখিয়েছেন; তাদের পাপের বোঝা নাকি এতই ভারি যে তাদের অনন্ত নরক হওয়া উচিত এই ভাণ করতে শিখিয়েছেন; যাতে তারা ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের রক্তের দ্বারা মুক্তি এবং করুণার যোগ্য হতে পারে সেইজন্য তাদের এই সব বিশ্বাসের ভাণ করতে হয়। আর আমাদের কালেও এটা চলেছে! সে যখন পুরোহিতের মঞ্চে দাঁড়াবে তখন সে খোলাখুলি বলবে। গ্রীকেরা জগৎকে সুন্দর করেছিল; পুষ্প, সুরা, মানসগুণাবলী, কবিতা, আর্ট, প্রেম আর কৃষিকর্ম্ম প্রত্যেকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অথবা দেবতা ছিলেন। দৈনন্দিন জীবন এবং স্বাভাবিক জীবনবিকাশকে পবিত্র এবং উন্নয়িত করা হয়েছিল। তাদের কালে জীবন ছিল সমৃদ্ধতর, আকাশ যেন ছিল আরো বিশাল, আরো উঁচু, আর যে-পৃথিবীতে আমরা সঞ্চরণ করি তা ছিল অনেক বেশি

সুন্দর। তবু এই ধর্মগুলো চিরতরেই মৃত হয়েছে। তাদের পরিবর্তে তুমি কোন্ ধর্মকে দাঁড় করিয়েছ ?"

সে একখানি নূতন ধর্মগ্রন্থ প্রস্তুত করবার চেষ্টা করছে যাকে আশ্রয় করে কোনোদিন সে ধর্ম প্রচার করবে। তাতে শুধু প্লেটো, সেনেকা, কনফুসিয়স, ভারতীয় এবং পারস্যদেশীয় সাধুদের উক্তি নেই ; না, তাতে সে আধুনিক দৈনন্দিন জীবন থেকে, যে সব শ্রমিক আর কারিগরদের সঙ্গে সে হোটেলে এক সঙ্গে বসেছে কিম্বা ট্রেণে ভ্রমণ করেছে তাদের কাছ থেকে সে এই সব স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করেছে। কিন্তু এতেই কি পর্য্যাপ্ত হল ? না।

সে পাইচারি দিতে থাকে ; পরদাগুলো ফেলা হয়েছে জানলায়। আবার একটা নতুন পাইপ ধরায় সে ; সে নিঃরঙ্গ।

বাইরে, শেষ ট্রেণ থেকে লোকেরা আসছে। তারা দেখতে পায় ওপরের বাড়িটার দোতলায় নতুন ভাড়াটের ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। জানলার ওপর যে-পরদা টেনে দেওয়া হয়েছে তার ওপর তার ছায়াটা সঞ্চরণ করছে। তারা ভাবে, নিশ্চয়ই এটি ছাত্র, তাই এখনো পড়ছে আর আগামী পরীক্ষার কথা ভাবছে।

এই গত দুবছর কতবারই না সে এমনি করে পাইচারি করেছে। সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করছে একটি উদগ্র কামনা যা একটি শাশ্বতী ভাবনার মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করতে চায় ; কিন্তু অন্যেরা যে-সব পরিকল্পনা তুলে ধরে তাতে তার চলেনা। তবে কি সে তার নিজের জন্য একটি পরিকল্পনাও আবিষ্কার করতে পারবে ? পাখী উড়ে যায় আকাশের দিকে, ভাবে যে শেষে সে স্বর্গে পৌছবেই ; কিন্তু অবশেষে আবার তাকে ফিরে আসতে হয়, বিশ্রামের জন্য ধরণীর পরেই আশ্রয় শাখা আবিষ্কার করতে হয়। লোরেন্টস্ সহায়তা খুঁজে বেড়ায় নানাস্থানে। ওই তো ক্রসেথের হেমন্ত-দৃশ্যের মধ্য থেকে উৎসারিত হয়েছিল অর্গ্যান-সঙ্গীত। তরঙ্গের পর

তরঙ্গ—গ্রামদেশের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দীপালোক; আকাশ মণ্ডলে নক্ষত্ররাজি; এই সমস্তকে পরিব্যাপ্ত করে আছে একটি স্বপ্ন, স্বপ্নে সে হয়েছিল নিমগ্ন। তখন কি সে পরিত্রাণের কথা চিন্তা করেছিল? না সে নিজের কথা কি ভাবছিল তখন? মোটেই না। সে ছিল এক ধ্যানানন্দ, অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যভরা জীবনের আনন্দ এবং সকৃতজ্ঞ অনুভূতিতে পরিপূর্ণ, সে ছিল বিশ্বের মধ্যে, নিত্যকালের মধ্যে, তার সত্তার নিমজ্জন। সেই কি যথেষ্ট হল? না।

পিতামাতার সঙ্গে প্রথম সক্ষাতের পর সে যে পদব্রজে পার্ব্বত্য ভ্রমণে বেরিয়েছিল সেই কথা মনে পড়ে তার, আর মনে পড়ে, কেমন করে সেই নিস্তব্ধ রাত্রিবেলা একটি ঘণ্টা তার পিতামাতার নামকে ধ্বনিত করে তুলেছিল। কিন্তু তাতেই কি পর্য্যাপ্ত হল? না।

তারপর সেই তরুণ তরুণীদের সঙ্গে পাহাড়ে গাড়ী হাঁকানোর পর পর্ব্বত পার্শ্বে সেই যে সে গ্রীষ্মরাতে শুয়েছিল আর ভোর হয়ে এসেছিল। আলোকের শক্তিপুঞ্জ তার চারিদিকে ভিড় করেছিল আর সে আকাশ-পথ দিয়ে যেতে দেখেছিল এক তরুণ ভগবানকে, তখন তার দেহ মনে সে অনুভব করেছিল যেন তার পরিপূর্ণ হৃদয় থেকে জেগে উঠছে একটি স্তব-সঙ্গীত,—প্রভাতের স্তব, যৌবনের স্তব, সুন্দর জীবনের স্তব—আর এই সমস্তের পশ্চাতে যে রহস্য সত্তা তার স্তব। তাতেই কি পর্য্যাপ্ত হল? না।

ওই তো অধ্যাপকদের বক্তৃতার নোট পড়ে রয়েছে, যা সে বার করেছে বাক্স থেকে। কঠোর অধ্যয়ন করেছে সে, বিপ্লবী হবার সাধনা করছে সে। সেই কি যথেষ্ট? যখন পুরানো চার্চকে (ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে) সে নিপাতিত করবে, তার জায়গায় দাঁড় করাবার মতো কী আছে তার?

এবার আবার গতি বন্ধ হয়ে যায় তার, সহায়তার জন্য সে চারদিকে তাকায়। বাবা মাকে সব কথা জানিয়ে পত্র লিখতে, তাঁদের কাছ থেকে

পত্র (সেগুলো সব সময়ই মায়ের হাতে লেখা) পেতে আনন্দ হয় তার। সে বুঝতে পারে কী একটা পার্থক্য বোধ তাঁদের পরামর্শ দিতে বিরত করছে। সেটা ভালোই, আপন ইচ্ছায় সে পরামর্শ গ্রহণ করবে না। তবু পত্র পড়তে পড়তে কখনো কখনো·এ ফাঁকে সে ফাঁকে যেন সে তার বাবার হস্তাক্ষর দেখতে পায় মনে হয়, খানিকটা কথা বলতে গিয়েই যেন আবার সে কথা চাপা দেওয়া হয়েছে। বড়দিনের সময় বাবা তাকে বলছে: "তোমাকে খৃষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে কিম্বা তাঁকে নবরূপ দান করতে হবে।" নিশ্চয়, সে কঠোর সংগ্রাম ক'রছে তাঁর বিরুদ্ধে, কিন্তু ওই নব রূপায়নের কথা—সেইটেই সে সব চেয়ে বেশি চায়, কিন্তু পারবে কি সে?

রাত্রি দ্বিপ্রহর। বিলম্বিত একখানি আগমনকারী ষ্টীমারের সাইরেনটা বন্দরে বেজে উঠল। বোর্ডিং-এর লোকেরা বিশ্রাম মগ্ন। বুট জুতো খুলে ফেলে সে, যাতে তার নীচের লোকদের বিঘ্ন না হয় তার পায়চারির শব্দে।

এবার যতদূর পারে সে, অতীতের সুন্দরতম স্মৃতিগুলোকে ডেকে আনে, জ্যোতির্ময় দেবাত্মার মতো তারা দলে দলে এসে ভিড় করে তার চারিদিকে। আমাদের অংশ গ্রহণ করতে দাও, নূতন মন্দির নির্ম্মাণের কাজে আমরা তোমায় সাহায্য করব। আমাদের নিয়ে চল তোমার সঙ্গে। নিয়ে চল আমাদের! কিন্তু তাতেই কি হবে?

অবশেষে শুতে যেতে হয় তাকে।

কিন্তু এবার আরম্ভ হয় এক সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। আলো নেবাতে তার ভয় করে। কিছুদিন যাবৎ এই রকম হচ্ছে তার। এই যে চোখ বুজে রাত্রি আর নিদ্রার কাছে আত্মসমর্পণ, এ যেন মৃত্যুর বহিঃ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করা। এইবার তার নিজের ওপর অসন্তোষটা তীব্র হয়ে ওঠে। সুদূর আলোড়নে উদ্বেলিত সমুদ্রের মতো, দিনের বেলাকার জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জীবন তার মধ্যে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে।

ছেলে বেলা থেকেই রাতের বেলা তার মনে হয় যেন সে দুজন; তার যে শ্রেষ্ঠসত্তা, যে যথার্থ লোরেন্ট্স্ সে অন্ধকারে তার মাঝ থেকে বেরিয়ে এসে সরে দাঁড়ায় আর ঘরে পাইচারি দিয়ে বেড়ায়। শয্যায় যে-লোরেন্ট্স্ শুয়ে থাকে সে যা কিছু অসমাপ্ত রেখেছে, ওই লোরেন্টস্ যেন সেই সব সম্পন্ন করেছে। প্রতি রাত্রে ঘুম আসার আগে সে দেখা দেয়। তারি সঙ্গে সেও যেন বড় হয়ে চলেছে। এখন তার বয়স চব্বিশ, অন্য লোরেন্টস্ আবার মেঝের 'পরে পাইচারি দিতে থাকে। "দেখ," সে বলে, তোমার আর লুইসের মধ্যেকার ব্যাপারটা কী রকম? ক্রসেথের মায়ের প্রতি কী রকম আচরণ করলে তুমি? অমুকের প্রতি, অমুকের প্রতি—আর সেই তার প্রতি?"

যে-লোরেন্ট্স্ শুয়ে আছে সে এই সব চিন্তার হাত থেকে রেহাই পায় না। গির্জার-বিরুদ্ধে-বিদ্রোহী এরা তার নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করেছে। আর যে পাইচারি দিচ্ছে মেঝের ওপর, তার আকৃতি তারই মতো বটে, কিন্তু সে লুইসে, ক্রসেথের মা আরো অন্য সকলের সঙ্গেই নিখুঁত আচরণ করেছে। সেবার যখন উইল পড়া হল আর এটর্নী চলে গেলেন, তখন সে-ই ভেতরে গিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে লুইসের আনন্দ কামনা করতে পেরেছিল। তারপর সে তাকে আর কষ্ট দেয় নি; বছরের পর বছর সে তার বিরুদ্ধে মনে মনে বিষ সঞ্চয় করছে না। সে ক্রসেথের মাকে প্রবঞ্চিত করে নি, সে তাঁর ঐশ্বর্য্যের বিরুদ্ধে প্রচার করতে করতে তাঁর উত্তরাধিকারী হবার আশা পোষণ করে নি। না, সারাক্ষণ লক্ষপতি হবার নিশ্চিত মন নিয়ে সে কম্যুনিষ্ট হয় নি।

অবিশ্যি এই মূর্ত্তিটা কল্পনা মাত্র। কিন্তু তবু সে তাকে পরিষ্কার দেখতে পায়। অবশ্য, দীর্ঘ অভ্যাসের পরিণাম এটা। ওই মূর্ত্তিটি মেঝের ওপর পাইচারি দিতে থাকে কিছুই না বলে; লোরেন্টেসের মধ্যে কে যেন এইজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করে। কেবল, লোরেন্ট্সের যা

কিছু করা উচিত ছিল ওই মূর্তিটি সেই সব করছে, এইটেই তাকে এত লজ্জা দেয়। এই অনুভূতিটাই ক্রমশঃ তাকে আরো বেশি করে আচ্ছন্ন করতে থাকে যে যে-অন্যায় সে করছে তার প্রতীকার সে করতে পারবে না কখনো। চোখ তুলে তাকায় সে; এই মনে ক'রে কতকটা সান্ত্বনা পায় সে যে ওই মূর্তিটি অন্তত যা উচিত তা করছে। অবশেষে একেবারে চোখ বন্ধ করে সে কিন্তু মানস নেত্রে সে যেন তাকে আরো বেশি স্পষ্ট দেখতে পায়।

অবশ্য এটা কল্পনার খেয়াল মাত্র, হয়ত ছেলেবেলাকার একটা অভ্যাস মাত্র।

৬

বড়দিনের ঠিক আগে এক ধূসর শীতের দিনে লুইসে ট্রেন থেকে অবতরণ ক'রে বোর্ডিংএর দিকে উর্দ্ধগামী পথ ধরে চলল। দুটি বছর হয়ে গেছে সে দেখেনি তাকে, আর যেন সে সইতে পারল না। অতি বিরল যে সব চিঠি সে পেয়েছে তার, তাতে স্বল্প কয়েক ছত্রের বেশি কিছুই থাকত না; কিন্তু এবার সে একটা শেষ চেষ্টা করবে; তা ছাড়া আজ সে তার কাছে চলেছে আরো একটা কাজ নিয়ে।

দোরে শব্দ করে, তার অভ্যস্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে প্রবেশ করল। এমনটা কিছুতেই মনে হতে দেবে না সে যে তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত কিছু ঘটেছে। তবু প্রবেশ করেই সে একটু থামল, আর অভিবাদন স্বরূপ কিছু বলতে ভুলে গেল।

চমকে লেখার টেবিল থেকে লোরেণ্ট্স্ উঠে দাঁড়াল, পাইপটা রেখে, মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিল। পরস্পরের পানে চেয়ে হাসল তারা দ্বিধাভাবে। লোরেণ্ট্স্ ভাবল, অথবা তার একটা অংশ ভাবল: ও কি

আবার তোমাকে উপদেশ শোনাতে এল নাকি ? কিম্বা ধর্ম্মতাত্ত্বিক হয়েছে বলে তোমার মুখের ওপর ঠাট্টা করতে এসেছে ? কিন্তু তবু সে নিজকেই বলতে শোনে, 'আরে, তুকি না কি ? বড় আনন্দ হচ্ছে।'

তখনো তারা পরস্পর থেকে দূরেই দাঁড়িয়ে থাকে। লোরেন্ট্‌স্‌ এগিয়ে এসে তার হাত ধরে না।

লেখার টেবিলের দিকে তাকিয়ে, কিছু একটা বলবার জন্যই লুইসে বলে, "চশমা ধরেছ না কি ?"

"ও এমন কিছু নয়। তোমার 'ফর' (fur) টা কিন্তু চমৎকার। এটা কি পারীতে কিনেছিলে নাকি ?"

"আমি সেখানে গিয়েছিলাম, জান তাহলে ?"

"হ্যাঁ, গত বছর, না ? মা এই সম্বন্ধে কি লিখেছিল।" এটা কেমন যেন ভালো শোনায় না, ও এগিয়ে এসে লুইসেকে ব্যাপারটা খুলে ফেলতে সাহায্য করে। কারা যেন ওর মধ্যে অনুনয় বিনয় করে বলতে থাকে লুইসেকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে। হয়ত তখন দুজনই কাঁদতে আরম্ভ করবে—কিন্তু তাহলে তো লুইসে অনায়াসেই বিজয়িনী হয়ে দাঁড়াবে।

লোরেন্ট্‌স্‌ পিছিয়ে গেল তার লেখার টেবিলের দিকে, লুইসে বললে, "বদলে গেছ তুমি।"

"পরিবর্ত্তন হয়ই। কিন্তু তুমি, তুমি সেই তেমনি বন্য গোলাপটিই রয়ে গেছে ; কেউ তোমার প্রার্থী নেই নাকি ?"

"হ্যাঁ, আছে।"

তাই নাকি ?" লোরেন্ট্‌স্‌ কথাটাকে ঠাট্টা বলেই নিতে চায়—কিন্তু হয়তো লুইসে সত্যি করেই বলছে ?

ঝোঁকের মাথায় লুইসে বলে ওই কথা, লোরেন্ট্‌সের কেমন লাগে দেখবার জন্য। হয়ত, যদি সে কারো অনুরাগিণী হয়ে পড়ে সেটা ওরু মনে বাজবে।

"তুমি কি আমায় তাই—তাই বলতে এসেছ?" ব'লে লোরেন্ট্স্ হাসবার চেষ্টা করে।

"না।" লোরেন্ট্স্ হয়ত সে ব্যক্তিটিকে জানতে চাইবে এমনি প্রত্যাশা নিয়ে সে তাকায় তার দিকে। সেও বুঝতে পারে কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে না সে—লুইসে নিজেই বলুক সে কথা।

"তোমাকে একটা ছবি দেখাতে এসেছি।" বলে লুইসে। "আমার বোধ হয় ক্রসেথের মায়ের সমাধির ওপর একটা শিলাস্তম্ভ (stone) স্থাপন করা উচিত।" হাতব্যাগ থেকে একটা কাগজ বার ক'রে লুইসে দেয় তাকে।

এবার তারা ছবিটা দেখবার জন্য পাশাপাশি বসে এসে সোফায়, দুটি মাথা কাছাকাছি হয়ে আসে। "আমি ভেবেছি পালিস করা গ্রানিট দিয়ে এটা তৈরী হবে" বলে লুইসে। "তোমার কি কোনো আপত্তি আছে?"

"না, আমার আবার আপত্তি কিসের? এ তো বেশ ভালো দেখাচ্ছে।"

যে-প্রশ্নটাকে লুইসে ভয় করে সেই প্রশ্ন ওঠে এবার। যদি বলে সে যে এর খরচাটা সেই দেবে হয়ত ভাববে যে লুইসে তাকে দরিদ্র মনে করে। আর যদি সে তাকে খরচার অংশ দেবে কি না প্রশ্নে করে তাহলে সে হয়ত বলতে পারে যে সব দিক থেকেই এর সবটা খরচা লুইসের একাই বহন করা উচিত।

"হ্যাঁ" দাঁড়িয়ে উঠে লোরেন্ট্স্ বলে, "তুমি এইটের কথা ভেবে ভালোই করেছ। যদি নাও তো, আমি আমার যৎসামান্য দিতে চাই এর জন্য।"

"যদি নিই?" লুইসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল "আমরা দুজনে মিলে এ কাজটি করব এতে আমি যে কত খুসী তা তুমি নিশ্চয়ই জান।"

নরম টাই লাগানো নতুন স্যুট পরা, শ্মশ্রুবিহীন বলিষ্ঠ মূর্তি লোরেন্ট্‌স্‌ অলসভাবে ঘুরে বেড়ায় ঘরে। তাকে দেখে মনে হয় এখনো সে ব্যায়াম করে থাকে। এখনো হয়ত তার বিদ্রোহী কেশগুচ্ছে পোমেড মাখে সে আর রাতের বেলা তার উপর পট্টি বেঁধে শোয়; কিন্তু এখনো চুল তার সমান হয়ে থাকে না। তার মুখে বয়স্কতার চিহ্ন পড়েছে, মুখের রেখা কঠিনতর হয়েছে. পুরু ভুরুর নীচে চোখ দুটি আরো যেন বসে গেছে।

"আজকাল তাহলে তুমি এইখানে থাক" ব'লে লুইসে তাকায় চারদিকে।

"হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছ, চিলে কোঠার চেয়ে বিশেষ ভালো নয়। ভালো কথা, গত বড়দিনে যে টেবিল-ঢাকাটা পাঠিয়েছিলে তার জন্য ধন্যবাদ। ওই দেখ টেবিলের ওপর পাতা আছে সেটা। আর সোফার 'কুশ'নটাও তো তুমিই দিয়েছ। আশা করি লিখে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম তোমায়।"

"নিশ্চয়ই, তুমি তো সেরা পত্র লিখিয়ে একজন!" ব'লে লুইসে হেসে ওঠে। "কিন্তু এবার বলতো, চশমা নিয়েছ যে, ব্যাপারটা ঠাট্টা নয় তো?"

"না প্রাচীন ভাষাগুলো শেখার জন্য যে হাড় ভাঙা খেটেছিলাম, তারি ফল এটা। তাড়াতাড়ি সারতে চেয়েছিলাম, তাই···যাক, এখন আবার ঠিক হয়ে গেছে।" বলে সে চোখের ওপর হাত বুলিয়ে নেয়। এতদিন অপরিচিতদের মাঝে থাকার পর এই বোনের উদ্বিগ্নতা তার কাছে অভিনব লাগে।

"প্রাচীন ভাষাগুলোকে তুমি কত অবজ্ঞা করতে!"

"কোনো কোনো জিনিসের জন্য কষ্ট স্বীকার করতেই হয়।"

"যাতে স্বর্গ পাওয়া যায়?"

"চুপ—তুমি ধর্মতাত্ত্বিকের সঙ্গে কথা বলছ।"

"ধর্মতাত্ত্বিকেরা বুঝি স্বর্গ মানেন না আর?"

"ধর্মতাত্ত্বিকেরা ওর চেয়ে গুরুতর বিষয়ে বিশ্বাস করবেন।"

"নরকে?"

"জীবনে।"

"পরলোকে?"

"এইখানে।"

কথা কাটাকাটি—সেই পুরানো দিনের মতো। কিন্তু অবিলম্বেই লুইসে বুঝতে পারে যে এভাবে তার সান্নিধ্য পাবে না সে।

"কেমন চলছে তোমার? ক্রসেথের কৃষিকর্মে উন্নতি হচ্ছে তো?" এবার লোরেণ্ট্স্-এর কৌতূহলী হবার পালা।

"ও হ্যাঁ; কিন্তু জিনিসপত্রের দাম তো একেবারে নেমে গেছে।"

"ঘোড়ার দাম কিন্তু ঠিকই আছে।"

"এত জান যখন তখন বাজার দরের সন্ধান রাখ তুমি?"

"পাড়াগেঁয়ে লোক ছাড়া আমার আর কিছু হওয়া ঘটবে না।"

"ভালো কথা, ক্রসেথে একজন তোমার কথা সর্বদাই জিজ্ঞাসা করে। তোমার অভাব যে সেই (নারী) কতটা অনুভব করে তা তুমি জান না।"

"নারী?"

"হ্যাঁ, লেডী। তুমি যে কেন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতে চাও না তা সে বুঝে উঠতে পারছে না।"

"আমার স্থান নেবার প্রচুর লোক আছে।"

"ও হ্যাঁ—আমার বোধহয় তাছাড়া আর পথ নেই।" কথাটার প্রভাব-লক্ষ্য করবার জন্য লুইসের দৃষ্টি আবার তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। লোরেণ্ট্স্ চমকে উঠে তাকাল দেখে লুইসের তৃপ্তি হল বটে কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তকালের জন্য। লোরেণ্ট্স্ ইচ্ছে করেই আর কোন প্রশ্ন করে না।

"তোমার কি এখানে থাকতে সত্যি ভালো লাগছে, লো?"

"পাতাঢাকা গাছগুলোর অভাব অনুভব করি। ওগুলো না হলে হেমন্ত, বসন্ত কিছুই চোখে পড়ে না।"

এক নিমেষের জন্য ক্রসেথের বিস্তৃত দৃশ্য—হ্রদ, আবাদী জমি বার্চ আর আস্পেনকুঞ্জ, আর হয়ত সব চেয়ে বেশি করে জমিদার বাড়ী পর্যন্ত যে মেপল-বীথিকা (বসন্তে যা পত্রপুঞ্জে পরিপূর্ণ আর হেমন্তে যা সোনালি হয়ে ওঠে) সেইটে আর নিম্নে তৃণাচ্ছন্ন ভূমি আর হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র—এই সব ভেসে ওঠে দুজনের চোখে। সেই প্রকাণ্ড ফলের বাগান যা বসন্তে ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে যায় আর হেমন্তে লাল ফলে ভরে ওঠে তারা চুপ করে থাকে ক্ষণকাল, একই স্মৃতিপ্রবাহে ভাসতে ভাসতে তারা পরস্পরের পানে তাকায়।

"লোরেণ্ট্‌স্‌" হঠাৎ লুইসে বলে ওঠে, "তুমি এমন করলে কেন ?"

"কি করলাম ?" এইবার লুইসের কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর কোমলতর হয়ে ওঠে যেমন ছিল তাদের ছোটবেলায়। অজ্ঞাতসারে লোরেণ্ট্‌সেরও কণ্ঠস্বর তেমনি হয়ে ওঠে।

"আমি কিসের কথা বলছি তা তুমি খুবই বুঝতে পারছ।" ব'লে লুইসে লেখার টেবিলের ওপরকার নোট-বইগুলোর দিকে তাকায়।

"সে কথায় আর কাজ কি ?" বলে বিষণ্ণ হাসি হাসে লোরেণ্ট্‌স্‌।

"বল না লো—কেন এরকম করলে তুমি ?"

"জেরা করছ না কি ?"

হ্যাঁ"।

"তাহলে আমরা বিশেষ এগুতে পারব বলে মনে হয় না" বলে লেখার টেবিলে হেলান দিয়ে লোরেণ্ট্‌স্‌ জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে।

নিজের মধ্যে আপনাকে গুটিয়ে নিয়ে যখন সে দাঁড়িয়ে থাকে, লুইসে আবার সাহসে ভর করে আরম্ভ করে। "হয়ত তুমি রাজনৈতিক পুরোহিত

হতে চাচ্ছ আর লোককে এই শিক্ষা দিতে চাচ্ছ যে পরস্পরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ভোগ করাটাই একমাত্র প্রয়োজন ?"

বিশেষ সুবিধা হয় না এই আক্রমণে, কিন্তু এটাও কাটিয়ে যেতে সাহায্য করে লোরেণ্ট্‌স্‌—কারণ তার মনে হয় ইতিমধ্যে যথেষ্ট তিক্ততা জমেছে তার মনে।

"যদি ওইভাবে সব মীমাংসা হয়ে যেত তাহলে ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে যেত।"

কথাটা কটু শোনাল, কিন্তু লুইসের অভিপ্রায় তা ছিল না। তাই সে আরেক দিক দিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। "অবশ্য তুমি জান অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস যে ওই কেন্দ্রীয় ব্যক্তিটি কখনো সত্যি ছিলেন না ?"

"হ্যামলেট আর ফাউস্টও কখনো ছিল না। তবু মুস্কিল এই যে তারা অমর।"

"তাহলে তুমি মনে কর যে তিনি সত্যিকার হোন বা না হোন তাতে কিছু যায় আসে না ?"

লোরেণ্ট্‌স্‌ স্মিতহাস্য করে মাথা নাড়ে। "ঈশ্বর সম্বন্ধেও কি তুমি তাই মনে কর ?"

"ঈশ্বর কী ?"

এবার লুইসে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে আর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওর পানে।

"তুমি ধর্মতাত্ত্বিক হয়ে ও কথা জিজ্ঞাসা করছ ?"

"সেইজন্তেই তো আমি ধর্মতাত্ত্বিক।"

এমনি সব বিপরীত কথার অন্তরালে কী সুচতুর ভাবে সে আত্মগোপন করতে থাকে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে ওর চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করবার আশা আর লুইসের নেই।

কেমন অসহায়ের মতো লুইসে তার দিকে তাকায়! "তবু পুরোহিত হয়ে—খৃষ্টধর্ম প্রচার করবার সঙ্কল্প তোমার?"

"খৃষ্টধর্ম নেই আর। এখন শুধু আছে কতকগুলো পুরোহিত যারা প্রচলিত ধার্মিক সংস্কার নিয়ে ঝগড়া করছে আর রাজনীতিজ্ঞ আর মহাজনদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলেছে।"

"তবু তুমি তাদেরই একজন হতে চলেছ?"

"সেইজন্যই তো" ব'লে লোরেণ্ট্স্ পাইপটা ভরতে থাকে।

লুইসে উঠে দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। তারপর ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, "শোন লো, তোমার সমুখে কী রয়েছে সত্যি জানতে চাও?"

"একটা গৌরবময় কাজ।"

"একটা ভয়ঙ্কর সংগ্রাম। একথাও নিশ্চিত বলা যায় না যে তুমি চার্চে প্রবেশ করতে পারবে কি না।"

"তা হলে আমি আমার নিজস্ব 'চার্চ' গড়ে তুলব।"

"তার জন্য তোমার কি সহায়তার কোনো প্রয়োজন নেই?" আবার লুইসের কণ্ঠস্বর নেমে আসে, তার দিকে একরকম অনুনয়ের ভঙ্গীতেই তাকায়।

বিস্ফারিত নেত্রে যেন বহুদূর থেকে লোরেণ্ট্স্ তাকায়, আগের মতই স্মিতহাস্যে বলে, "না, সমস্যাটা কাঠের নয়, সেটা তো কাজের সবচেয়ে সহজ অংশ।"

এবার লুইসে মাথা নীচু করে মুহূর্তকাল মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর তার কোট আর হ্যাটটা কোথায় দেখে।

অন্য স্বরে লোরেণ্ট্স্ বলতে থাকে "আমি কি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত আছি দেখাই তোমায়।" বলে একটা মোটা কাগজে (boards) বাঁধানো খাতা বার করে সে। "আমি ভগবানের বাণী সংগ্রহ করছি হিব্রুদের

কাছ থেকে নয়, কিন্তু যে সব দ্রষ্টা আমাদের আরো কাছে রয়েছে তাদের কাছ থেকে। এই দেখ একটা বাণী যা পেয়েছি এক বৃদ্ধা শ্রমিক নারীর কাছ থেকে, যে সারাজীবন কয়লার বোঝা বয়েছে এবং শেষে যার দুটো পার্শ্বেই 'রাপচার' (rupture) হয়ে গেছে। তার স্বামী পুত্রেরা সবাই মদ খায়, আর তাকে ওই গুষ্টির খাবার যোগাতে হয়। এখন তার বয়স আশি হবে, কিন্তু সব সময়ই সে প্রফুল্ল মন।

"একদিন এক প্রতিবেশিনী এসে বলে যে তার স্বামী ভারা থেকে পড়ে গিয়ে তার ঠ্যাঙ ভেঙে ফেলেছে, এই বলে ঠকিয়ে তার কাছ থেকে দশ শিলিঙ আদায় করে। কিন্তু শীগগিরই বেচারী জানতে পারে যে এ সমস্ত কাহিনীটাই মিথ্যা। সে কিভাবে এ ব্যাপারটা গ্রহণ করল জান? "আমাদের প্রভুর সম্বন্ধে এমনি করে মিছে কথা বলার কথাটা একবার ভেবে দেখ!' এই কথাটি নিয়ে আমি কোনোদিন ধর্ম-উপদেশ দেব।"

"তুমি কি প্রায়ই শ্রমিকের বস্তিতে যাও?"

"হ্যাঁ, ওখানকার লোকদের এখনো মেরুদণ্ড আছে। জীবন্ত আত্মা আছে। তাদের অবস্থা যদি এমন ভালো করা যায় যাতে তারা ধনী পল্লীর লোকদের মত হয়ে উঠবে, তাহলেই তাদের সবচেয়ে বড় অনিষ্ট সাধন করা হবে।"

"তাদের মাঝে যেতে ভালো লাগে তোমার?" বই রেখে লোরেন্ট্স্ তার দিকে ফিরে বলে, "না।"

"তবু যাও?"

"এটা বুঝতে পার কি যে, এই যারা দুর্গন্ধ আর অন্ধকারের মধ্যে বাস করে ওরাই বেশি ক'রে চায়…"

'মুক্তি' ব'লে লুইসে হেসে পাদপূরণ করে।

"হ্যাঁ, আমি বেশ বিশ্বাস করতে পারি যে ওই রকমের জায়গায়ই প্রথম ওই কল্পনাটা জেগেছিল।"

"কিন্তু ওই কল্পনাটাকে তো তুমি কিছুতেই চাও না।"

"তুমি আমার সম্বন্ধে খবর রাখ নাকি ?"

"তুমি কি করছ না করছ তার খোঁজ রাখার চেষ্টা করে তোমার বিশেষ অনিষ্ট করিনি নিশ্চয়ই ?"

লোরেন্ট্স্ নিজের চিন্তাধারা অনুসরণ করে চলে। "খনিতে বৈদ্যুতিক সূর্য্য অসাধ্য সাধন করছে, কিন্তু উন্মুক্ত দিবালোকে তা অনাবশ্যক। আমি চাই উন্মুক্ত দিবালোক। আমরা বড় হয়েছি এক বিশাল পরিবেষ্টনের মধ্যে, তাই আমরা অন্য উপায়ে দিব্যসত্তাকে আবিষ্কার করতে পারি। আমাদের মুক্তিদাতার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"অনেকে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, লো। তোমার বোন—তোমার পুরানো ঘর, এদের দিয়ে তোমার কি আর কোনো প্রয়োজন নেই ?"

"এমন কাজ আছে যা একাই করতে হয়। কোনো দিন অন্যরকম দাঁড়াতে পারে।"

"কিন্তু মা-বাবাকে দিয়ে তো তোমার প্রয়োজন রয়েছে।"

"তা, তাঁদের কথা আলাদা।"

লোরেন্ট্স্ তার যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠছে কি না, লুইসে ভাবে।

"বড়দিনে কোথায় যাচ্ছ, লো ?" খুব সন্তর্পণে প্রশ্ন করে লুইসে।

"এইখানে থেকেই কাজ করব।"

"বোধ করি থিয়েটারে যাও না আর ?"

লোরেন্ট্স্ বুঝতে পারে লুইসে সেই সন্ধ্যাবেলার কথাটা ভাবছে, কিন্তু তবু সে শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয়, "এই এক বছর হল নিজেকে নিয়েই আছি। অবশ্য অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতে যেতে হয়, মাঝে মাঝে 'স্কী'—ভ্রমণেও যাই। কিন্তু, তাছাড়া আমি নিঃসঙ্গ নির্ব্বাসনেই থাকব স্থির করেছি, যতদিন না—এই সব একটু ভালো করে বুঝতে পারছি। তুমি অবশ্য

ঠিকই বলছ যে কোনো কোনো বিষয় কঠিন হবে" বলে সে কপালের ওপর হাত বুলায়।

"তা হলে এই আশাই করব যে তুমি সব বাধা অতিক্রম করবে।" বলে তার কাছে এসে লুইসে হাত বাড়িয়ে দিলে তার দিকে।

বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে লোরেন্ট্স্ দেখল সেই ধূসর গোধুলিতে পাহাড়ের গা বেয়ে লুইসের মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে চলেছে সে। যখন লোরেন্ট্সের মনে হল যে আর যাই হোক স্টেশনে লুইসের সঙ্গে যাওয়া উচিত তখন সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সেই রাতে ঘুমানো বিশেষ রকম কঠিন হয়ে উঠল।

লুইসে থাকার সময় সারাক্ষণ ওর মনে হচ্ছিল লুইসের কাছে গিয়ে ওকে আলিঙ্গন করে আর বলে যে আর সবই তার বোকামী। কিন্তু তার মধ্যেকার অন্য শক্তিগুলো প্রবল হয়ে তাকে বিরত করল তা থেকে।

"পাপ? পাপ বস্তুটা কী?"

ক্রসেথে সেই শেষ দিনগুলো যখন সেখানে গিয়ে তুমি আপনাকে একজন অচেনা লোক বলে অনুভব করেছিলে তখন তো তুমি নিজেকে সংযত করে তার সঙ্গে সত্যি ভালো ব্যবহার করেছিলে! এখন তুমি পুরোহিত হতে চলেছ—আর এখন তুমি তার সঙ্গে এমনি ব্যবহার করলে যে হয় ত আর কখনো আসবে না সে।

"আর শীগগিরই ও ভালোবাসবে অন্য একজন লোককে। ঠিক জেনো তার পর সে আর তোমার অভাব অনুভব করবে না।" শুয়ে শুয়ে ছোট বেলাকার স্মৃতিগুলোর পানে তাকিয়ে রইল সে।

কিন্তু ঘরে আরেকটি মূর্ত্তি আবার পাইচারি দিতে থাকে। যদিও অন্ধকার, তবু লোরেন্ট্স্ তাকে চেনে। সে হল লোরেন্টসের যথার্থ সংস্করণ। আজকে সে হলে প্রত্যেকটি কাজই অন্যরকম করে করত। সে তার বোনকে একেবারে নিঃসঙ্কোচে বলত তার সব কথা; সোফায় তার হাতটি

ধরে বসত তার পাশে ; ও যদি সত্য কোন প্রেমিক পেয়ে থাকে, তা হলে সে সব রকমে সুখী হয় যাতে সেই কামনা জানাত সে ; বড়দিনের সময় ক্রুসেথে খবার কথা দিত, আর আজ রাত্রে ওকে থিয়েটারে নিয়ে যেত এবং পরে দুজনে ভোজন করত একসঙ্গে।

লোরেন্ট্‌স্ নিজকে শক্তিহীন মনে করে। ও যেন ডুবে যাচ্ছে। কেবলি ডুবে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই নিরর্থক তার এই নূতন মন্দিরের স্বপ্ন দেখতে থাকা আর সারাক্ষণ নিজে······

ক্রুসেথের ভূদৃশ্যটা আবার চোখে জেগে ওঠে তার। শাশ্বত কালের মধ্যে সেই অর্গ্যানধ্বনি শুনতে পায় সে। কিন্তু এই ভূদৃশ্যের অন্তরালে সে সব চেয়ে মহনীয়, সব চেয়ে ঐশ্বর্য্যময় একটি নৈতিক শিব-সত্তাকে দেখতে পায়। কিন্তু তার মধ্যে প্রবেশ করা, তার সঙ্গে এক বলে আপনাকে উপলব্ধি করা······

যে-মূর্ত্তিটি মেঝের 'পরে পাইচারি দিচ্ছে তার পানে তাকায় সে। সে কিন্তু সর্ব্বদাই যা সঙ্গত তাই করে, তবু একবার সে তাকে একটি কথাও বলে না নিন্দা করে।

"লুইসে—চিরকালের জন্যই কি আমি হারিয়ে ফেললাম তোমায়?"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মূর্ত্তিটি স্মিতহাস্যে মাথা নাড়তে থাকে।

"কী! এখন কি তুমি আমায় সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করলে না কি? আসলে কে তুমি বল তো?" উত্তর পাবার আগেই কিন্তু লোরেন্ট্‌স্ ঘুমিয়ে পড়ে।

চিলে কোঠার সেই বৃদ্ধা অবশেষে শয্যাগ্রহণ করেছে ; সে জানে এবার সময় এসেছে, আর সে উঠবে না।

মোটের ওপর সে কিন্তু তার জন্য দুঃখিত নয়। এবারকার শীতেই হাজতে তার স্বামী খুব মদ খাওয়ার ফলে মারা গেছে ; তিনটি ছেলে তার জেলে—একটি চুরির অপরাধে, আর দুটি গোপনে মদ বিক্রী করার জন্য। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, কাছেই থাকে কিন্তু তাদের টাকার দরকার না হলে কখনো তারা মার কাছে আসে না। তিনদিন তিন রাত্রি সে পড়ে আছে এখানে। একটি প্রাণীরও দেখা নেই। তারই পাশের কক্ষে যে দোকানদারণী থাকে তাকে ডেকেছে সে দেয়ালে ঠকঠকিয়ে কিন্তু অনেক রাতেও কেউ উত্তর দেয় নি। সুতরাং ওই স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই চলে গেছে। তাই সে বুঝতে পারছে, এখানে শুয়ে শুয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ভাবেই তাকে মরতে হবে। যদি শুধু একবিন্দু জল পেত সে!

আঃ অবশেষে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হয়। এখানে আসছে না নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু নীচের তলায় পায়ের শব্দ থামল না তো, ওপরে বাস্তবিক এখানেই উঠে আসছে। এবার তার দোরে শব্দ হয়। মুখ ফিরিয়ে বলে সে, "ভেতরে আসুন" আগে যে সুকেশ তরুণ যুবকটি আসত, যে শীগগিরই পাত্রী হবে, এ সেই ছেলেটি।

"শুভদিন, মা" ঘনভুরু উঠিয়ে প্রফুল্ল কণ্ঠে বলে সে। "এই দুপুর বেলা শুয়ে আছ নাকি ? এটা কি শুয়ে থাকার সময় বলে মনে হচ্ছে ?"

"এই বুড়িটাকে দেখতে আসার জন্য ঈশ্বর তোমায় সুখী করুন" বলে সে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে নাই কোনো অনুযোগ। "হ্যাঁ, আমার তো হয়ে এল" বলে সে, যেন একটুকরো সংবাদ মাত্র।

লোরেন্ট্‌স বসে পড়ে শিয়রে, সে যে সত্যি সত্যি ওই কথা বলছে তা বিশ্বাস করতে চায় না লোরেন্ট্‌স। তারা সব সময়ই নানা রকম হাসি ঠাট্টা করে কি না। এবার লোরেন্ট্‌স বলে তাকে, সে কি, তোমার বয়স তো সব চেয়ে কম। সেও তাই স্বীকার করে। কিন্তু সব কিছুরই তো শেষ আছে, তাই অবশেষে সেও এবার শুয়ে পড়েছে। যেন অনবধানেই সে তার হাত বুলোয় বৃদ্ধার বসে-যাওয়া মুখের ওপর—মুখে বোধ হয় একটিও দাঁত নেই আর, কেশগুচ্ছটি শাদা হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে।

"হ্যাঁ, এবার খেলা খতম হয়ে গেল" বলে সে।

"আর মনে হচ্ছে কোনো কিছুর প্রয়োজন না হলে আমার সন্তানদের স্মৃতিশক্তিটাও বিশেষ ভালো থাকে না।"

"অনাথালয়ে তোমার জন্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেখানে এখন জায়গা খালি নেই। হাসপাতালেই যেতে হবে। এখানে তো পড়ে থাকতে পারবে না।"

একটা প্যাকেট খোলে সে—অন্যঅন্য বারের মতো সে সঙ্গে করে ভালো কিছু নিয়ে এসেছে। আজ এনেছে এক বোতল পোর্ট-সুরা আর কিছু পাঁউরুটি। যাকে ক্ষিদে বলে তা নেই, তবু দেখে খুবই লোভ হয়, না: একটা পাঁউরুটি আর এক ফোঁটা সুরা পেটে পড়াই চাই। "মা, তোমার স্বাস্থ্য কামনা করছি" বলে যুবকটি একটা কফির পেয়ালায় আর গেলাসে অল্প মদ ঢালে। বৃদ্ধার পান করার সময় খানিকটা বাইরে গড়িয়ে পড়ে; কিন্তু পরে তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে মৃদু হাস্য করে।

লোরেন্ট্‌স গা ঝাড়া দিয়ে বলে; 'বড় ঠাণ্ডা এখানে, রোদ নেই একটুও, তোমার শীত করছে না?"

"না, বিছানায় শুয়ে শীত করে না। তুমি যে কম্বলটা দিয়েছ সেটা বেশ গরম।"

"শীগগিরই বসন্তের আবির্ভাব হবে বাইরে। গ্রামে কি অনেক দিন যাও নি?"

"গ্রামে। হা ভগবান্, তুমি কি ভাব যে ধনী লোকদের মতো ঘুরে বেড়াবার সময় ছিল আমার? না, পূবের গোরস্থানে তো আমার স্বামী মাটির কাজ করে আজকাল, সেইখানটা ছাড়া, এই কুড়ি বছর কিম্বা তার চেয়েও বেশি হবে আমি সবুজ গাছ দেখিনি।"

ছাত্রটি হাঁ করে থাকে। তোমার স্বামী কি ওই গোরস্থানে কাজ করে নাকি? কিন্তু আমি তো ভাবতাম সে মরে গেছে?"

"বড় দিনের সময় থেকে কবরস্থ হয়ে আছে যখন তখন মাটির কাজ তো পেয়েছেই বলা উচিত।" এই রসিকতায় যুবকটি না হেসে পারে না। কড়ি কাঠের ছোট্ট বাতায়ন দিয়ে রোদ আসে না বললেই হয়। সেই দিকে সে মুখ তুলে তাকায়। সেখানে ইস্পাতের তারের ওপর লাল-পাখা একটা টিনের 'লার্ক' পাখী বসানো, ওই শুধু সূর্য্যালোক আর গ্রীষ্মের প্রতীকরূপে বিরাজমান।

তখন তাকে বাইরেকার বসন্তের কথা বলতে আরম্ভ করে। সে বলতে থাকে সেই তাপের কথা, যার ফলে বাড়ির ছাতগুলো থেকে তুষারগলা জল পড়তে আরম্ভ করেছে আর নর্ডস্ট্র্যাণ্ড পর্ব্বতের ঢালুর ওপরকার তুষারমুক্ত জায়গাগুলোর কথা। গত কাল যে সব স্নোড্রপ আর নীল য়্যানেমোনে ফুল দেখেছে তাদের কথা। তার বারান্দাটার নীচে যে-ছোট্ট বার্চ গাছটায় ইতিমধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম হতে আরম্ভ করেছে তার কথা। যেমন করে বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে চেয়ে চেয়ে আশ্চর্য্য রূপকথা শোনে তেমনি করে বৃদ্ধা চেয়ে থাকে। ওই চিলে কোঠাটাও যেন আলকোজ্জল হয়ে ওঠে। বসন্তের সুগন্ধ যেন ভেসে আসতে থাকে। ধোঁয়ায় কালো কড়ি-কাঠটা নীলাকাশে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ওই রকম মনের অবস্থায় এবার সে তাই বলতে থাকে তার শৈশবের গৃহের কথা! উন্মুক্ত গ্রামদেশের ওপর

প্রসারিত রৌদ্রালোকের কথা, আর চন্দ্রালোকিত রাত্রিবেলার কথা যখন হ্রদের ওপর একখানি রূপালি পথ বিছিয়ে যায় আর ঝরন্ত শিশিরে গাছ প্রান্তর আর ঘাস ঝলমল করতে থাকে। যে-অনুভূতি তার যৌবনকে মাতাল করে তোলে তারই খানিকটা সে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করে বৃদ্ধার অন্তরে। খেলাচ্ছলেই সে মৃদুহাস্যে এই কাজটা আরম্ভ করে; কিন্তু ধীরে ধীরে তার চোখে প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে থাকে; সে নিজে অভিভূত হয়ে পড়ে আর ওই ওপরকার ভূদৃশ্য তার কানে যে স্বর সঙ্গতি প্রবাহিত করে, বৃদ্ধাকেও তাই শোনাবার চেষ্টা করে। বৃদ্ধা নারীর কাছে এ যেন বহু দূরের কোন্ রূপকথার রাজ্য বলে মনে হয়; কিন্তু তবু সে তাই দেখতে পায় আর এত ভালো বোধ করে সে যে অবশেষে সে বালিশ থেকে মাথাটা ওঠাবার চেষ্টা করে।

হাঁটুর প'রে হাতদুটি জোড় ক'রে লোরেন্টস যে কোথায় আছে তাই ভুলে যায়। সে যেন দাঁড়িয়েছে উপদেশ মঞ্চের ওপর। আর একটু হলেই যেন সে ক্রসেথের চতুষ্পার্শ্বের ভূদৃশ্য যে-অধ্যাত্ম-সত্তার প্রতীক তাকে রূপায়িত করতে পারবে। অধ্যাত্ম-শক্তির একটা জোয়ারের মত যেন তাই ঢেউ তুলে এগিয়ে আসতে থাকে তার দিকে। বৎসরের ঋতু আবর্ত্তন যেন মানুষের পরিবর্ত্তমান বয়সেরই আবির্ভাব; বর্ষা, রৌদ্র, অন্ধকার আর ঝটিকা রূপান্তর গ্রহণ করে অনুভূতিতে আর সেই সব অনুভূতি মানবাত্মাকে পরিপুষ্ট করে। শিশুর প্রথমপড়ার বই হল এই প্রকৃতি যা তাকে জীবন, মৃত্যু আর পুনর্জীবনের কথা বলে। পুরুষানুক্রমিক শ্রমের পুরস্কার এই; যুগে যুগে মানুষ যখন পরিপক্ব হয়েছে, তাদের এ-ই আপন ভাণ্ডারে সংহরণ করেছে; খেতে প্রান্তরে এ-ই তাদের স্মৃতি-স্তম্ভ তৈরী করেছে, কত জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু এর কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি। যা নিত্যকাল রয়েছে তারই বুকে এ উন্নীত হয়েছে। শিলাখণ্ডের ওপর বসে তারই ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে যাও। আজ যে-অনুভূতি পূর্ণ

করছে তোমার হৃদয়, কাল তা হয়ত বিস্মৃতি বিলীন হয়ে যাবে, কিন্তু দশবছর পরে আবার এ কোনো শুভকর্মে জেগে উঠবে। এই হল যৌবন যার বার্দ্ধক্য নেই, এই হল পরিণত অবস্থা যা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে; এই হল নারীর কুমারীরূপ এবং ফলবতী নারীমূর্তি যা শিশুকে জন্ম দিতে আর তাকে লালন করতে কখনো ক্লান্ত হয় না। এই হল এসবের তাৎপর্য্য।

সে যে বসে বসে ওইখানে মৃত্যুশয্যাশায়ী বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলছে, ছাত্রটি সেই কথা ভুলে যায়। সে দেখতে পায় না যে নারীর চোখে অস্বস্তি জেগে উঠছে। সে বুঝতে পারে না ইতিমধ্যেই বৃদ্ধা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করছে আর কি যেন একটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। কি একটা কথা সে জিজ্ঞাসা করতে চায়। যুবক কিন্তু উপদেশ মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে তার সমুখে সহস্র সহস্র মানব দেখতে থাকে যাদের সে এক উচ্চতর, সুন্দরতর সত্যের দিকে নিয়ে যেতে চায়। সে থামতে পারে না। ক্রসেথ থেকে যে দিগন্তবিস্তৃত ভূদৃশ্য দেখা যায় তার বর্ণগন্ধ আলোক এবং ছন্দ তাকে এক সমগ্রানুভূতির দিকে, যাকে ভগবান বলা হয় সেই শাশ্বত ঐক্যানুভূতির দিকে আকর্ষণ করতে থাকে।

এই ভগবানের কথা তাকে একটু বলতে হয় কারণ অবশেষে সে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে। এই ভগবান ক্রুশ বিলম্বিত ভগবান নন। তিনি মানবজাতিকে তাড়না করে ভয়ার্ত্ত করেন না। তিনি কোনো পূজার কাঙাল নন। তিনি শুধু বলছেন, খোলো তোমাদের চোখ কান যাতে তোমরা দেখতে পাও, শুনতে পাও, তিনি মানবজাতিকে তাঁর দাসত্ববন্ধ করেন না। তিনি তাদের জন্য বিধি নিষেধের জাল বিস্তার করেন না। যৌবন ভালবাসুক নিঃসঙ্কোচে। কেবলি পাপের কথা না শুনে বয়স্ক মানব আত্মশোধন করুক; বৃদ্ধ নিঃশঙ্ক চিত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হোক। পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠেছে, চিরন্তন দিবালোকে জীবন মৃত্যু দুটি সহোদরার মত কাজ করে চলেছে।

শুয়ে শুয়ে সজল নেত্রে সেই নারী চেয়ে থাকে সমুখের পানে। কতকাল সে গির্জায় যায়নি। আজ যেন আবার সে এসেছে গির্জায়। কিন্তু থেকে থেকে তার মনে জাগছে একটা অস্বস্তি। এসব কি ঠিক হচ্ছে? এই যে (নূতন) স্বর্গ এও সুন্দর বটে, কিন্তু এই মরণ-মুহূর্তে এর দিকে হাতবাড়ানো কি অতি-বিলম্বিত নয়?

হঠাৎ চোখ তুলে সে প্রশ্ন করে আমার দীন আত্মার করুণা লাভের সম্ভাবনা আছে কি তোমার মনে হয়?"

লোরেণ্টস্ চমকে ওঠে, এই প্রশ্নের জন্য সে তৈরী ছিলনা। কী উত্তর দেবে সে? সেই পুরাণো ধর্মকাহিনীর পরে তার তো কণামাত্র বিশ্বাস নেই।

বৃদ্ধার চোখ খুঁজতে থাকে লোরেণ্টসের চোখকে। বৃদ্ধার চোখগুলো তখনো অস্বস্তিতে পরিপূর্ণ। সে কি উত্তর দেবে না?

"তোমার কি মনে হয় আমি বড় বেশিরকম পাপী?" প্রশ্ন করে সে। "এখন অনুতাপ করবার বুঝি সময় নেই আর?"

যে ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করতে চায়—মানুষ পাপী আর ভগবান পূর্ণ এবং করুণাময় এই যে চিরাগত ধারণা তারি সঙ্গে মুখোমুখী হল সে এইখানে। দূর থেকে একে একটা 'থিওরী' হিসাবে দেখেছে সে আগে—আজ সে মানবীরূপে উপস্থিত। তার এই বৃদ্ধা বান্ধবী, দারিদ্র্য এবং অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারিণী এই বীরনারী কয়লার বোঝা বইতে গিয়ে আপনাকে চূর্ণ করেছে, যারা তাকে উত্ত্যক্ত করেছে, পীড়ন করেছে সেই নিষ্কর্মার দলটিকে সে পালন করেছে এবং এ সবের মধ্যেও সে তার দীপ্ত পরিহাসপ্রিয়তা এবং প্রফুল্লতাটিকে রক্ষা করেছে—আজ সে-ই মৃত্যু এবং ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়ে করুণাভিখারিণী পাপিষ্ঠায় পরিণত হয়েছে।

তার রাগ হয়না। শুধু এই মাত্র যে, সে কখনো এভাবে জিনিসটার ধারণা করেনি। ক্রসেথের দৃশ্যমান ভূদৃশ্যের অন্তরালে যে-দৃশ্য প্রতিভাত

হয়েছিল, যে নৈতিক দৃশ্যপট তার চোখে এমনি মহনীয়, এমনি অপরিমেয় অথচ এমনি রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল, সে যেন তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সত্যের সাক্ষাৎ পেল। মানুষের রূপে এই তো সেই সত্য।

সে কি বলবে তাকে যে, ওই ভগবানে কিম্বা কোনো রকমের পারলৌকিক জীবনে সে বিশ্বাস করে না? এই তার আসন্ন মৃত্যু-মুহূর্তে সে কি তাকে তার একমাত্র আশার কিরণ থেকে বঞ্চিত করতে পারে? অবশ্য সে মনে করে যে ভগবান তার সমস্ত সংগ্রামই লক্ষ্য করেছেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় তাঁর খাতায় লিখে রেখেছেন। এজীবনে যা সে পায়নি, পর জীবনে সে তা পাবার ভরসা রাখে; কিন্তু সেই করুণা পেতে হলে, সেই চির পবিত্র, সেই ভগবানের সঙ্গে তুলনায় সে যে নিজে অনুপযুক্ত সেইটে—সেইটে তার অনুভব করা চাই।

কী উত্তর দিবে সে?

"আমার তো মনে হয় না যে তোমার করুণার কোনো প্রয়োজন আছে" সে বলে। "সারাজীবন তুমি যে সংগ্রাম করেছ তার জন্য তোমার পুরস্কার পাওয়া উচিত আর নিশ্চয়ই সে তুমি পাবে।"

নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল সে, কিন্তু তার সমুখে শায়িত মানবাত্মার সেবা হল। সে এই প্রথম আপনাকে পুরোহিতের বেশে দেখতে পেল, পুরোহিতপদ সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত যে ধারণা তদনুগত করে নয়। পরন্তু মানব জাতির জন্য, মানুষের মনে চিরাগত প্রথা ভগবানের প্রতিরূপের সেবক হিসাবে পুরোহিতের যেরূপ গড়ে তুলেছে সেইরূপে সে দেখতে পেল নিজেকে।

আবার কিন্তু বৃদ্ধা বলে, "বলো আমায়, তোমার কি মনে হয় যে তাঁর করুণা পাব আমি?" পাপী তাকে হতেই হবে, করুণা তার চাইই চাই!

ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে সে তার দিকে চেয়ে মৃদুহাস্য করে। তার

জরাজীর্ণ কুঞ্চিত মুখের ওপর হাত রাখে। বৃদ্ধা বুঝতে পারে তাকে এবং পাপস্বীকৃতি (Confession) আরম্ভ করে। শুঁড়ির দোকানে কাজ করত একটি লোক প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। তখন তারা থাকত কাম্পের্ণ-এ। তার পর—ছেলেপিলেগুলো যে এইভাবে বেড়ে উঠেছে সেটা হয়ত বৃদ্ধারই দোষে।

"বুড়িমা আমার' তার হাত ধরে বলে সে।

"তুমি তো পুরোহিত হতে চলেছই, এবার কিছু ভজন গেয়ে আর কিছু পড়ে শোনাতে হবে আমায়। কখন যে চলে যাব তার তো কিছু নিশ্চয়তা নেই।"

তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে সেইখানে শুয়ে রইল। বোধ হয় ওই তাকটার ওপর একখানি 'ধর্ম্ম সঙ্গীতের বই রয়েছে আর ওই খানেই কোথাও Johan Arnts এর Family sermons খানাও আছে। কিন্তু ওগুলো না হলেও তোমার হবে তুমি তো ওই সবই পড়েছ। মৃত্যুকালে মানুষেরা যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে তার সঙ্গে তার নূতন ধর্ম্মের এই-খানেই সজ্ঘাত। তার ধর্ম্ম কি কোনো কাজেই আসবে না এইখানে?

বৃদ্ধার চোখেমুখে একটা সংশয় ফুটে ওঠে। "ওহে, তুমি সেই সব পাষণ্ড পুরোহিতদের একজন নও তো যারা আমাদের সদা প্রভু কিম্বা শয়তান কিছুতেই বিশ্বাস করে না? যীশু যে আমাদের জন্যই প্রাণদান করেছিলেন, তা বিশ্বাস কর নিশ্চয়ই?"

লোরেণ্ট্স্ অসহায়ের মত তাকায় চারিদিকে, ওঠবার চেষ্টা করে যেন।

"যাই হোক, আমার মতো একটা বুড়ীধুড়ীর জন্য কী প্রার্থনাই বা করবে, তার যোগ্য নই আমি" এবার বলতে থাকে বৃদ্ধা। "কিন্তু হাজতে আমার ছেলে হান্স রয়েছে—তার অবস্থা আমার চেয়ে খারাপ। তার প্রার্থনার খুবই দরকার। আর মারিয়া আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ মেয়ে—সে তার সন্তানগুলোকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে দেয়, তাই ওরা না শিখছে আচার

আচরণ, না শিখছে ভগবানের কথা; যাতে তার ওপর সদাপ্রভু দয়া করেন সেজন্য তোমাকে বলতে হবে তাঁকে। আমি নিজেও প্রার্থনা জানিয়েছি কিন্তু লেখাপড়াজানা লোকের প্রর্থনায় বেশি কাজ হবে নিশ্চয়ই। তারপর যে বড়ো ছেলে সে হল ইয়েজ। আমি যখন শহরে গিয়েছিলাম বোঝা নিয়ে, এইখানে ড্রয়ারে যে-সামান্য কিছু ছিল আমার, ও এসে তাই নিয়ে চলে গেছে একদিন। আমাদের প্রভুর তো কত করুণা, যেখানে তার বেশি দরকার সেখানে কি তিনি তা দেবেন না? আমার যা হয় হোক।"

"তুমি নিজের জন্ম ততটা কিছু ভয় কর না তা হলে?" বৃদ্ধার ওপর নত হয়ে হেসে বলে সে।

"ও, এই জীবনে একরকম করে চলেছি আমি। যদিও প্রায়ই খুবই কঠিন ভাবেই কেটেছে; তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরলোকে কোনো রকমে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আবার তার মুখের ওপর হাত বুলিয়ে দেয় সে। বৃদ্ধা তার পানে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে।

যাবার আগে সে বৃদ্ধাকে আরেকটু সুরা ঢেলে দেয় আর কথা দেয় যে হাসপাতালে সে এসে আবার তার সঙ্গে দেখা করবে।

নেমে যাবার বেলা তার পায়ের নীচেকার সিঁড়ির পচাতক্তাগুলো ফেটে পড়তে থাকে। ভাঙাচোরা, পুরানো বাড়ী, অঙ্গনে তখন বরফ গলছে তাই সেখানে একটা ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ এসে লাগে তার নাকে। সড়কের ওপর ফটকে একটা বোর্ডের ওপর কালো খড়ি দিয়ে লেখা, এই প্রবেশ পথে মলমূত্র ত্যাগ করো না। এর কোনো প্রভাবই পড়েনি।

লোরেন্টস যায় ডাক্তারের কাছে, তিনি কথা দেন যে যাতে স্ত্রীলোকটিকে উল্লেভোল-এ অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা হয় তার ব্যবস্থা করবেন! কিন্তু সেই বিষণ্ণ বসন্ত দিনে যখন সে একবার্গের ওপর দিয়ে বাসায়

ফিরে এল তার মন ভরে উঠল বিচিত্র ভাবনায়। এ কি সত্য যে, সে যে-নব মন্দিরের যে-নবীন স্বীকারোক্তির (Confession) স্বপ্ন দেখছে সে একটা বিলাসের উপরকণ মাত্র? ওই যে রুগ্ন, ওই যারা জীবন কাটায় অন্ধকারে—তাদের সে কী দেবে?

পাহাড়ের ওপর পথের ধারে একটা ঢিবির ওপর সে বসে থাকে। কপালের ওপর থেকে হ্যাটটা ঠেলে দেয় পেছন দিকে আর দূর পশ্চিমের প্রদীপ্ত মেঘমালার পানে তাকিয়ে থাকে। ওই চিলেকোঠার সেই নারী, যে শুধু তার পাপী সন্তানদের নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারলে নিজের জন্য ভগবৎ-করুণার দাবী ছেড়ে দিতে প্রস্তুত, তার কথা সে মন থেকে সরাতে পারে না কিছুতেই।

জোড়াতালি দিয়ে একটা ধর্ম্ম খাড়া করা এক জিনিস। কিন্তু যখন জীবনের সংস্পর্শে, মানবজাতির সংস্পর্শে (যেটা আরো বড়ো জিনিস) আসা যায়—তখন, তখন চলে কি তাতে?

৮

পিতামাতার প্রয়োজন একদিন লুইসের মনেও জেগে ওঠে।

হেমন্তকাল, পাহাড়গুলো পীতবর্ণ ধারণ করেছে। সেই উপত্যকার স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে বাদামী রঙের হাত ব্যাগটা নিয়ে সে পদব্রজে যাত্রা করে।

ধূসর যাত্রী-পরিচ্ছদ পরিহিতা, মাথায় বাদামী রঙের ওড়না দেওয়া এই তরুণী নারীটিকে কেউ জানে না। কিন্তু যখন চলতে লাগল সে, মনে হল এ পথ তার জানা। কিন্তু এখনো তার মনে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি, যেন ক্রসেথের মা তাঁর কবরে উঠে বসে প্রশ্ন করছেন।

এ কী করছ তুমি ? কিন্তু, হায়রে, বার বারই সে ক্রসেথের মায়ের মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। সাম্প্রত মুহূর্তের নিয়মে চলে জীবন ! মৃতের কোনো অধিকার নেই জীবিতকে শাসন করবার।

সন্ধ্যাবেলা সে সেই ছোট্ট কুটীরে দুটি বৃদ্ধ বৃদ্ধার সঙ্গে বসে আছে। তারা এখানে তার আসাটাকে আবার যেন একটা মস্ত ঘটনা বলে মনে করছে। সেই বার যাওয়ার পর গত দুবছর তাদের মধ্যে পত্রের আদান প্রদান হয়েছে, একথা সত্যি। কিন্তু সে আপনাকে একটু দূরেই রেখেছে কারণ তার মনে হয়েছে যেন এরা শুধু লোরেন্ট্‌সকেই চায়। সে যে ক্রসেথের বিধবার পরিত্যক্ত যথাসর্বস্বের অধিকারিনী হয়েছে সেটা হয়ত এদের চোখে ভালো এবং মন্দ দুইই। তারা তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে না। তার বাবা বলে, শরীরটা বেশি ভালো নেই, আর মা তো বাবাকে ছেড়ে যাবে না। বেশ, তাদের যা খুসী তাই করবে তারা।

এখন কিন্তু তারা উজ্জ্বল মুখে তার দিকে চেয়ে বসে আছে। তার বাবা তামাক না খাবার শেষ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে পাইপটা ধরিয়েছে; থেকে থেকে সে দাঁড়িয়ে উঠে তার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা সেলাই করছে বসে বসে, মেয়ের মুখের পানে যখনি তাকাচ্ছে তার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

মনে হচ্ছে, লোরেন্টস্ আর তার মাঝে যে কিছু গোলমাল চলছে তা যেন তারা কিছুই জানে না। তার ফসল তোলা হয়েছে কি না এ কথা শেষ হতে না হতেই লোরেন্ট্‌সের কথায় ফিরে আসে তারা। কেবলি লোরেন্ট্‌স, লোরেন্ট্‌স্ ! স্পষ্টতই তারা মনে করে লোরেন্ট্‌স্ একটা মস্ত কাজ নিয়েছে হাতে, তাদের নীরব সহানুভূতি আর সহায়তা আছে তার প্রতি। "একদিন ও স্বাধীন গির্জা প্রতিষ্ঠা করবে" ব'লে তার পিতা মেঝের ওপর পায়চারি দিতে আরম্ভ করে। তার পর নানাদেশের পূজা-স্থান সম্বন্ধে সে একটি ছোটখাটো বক্তৃতা দেয়। আমাদের প্রাকৃতিক

দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে লোরেণ্টসকে একটা নতুন ধরণের ভবন নির্মাণ করতে হবে। তার মন্দিরটিকে 'ফর' বৃক্ষাচ্ছন্ন শৈলরাজি, উচ্চ পর্বতমালা, উপত্যকা, কঠোর শীতঋতু এবং উজ্জ্বল গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গত করে তৈরী করতে হবে, ওই জনগণের বাসভবনগুলোর মতো। ওই রকম হতে পারে আবার সেই সঙ্গে আলোকিত এবং উৎসবোপযোগীও হতে পারে। এর পর মার্লে আর পীয়ার দুজনেই এক সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করে। ছেলেটা যদি স্টেট চার্চের পাত্রী হয় তাতে মার্লে সেটাকে বিশেষ দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে বলে বোধ হয় না, পীয়ার কিন্তু ও কথা কল্পনা করতেও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

এখানে যখন শুধু তারা দুজন থাকে তখন সর্বক্ষণ কার কথা যে তাদের মনে জেগে থাকে তা বোঝা কঠিন নয়। "এই দুজন কি সত্যি তোমার বাপমা?" ভাবে সে। "এদেরই পরামর্শ নিতে চাও তুমি?"

লুইসে অত্যন্ত নীরব হয়ে যায়; ওর নীরবতা বৃদ্ধ বৃদ্ধাকেও সংক্রামিত করে। খাওয়ার টেবিলে বহুক্ষণ নীরবে কাটে। উদ্বিগ্নভাবে একটু একটু হেসে তারা তাকায় তার পানে। ওর মনে হয়ত একটুখানি ঔদাসীন্য, কেমন করে সে একে অতিক্রম করবে? অবশেষে তার বাবা বলতে আরম্ভ করে যে তাদের চাকরানীটি নাকি আশ্চর্য্য রকমের। দোকানে তাদের মাখন বিক্রী করে ও প্যারিশের অন্য সকলের চেয়ে বেশি পেয়ে থাকে আর ও যেন কী এক জাদু জানে, কেননা কফি, ডিম আর অন্যান্য খাবার জিনিস ওর হাতে পড়লে যেন অনন্তকাল চলতে থাকে। একটুখানি চোখের ইসারা করে তারা দুজনেই লুইসের পানে তাকায়। কেমন করে এসব সম্ভব হচ্ছে তা যেন তারা খুঁটিয়ে জানতে চায় না। অন্তত পীয়ার তো নয়ই।

অবশেষে সেই ছোট্ট কক্ষে আবার সে শোয়। এখানে পনীরের গন্ধ, দেয়ালে ঝুলছে কাপড় চোপড়। খাঁটি দরিদ্রলোকের বাড়ি। :মনে

করে দেখ যে তার বাপ মা একদিন খুবই বিত্তশালী ছিল। এখনও তারা ধনী লোকের মতই তার সঙ্গে থাকতে পারত কিন্তু তারা ক্রসেথের বিধবার ত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত নয়। এ তাদের ভালো লাগে না। নিঃসন্দেহ, তার সম্বন্ধে তাদের এই মনোভাবের মূলেও ওই কারণই বর্ত্তমান।

"লুইসে, তাহলে তোমাকে নিঃসঙ্গ থাকবার জন্যই মনস্থির করতে হবে। যদি কখনো কি করতে হবে না বুঝতে পার, কারো দিকে মুখ ফেরাবে এমন কেউ নেই তোমার।"

শুয়ে শুয়ে লুইসের মন ভরে ওঠে এই একটি চিন্তায় যে যদি সত্যি তার দিকে মার টান হত তা হলে তার মনটা যে ভালো নেই তা সে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করত। তাহলে মা আসত ওর কাছে, বিছানার পাশে বসে তার হাতটি হাতে নিয়ে বসত। অন্ধকারে দুজনে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা কত সহজ।

"খুকী তোর মনে কী ভার চেপে রয়েছে রে, আমায় বলতে হবে।"

"কিন্তু, মাগো, শুধু তোমায় দেখব বলে ছুটে এসেছি বলে তুমি কেন ভাবছ যে কিছু একটা হয়েছে আমার?"

"ও, ওতে আমায় ভোলাতে পারবিনে। আয়, বল্ দেখি সব কথা।"

যেন স্বীকারোক্তির জন্য সত্যই সে তৈরী হচ্ছে এমনি করে সে দীর্ঘনিশ্বাস টানে। যখন মায়ের দুটি কর্ম্মশীর্ণ হাত তোমার হাত ধরে তখন মন না খুলে থাকা কঠিন। অন্ধকারও তাতে সহায়তা করে। কী যে করছে সে তা জানতেও পারে না, শুয়ে শুয়ে সে আপন স্বীকারোক্তি করতে থাকে। আহা, কী সুন্দর অবশেষে মাকে পাওয়া, যার 'পরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করা যায়! আর তাকে সব বলতে পারা কী আরাম!

তরুণ আর ধনী হওয়া যে কোনো লোকের পক্ষে বড় কঠিন ব্যাপার। কত কি পীড়া দেয় মনকে। ধরো যেমন তার ভাই। সে তার ভায়ের

চোখ দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করেছে। লোরেণ্টস তাকে সন্দেহ করে যদিও লোরেণ্টস এও জানে যে সে নির্দোষ। খুব সম্ভব লোরেণ্টস তার প্রকাণ্ড হতাশাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু এ তার শক্তির অতীত। তার একমাত্র বোনের সঙ্গেও সে দেখা করতে পারে না, তার কারণ যে-জমিদারী এবং যেসব ঐশ্বর্য্য তার হতে পারত তার দিকে তাকে তাকাতে হবে। সে পুরোহিত হবে। অত্যন্ত পবিত্র কাজ হাতে নিয়েছে সে আর নিঃসন্দেহ সে একদিন সেই সব প্রচারও করবে। কিন্তু তবু সে তার নিজের বোনকে ক্ষমা করতে পারছে না কারণ সে তার চেয়ে জাগতিক সম্পদের বেশির ভাগটা পেয়েছে। যথার্থই দুঃখের বিষয় এটা। একথা সত্যি যে মানুষগুলো যে কি রকমের তার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সে এর পূর্ব্বেও লাভ করেছিল কিন্তু তার ভাই যে······এতে মনে প্রচুর ঘা লাগে। এইসব কথা একা একা ভাবতে ভালো লাগে না তার।

"তুমি কি লোরেণ্ট্সকে এটা অতিক্রম করতে সাহায্য করতে পার না" মা যেন শুধায় তাকে।

"বার বার চেষ্টা করেছি আমি, আর পারব না। যাই বল, আমারও তো একটা অহঙ্কার আছে। একবার গিয়েছিলাম তার কাছে, একরকম অনুনয় বিনয়ও করেছিলাম। কিন্তু, ঠিক জেনো, আর আমি তা করছি না।"

তারপর চলতে থাকে তার মনের কথা বলা। অন্যদের মত সেও যুবকদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে একটু আনন্দ করতে চায়। কিন্তু মনে তার সন্দেহ জেগে ওঠে যদি তার মনে প্রেমের আগুন ধরে ওঠে? তার সাহস হয় কি? তার আত্মসমর্পণের সঙ্গে শুধু তার ভালোবাসার সমস্তাই তো জড়িত নয়, এর সঙ্গে ক্রমেথে একজন অজানা লোকের আগমন সমস্তাও জড়িত। আরো মনে করো, যদি একদিন সে আবিষ্কার করে যে

তাকে শুধু উপরি হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছে! ও! ওঃ! যদি সেই লোকটি এই সমস্ত জমিদারীটাকে ধ্বংস করে ফেলে? এর মানে যে কী তা মা আল্‌মকে কিছু কিছু উপলব্ধি করতে হয়েছিল।

কিন্তু যদি এমন স্বামী হয় যে স্ত্রীর দাসত্ব করতে প্রস্তুত—সে তো আরো খারাপ। কিন্তু লুইসে কি কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে পারবে?

"বুঝতে পারছ না, মা, কী জটিল এই সমস্যা? কী করব আমি এ অবস্থায়? সারাজীবন কুমারী থাকব—না, না! এরি মধ্যে আমি একটু মদ্দাটে হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি নারী হতে চাই, মা হতে চাই, শুনছ?"

এবার সে ওই নারীর হাতটি শক্ত করে চেপে ধরে—যে নারীর এইখানে বসে থাকা উচিত ছিল।

"বিশেষ কেউ আছে নাকি রে?" মা যেন প্রশ্ন করে; অন্ধকারেও লুইসে দেখতে পায় যেন মা তার মৃদু মৃদু হাসছে।

"না, না, বিশেষ কেউ নেই। তবে কি না—হয়ত কেউ থাকতেও পারে।"

"ঠিক যা মনে করেছিলাম" মা বলে, "এবার সব কথা বলতে হবে আমায়।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই বলা হয়ে যায়। সে একজন অফিসার, নীচেকার শহরের একটি নিঃসঙ্গ মানুষ। তার অনেক কিছুই তার ভালো লাগে, আবার এমন অনেক কিছুও আছে যা সে পছন্দ করে না। কিন্তু মোটের ওপর তার মধ্যে ভালো বস্তু আছে, যা থেকে সত্যিকার প্রথম শ্রেণীর কিছু তৈরী করবার চেষ্টা করতে তার লোভ হয়। তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে যা চাই তা সে দিতে পারে তাকে। তাছাড়া আরেকটা প্রশ্ন; যতটা আস্কারা দেওয়া উচিত ছিল ইতিমধ্যেই তার চেয়ে বেশি আস্কারা দেওয়া হয়নি কি? হয়ত তাকে সে তার জীবনে এতখানি টেনে এনে

ফেলেছে যে এখন পেছন-ফেরার সময় বোধ হয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কখনো কখনো তার মনে হয় যেন সে বড় বেশি বিপজ্জনক খেলা খেলছে। অন্তত এটাও যদি সে বুঝতে পারত নিশ্চিত ভাবে যে সে তাকে যথেষ্ট পরিমাণে চায়। যখন তারা দুজন একসঙ্গে থাকে তখন তো এমনি মনে হয়; কিন্তু যখন সে একলা থাকে তখন তার মনে ভাবনা হয়, সংশয় জাগে।

লুইসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সব তো বলা হয়ে গেল। মা কী বলবে তাকে?

"পরামর্শ দেওয়া বড় কঠিন" মায়ের বলা উচিত। "এতটা কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারি যে তাকে হতাশ করা খারাপ হতে পারে বটে তবু যদি এমন কিছু কর যা নিয়ে পরে অনুশোচনা করতে হবে, সেটা হবে আরো খারাপ।"

ব্যস্ মা শুধু এইটুকুই বলতে পারে? সে কি সন্তানের অন্তস্থল দেখে তার কী করা উচিত বলে দিতে পারে না? না, হয়ত সেটা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

"শুভরাত্রি, খুকী! এবার ঘুমোতে চেষ্টা কর" বলে গায়ের ঢাকাটা তার ওপর আরো ভালো করে টেনে দিয়ে সে ধীরে ধীরে উঠে চলে যায়। মা তার মনের কথা শুনেছে; এই কথা মনে করে মা তো বেশ পরিতৃপ্ত হল, কিন্তু মেয়ে— সে কী পেল?

না, লুইসে, কাকেও প্রাণ খুলে দিয়ে কোনো লাভ নেই। এ সংসারে কেউ তোমায় পরামর্শ দিতে পারবে না। ভালই হল, যে তোমার মায়ের কাছে মনের কথা বলাটা কল্পনা মাত্র। তুমি কাকেও আত্মসমর্পণ কর নি।

পরদিন সকালবেলা দোর খুলে যায়, একটি শুভ্রকেশা নারী ট্রের ওপর কফি নিয়ে আসে। তার বয়স্কা মেয়েটির জন্য যে সে কিছু করতে পারছে

সেই আনন্দের একটি গোপন হাস্তে তার মুখখানি উদ্ভাসিত। কদাচিৎ এমন অবসর পায় সে।

"ও মা! তুমি কেন এ করতে গেলে?"

"ভালো ঘুম হয়েছে তো?"

"খুব" বলে লুইসে।

পূর্ব্বদিনের চেয়ে এদিন যেন একটু ভালোভাবেই কাটে। লুইসের মন আনন্দে ভরে ওঠে। সঙ্কোচের ভাবটা কেটে গেছে। এই মা বাবাকে তার যে এত ভালো লাগছে সে এজন্য নয় যে তারা তাকে সাহায্য করতে পেরেছে, বরং তারা যে অবস্থায় আছে তাতে তাদের পক্ষে সাহায্য করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই। প্রথম এবং সব চেয়ে বেশি করে তারা যে তাদের ছেলেটিকে আঁকড়ে ধরেছে সেটা সেও প্রায় তাদের মতই গরীব বলে— ক্রুসেথের বিধবা তাদের মতো তার ওপরও অবিচার করেছেন বলে এবং তাদেরই মতো তাকেও নানা সংগ্রামের মাঝ দিয়ে যেতে হচ্ছে বলে। তাই তার কথাটাই তাদের মনে পড়ে বেশি করে; এই সকরুণ ঘটনাটির কথা মনে করে সে তাদের পানে তাকায় আর আশ্চর্য্য এই যে আরো বেশি করে সে তাদের ভালোবাসে।

সারা দিন ঘুরে বেড়ায় সে আর বাড়ীখানি তারুণ্যে আর আনন্দ-উজ্জ্বলতায় ভরে ওঠে। আবার বাবা তার পেছনে বাড়ীর চারদিকে ছুটোছুটি করে। ছোট্ট মেয়ের মতো দৌড়ায় সে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ— এখানে তার কোনো ভাবনা চিন্তা নেই, একটা টেলিফোনও নেই। কোনো কর্ত্তব্যের বোঝা নেই মাথার ওপর। ও ভুলে গেছে যে ও একজন বহু-বিত্তশালিনী। আপাততঃ সে দরিদ্র কুটীরবাসিদের কন্যা। সারাক্ষণ রান্না ঘরে সে তার মায়ের মাথায় মাথা ঠেকিয়ে কথা বলছে কিন্তু কামারশালায় বাবার সঙ্গে রয়েছে। ঘাসের ওপর বাঁধা গাইটাকে সরাতে হবে, ছুটে গিয়ে লুইসে তাই করে—বাড়ীর মেয়ে সে, কাজে যোগ দেবে না? সন্ধ্যা

বেলা তাদের কাছে ব'সে সে বাবার মোজাগুলো সেলাই করে দেয়, বাবা তখন মেঝেয় পায়চারি দেয় আর তাকে শ্রোতা পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ভাবীকালের বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের কথা নিয়ে বক্তৃতা দিতে থাকে। থেকে থেকে মা তার দিকে কোমল অথচ একটি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ঠিক এই সময় যে ও এসেছে এখানে, তার আসল কারণটা কী?

পরদিন লুইসে তার নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হয়। গাড়ী চলে যায় আর দুটি বুড়োবুড়ী প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়ীর বাতায়ন থেকে শুধু হাত নাড়ে সে, রুমালটা কেবলি দরকার হয় চোখের জন্য।

৯

সীসার মতো ধূসর দিন নিয়ে আসে হিমঋতু, লুইসে আর ক্যাপ্টেন রুড 'স্কী'-ক্রীড়া করতে বেরিয়ে যায়। যখন তারা পাহাড়ের ওপর উঠতে থাকে, লুইসের কপোল আরক্তিম হয়ে উঠে। ধূসর টুপির তলা থেকে তার কৃষ্ণকেশ গুচ্ছ আলুলায়িত হয়ে উড়তে থাকে। লুইসে দুটো স্কী-দণ্ড ব্যবহার করে, রুড শুধু একটা।

"আজ কোথায় চলেছি আমরা" রুড শুধায়।

"সেটা গোপন।"

রুড একটুখানি হাসে। লুইসে নিশ্চিত জানে যে ওর কড়ে আঙুলের একটুখানি ইসারাই পর্য্যাপ্ত; কিন্তু এর জন্য দায়ী হয়ত রুডই। এই ধরণের নারীকে বোঝার কোনো উপায় আছে কি? একদিন মনে হয় যেন তারা দুজন খুবই বন্ধু—এমন কি বন্ধুর চেয়েও বেশি; পরদিন সে এমন করে তাকাবে তার দিকে যাতে তার কাছে আসাই চলে না।

কিছুদিন ধ'রে এই জমিদারীতে সে পদার্পণ করে তাও যেন লুইসে চায় না; সব সময়ই টেলিফোন করে বলে সে: আমার সঙ্গে অমুক জায়গায় কিম্বা অমুক জায়গায় দেখা করবেন। আর অনেক দিন হয়ে গেল তাকে তার পার্টিতেও আর নিমন্ত্রণ করে নি সে। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে তারা তাদের মনোমত বিষয় নিয়ে খোলাখুলি ভাবে সমানে সমানে আলোচনা করে, প্রায়ই ভয়ানক তর্ক বেধে যায়, তার পর হাসি ঠাট্টায় তার পর্য্যবসান ঘটে। রুডের কিন্তু প্রায়ই মনে হয় তাকে নিয়ে চলছে মাপা-জোকা, তাই সে কেমন কঠিন এবং রূঢ় হয়ে ওঠে। তার মতো ঐশ্বর্য্য নেই তার কিন্তু সে সংবাদবাহী ভৃত্যও নয় তার। মনে হয়, ওর ভালো লাগা-না লাগার জন্য যেন লুইসে এতটুকুও গ্রাহ্য করে না; অথচ লুইসের আসল মনোভাবটা যে কী ক্রমাগত ভেবেও সে তার কোনো হদিসই পায় না।

কিছুক্ষণ চলার পর লুইসে বলে, যাক, ক্যাপ্টেন রুড, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই যে আমরা একটি রুগ্ন কুটীরবাসীকে দেখতে যাচ্ছি।"

"আজ কি আমি 'আপনি'র পর্য্যায়ে নাকি?"

"হ্যাঁ, শুধু ঘোড়া চড়ার সময় আমরা ওই ভাষা ব্যবহার করব না। এই কথাই তো ঠিক হয়েছিল, না?"

"আমায় কি আপনার সঙ্গে আপনার কুটীরবাসী প্রজাকে ভালো করবার জন্য যেতে হবে?"

"আপনি যেতে চান না হয় ত?" বলে সে তার কালো ভুরু কপালে তোলে।

আবার মৃদু হেসে সে উত্তর না দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

একটা প্রকাণ্ড পাখী চকিত হয়ে তুষার মেঘের মধ্যে শব্দ করতে করতে উড়ে পলায়ন করল। বেশ একটা ছোট খাটো এডভেঞ্চার হয়ে গেল আর তারা মুহূর্ত্তকাল পরস্পরের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এখানে, গভীর বনে কী একা তারা। সর্ব্বত্র তুষারচূর্ণাবৃত দীর্ঘ ফারগাছের ঘন সমারোহ, তাদের ওপরে নীচে, সমুখে পশ্চাতে সর্ব্বত্র বহুদূর পর্য্যন্ত সেই একই রকমের সূচ্যাকার গির্জার চূড়া। এই বনটি তার।

"আপনার নতুন শস্য আইনের কতদূর হল ?" লুইসে জিজ্ঞাসা করে। "কাগজে এ নিয়ে লেখালেখি করছেন দেখছি।" লুইসে হাসি চাপবার চেষ্টা করে, রুড যে কৃষক নয় একটা নিশ্চিত।

"যেমন হওয়া স্বাভাবিক তাই, কিছুই এগোচ্ছে না।"

"এখানকার পার্লামেন্টের সদস্যেরা আপনার সমর্থন করছেন না বুঝি ?„

"না, এখানকার লোকেরা বেশ খাচ্ছে দাচ্ছে আর নিদ্রা দিচ্ছে। পুরুষানুক্রমে, প্রতি বৎসর যদি নিয়মিত ভাবে ফসল হয় লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। অভাব, দুর্দ্দশা আর উদ্বেগই আমাদের মধ্যে শিখাটিকে জ্বালিয়ে রাখে। আর এই কারণেই এখানকার জেলাগুলোয় কোনা বড় লোক জন্মায় নি।"

"দুর্বৎসর আর দুর্ভিক্ষের অভাবই বুঝি তার কারণ বলে মনে হয় আপনার ?"

"হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়।"

"আমার ভাই আপনার মতে সায় দেবে না।" রুডের ধূসর রঙের চোখ আড়ভাবে নিবদ্ধ হল লুইসের ওপর, "আপনাকে ভাবতে সহায়তা দেবার জন্য বুঝি সর্বদাই আপনার ভায়ের দরকার ?

"আমি তার নাম করলে আপনার বুঝি খারাপ লাগে ?"

"মোটেই না। কিন্তু আমার মনে হয় যেন যখনি আপনি দয়া করে তাকান আমার দিকে তখনি আমি আপনার অনুপম ভাইটির মতো নই দেখে আপনি হতাশ হয়ে যান।"

উত্তর দিতে গেলে বড়ই রূঢ় শোনাবে, নইলে এই সম্বন্ধে সে অনেক কথাই বলতে পারে সে তাকে।

তারা পৌঁছল এসে একটা বেড়ার ধারে, তারি ভেতর এক বর্গাকার ভূমির ওপর দুটি ছোট ছোট বাড়ী—একটি শাদা কুটীর আর একটি লাল গোয়ালঘর। "এই যে আমরা এসে গেছি" বলে লুইসে।

"আমি কি আপনার জন্য এইখানে অপেক্ষা করব ?"

"না, আপনি বরং আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন।" বলতে বলতে কতকটা দ্বিধা ভরে সে মাথা নীচু করে যেন সে এমন কোথাও তাকে প্রবেশ করতে দিচ্ছে যেখানে আজ পর্যন্ত তাকে সে আসতে দেয় নি।

আলো বাতাসযুক্ত একটি ঘরে প্রবেশ করে তারা; মেঝে আর কড়ি রঙ করা আর দেয়ালগুলো প্যানেল করা। একটি তরুণী ধরণের নারী তার সেলাইয়ের কল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আর দুটি শিশু মুখে আঙুল দিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে আর ওই পাশের দেয়াল সংলগ্ন বিছানায় গাল-বসা, লাল দাড়ি একটি চল্লিশ বৎসর বয়স্ক লোক শুয়ে থাকে।

লুইসে আর ক্যাপ্টেনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়। এই নূতন পরিবেষ্টনে তাদের পরস্পরের সান্নিধ্যটা যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু তারা পরস্পরের আচরণ নিরীক্ষণ করতে থাকে, যেন তারা পরস্পরের পরিমাপ করবে এই নূতন মাপকাঠি দিয়ে।

লুইসের সঙ্গে তার প্রজাদের সম্পর্কটা বেশ প্রীতিপূর্ণ বলেই মনে হয়। তরুণী ভার্য্যাটি তার কাছে এসে তার কাপড় ধরে দাঁড়ায়; এরা সবাই তাকে Young Lady বলে ডাকে আর শয্যাশায়ী লোকটি তার দিকে চেয়ে মৃদুহাস্য করে।

"আজ আমার সঙ্গে এসেছেন আমার একটি ভালো বন্ধু" লুইসে বলে। "হ্যাঁ আমরা জানি এঁকে" ব'লে হাসে সেই নারী আর যুগলের পানে চেয়ে তার চোখ যেন আরো কি বলতে থাকে। শয্যাপার্শ্বে বসে পড়ে লুইসে, তারপর ক্যাপ্টেনের পানে তাকিয়ে যেন তার পাশে বসবার ইসারা জানায়। জমিদারীর কর্ত্রী হিসেবে তাকে একটা গুরুতর মীমাংসা করতে

হবে, কিন্তু এবার যেন সে এই জমিদারীর একজন কর্ত্তার সহায়তা চায় বলেই মনে হয়। কিম্বা এই ধরণের পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেনকে যাচাই করে দেখবার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করে কি সে? সে লুইসের পাশে এসে উপবেশন করে আর মুখ তার ঈষৎ লাল হয়ে উঠে।

শায়িত লোকটির পেটে ব্যথা; কয়েক সপ্তাহ যাবৎ সে শয্যাশায়ী; কি যে হয়েছে ডাক্তার বুঝতে পারছেন না, "আমাদের নতুন হাসপাতালটা যদি হয়ে যেত" বলে লুইসে, "প্রথম শ্রেণীর সার্জনও হত তাহলে। আগামী বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ভালো করতে, পীটর—তখন আমরা তৈরী হয়ে থাকব, যদি কাজ ঠিক মত চলে। এখন কিন্তু সরকারী হাসপাতাল ছাড়া কোনো গতি দেখছিনে তোমার। আপনার কি মনে হয়, ক্যাপ্টেন ব্লড?"

ক্যাপ্টেন রুগী লোকটিকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে, আর তারা যখন কথা বলতে থাকে তখন মাঝে মাঝে আড়চোখে লুইসে তার দিকে তাকাতে থাকে; লুইসে যদিচ এ সম্বন্ধে সচেতন নয়, তবু তার সমগ্র চেতনা পর্য্যবেক্ষণরত। এই সব লোকদের সঙ্গে এর আচরণটা কী রকম? সে এদের প্রতি দয়ালু কিম্বা কঠোর, সমস্যাটা তা নয়; সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, সে আপনাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে কিনা, ঠিক সুরটি ধরতে পারবে কিনা। ক্যাপ্টেন ঠিক তাই করে কিন্তু। সে কথা বলে বুদ্ধিমানের মত, খোলাখুলি ভাবে, অথচ অতি মাত্রায় অন্তরঙ্গতাও দেখায় না; তাই সে তাদের বিশ্বাসপাত্র হয়ে ওঠে, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

"সরকারী হাসপাতালের খরচ খুব বেশি, নয় কি?" স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে। তাই শুনে পুরুষটি কিন্তু চোখ বুজে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। সে কি ক্লসেথের বিধবার কথা ভাবছে? কঠোর তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রজাদের গুরুতর কিছু হলে পয়সার দিকে তাকাতেন না। এই

খানে যে নতুন কর্ত্রী বসে আছেন এখন, নিশ্চয়ই ইনিও সেই রকমই হবেন।

"সে যাক, আমাদের তো তোমাকে আবার সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতে হবে" লুইসে বলে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্য করে, ওই সুন্দর মুখখানি কেমন চিন্তা আর উদ্বেগে ভরে উঠেচে। কিন্তু নিশ্চয়ই এটা তার ভাবালুতা নয়, সে শুধু সুষ্ঠু পরিচালনার শ্রেষ্ঠ পন্থা বার করবার চেষ্টা করছে।

"কাউন্টি প্রভিডেন্ট ফণ্ড নিশ্চয়ই বেশির ভাগ খরচটা বহন করবে" স্ত্রীটিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ক্যাপ্টেন বলে। তাই শুনে লুইসে কিন্তু তার দিকে একটি ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেও তার অর্থটা বুঝতে পারে তৎক্ষণাৎ, সে যেন দিনমজুরের মালিকের মত কথা বলছে। ক্রসেথে কিন্তু কতকগুলো অলিখিত আইন বলবৎ ছিল পুরানো কর্ত্রীর সময় এবং এখনও আছে।

"ডাক্তার কি বলেন তার ওপরও কিছুটা নির্ভর করছে" কথাটা পাল্‌টাবার জন্য ক্লড বলে।

"কিন্তু দু'জন ডাক্তার তো দেখলেন, আমরা যতটা বুঝছি, তার চেয়ে বিন্দুমাত্র বেশি তো তাঁরাও বোঝেন নি। এমনি করে তো একে এখানে ফেলে রাখা চলে না।"

যেন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, এমনি ভাবে ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ে, লুইসেও উঠে দাঁড়ায়। তারা বুঝেছে পরস্পরকে, এক সঙ্গে তারা কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছে।

যাবার আগে কিন্তু লুইসে বাড়ীর গৃহিণীকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি বলে। তার সঙ্গে পাশের ঘরে যায় তার বোনা দেখবে ব'লে। ফিরে এসে, শিশু দুটির ওপর ঝুয়ে সে তাদের চকোলেটের একটা কেক দেয়। ক্লড লক্ষ্য করে যে এখানে লুইসে এই জেলার কথিত ভাষা ব্যবহার

করছে, আর সে ভাষা তার মুখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে। এর মধ্যে কৃত্রিম অন্তরঙ্গতা নেই একটুও। সে আর ওই নারী এরা দুজন বন্ধু, এই মাত্র।

বাইরে দাঁড়িয়ে 'স্কী' বাঁধতে বাঁধতে রুড বলে, "আজকাল আমার হাতে প্রচুর সময় রয়েছে। যদি আর কাকেও তেমন না পান আমি লোকটিকে শহরে নিয়ে যেতে পারি।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু আমার বোধ হয় আমাদের একটা মোটর এম্বুল্যান্স পাঠাতে হবে।"

লুইসের দিকে তাকিয়ে সে বলে, "সেটা সস্তা পড়বে না।"

লুইসে কোনো উত্তর দেয় না, রুডের কেমন খারাপ লাগে। সে কথায় ওর কী বা দরকার ছিল?

ধূসর গোধুলিতে তারা পাহাড়ের ঢালুর ওপর দিয়ে উধাও হয়ে চলতে থাকে। ঢালুটা অত্যন্ত খাড়া, তাদের 'স্কী'র বেশ দ্রুততর হতে থাকে। কতকগুলো ডালের নীচে দিয়ে যাবার সময় ঠিক মুহূর্তে লুইসে নীচু হয়ে যায়, ডালগুলো থেকে তুষার ঝর ঝরিয়ে পড়ে তার ওপর; তারপর দাঁড়িয়ে আবার সে নিজের ভারসাম্য ঠিক করে নেয়। কিন্তু দ্রুতবেগে চলার মুখে পর মুহূর্তেই আবার তাকে নত হতে হয়। রুড চলেছে তার পশ্চাতে। চীৎকার করে বলছে তাকে ও রকম খাড়া ঢাল্ দিয়ে না যেতে, লুইসে কিন্তু তা শোনে না। অবশেষে তারা আবার সদর রাস্তায় এসে পড়ে যেখানে তুষার সরানোর লাঙল রাস্তার দুপাশে তুষার স্তূপীকৃত করেছে। তাদের দিন ফুরিয়ে গেছে; পরস্পরের পানে হেসে তাকায় তারা। এইখান থেকে তারা খামারের ক্ষেত আর পাহাড়ের বিস্তৃত ভূদৃশ্যের পানে তাকায়, ওই সবের মাঝখানে রয়েছে হ্রদ যার ওপর বরফ আর তুষার এখন একটি শুভ্র আস্তরণ সৃষ্টি করেছে। বহু ক্রোশ দূরে এখানে সেখানে খামার বাড়ীতে তারা হলদে আলো দেখতে পায়।

'স্নী'দণ্ডের ওপর ঝুঁকে ওই দৃশ্যের পানে তাকিয়ে লুইসে, শেষে বলে, "এই দিকে থাকতে আপনার ভাল লাগে?"

"হ্যাঁ, তা না হলে নিশ্চয়ই আমি অন্য কোথাও থাকতাম।" এবার রূডের দৃষ্টি আবার সতর্ক হয়ে ওঠে, ওর মনে হয় যেন ওকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আপনি নীচে যে শহরে থাকেন সেটাও কি আপনার সুন্দর মনে হয়? ওটা কি বস্তির মতো ঘিঞ্জি নয়?"

"আমার বাড়ীকে গাল দেবেন না!"

লুইসে তার দিকে সম্পূর্ণ ফিরে বলে "আমার বলবার উদ্দেশ্য, এইখানটাকে কি আপনার বেশি সুন্দর মনে হয় না?"

"ও, কিন্তু আমাদের ছোট্ট কাঠের তৈরী শহরটিকে আপনি অত তুচ্ছ করবেন না। অবশ্য সেখানকার দিগ্বলয়টি তেমন বিশাল নয়; কিন্তু এর সবটাই কত কাছাকাছি। সারা শহরটি যেন একখানি কুটীর যার মধ্যে বেশ আনন্দে থাকা চলে। ঘরবাড়ি আর পথঘাটগুলোকে যেন আপন আত্মীয়ের মতো মনে হয়। তার দোর জানালাগুলো যেন কতকগুলো মুখের মতো যাদের পানে কতশতবার চোখ মেলে তাকানো হয়েছে। এদের মধ্যে কতকগুলো এমন যাদের দিকে পেছন ফেরালেই তোমার নিন্দা করতে থাকে আবার কতকগুলো তোমার পক্ষ গ্রহণ করে। এদের দিকে গেলে কতকগুলো রূঢ় হয়ে ওঠে, অন্যগুলো তোমায় আদর করে ডাকে। তার পর ওখানকার একটা গন্ধ আছে। ওই ধরণের ছোট্ট কাঠের শহরের একটা স্বকীয় গন্ধ আছে; হাওয়া, বৃষ্টি, ধূলো আর তুষার ছাড়া কতকটা রঙ আর কতকটা নতুন পালিশ করা কাঠের গন্ধ; ওই সব মিলে এমন মিশ্রগন্ধ তৈরী করে যা থেকে তোমার মুখের ওপর একসঙ্গে বছরের সবগুলো ঋতুর নিশ্বাস এসে পড়তে থাকে। না, ওই ধরণের ছোট শহর পৃথিবীর সব চেয়ে আনন্দদায়ক বস্তুর একটি।"

মাথা নীচু করে, তার 'শ্বী'গুলোর পানে তাকিয়ে লুইসে ভাবে [illegible]। একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না যে তার সঙ্গে রুড খুব সহজেই এক [illegible] [illegible]। হয়ত ওই সম্পত্তির জন্য, পদস্থ হবার জন্য সে ক্রসেথের প্রভু হবার স্বপ্ন দেখছে, যাতে একদিন লোকেরা তাকে মান্য করবে। (কিম্বা হয়ত একটুখানি লুইসেকেও চায় সে ?) কিন্তু তা বলে তার মাথা একচুলও নীচু করবার কথা রুডের মনে আসে না। এমনি সব মুহূর্তে লুইসের ইচ্ছে যায় ছুটে গিয়ে তার কাঁধে মাথা রাখতে—আর তখন এমনি ভয় হয় তার যে তখন ঠিক বিপরীত আচরণ করে বসে সে এবং আপনার মধ্যে আপনাকে গুটিয়ে আনে।

"আপনার যদি এতই সময় থাকে" লুইসে বলে হঠাৎ "তাহলে এক মুহূর্তের জন্য হয়ত ভেতরে আসবেন" বলেই সে অন্যদিকে মুখ ফেরায় কারণ তার মুখ আরক্তিম হয়ে ওঠে।

রুড তার ওয়াচটা টেনে বার করে বলে, "ধন্যবাদ, আজ রাতে কিন্তু আমার একটু কাজ আছে।"

"হ্যা, কিন্তু আপনার মা বাবা যদি আপনার ডিনারটা খেয়ে ফেলে থাকেন তাহলে ?"

"তা হলে হাড়গুলো চিবানো যাবে।"

"আমার সঙ্গে ডিনার খেতে আপনি অস্বীকার করছেন তাহলে ?"

"অস্বীকার ?"

কী বিব্রতই করা গেল তাকে, ভাবে লুইসে। কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত-কালের জন্য ; পর মুহূর্তেই রুড আবার মাথা তুলে তার প্রতিশোধ নেয় !

সঙ্গীর মতো করে তার বাহুধারণ করে লুইসে বলে, "এসো।.. যদিও ঘোড়ায় চড়ছি না, সন্ধ্যা বেলাটাও হয়ত আমরা 'আপনি' বলাটা বন্ধ রাখতে পারি। তুমি অবশ্য চাওনা যে আমি একা একাই খাই।—গৃহ-তত্ত্বাবধায়িকা গেছেন কার সমাধিকৃত্যে যোগ দিতে।"

জমিদার বাড়ীগুলো ইতিমধ্যেই আর্ক-প্রদীপের শুভ্র আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। তুষারাবৃত ছাতগুলো ঝলমল করছে, প্রাঙ্গনটার সবটা রূপালি হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে দু' একটা দেয়াল শুধু ছায়ায় পড়েছে।

এই প্রথম সে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় আস্তাবলে। ভেতরে ঢুকে সে মেঝের মাঝখানে দাঁড়ায় আর কালো, কটা আর বাদামী রঙের ঘোড়ার দুটো সারের মাঝে দাঁড়িয়ে কোমল স্বরে শীস দিতে থাকে আর ওরা ওদের নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে মাটিতে খুরের আঘাত করতে থাকে আর তাকিয়ে থাকে ওদের দুজনের দিকে। সেইখানে রূত দেখতে পায় সেই ধূসর রঙের কুলীন-ঘোটকীটিকে যার ওপর তাকে মাত্র একটিবার চড়তে দেওয়া হয়েছিল, এবং আর কখনো চড়তে দেওয়া হয়নি।

আস্তাবলের শেষপ্রান্তে দুটি বাচ্ছা ঘোড়া পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের দড়িটা নিয়ে টানাটানি করতে থাকে। লুইসে আস্তাবলের চাকরদের ডাক দেয়, তারা তখন ঘোড়াদের খাওয়াতে ব্যস্ত। "ওই দুটোকে আজ বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় নি?" "সময় পাইনি আমরা" বলে তারা। "বাজে কথা। রোজ যেন ওদের বাইরে নিয়ে একটু দৌড় করানো হয়; ভবিষ্যতে যেন এটা মনে থাকে।"

লুইসে এখানে কথা বলে কর্ত্রীর মতো—আর ওইখানে মেঝের মাঝখানে মাঝারি আকৃতির সুন্দর করে কামানো হালকা সোনালি রঙের একটি সৈনিক দাঁড়িয়ে থাকে; ঠিক সুন্দর বলা চলে না, কিম্বা বিশেষ কেউ একজন বলেও মনে হয় না তাকে, কিন্তু তবু তার মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে সে একজন জননায়ক হতে পারে। সেনাবিহীন এক জন অফিসার সে, বুদ্ধিমান বলে তার এমন বহু বিষয়ে অনুরাগ যে এই ছোট্ট শহরের বুদ্ধিমানের দল তা সইতে পারে না। বড়ো একটা জমিদারী দাও তাকে, সে আপনাকে বিকসিত করবার অবকাশ পাবে। কিন্তু এতে যে বিপদ রয়েছে? "তুমি কি ভালবাস তাকে? সাহস আছে তোমার?"

"আমার ঘোড়াগুলো ভালো লাগে তোমার ?

রূড হেসে উঠে।

"কি ! আমার প্রশ্নটা কি এতই অদ্ভুত ঠেকছে ?"

"হ্যাঁ, তার কারণ আমি হলাম ভূমিহীন চাষা আর অশ্বহীন অশ্বারোহী। তোমার পক্ষে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করাটা সহজ।"

"স্ত্রী-বিহীন হয়েও নারীপ্রেমিক নও কি তুমি ?"

"না।"

"আমাদের, মেয়েদের নিয়ে তোমার কোনো অস্বস্তি নেই ?"

"না, নারীদের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারিনে। যখনি কোন নারীর সঙ্গে—ক্ষমা করো, বলছিলাম যে কোনো মহিলার সঙ্গে থাকি তখনই আমি ভুল করতে থাকি।"

"যেমন, এই এখন আমার সঙ্গে ?"

"তুমি ? সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা।"

"গোয়াল-বাড়িটা দেখতে চাও কি ? এখানকার ব্যাপারটা একটু জানা উচিত তোমার।"

ক্যাপ্টেন রূডের মনে হতে থাকে যেন তার পায়ের নীচেকার মাটিটা অদ্ভুত রকম দুলছে। লুইসের ও কথার অর্থ কী ? খামারের এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে লুইসে তাকে ঘুরিয়ে বেড়ায় আর তাকে যেন সে আরো নিকটে টেনে নিতে থাকে। এটা কি পরীক্ষা, না, খেলা ? আগামী কাল যখন আবার দেখা হবে তাদের, তখন কি লুইসে এর প্রতিশোধ নেবে ?

বৈদ্যুতিক বেলোয়ারী ঝাড়ের আলোকে বৃহৎ কক্ষটি আলোকিত ; লুইসে বেশ পরিবর্ত্তন করতে যায় আর রূড সেখানে বেশ অনেকক্ষণ বসে থাকে। হুইস্কী, সোডা আর সিগার রাখা হয়েছে তার পাশে, কিন্তু সে কিছুই স্পর্শই করে না।

তার মন বলতে থাকে আজ রাতে যেন কি একটা ঘটবে, কিন্তু সেটা যে কি, তা সে জানে না। আর ওই যে লুইসে বেশ পরিবর্ত্তন করছে সেও জানে কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। হয় ত সে শুধু খেলাই করছে না তাকে নিয়ে, কিন্তু তবু এখনো এটা খেলাতেই পর্য্যবসিত হতে পারে। রূড ভাবে : যদি তার এই রকমের একটা রাজ্য না থাকত, তা হলেও কি সে তোমার চোখে রাণীই হত? রূড মাথা নাড়ে : হ্যাঁ, তাই হত সে। কিন্তু তা হলে লুইসে অত খামখেয়ালী হত না, আর সে আরো বেশি সাহসের সঙ্গে তার আক্রমণে অগ্রসর হতে পারত। নারী? এটা সত্যি যে সে তাদের নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি ; প্রথম প্রথম লুইসের সম্বন্ধেও না ; লুইসেই প্রথম আরম্ভ করেছে, এক রকম বলতে গেলে সে-ই তাকে ডেকেছে। তার পর একদিন যখন তার চোখ খুলল তখন সে দেখতে পেল যে তার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। সেই মুহূর্ত্ত থেকে আর কেউ নেই, আছে শুধু লুইসে! প্রেম না কি এই রকম! তার পর হয় ত লুইসে বুঝতে পেরেছে তার অবস্থাটা, আর খেলা আরম্ভ হয়েছে—কিন্তু এখন, সেভাবে, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে। আজ রাতে যাই হোক না, তাকে সতর্ক থাকতে হবে।

এবার হালকা বাসন্তী রঙের পোষাক, শাদা সিল্কের মোজা আর পেটেন্ট চামড়ার জুতো পরে লুইসে এসে প্রবেশ করে। যখন সে কাছে

আসে, একটি সূক্ষ্ম সুগন্ধ অনুভব করে রুড। 'শী'-বাহিনী, আস্তাবলের সেই নারী একটি ফ্যাশনেবল মহিলায় রূপান্তরিত হয়েছে। রুড উঠে দাঁড়ায়, আর বলে ওঠে, "এ কি! আমি, আমি যে হাতও ধুতে পারিনি।" "হ্যাঁ" লুইসে বলে, "আমার বোধ হয় তোমার বিরক্ত বোধ হচ্ছিল। কিন্তু এখন দেখলে তো বড়ো বড়ো কক্ষে সম্পূর্ণ একা একা বসে থাকতে কি রকম লাগে।" "এতই কি খারাপ লাগে?" "আমার লাগুক বা না লাগুক তাতে তোমার বোধ হয় কিছু যায় আসে না?" মাথাটা পেছনে হেলিয়ে হেসে প্রত্যুত্তর করে সে, "তার সঙ্গে আমার কিছু সম্পর্ক আছে না কি?" "আমি তা বলি নি। কিন্তু তোমার—তোমার যদি স্ত্রী থাকত, তা হলেও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তুমি তাকে একাই ফেলে রাখতে। তখন আর কারো সঙ্গে সময় কাটাতে তুমি।" "এটা তোমার ভুল" হঠাৎ গম্ভীর হয়ে রুড বলে, "আমি বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক (egoistic)। অর্থাৎ স্ত্রীটি সঙ্গের সম্পূর্ণ অযোগ্যও হতে পারে তো।"

শাদা টুপীপরা একটি মেয়ে ভোজন কক্ষের দোর খুলে দেয়।

"বেশ, এসো এখন" ব'লে লুইসে তার বাহু ধারণ করে।

আয়তাকৃতি ভোজন কক্ষের চৌখোপী, বাসনপত্র রাখার তাক, উঁচু পিঠ-ওলা চেয়ারগুলো সবই কালো ওকের তৈরী; মাঝখানকার আলোটা জ্বালা হয় নি। শাদা কাপড়ের ওপর রূপোর বাতিদানগুলোয় মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে।

তারা দুজনে এক সঙ্গে খেতে বসে। পরিচারিকা মেয়েটি খাবার নিয়ে আসে, কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে যায় আবার ভেতরে আসে।

"কেবল আমরা দুজনে বসে খাচ্ছি এই প্রথম, তাই না?" লুইসের চোখ অর্দ্ধ নিমীলিত।

"হ্যাঁ, এই প্রথম।"

"এটা শেষ বার নয় বলে তুমি নিশ্চিত বিশ্বাস কর কী?"

"করি।"

"কী" বলে হেসে লুইসে ভুরু কপালে তোলে।

"আমাকে না হলে তোমার চলবে না। মাঝে মাঝে ঝগড়া করবার জন্য আমাকে দরকার তোমার। 'আর তা ছাড়া তোমার এমন একজন চাই যাকে কতকটা তাচ্ছিল্য করবে, আবার যার জন্য কতকটা দুঃখিত হবে।"

"আমার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ এ বিষয়ে তোমার নিশ্চয়ই কোনো সংশয় নেই?"

"কাজটা খুব কঠিন বলে তো আমার মনে হয় না। মোটের উপর তোমার মধ্যে অসাধারণ তো কিছু নেই।"

"বোধ হয় নারীদের সম্বন্ধে তোমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে?"

"আর কিছু কি কথা নেই? তোমার ভাই কেমন আছে?"

"তোমার 'স্বাস্থ্য-পান' করছি" বলে সে তার ক্ল্যারেট গ্লাসটা ওঠায় কিন্তু পান করতে ভুলে যায়, অস্ফুটপ্রায় মৃদুহাস্যে সে একটা বাড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

"এখন কি ভাবছ তুমি?" হঠাৎ লুইসে ব'লে ওঠে তার দিকে তাকিয়ে।

"আমি সাবধান হচ্ছি।"

"কি—কেন?"

"দেখছি, তুমি আমার সঙ্গে আবার লড়াই করতে চাও—কিন্তু আমায় পরাস্ত করতে চাও না তুমি।"

"যোদ্ধাকে হারানো—ওরে বাস্‌রে, না।"

"তোমার স্বাস্থ্য পান করছি।" বলে রুড গ্লাসটা ওঠায়।

পশ্চাতের কালো চৌখোপীর উপর সে তার বাসন্তী পোষাক আর প্রফুল্ল অথচ চিন্তিত তাজা গোলাপী মুখখানি দেখতে পায়। এতক্ষণ

পর্য্যন্ত সে-ই জয়ী হয়েছে কিন্তু নূতন আক্রমণের জন্য তাকে সতর্ক থাকতে হবে।

"তোমার তাহলে মনে হচ্ছে যে তোমাকে নইলে আমার চলছে না?" শুনে রুড মাথা নাড়ে।

"তুমি সাবধান হয়ে রয়েছ এখন—আমার জন্য?"

"তুমি ও তো রয়েছ।"

"আমি? বেশ, সত্যি…"

"আমরা দুজনেই সাবধান। তুমি তোমার ঐশ্বর্য্যের জন্য আর আমি আমার দারিদ্র্যের জন্য। আমরা দুজনেই, আমাদের যা আছে তা রক্ষা করছি।"

"তুমি আজ রাত্তিরে অবুঝি খুবই সরলভাবে কথা বলছ।" বলে লুইসে তার দিকে তাকিয়ে থাকে আর খেতে ভুলে যায়।

সারাক্ষণ মৃদু হেসে রুড হালকা পরিহাসের ভঙ্গীতে কথা বলে যেতে থাকে। "তোমার যদি রাজ্য রক্ষা করবার না থাকত, তা হলে তুমি আমাদের এমন করে পর্য্যবেক্ষণ করতে না।"

"তাহলে, তোমার বুঝি এই রকম মনে হচ্ছে!"

"আর এটা ভালো, না ওটা ভালো এই রকমের মাপজোক আর ওজনও করতে না।"

"বেশ, খোলা খুলি ভাবে কথা বলছ যা হোক।" ব'লে লুইসে হাসবার চেষ্টা করে।

রুড আবার গ্লাসটা উঠিয়ে আলোয় ধরে, যেন তাকেই উদ্দেশ করে বলে; তুমি যদি গরীব হতে, আমি তোমাকে বলতাম বিয়ে করতে। তাহলে আমরা দারিদ্র্যের সহভাগী হতে পারতাম।"

"আমি দরিদ্র নই বলে তোমার মনে হচ্ছে ধাত্রীর স্বামীর মতো তোমাকে পেছনের আসন গ্রহণ করতে হবে?"

পান ক'রে আবার হেসে, গ্লাসকে উদ্দেশ করেই সে বলে, "আশা করি ক্রসেথের বিধবার মতো পরিসমাপ্তি তোমার হবে না।"

"অন্য কোনো কথা হবে কি ?"

"তাতে আমার কোনো ক্ষতি নেই, সুতরাং তোমার যা খুসী তা নিয়েই কথা হতে পারে।"

"তোমার তাতে হারানোর নেই কিছুই ?"

রুড মাথা নাড়ে।

"আমাকেও না ?"

"তোমাকে ? যা নেই তা কখনো হারানো যায় না।"

"ওটা কি ঠিক জান তুমি ?" বলে লুইসে হেসে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে মোম বাতির দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই প্রথম সে লক্ষ্য করে, রুড কেমন অধীর হয়ে উঠেছে। আজ রাত্তিরে ব্যাপারটাকে সে পরখ করছে। লুইসেকে সে আর নেতৃত্ব করতে দেবে না। মনে মনে লুইসে এতে খুসী হয়ে ওঠে।

এবার উঠে তারা সবচেয়ে ভেতরের ঘরে প্রবেশ করল, সেখানে অগ্নিকুণ্ডে বার্চের গুঁড়ি জ্বলছে। আলোটা নিবিয়ে দিল লুইসে, আগুনের রক্তিম আভা ছাড়া ঘরটিতে অন্ধকার।

কফি আনানো হল, দুজনেই আগুনের দিকে পা ছড়িয়ে বড়ো বড়ো আর্মচেয়ারে বসে রইল। রুড লুইসের সিগরেটটা ধরিয়ে নিজের সিগারটা ধরালো। লুইসে কফি ঢেলে দিল রুডকে, তার পর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল তারা।

রুড তার আরো কাছে আসুক এমনি ইচ্ছে করে তার। একটা এলবাম এনে, তাই খুলে, রুডের হাঁটুর ওপর স্থাপন করে সে, আর নিম্নস্বরে বলে "এই আমার বাবা আর মা।"

রুড যখন ছবিগুলোর ওপর আনত হয় লুইসে তার পূর্বাসনে ফিরে

গিয়ে ধীরে ধীরে ধূমপান করতে করতে আগুনের দিকে চেয়ে থাকে। তার অন্তরে কে যেন জোরে বলে ওঠে "আর বেশি কাছে আসে না যেন সে।"

"তোমার মা নিশ্চয়ই সুন্দরী ছিলেন" সে বলতে শোনে তাকে।

লুইসের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় আর সেই দৃষ্টি বলতে থাকে, তার মতে সেও মায়ের মতোই, কিন্তু রুড আবার নীরবে ছবিগুলোর ওপর নত হয়।

"আমার বাবা মায়ের কথা কিছু শুনবে?"

এক সময় যারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের জীবন যাপন করত সেই বৃদ্ধ দম্পতী উপত্যকায় দারিদ্র্যের সঙ্গে কী রকম সংগ্রাম করছে সেই কাহিনী যে সে কখন বলতে আরম্ভ করে তা নিজেও বুঝতে পারে না। তার জন্য কেউ ভাবে এমন কারো কাছে অকপটে সব কথা বলবার নিরুদ্ধ কামনার হাতে একবার যখন সে আত্মসমর্পণ করল তখন সে বুঝতে পারল কেমন করে সে তার আত্মসংযম হারিয়ে ফেলছে।

সিগার ভুলে গিয়ে রুড তার কথা শুনতে থাকে আর কখনো তার দিকে, কখনো আগুনটার দিকে তাকাতে থাকে—অকস্মাৎ যেন রুড কেমন সত্যি সুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু সর্বক্ষণ তার মধ্যে কে যেন বলতে থাকে: এ কী করছ তুমি এই অনাত্মীয়ের সঙ্গে!

"লোরেঙ যখন তাঁদের ছিল আর সেখানে যখন তাঁরা থাকতেন, তখনকার কথা আমার মনে পড়ে" কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রুড বলে। "অবশ্য আমি তখন বালক মাত্র, কিন্তু কী সুন্দর ঘোড়া ছিল তাঁদের, সেইটেই বালকমনে ছাপ ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট।"

এবার কিন্তু লুইসে আরো যেন নিজকে শিথিল করতে থাকে। সে নিজকে বলতে শোনে: "আর আমার ভাই—তার সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?

মাথা নেড়ে, মৃদু হেসে বলে সে, 'আমি কীই বা জানি তার সম্বন্ধে।'

"তার আর আমার মাঝে সম্বন্ধটা কি রকম জান ?"

"সে তোমার আদর্শ পুরুষ না ?"

"হুঁ," কিছুক্ষণের মধ্যে ও বিষয়েও সে তার অন্তরটিকে উন্মুক্ত করতে আরম্ভ করে। তাদের মধ্যে কিসে বিচ্ছেদ এসেছে শুধু তাই নয়, তার মনে কতখানি আঘাত পেয়েছে তাও ; আর সে যে সারাক্ষণ কেবলি তাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করছে সে কথাও। কিন্তু শেষে অকস্মাৎ সে চমকে উঠে বসে সোজা হয়ে, আর চোখের ওপর হাত বুলায়! "ওঃ হো, অনেক কথাই বলে ফেললাম আজ রাতে। আমার বোধ হয় তুমি শুনছও না। যাই হোক, একটি নিঃসঙ্গ নারীর সঙ্গে থেকে এতটা সময় নষ্ট করার জন্য বহু বহু ধন্যবাদ।"

রুড উঠে, তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অতখানি অন্তরঙ্গতার পর লুইসের মনে জেগে ওঠে বিরূপতা। তার কেমন লজ্জা বোধ হয়, উত্তেজিত হয়ে উঠে তাই। অনাত্মীয় প্রায় এই লোকটির দিকে তার চোখ জ্বলে ওঠে।

"আমার ব্যক্তিগত কাহিনীর কথা এখানে বসে বসে বললাম, না জানি কী মনে করছ তুমি ? অবশ্যি এসব সম্বন্ধে তোমার কণামাত্র আগ্রহও নেই। নিশ্চয়ই বসে বসে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের কথাই ভাবছিলে। আর আমার বকবক করতে দিয়েছিলে, নয় কি ?"

"দেখছি তুমি চাও আমি চলে যাই" বলে রুড। "শুভরাত্রি" লুইসে তার হাতটা না নিয়েই বলে "চলে যাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"বেশ, যাও তা হলে। হা-ভগবান্, এত আত্ম-সর্বস্ব তুমি !"

"হ্যাঁ, আমি তাই" বলে সে দু'পা দোরের দিকে এগিয়ে যায়।

"তুমি নিজেও যে স্বীকার করছে, ভালই। তা হলে এমনি করেই

শেষ হবে!" ক্রোধ দমন করতে গিয়ে লুইসের কণ্ঠস্বর কেমন রুদ্ধ হয়ে আসে। "বাড়ীর বাইরে আমরা দুজন পরস্পরের সঙ্গে সুখী হয়েছি। কিন্তু এই কি তার শেষ!"

লুইসের দিকে চেয়ে স্থির কণ্ঠে রূড বলে, "হ্যাঁ, কখনো কখনো এমনি হয়ে থাকে।"

"আমার প্রতিবাদ করবারও সাহস নেই তোমার! তার কারণ কি এই যে তুমি ভীরু?"

"হ্যাঁ, তাই" পূর্ব্বের মতই শান্তকণ্ঠে বলে সে। লুইসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। "আমি—আমি আমার সারা জীবনে কখনো কাকেও···ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি তাই স্বীকার করছ···?"

"তুমি যেমন বলছিলে না। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্য কথাই ভাবছি। আমি দেখছি ওইরকম রাগলে তোমাকে কী অদ্ভুত রকম মানায়।"

'শুভরাত্রি' ব'লে লুইসে হাত বাড়ায়।

লুইসে গেল তার সঙ্গে হলে, সেখান থেকে রূড তার টুপী আর কোটটা নিলে। বীথিকা দিয়ে যতক্ষণ সে ফটক পর্য্যন্ত গেল ততক্ষণ লুইসে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল! তারপর ডাকল সে, "ক্যাপ্টেন রূড!"

রূড ফিরে বলল "কী?"

"কাল আমায় ফোনে ডেকো।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু কথা দিতে পারলুম না।"

"ডাকবে না?"

"শুভরাত্রি" বলে মূর্ত্তিটি বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখনো রাত অল্পই হয়েছে কিন্তু আগুনের সামনে ঘণ্টাখানেক কিম্বা ঘণ্টাদুয়েক ব'সে যখন সে শুধু আগুনের দিকে চেয়ে কাটাল, তখন উঠে টেলিফোনের দিকে যেতে উদ্যত হল সে। কিন্তু আবার বসে পড়ল সে,

নতুন কাঠের গুঁড়ি ফেলল আগুনে, আর আগের মতই সম্মুখের দিকে চেয়ে রহিল। কব্জির সোনার ব্রেসলেটে ঘড়িটার টিকটিক্ শুনতে লাগল সে, তারপর যখন তার দিকে তাকালো, তখন এগারোটা বাজে। তখন চমকে উঠে সে টেলিফোনের কাছে গিয়ে সেটা ধরল। দূর থেকে একটি বামাকণ্ঠের উত্তর পেল সে, "না, ক্যাপ্টেন রুড এখনো বাড়ী ফেরেন নি।"

রুড ফিরলেই সে যেন ক্রসেথে খবর দেয় এই কথা বলে লুইসে। সে ছেলেমানুষের মতো আচরণ করছে। কিন্তু এই শেষবার।

কী হয়েছে রুডের? কয়েকঘণ্টা আগেই তো তার বাড়ী ফেরা উচিত ছিল।

আবার সে বসে আগুনের সামনে, টেলিফোনের প্রতীক্ষায়। সে বই নেয় না, কিম্বা অন্য কোনো কাজও করে না। কিছুই সে করতে পারবে না, করবে না, টেলিফোনের প্রতীক্ষায় বসে বসে সে যন্ত্রণা ভোগ করবে।

অবশেষে, মধ্যরাত্রে টেলিফোন বেজে ওঠে। কণ্ঠস্বর তার পরিচিত, তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে সে, "এখান থেকে গিয়ে এতক্ষণ ছিলে কোথায়?"

"ঘুরতে বেরিয়েছিলাম।"

"মেজাজটা দুরুস্ত করতে এত লম্বা ভ্রমণের দরকার হল?"

"এত রাতে ফোন করবার বিশেষ কোনো দরকার ছিল কি ফ্রোকেন আল্‌ম?"

"তোমার খৃষ্টীয় নামটা কি তাই জানতে চেয়েছিলাম, য়োর্গেন নয় কি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু…"

"তাহলে শুভরাত্রি, য়োর্গেন।"

দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা তার কোনো সহায়তাই করল না। সারারাত কক্ষে পাইচারী করেও তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছিতে পারল না সে। কখনো কখনো হতাশা আসে, এই সংগ্রাম ছেড়ে দিতে চায় সে। এই যা সে করছে, তাতে কি তার যৌবনের শ্রেষ্ঠ বৎসরগুলোর শুধু অপব্যয়ই করছে? সাধারণ গির্জায় কি সে একজন সাধারণ পুরোহিত মাত্র হবে? কখনো না!

এইবার তার দেহমন প্রতিশোধ নেয়, আবার সে ফিরে আসে তার সঙ্গীদের মাঝে। প্রতিযোগিদের সঙ্গে দাঁড় টানা বা সাঁতার কাটা আর একা একা দাঁড় টানা বা সাঁতার কাটা এক বস্তু নয়। সঙ্গীদের সঙ্গে হৈ হৈ করে বেড়ানো আর 'স্কী'তে একা একা ঘুরে বেড়ানো এক নয়। তরুণীদের সঙ্গে হল্লা করে আবার কেমন তাজা হয়ে ওঠে মন। তবু খুব আনন্দোৎফুল্ল দলের মধ্যে প্রায়ই কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে সে। স্প্রিঙ-বোর্ডের ওপর দিয়ে দৌড়ে সে যখন সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, একটি চিন্তা প্রায়ই তার মনে জেগে ওঠে: ডুব মারার সময় যদি তোমার শরীরে খিল ধরে, তা হলে পর? তুষার এবং হিমের মাঝ দিয়ে 'স্কী'-যোগে দৌড়ানোর পর ক্রীড়া-কক্ষে ব'সে সে তাকিয়ে থাকে তার কোলাহলকারী সঙ্গীদের পানে, যারা বসে বসে পাইপ টানে, আর সে ভাবে: কে বলতে পারে, তাদের গভীর অন্তস্তলে তোমার মতোই একই সংগ্রাম চলছে কিনা। তারা শুধু ভান করছে, তাদের উদ্বেগমুক্ত বাইরেটা তাদের আসল সত্তা নয়। একবার একটি তরুণীর সঙ্গে নাচতে গিয়ে এই চিন্তাই ওঠে তার মনে: কে জানে—আজ রাতে যখন প্রদীপ নিবিয়ে ওই তরুণী অন্ধকারে চক্ষু মুদ্রিত করবে, তারপর? তখন কী ভাববে সে, এই ফ্লার্টিংএর কথা, না, ট্যাঙ্গো-নৃত্যের কথা, না আধুনিকতম ফ্যাসানের কথা কিনা…?

তরুণদেরও পুরোহিত হতে পারবে কি সে? সেই জন্যই কি সে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করছে না? কিন্তু, ধরো যদি এই সবটা সময়ই তার ব্যর্থ যায়? যখন সে যাত্রা করেছিল, তারপর সে কি তার লক্ষ্যের দিকে কিছু এগিয়েছে? না।

বিশেষ আনন্দে সন্ধ্যাযাপন করে যখন সে বাসায় ফিরে শয্যাগ্রহণ করে, কখনো কখনো একটি অনির্ব্বচনীয় স্বচ্ছন্দতা নিয়ে সে জেগে থাকে। তার মন এবং ইন্দ্রিয় এমনি সজাগ হয়ে ওঠে যে তখন আর ঘুমোনো মানে নিরর্থক সময় নষ্ট করা। কাজ করবার আর আনন্দ করবার পক্ষে এই জগৎ তখন এক পরম মহিমাময় স্থান বলে মনে হয়। বিশ্বাত্মার বোধ জেগে ওঠে তার মাঝে—সবাই হয়ে ওঠে চৈতন্যময়, সবাই হয়ে ওঠে ভগবানের স্বরূপ।

তাহলে তার ধর্ম্ম কি প্রয়োগের উপযোগী হয় নি? আগামীকাল কি সে পুরোহিতের মঞ্চে আরোহণ করতে পারে না? না—একটি ছোট্ট বিষয় বাকী আছে। এই ধর্মকে সরল করতে হবে, যাতে মানব জাতি তা বুঝতে পারে। তার মনে পড়ে চিলে-কোঠার সেই মরণোন্মুখ বৃদ্ধা নারীর কথা, যার মনকে সে স্পর্শ করতে পারে নি। পুরোহিতকে এমন হতে হবে যাতে সে মানবজাতিকে সাহায্য করতে পারে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই মানুষ সব বুঝতে পারে, বিশ্বজননীকে তাদের মানবীয় রূপে পাওয়া চাই। এই ভাবেই শুধু তারা ভগবানকে বুঝতে পারে। খৃষ্টের পরে যে-বিশ্বাস তার মর্ম্মকথা কি এই? হ্যাঁ, কিন্তু তিনি বেশিদূর যেতে পারেন না, তিনি শুধু পাপীদের পরিত্রাণ করেন। তুমি কি তাহলে নূতন ভগবান সৃষ্টি করতে পারবে? কী নাম দেবে তুমি তাঁর? যাহোক, সেই কাজটিই তো তুমি হাতে নিয়েছ। করতে পারবে কি তা? কী সব বাধার সম্মুখীন হতে হবে তোমায়?

অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে তার। সে যা আশঙ্কা করছে হয়ত তাই

হবে শেষে, সময় নষ্ট হবে মাত্র আর কিছুই না। হয়ত আধুনিক মানব ধর্মও চায় না, পর্ব্বদিনও চায় না।

শহর থেকে মাইল বারো দূরে একটি লাল ইটের তৈরী ছোট্ট গির্জা, চারদিকে তার অগণিত নূতন আর পুরানোসমাধি-শিলা; বসন্তের প্রায় মাঝামাঝি এক রবিবারে প্রার্থনা শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একটি যুবা সাইকেল করে সড়ক থেকে আসে সেখানে। ঠিক এমন জায়গায় গির্জা দেখে যেন সে বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকায়। দেয়ালে সাইকেলটা লাগিয়ে রেখে, কপালের ঘাম মুছে, ট্রাউজার থেকে ক্লিপগুলো খুলে ফেলে, সে ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। সমাধিগুলোর মাঝে কয়েকজন লোক, কিন্তু গির্জার ভেতরটা একেবারে নিস্তব্ধ তাই তার মনে হয়, উপদেশ চলছে সেখানে।

কিছুক্ষণ সমাধিগুলোর মাঝে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ায় সে, এখানে সেখানে সমাধির ওপর উৎকীর্ণ দু একটা শিলালিপি পাঠ করে। অবশেষে সে বসে পড়ে, টুপিটা কপালের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে, এক টুকরো ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে সেটাকে আঙুলে জড়াতে থাকে। কী নিস্তব্ধ এই জায়গাটি। আকাশ মেঘাবৃত, খামারযুক্ত সমতল ভূমি, তারই মাঝে টুকরো টুকরো বনভূমি। দূরে একটা ক্ষেতে লাঙল পড়ে রয়েছে, রবিবার বলে অশ্ববিহীন। বহুদূরে একটা মোটরকার ভোঁ ভোঁ করতে করতে ছুটে গেল। একটা খামারে ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি করছে। কিন্তু এখানে গির্জাপ্রাঙ্গণে সব নিস্তব্ধ। চারিদিকে তার নীরব সমাধিশিলা-গুলো, তারি তলায় শুয়ে আছে নিঃশব্দ নিদ্রিতেরা।

তার চোখে স্বপ্ন নামে। এইখানে যারা একত্রিত হয়েছে আজ, তারা একদিন তোমারই মতো ছিল জীবিত। তরুণ নর ও নারী—যাদের একাংশ বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। তারা এখন এইখানে শায়িত, যেমন একদিন তুমিও হবে। মুহূর্ত্তকালের জন্য যদি তাদের নয়ন উন্মীলন

করতে দেওয়া হত, নিশ্চয়ই তারা আবার শৈশবের বিশ্বাস নিয়ে একটি প্রার্থনা সঙ্গীত গেয়ে উঠত। সে যেন সেই সব মৃতদের সঙ্গীত শুনতে পায় "আমরা তো এই বিশ্বাস করেছিলাম, তুমি কি বিশ্বাস কর? তুমি কি আমাদের পরিত্যাগ করেছ? তুমি কি বিশ্বাসঘাতকতা করছ সেই সব পবিত্র শক্তির প্রতি, যাদের ঘণ্টাধ্বনি কত না রবিবাসরে আমাদের একত্রিত করেছে, আমাদের চোখ বোজার সময় যারা আমাদের সঙ্গদান করেছে? তাদের পরিবর্তে কী আছে তোমার?

মাথা নীচু করে সে। প্রায়ই সে ওই আহবান শুনেছে; নিজকে যুক্ত কর অন্যদের সঙ্গে, তাদের ধর্মবিশ্বাসে অংশ গ্রহণ কর, তাদের একজন হও। সে কি তাদের চেয়ে বেশি কিছু জানে? ওসব ভ্রান্তি ছিল? হ্যাঁ, কিন্তু ওই ধরণের ভ্রান্তি সত্য হতে পারে—অন্ধকারে হাৎড়ানো হলেও দিক্-ভ্রান্ত নয়। তুমি কি এতই ভালো যে তারা তোমার সঙ্গের অনুপযুক্ত, আর তুমি কি তাদের পথে সত্য সন্ধান করতে এবং তাদের বিশ্রাম স্থলগুলিতে বিশ্রাম করতে অনিচ্ছুক? তুমি কি তাদাদের একজন নও? তারা কি তোমার এমন আত্মীয় নয় যাদের সঙ্গে তুমি তোমার অদৃষ্টকে জড়িত করতে পার? সেই একই ঘণ্টাধ্বনি কি ওই শাশ্বতের বুক থেকে তোমাকেও ডাকছে না যারা আর সকলকে এতকাল ধরে ডাকছে?

সে বসেই থাকে। ঘাসের টুকরোটা আঙুলের ফাঁকে দলিত হয়ে গেছে। অবশেষে উঠে সে ধীরে ধীরে গির্জার দিকে পা বাড়ায়, গির্জার ধাপ বেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে।

ভেতরে তখন কমিউনিয়ন অনুষ্ঠান চলছে। গায়কদের মঞ্চ এবং বেদীর দিকে তাকিয়ে গির্জার পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে সে, বসবার কথা সে ভুলে যায়; সহস্রচক্ষু হয়ে যেন কিসের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

বেদীর সামনে একটি তরুণ শ্মশ্রুবিহীনি পুরোহিত লাল যাজক পরিচ্ছদ আর সোনালি ক্রস পরে দাঁড়িয়ে; বয়সে সে তার চেয়ে বেশি বড় নয়।' লোরেন্ট্‌স্ একদৃষ্টে কেন তাকায় তার পানে? বড় সুন্দর মনে হয় তাকে; এর আগে সে মানুষের মধ্যে এমন একটা মহনীয়তা কখনো দেখেনি, মুখে তার এমন একটি জ্যোতি মনে হয় যেন সে কোনো উচ্চতর ভূমি থেকে নেমে এসেছে আর অল্পক্ষণ পরেই যেন সে আবার সেখানে প্রত্যাবর্ত্তন করবে। তার পায়ের কাছে অর্দ্ধবৃত্তাকারে কমিউনিয়ন প্রার্থীরা জানু পেতে রয়েছে—খামার এবং ফ্যাকক্টরীর সাধারণ লোক এরা, দুটি কেশহীন বৃদ্ধ, কেবল তাদের কানের কাছ ঘিরে চুল, হ্যাটপরা মহিলা কয়েকজন। মস্তকাবরণ-পরা কয়েকটি স্ত্রীলোক, তার মধ্যে কিছু তরুণী আর কিছু বৃদ্ধা। তাদের মস্তক ভক্তি-অবনত। তরুণ পুরোহিত ধীরে ধীরে প্রত্যেকের কাছে যায়, তাদের মাথায় তার বর্টা রঙের হাত দুটি স্থাপন ক'রে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে বলে যে তাদের পাপ ক্ষমা করা হল।

গির্জার প্রান্তে যুবকটি তখনো দাঁড়িয়ে আছে, বসতে ভুলে গেছে সে; এবার কিন্তু তাকে একটা আসনের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করতে হয়। কেন যে এই সাদাসিধে দৃশ্যটি এত অভিভূত করছে তাকে, তা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু তবু সে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

এবার ওইসব নর-নারী ওঠে, গির্জার আসনগুলো ধীরে ধীরে অধিকার করে; অন্যেরা গিয়ে তখন জানু পেতে তাদের স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু যারা ওই নেমে এসেছে তাদের মুখেও পুরোহিতের মতোই জ্যোতিঃ মণ্ডিত—তারা যেন কোন লোকান্তর থেকে আসছে। তারা ঈশ্বরের সামনে নত জানু হয়েছে।

'Lord's Supper' ব্যাপারটা কি, লোরেন্ট্‌স আপন মনে শুধায়। একটা স্মৃতি ভোজ হিসাবেই এর সূত্রপাত হয়েছিল, তার পর মানুষের

উর্দ্ধাভিমুখী অভীপ্সা একে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে উন্নীত করেছে যার সামনে, সে যেসব পাপ করেছে তা থেকে আপনাকে মুক্ত করে। যার নিজের পাপক্ষালন করবার শক্তি নেই, সে তার দোষ নিয়ে এইখানে আসে আর ভগবানের কাছে তার পাপ হরণ করবার জন্য প্রার্থনা করে, পুরোহিত তার অনুতাপ দেখে, বেচারীর মাথার প'রে দুটি হাত রেখে বলে 'তোমার পাপগুলো ক্ষমা করা হল।'

লোরেন্ট্স, লোরেন্ট্স, এর অনুকম্প কিছু আছে কি তোমার কাছে?

এমনি এক ভাবাবেগ প্রবাহিত হয়ে যায় তার ওপর দিয়ে যে সে একটা চেয়ারে বসে পড়ে ধপ করে।

প্রার্থনাকারীরা যখন নিষ্ক্রান্ত হল, তারা দেখতে পেল এই অপরিচিত যুবকটি সেখানে একা একা বসে আছে। অবশেষে সে যেন জেগে ওঠে, তখন উঠে সে অন্যদের অনুসরণ করে। টুপিটা নিশ্চয়ই ভুলে গেল সে কারণ নগ্নমস্তকেই সে সাইকেলটার দিকে যায়, তার পর সেটায় চড়ে ধীরে প্রস্থান করে। পথের মোড়ে প্যাড্ল থেকে পা ফসকে প'ড়ে যাবার মতো হয়; তারপর আপনাকে সামলে নিয়ে, সামনের দিকে ঝুকে বেগ বাড়িয়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এর অল্পদিন পরেই এল তার জন্মদিন; সন্ধ্যাবেলা যখন সে শহর থেকে এল বাসায়, তখন টেবিলের ওপর একটি প্যাকেট বিরাজমান। হাতের লেখাটি তার চেনা, এটা এসেছে তার মার কাছ থেকে! ওই দেখ, মা তার জন্য আবার দস্তানা কিম্বা মোজা বুনেছে। কিন্তু প্যাকেট খোলার পর তার ভেতর যা দেখা গেল তাতে সে বিস্মিত হল—এক রাশিপত্র, যা পুরানো হওয়ায় হলদে হয়ে গেছে। এ কী? এই যে এগুলোর সঙ্গে একখানি পত্র। তার মা বলেছে, এবারকার জন্মদিনে অন্য কিছু দেবার মতো তৈরী নেই। কিন্তু ছোট্ট ছেলেবেলা যখন সে বাড়ী ছেড়ে এসেছিল, তখনো যে মা তাকে সম্পূর্ণ ভোলে নি তাই দেখে হয়ত তার ভাল লাগতে পারে। একথা সত্য যে তার নতুন মা পত্রলেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যদিও পত্রগুলো পাঠানো হত না। তবু তার পত্র লেখা কেউ বন্ধ করতে পারে নি।

সেদিন সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ ধরে প্রদীপের আলোয় বসে বসে সে পত্রগুলো পড়তে থাকে। যখন তার বয়স চার বছর তখনকার লেখা প্রথম পত্রখানি পড়েই অন্য পত্র পড়ার আগে সে কিছুক্ষণ সমুখের পানে শূন্য দৃষ্টি মেলে দিয়ে চেয়ে থাকে। তার মনে হয় যেন সে খুব ছোট্ট ছেলেটি। মার কোলে মাথা রেখে সে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। মার লেখা যেন তার চুলে মায়ের আঙুল বুলানোর মতো। কেমন আছ তুমি? তারা তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তো? তুমিও লক্ষ্মী ছেলের মতো থাক তো?" মার মনে প্রশ্ন উঠেছে সে কি ইতিমধ্যেই তাকে ভুলে গেছে? তার কাপড়চোপড় কেউ মেরামত করে দেয় কি? যদি না দেয় তা হলে সে তা করে দিতে পারে। লুইসে আর সে কি রাতের বেলা

এই ঘরটায় শোয়, না ওই ঘরটায়? হেমন্ত আরম্ভ হয়েছে, তার ঠাণ্ডা লাগে নি তো? "এখানে তোমার বাবার সঙ্গে আমি একলাটি রয়েছি, আমার কথা মনে পড়ে কিনা তাই ভাবি; সন্তানদের কোনো খবরই পাইনে আমরা, তাই আমাদের পক্ষে জীবনটা বিশেষ সুখের নয়। কিন্তু তুমি আর আমি দুজনেই যদি ভালো হই হয়ত কোনো দিন এসব অন্য-রকম হতে পারে।" মৃসিন নামক একটা মেটে রঙের ঘোড়ার ভালবাসা জানায় মা।

সে প'ড়ে যেতে থাকে। পত্র অনেকগুলো। বহুবৎসর ধরে লেখা এগুলো। এর মাঝ দিয়ে সে প্রত্যক্ষ করে তার বড় হয়ে ওঠা। বয়সের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পত্রের সুর ও বদলায়। হাতের লেখা এখনকার মতই— একটি তরুণীর হাতের লেখা, তার কোনো পরিণতি ঘটেনি। লোরেণ্টস বুঝতে পারে মা কেবলি তার যাতনাটাকে চেপে রাখবার চেষ্টা করছে, পাছে তা দেখে সে ভয় পায় সেই আশঙ্কায়। এবার একটি পত্র পায় সে, যার প্রায় সবটাই তার বাবার সম্বন্ধে। "আজ তার বড়ই খারাপ দশা। বলতে না চাইলেও সন্তানদের অভাবটা বাজছে। এই ভালো যে অন্তত আমি আছি তার। সে যে কতখানি দুঃখ ভোগ করেছে তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই সে বিনা অনুযোগেই এ দুঃখ সহ্য করে। তোমাদের দুজনের আর আমাদের মাঝে ব্যবধানটা এতই বিস্তৃত যে তা অতিক্রম করে আমরা পরস্পরকে ডাকতেও পারিনে এই দুঃখই তার সব চেয়ে বেশি।"

এই আরেক খানি চিঠি তার ছোট বোনের মৃত্যু সম্বন্ধে। ওই লাইনগুলোর অন্তরালে একটি মর্মন্তুদ ক্রন্দন শুনতে পায় সে, ওই হাতের লেখার মধ্যে তার শোক মূর্ত হয়ে উঠেছে; কিন্তু এখানেও সে শান্তভাব দেখাবার চেষ্টা করে, যাতে লোরেণ্ট্স ভয় না পায়। সে বলছে যে তাদের এই ভেবেই সান্ত্বনা পেতে হবে যে তাদের এখনো লুইসে

আর লোরেণ্টস রয়েছে। একথা ঠিক যে তাদের সম্বন্ধে তারা একটি কথাও শুনতে পায় না কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে তারা বেঁচে আছে আর এইটুকু জানতে পারাও অনেক কিছু।

তার পর আরেকখানি চিঠি। শীতের সন্ধ্যা, বাবা বিছানায় শুয়ে; বাইরে ভয়ানক শীতে দেয়ালগুলো ফাটছে। সে (মার্তে) তাদের দুজনের জন্যই 'শী'—মোজা আর দস্তানা বুনতে আরম্ভ করেছে যদিও তার পাঠানোর সাহস নেই তা সে জানে। সন্তানদের সংবাদ কখনো না শুনতে পাওয়া দুঃসহ কিন্তু কখনো তাদের একটুখানি আনন্দ দিতে না পারা আরো দুঃসহ।

লোরেণ্ট্স্ পকেটে ঘড়িটা টিকটিক করছে শুনতে পায়। রাত কম না বেশি তা কিছুই সে বলতে পারে না। সে পত্র পড়ে যেতে থাকে।

এই তো তার দশবছর বয়সে লেখা একখানি পত্র। "আজ তোমার জন্মদিন, লো, এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই সুন্দর বড়ো ছেলেটি হয়েছ। যদি রাস্তায় দেখা হয়, হয়ত আমি তোমায় চিনতে পারব না। কিন্তু গতরাত্রি আমি স্বপ্ন দেখলাম যেন তুমি ভেতরে এসে আমার কোলে বসে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছ দুহাতে। ও লোরেণ্টস, ভেবে দেখ কত বছর পরে! মনে করে দেখ, তুমি সত্যি-সত্যি আমায় আবার চিনতে পারলে। লুইসে তো বোধ হয় শীগগিরই সম্পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্কা হবে; তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, মণি। অবাক হয়ে ভাবি সেদিন কি দেখব যেদিন আবার তোমাদের দুজনের বেঁচে থাকার একটুখানি চিহ্ন তারা আমাদের দেখতে দেবে। কিম্বা……কিম্বা যদি তোমরা ছুটিতে অল্পসময়ের জন্য আমাদের দেখতে এস! কিন্তু সেটা হয়ত আমি সইতে পারব না! তোমরা দুজন ঘরের ভেতর ঢুকে যদি 'মা—বাবা!' বলে ওঠো, তাহলে আমার কী যে হবে তা কল্পনাও করতে পারিনে।

তার 'সমর্থন' সংস্কারের এর সময় তাকে অভিনন্দিত করে এই

একখানি পত্র। বলতে দুঃখ হয় যে পাঠাবার মতো কোনো উপহারই নেই তার, আর থাকলেও, তা পাঠানো যাবে বলে তার মনে হয় না। তার মিড্‌ল স্কুল পরীক্ষা পাস করার সময় অভিনন্দন করে আরেকখানি পত্র; তার পর আরেক পত্রে একটি দুঃখময় রাত্রির কথা, যেদিন তার আশঙ্কা হয়েছিল যে আর বুঝি সে মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। সে গোলাবাড়ীতে আত্মগোপন করে, মাটিতে লুটিয়ে কেবলি প্রার্থনা করেছে, সেই প্রার্থনা একটি ছোট নৌকার মতো তাকে লুইসে আর লোরেন্ট্‌সের কাছে নিয়ে গেছে। তখন থেকে সে যেন একটি পূজাবেদী গড়ে তুলেছে যেখানে সে চোখ বুজে প্রতি সন্ধ্যা তাদের সাক্ষাৎ পায়। "তুমি কিম্বা লুইসে কেউই এখন আর আমায় চিনতে পারবে না। আমার চুল সব শাদা হয়ে গেছে, গায়ের চামড়া হয়ে গেছে কুঞ্চিত আর দেহ গেছে নুয়ে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার বাবার আমাকে দিয়ে এখনো প্রয়োজন আছে। আমাদের কত দুঃখ সইতে হচ্ছে—আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে সে সব থেকে তোমরা রক্ষা পেয়েছে। আমাদের,—পিতামাতাদের কোনো অধিকার নেই সন্তানদেরও আমাদের দুর্দ্দশার মধ্যে টেনে আনবার; তোমরা যেখানে আছ এখন সেখানে যেন তোমাদের ভালো ছাড়া আর কিছু না হয়।"

"কোনোদিন, প্রিয় লোরেন্টস, হয়ত এই চিঠিগুলো দেখতে পাবে। এই চিঠিগুলো লেখা যেন তোমাদের ডাক দিতে অন্ধকারে বেরিয়ে যাওয়া; কিন্তু যত দীর্ঘ কালই আমি কান পেতে থাকি, কোনো উত্তরই আসে না।"

একটি পত্রে ফসল নষ্ট হবার কথা বলা হয়েছে সখেদে, আর অন্তহীন শীতের কথা। দিনগুলো খুবই দীর্ঘ, রাত্রিগুলো কিন্তু তার চেয়েও দীর্ঘতর। "প্রিয় লুইসে লোরেন্টস, তোরা কোথায় রে? আমার ডাক কি শুনতে পাস তোরা?"

একটা পত্রে সে বলছে, কেমন করে সে আর বাবা এক হেমন্ত সন্ধ্যায় তারাভরা আকাশের তলে বেড়াতে গিয়েছিল। বাবা আলোক-বর্ষ, দূরত্ব, বিরাট আয়তনের কথা বলছিল আর তাই শুনে তার মাথা ঘুরছিল। কিন্তু নিঃশব্দে সে আকাশে সুন্দরতম দুটি নক্ষত্রকে বেছে নিয়েছিল আর একটিকে লোরেণ্টস এবং অন্যটিকে লুইসে নাম দিয়েছিল। তার পর থেকে প্রায়ই অন্ধকার হলে সে বাতায়ন দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ওই দুটি তারার উদয়ের প্রতীক্ষা করে।

সবশেষে সে তাকে বলে মৃত্যুর কথা। সে বিশ্বাস না করে পারে না যে এর পরও জীবন আছে, আর হয় তারা যতদিন তার অনুসরণ না করবে ততদিন তাকে সেখানে বসে প্রতীক্ষা করতে দেওয়া হবে, নয় তো, তাদের দুঃখবিপদে তাকে এই পৃথিবীতে সাহায্যকারিনী শক্তিরূপে তাদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হবে। "লোরেণ্ট্স্, লোরেণ্ট্স্, তোমার জীবন সুখময় হোক!"

১৩

সেই রাতই শুয়ে শুয়ে ওর চোখ পড়ে বাতায়নের দিকে ; খড়খড়ি দেওয়া তাতে, তবু সে উজ্জ্বল বসন্ত রাতে বাইরের জ্যোৎস্নাটাকে অনুভব করে।

যে-সব প্রশ্ন দিনের পর দিন তোমাকে বিব্রত করেছে, প্রায়ই কোনো প্রবল ভাবাবেগ অকস্মাৎ তার ওপর আলোকপাত করে। সে তার মাকে দেখে পায়েটার (Pieta) বেশে কোলে তাঁর পরিণত বয়স্ক মৃত পুত্র। এই স্বপ্ন দৃশ্যটাকে সে সরিয়ে ফেলে, অমনি আরেকটি দৃশ্য তার স্থান গ্রহণ করে—এর সঙ্গে সে দিনের পর দিন সংগ্রাম করে চলেছে,

হয় একে যেমন আছে তেমনি গ্রহণ করতে হবে, নইলে একে নবরূপ দান করতে হবে।

তার কক্ষের মাঝখানে একটি অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকে। লোরেণ্টস তার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অবশ্যি এটা একটা চোখের ধাঁধা মাত্র। কিন্তু ওই মূর্তিটি শীর্ণকায়, মুখভরা দাড়ি আর দীর্ঘ কেশ, একটা গাউন তার খালি পা পর্যন্ত পড়েছে, চোখগুলো বড়ো বড়ো আর শান্ত।

"তুমি আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছ" অপরিচিত ব্যক্তিটি বলে। "তুমি এমন একটি মন্দির তৈরী করতে চাও যাতে আমি প্রবেশ না করতে পারি। আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না, আর করলেও, তুমি আমায় ভালবাস না। এখনো তুমি এটা আবিষ্কার করনি যে আমি তোমারই আত্মার একটা অংশ। তুমি নিজে যখন অন্যায় করেছ, তখন যে নিরন্তর ঠিক কাজ করেছে—সে-ই আমি। তুমি প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধীয় মতবাদটিকে ঘৃণা কর। কিন্তু তোমার পিতামাতাকেও অপরিসীম দুঃখবরণ করতে হয়েছে, যাতে তুমি আর তোমার বোন রক্ষা পেতে পার। কোটি কোটি মানব স্বেচ্ছায় এই রকম করেছে, আমি তাদের সকলের প্রতীক—তাদের আত্মদানের ভাগবত রূপ।

"কিসের সন্ধান কর তুমি? লোকেরা আমার নামকে ঘিরে যে সব সিদ্ধান্ত, বিধি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তা থেকে এবং দেশ কাল থেকে আমায় যদি বিচ্ছিন্ন না কর, তাহলে তুমি আমায় কখনো বুঝতে পারবে না। আমি কোনো ব্যক্তি নই, আমি একটি শক্তি—মানবজাতির মতই প্রাচীন এবং তোমারই মতো তরুণ। এককালে আমি ছিলাম উৎসব দেবতা, মস্তক ছিল গোলাপ-ভূষিত, হাতে ছিল বীণা। মানুষ মৃত্যুভয়ে যখন যাতনাগ্রস্ত হতো, তখন তারা আমাকে ডাকত না। কিন্তু তাদের এমন একটি ভগবানের প্রয়োজন ছিল যে হবে তাদেরই মতো, অথচ সেই সঙ্গেই

এমন একটি পূর্ণতার অধিকারী যা মানবজাতির অধিগম্য। তাদেরই মতো সেই ভগবানের ক্ষুৎপিপাসা থাকবে, তাদেরই মতো নির্য্যাতিত হবে, মরবে তাদেরই মতো কিন্তু আবার হবে তার উত্থান তাদের নবজীবনের পথ তৈরী করবার জন্য। যে কল্যাণ কর্ম্ম তাদের শক্তির অতীত, তাদের হয়ে সে করবে সেই কাজ, তাদের পাপ নেবে সে নিজের মাথায়, যাতে তারা পাপ করে যেতে পারে অর্থাৎ জীবন ধারণ করতে পারে। যে কুমারী আমায় জন্মদান করেছিল সে আর কেউ নয় মানবাত্মারই প্রয়োজন।"

"কে আমি? মানব মনের যত রূপ আমারো তত রূপ। যে-কেউ আমাকে জীবন্ত করে তোলে সেই আমায় তার অন্তরকামনার রূপ দেয়। রুগ্নের কাছে আমি আরোগ্য, ক্রোধীর কাছে আমি হাতুড়ি, নবদম্পতীর কাছে আমি পরম আনন্দ, মৃত্যুন্মুখের কাছে আমি অনন্ত জীবন। মা যখন তার শিশুটিকে ছেড়ে যায়, তখন সে দোলনার কাছে থাকিবার জন্য আমার কাছে প্রার্থনা জানায়। উল্টে-যাওয়া জাহাজে যখন নিমজ্জমান ব্যক্তি বসে থাকে সে তখন আমায় ডাকে নৌকা নিয়ে যেতে। সংগ্রামশীল মানবাত্মার কাছে আমি সেই সত্য যা ক্রসের ওপর মৃত্যুবরণ ক'রে শাশ্বত জীবনে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। অন্ধকারে যে জন ভয়ার্ত্ত তার কাছে আমি তার পার্শ্বসঙ্গী প্রদীপ।"

"এ কথা ঠিক যে বহুপ্রসূজীবনের যে-আনন্দ তা এখনো আমাকে রূপদান করে নি। কিন্তু এ সব শীগগিরই পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে কারণ লোকেরা বুঝতে পেরেছে যে আমি শুধু ইহুদী নই। গ্রীকও—হ্যাঁ, প্লোটাও আমার মধ্যেই সার্থকথা লাভ করেছে। লোকে যে প্রায়শই আমাকে ক্রসের ওপর চিত্রিত করে, সে কি আমার দোষ? স্মরণ রেখো ভোজোৎসবে আমি সানন্দে আতিথ্য গ্রহণ করেছি একটি বিবাহে আমি নৃত্যও করেছি। আমার মধ্যে ডায়োনিসিয়াসের কিছুটা ছিল, আমিও সুরা, পদ্ম আর নারীকে ভালোবেসেছিলাম।"

"কিন্তু স্মরণ রেখো আমি শুধুই শক্তি নই, দুর্ব্বলতাও। আমার জ্ঞানের

সঙ্কীর্ণ সীমা ছিল আমার যুগের কুসংস্কারে বদ্ধ ছিলাম আমি। বধ্য-ভূমিতে যাওয়ার পথে ক্রস বহন আমার অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। অবশেষে আমি আমার বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারিয়েছিলাম। "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করলে! আমার প্রতি·যদি তারা অনুকম্পা না অনুভব করতে পারে, আমাকে তারা তাদের ভাই বলে অনুভব করবে কেমন করে? আমাকে রক্ষা করবার জন্ম যদি তারা ব্যাকুল না হত, আমি তাদের পরিত্রাতা হতে পারতাম না।

"তুমি জানতে চাও আমি কে? তুমি যে ভাবে আমায় তৈরী করবে আমি তাই। পথের ওপর 'ব্যারিকেডে' আমি বিপ্লবীর বেশে যুদ্ধ করেছি, বস্তিতে আমি প্রচার কার্য্য করেছি; আমি সেই চিরন্তন অসন্তোষ যা মানবজাতিকে প্রতিনিয়ত আরো চাই বলে চীৎকার করিয়েছি। প্রাচীন দেবতারা তাঁদের নিত্য আনন্দে বাস করতেন মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম এক আস্তাবলে, বাস করেছিলাম পতিতাদের মধ্যে, চোরদের সঙ্গে ক্রসবিদ্ধ হয়েছিলাম। আমি মানবজাতিকে এই শিখিয়েছিলাম যে অত্যন্ত উগ্র কামনার অন্তরালে আশ্চর্য্য মণির্জ্যোতি বিকীরণ করতে পারে। তখন থেকে কোন দুষ্কৃতকারী এতখানি অধঃপাতে যায় নি যার পক্ষে স্বর্গ সোপান দেখা অসম্ভব।"

"আমার জায়গায় বসাবার মতো কী আছে তোমার? জীবনের আনন্দ? বিশ্ব-আত্মা? শক্তি? কাজ? আমি কিন্তু এই সবই (তুমি ইচ্ছা করলে পর) তবু আমি যদি শুধু এই সবই হতাম, কয়েদীদের, দীন দরিদ্রের আর রুগ্ন ব্যক্তিদের কী হতো? তুমি কি মন্দির তৈরী করে, তাদের প্রবেশ রুদ্ধ করবে তাতে?"

"আমি ঈশ্বর-পুত্র কি না? জলবিন্দু সমুদ্র থেকেই তো এসেছে, না?"

লোরেন্টস অকস্মাৎ শয্যায় উঠে বসে। 'এতকাল পরে?' অর্দ্ধোচ্চ-কণ্ঠে বলে সে। তার অল্পক্ষণ পরেই অস্ফুটস্বরে বলে "মাগো!"

তৃতীয় খণ্ড

১

বিবাহের নিমন্ত্রণ! লুইসের সঙ্গে ক্যাপ্টেন রুডের বিবাহ।

সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, সারাক্ষণ বলবার মতো কথা পায় বুড়োবুড়ী।" "অবশ্যি ওকে বউ বেশে দেখতে পেলে বেশ হতো" বলে পীয়ার, "কিন্তু, কিন্তু—শরীরটা যে রকম!"

"হয়ত এই ধরণের একটু বাইরে যাওয়াতে তোমার ভালো হতে পারে। এই গত বিশ বছর আমরা এই প্যারিসের বাইরে যাইনি।"

"আর খরচও তো!" ঘরের মাঝে অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বিরক্তকণ্ঠে বলে সে।

"খরচ এমন কী আর বেশি হবে। যে কয়েক ক্রাউন খরচ হবে তা আমরা করতে পারি এখন।"

"আমি একেবারে 'না' বলছিনে, একটু ভেবে দেখতে হবে।" মার্লে তাকে ভালো করেই জানে, তাই আর এ নিয়ে জেদ করে না সে।

কিন্তু যতই দিন যায়, পীয়ারের সামনে নানা বাধা উপস্থিত হতে থাকে। ওই সব বড়লোকদের মাঝে দেখা দেবার মতো কাপড় চোপড়ও নেই তাদের।

"আমার কালো সিল্কের পোষাকটা কিন্তু প্রায় নতুনের মতোই ভালো আছে" বলে মার্লে।

"আমি দেখছি তুমি যাবার জন্যে মন স্থির করে ফেলেছ। কিন্তু আমার কোটটা তো জীর্ণ হয়ে গেছে—কত বছর আগে ইঁদুর লেগেছিল তাতে আর মেটে রঙের পশমী হ্যাটটার কথা যদি বল......হুঁ! তোমার স্মরণ রাখা উচিত ক্রসেথ থেকে লোরেঙ এমন কিছু দূর নয়।'

"লোরেঙ ?" বিস্মিত হয়ে সে পীয়ারের দিকে তাকায়।

"হ্যাঁ, ওখানে যখন ছিলাম। তখন আমরাও তো বড় লোক ছিলাম। স্বভাবতঃ আমাদের পরিচিত অনেকেই এই বিয়েতে আসবেন।"

"তা পুরানো আলাপীদের সঙ্গে দেখা হলে কি ভালো লাগবে না ?"

"না, গ্রাম্য, কামার আর ভিখারীর অবস্থায় নেমে এসে তা ভালো লাগবে না।"

"তুমি কী করে এমন কথা বলতে পার ?"

"তা, আমরা দুজন ব্যাপারটাকে ভিন্ন ভাবে দেখছি। কি জান, তোমাকে যত নীচে নিয়ে আসার চেষ্টাই করা যাক, তুমি সব কিছু সত্বেও, উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রমহিলা থেকে যাবে। আমি আবার সেই গরীব লোকে পরিণত হয়েছি। অভিজাত লোকদের ধরণ ধারণ ভুলে গেছি আমি। তুমি কি মনে কর যে ওই সব ঐশ্বর্য্যের মাঝে গিয়ে আমাদের দেখা দেওয়া উচিত হবে, যাতে লোকে করুণা করবে আমাদের দুজনকেই বিশেষতঃ তোমাকে (যে তোমাকে আমি কাদায় টেনে নামিয়েছি) ? না, না……

মার্লে তাকায় এই লোকটির পানে যে একদিন ছিল জেলের ছেলে, তারপর হল একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়র, তারপর এখন আবার হয়েছে কৃষক। 'বড়লোকদের' প্রতি তার ছোটবেলাকার মনোভাব আবার ফিরে এসেছে। বড় করুণ এ অবস্থা, মার্লের দৃষ্টিতে পীয়ার সেই মানুষ যে প্রায় যে-কোনো লোকের চেয়ে জানে বেশি, যার ভাবনাগুলো সুন্দরতর এবং অনুভূতি গভীরতর।

"সেটা কোনো কারণ নয়, পীয়ার। কিন্তু হয়ত লুইসে আমাদের ততটা কাছে আসেনি যতটা—লোরেণ্ট্‌স।"

"ওঃ, তুমি বেশ জান আমরা মেয়েটাকে এত ভালবাসি যে ওর বিয়েতে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সত্যি বলতে কি,—আমার মনে হবে যেন সেই প্রকোষ্ঠগুলোয় প্রত্যেক চেয়ারে বসে সেই ক্রসেথের বিধবা আমাদের দিকে

লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন, তিনি মরে ভূত হয়ে গিয়ে থাকতে পারেন কিন্তু যদি কেউ বলে যে আমরা ক'নের বাপ মা, তাহলেও তিনি চীৎকার করে বলে উঠবেন যে এটা মিথ্যা কথা, তিনি বলবেন ওই মেয়েটি তাঁর মেয়ে আর সবাই লাফিয়ে উঠবে তাদের আসন থেকে।"

তাই পত্র লিখে বলা হল যে—তারা যেতে পারবে না।

আর স্পষ্টতই লোরেন্ট্সও সেখানে যেতে পারল না। বসন্তে পরীক্ষা পাস করে সে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে গেছে। শেষ সংবাদ তার আসে যখন সে রোমে।

বিবাহের দিন তারা একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করে। আরো আশ্চর্য্য এই যে পীয়ার সেদিন তার রবিবাসরীয় শ্রেষ্ঠ পোষাক পরে বার হয়।

এক মুহূর্ত্তের জন্য বাইরে গিয়েই সে ফিরে আসে, আবার বসে পড়ে আর সমুখের দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

"একটু পরে ওরা গির্জায় যাবে" বলে সে।

"হ্যাঁ, তা তো হবেই" ব'লে মার্লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, সেলাই করতে গিয়ে তার হাত কাঁপতে থাকে।"

"কেউ দেখতে না পায় এমনি ভাবে দূরে দাঁড়িয়ে যদি ক'নেটিকে একবার দেখা যেত! আমার সেদিনের কথা মনে পড়ছে, যেদিন তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে গির্জার দরদালানে উপস্থিত হয়েছিলেন আর অর্গ্যানটা বেজে উঠেছিল। কী সেই মুহূর্ত্তটি! শপথ করে বলা যায় লুইসেকে আজ দেখবার মতো হয়েছে।"

মার্লে মাথা নীচু করে সেলাই করতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে পীয়ার বলে, 'হ্যা, তুমি ঠিকই বলেছিলে। যেভাবে আমরা এখানে জীবন কাটাচ্ছি—এই যে সন্তানদের আমরা পালন করতে পারি নি, এই যে আজ বিয়েতে আমরা গেলাম না—এ সবই আমার দোষ।"

"ও পীয়ার, তুমি জান এ কথা সত্য নয়।"

পীয়ার তার কাছে এসে মার্লের চুলে হাত বুলায়।

"আমাদের যথাশক্তি বিবাহ দিবসটি উদ্‌যাপন করব আমরা তুজনে।"

মার্লে ক্রীম-পরিজ তৈরী করে, গ্রামদেশে বড় বড় উৎসবের খাদ্য এটি। সন্ধ্যাবেলা তাদের উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে তারা বসে আর সন্তানদের কথা আলোচনা করে—যখন ওরা ছোট ছিল আর তারা সবাই একসঙ্গে ছিল সেই সময়ের কথা ব'লে তারা উৎসব উদ্‌যাপন করে।

২

প্রিয় মা বাবা,

রোম থেকে লেখা আমার শেষ চিঠিটা তাড়াহুড়োর মধ্যে লেখা হয়েছিল, উদীয়মান পুরোহিতের পক্ষে শিল্পীদের সঙ্গে এত বেশি ফূর্তি করে বেড়ানো উচিত নয়। কিন্তু জার্মাণী এবং অন্যত্র আমার মনকে সব চেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে গির্জাগুলো। মৌখিক সিদ্ধান্ত প্রচারের কাজ শেষ হবার পর যে-সব ধর্মগ্রন্থ খৃষ্টধর্মের বিকাশ সাধন করেছে, এগুলো সেই সব বইয়ের মত আমাকে প্রভাবিত করেছে। এগুলো যেন প্রার্থনা, খিলান এবং খিলান করা ছাদের বেশ ধরে উঠে গেছে উর্দ্ধ পানে, এরা যেন বর্ণায়িত অর্গ্যানের ধ্বনিপ্রবাহ, প্রস্তরীভূত স্তবসঙ্গীত, আমাদের অন্তরতম কামনার কী স্বচ্ছন্দ প্রকাশ এদের মধ্যে! গথিক গির্জায় মনে হয় যেন ঐতিহ্যগত খৃষ্টের স্থান সেখানে অতি সামান্যই; জীবনতৃষ্ণা যেন ধর্মগ্রন্থের (gospels) সঙ্কীর্ণ বন্ধনকে ছিন্ন করে আকাশের পানে যৌবন এবং উজ্জ্বল জীবনের বেশে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এবং অনন্ত শূন্যে আনন্দোদ্বেল স্বরসঙ্গতির ঝঞ্ঝাবাত উঠিয়েছে। কিন্তু তবু এখানেও ক্রস চিহ্নটি বিদ্যমান।

সব চেয়ে দুঃসাহসিক অভীপ্সাও যত উর্দ্ধেই উধাও হোক না কেন, তাকে আবার ধরণীর ধূলোয় নেমে আসতেই হয়। এই নিয়ে রয়েছে দুঃখ, মৃত্যু আর ভগবান। তাই কি? জানি না।

তার পর আমি ব্রিন্দিসি হয়ে হেলাস-এ (Hellas) যাই এবং রেনানের মতো, পার্থেনন (Perthenon) থেকে আমি Pallas Atheneর উদ্দেশে একটি প্রার্থনা প্রেরণ করি। আমার মনে পড়ল, পল যখন সেখানে আসেন তখন ফিড়িয়াস, প্রাকিসটেলিস, স্কোপাস এঁদের ভাস্কর্য্যের বিরুদ্ধে কী ক্রোধোদ্গীরণই না তিনি করেছিলেন। পাপ এবং পাপ-ত্রাণাত্মক ধর্মের সঙ্গে গ্রীক সৌন্দর্য্য, প্রেম এবং ভাগবত বিশ্বাসের সঙ্ঘাত বেধেছিল। আমি ভাবলাম আপন মনে; যারা ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাঁদের প্রতি সহিষ্ণু হও, কেননা একদিন আসবে যখন অন্যদের আমাদের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে।

এবার আমি দক্ষিণ ফ্রান্সের শহরে একটু ঘুরে বেড়িয়েছি। জান তো সেখানকার গির্জাগুলোর খ্যাতি আছে। এই খানে এই ধারণাটা আমার মনে আরো প্রবল হল যে চতুর্দ্দিকের ভূদৃশ্যই গথিক গির্জাকে জন্ম দিয়েছে। প্রান্তরভূমি, বনানী আর দ্রাক্ষাকুঞ্জের কন্যা এই গথিক গির্জা। এদের স্তবসঙ্গীতকে এই গির্জা নক্ষত্রপুঞ্জ আর সূর্য্যের দিকে নিয়ে গেছে। এই গির্জা ধরণীর স্বর্গাভিমুখী কামনা। এর খিলান আর খিলান দেওয়া ছাদগুলো যেন ক্ষুদ্রাকারে অনন্ত আকাশকে রূপায়িত করতে চেয়েছে যাতে মানুষ অপরিমেয়ের পানে তাকিয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে পড়ে। গির্জা যেমন ধরণী এবং আকাশের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ, বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধটাও সেই রকম বলে মনে হয় আমার। হে মানবাত্মা, হে ধরণীর আত্মা, উর্দ্ধে জ্যোতির্লোকের পানে তোমাদের আকুতির ক্লান্তি নেই! যে-আত্মা প্রস্তরে এই সব শাশ্বত স্তবসঙ্গীতকে রূপায়িত করেছে, সেই আত্মাও কি ভাগবত নয়? অযুত মানবের এই যে স্বপ্ন, জন্মমৃত্যুর পরপারে একদিন সবাই

চরম পরিপূর্ণতার মধ্যে সম্মিলিত হবে এই যে স্বপ্ন একমাত্র এই কি আমাদের এই বলে উঠতে প্রেরণা দেয়না যে 'আমি তোমার অংশভাগী হব!"

বাবা, তুমি হয় ত অবাক হয়ে ভাবছ যে ঠিক ঠিক আমি না জানি কী ভাবছি আর বিশ্বাস করছি। আমার কাছে ওই প্রশ্নটাই নেই। গোঁড়া ধর্মতাত্ত্বিকদের মতো বিশ্বাস যার, আমায় মনে হয় তার দৃষ্টির প্রসার নেই আর যে-জন সংশয়ী তার দৃষ্টি তার চেয়েও সঙ্কীর্ণ! আমার কাছে আজ যে সমস্যা তা কোনো বিশেষ ধর্ম্ম নিয়েই নয়, আমি তার চেয়েও অনেক মহান একটি ভাবের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই।

'নব-মন্দির?' তুমি প্রশ্ন করবে। হ্যাঁ, বাবা, সমস্যাটা ওইখানেই এসে পড়ে। আমি তার সম্বন্ধে কল্পনা করেছি স্বপ্ন দেখেছি, ভাবনায় আমি সেই মন্দির নির্ম্মাণ করে চলেছি। কিন্তু যতবারই আমি একে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করছি ততবারই এই মন্দির কেবলি বড় হয়ে চলেছে আর কেবলি আরো দূরে সরে সরে যাচ্ছে। হয়ত এর কারণ এই যে সব ধর্ম্মই এর দিকে এগিয়ে আসছে এবং একদিন আমরা সবাই এইখানে এসে মিলিত হব। তাই আমার কাছে, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণার যে অন্তহীন ক্রমবিকাশ হয়ে চলেছে, খৃষ্টধর্ম্মও তারই একটা অংশমাত্র।

এবার আমি বাড়ী ফিরছি: স্কেটিতে বাস্তব আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে আমার ভাগ্যনির্ণয়কারী নির্ব্বাচন নিয়ে: স্টেট চার্চে আমি পুরোহিত হব, কি হব না? আমি একথা কখনো কল্পনাও করতে পারতাম না, কিন্তু আমি বুঝতে আরম্ভ করেছি যে ধর্ম্মের ঐতিহ্যটা কত বড় শক্তি, এর মধ্যে পুরুষানুক্রমে একটা জাতির আত্মার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলো সঞ্চিত হতে থাকে। পুরোহিত শুধু ভগবদ্বাণীর প্রচারকই নন, তিনি তাঁর জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসের যে-সব পবিত্র বাহন আছে তাদের রক্ষকও। এমন হতে পারে যে গির্জার প্রবেশ পথ এত নীচু যে প্রবেশ করতে গিয়ে হয় ত

আমাকে একটু নীচু হতে হবে, কিন্তু পরে আমি আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পাবো।

তাই অনেক ভাব সমৃদ্ধ হয়ে আমি উত্তরাভিমুখী হয়েছি কিন্তু এখনো কতকটা অনিশ্চিত ভাব নিয়ে। আমি যখন আসব তখন আমাব প্রতি একটু সহিষ্ণু হয়ো; আমার বাবা এবং মা আছে মনে করে আমি কত সুখী।

পত্র পড়া শেষ ক'রে মার্লে প্রতীক্ষা করতে থাকে পীয়ারের পানে চোখ তুলে চাইবার সাহস হয় না তার। পীয়ারও ব'সে ব'সে নিশ্চয়ই অনেক কথাই ভাবতে থাকে।

অবশেষে সে উঠে দাঁড়ায়। "এই আশঙ্কাই করে এসেছি বরাবর।"

"কী সে আশঙ্কা?" এতক্ষণে মার্লে চোখ তুলে তাকায়।

"বুঝতে পাচ্ছো না ছেলেটা আসল ব্যাপার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? এত অধীর হয়ে আমি যার প্রতীক্ষা করছিলাম—দেখো, ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে সব কিছুর প্রতি।

আড়ষ্ট পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় সে, ক্ষণকাল নীচের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

৩

প্রথম গ্রীষ্মের এক আতপ্ত দিনে লোরেণ্ট্‌স ধীরে ধীরে পদব্রজে অগ্রসর হয়ে চলেছে পুরানো শহরের দিকে তার হাল্‌কা রঙের স্যুট আর স্ট্র-হ্যাট পরে। মাঝে মাঝে সে রূপোর বাঁটওলা বাদামী রঙের যষ্টির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশপের মহলের কাছে এসে কিছুক্ষণ সে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকে।

কাঁচাপাকা দাড়ি। ইস্পাতের ফ্রেমওলা চশমা পরা বিশপ তখন তাঁর আলোকিত বৃহৎ কক্ষে পাইচারি দিচ্ছেন। দেয়ালে টাঙানো পুরানো ধরণের ঘড়ির যে বিচিত্র সংগ্রহ, তাদের থেকে, পাশের ঘরে এবং ওপরের ঘরগুলোয় আরো অনেকগুলো ঘড়ি থেকে *টিক্‌টিক্* শব্দ হচ্ছে। এই বিশপ মৎস্যজীবির কাজ, শিক্ষকতা, পুরোহিতের কাজ এবং ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে রাজমন্ত্রীর কাজ করছেন, এখন ইনি শ্রেষ্ঠ পুরোহিত পদাভিষিক্ত, নানা উপভাষা, প্রাচীন মুদ্রা, যাদু বিদ্যার বই, পুরাকাহিনী, এবং দেশের প্রতি জেলার কৃষকদের তৈরী ঘড়ির সংগ্রহ কর্তাও ইনি।

"এসো" পাইচারি দিতে দিতে থেমে বলেন তিনি।

চশমাটাকে নেড়ে চেড়ে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান যুবকটির দিকে তাকান তিনি। যুবকটি একটু বেশিরকম ফ্যাসানদুরস্ত, একটু বেশিরকম আত্মবিশ্বাসী, বড় বেশি সোজা, আর চোখেমুখে একটু বেশিরকম আত্মপ্রত্যয়। পদপ্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার এই বৃদ্ধ পাদ্রীর একটি নিজস্ব প্রণালী আছে—ইনি পিতৃবৎ পরামর্শদাতার ভাবটি পছন্দ করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পিঠ চাপড়ানো বিশেষ সুবিধাজনক হবে বলে তাঁর ঠিক মনে হয় না।

অস্থিবহুল হাত দুটি বাড়িয়ে বলেন 'স্বাগতম হের আল্‌ম। হ্যাঁ, তোমার অত্যন্ত উপাদেয় পত্রখানি পেয়েছি। কিন্তু এদিকে এসো··· "বলে তিনি তাকে নিয়ে যান লেখার টেবিলের কাছে এবং বসতে বলেন। তখন তিনি নিজেও চেয়ারে উপবেশন করে পিঠ হেলান দিয়ে সদয়ভাবে তার দিকে তাকান।

"হ্যাঁ, তোমার পত্রটি পড়েছি আমি" আরম্ভ করেন তিনি। "তুমি—তুমি একজন সত্যসন্ধানী যুবক।"

পুরোহিত পদপ্রার্থী তরুণ যুবকের মুখে ফুটে ওঠে একটুখানি অবজ্ঞা।

ওই কথাটা তার বড় মামুলি ধরণের ঠেকে। "ব্যাপার এই যে" বলতে আরম্ভ করে সে, "আমি এইমাত্র দেশে ফিরেছি, কাজকর্ম কিছু নেই; আমি জানতে চাই, বিশপ হিসাবে আপনি স্টেট চার্চটাকে আমার উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেন কিনা।"

"অধ্যয়ন করবার উদ্দেশ্যে তুমি দেশভ্রমণে গিয়েছিলে, বোধ হচ্ছে। রোমে—আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম আমার ডক্টর ডিগ্রীর 'থীসিস' এর জন্য উপাদান সংগ্রহ করতে, তখনকার মনোরম স্মৃতি আমার মনে জেগে আছে। পোপের পুস্তকাগার…" বলে বাতায়নের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন তিনি।

"অধ্যয়ন করছিলাম একথা বলতে পারি কিনা জানি নে তবে নানা রকমের ধারণা নিয়ে এসেছি আমি।"

শান্তভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পেরে আমি খুসী হচ্ছি। ধূম-পান কর কি?" ব'লে, উঠে সিগারের বাক্সটা নিয়ে এলেন তিনি কিন্তু অন্য ব্যক্তিটি মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

"এই পাপে আসক্ত নও তুমি?"

"ও হ্যাঁ, মাঝে মিশেলে এক আধবার।"

"ভায়া, যদি সঙ্গে তোমার পাইপ থাকে তো সেটা বার করে ফেল। তা হলে, তুমি আমার প্রিয় পাইপটি যদি ধরাই আপত্তি করবে না। কিম্বা হয় ত একটা পাইপ চাই তোমার?" বলে তিনি ধুমপানের টেবিলটার দিকে তাকালেন। তার ওপর দীর্ঘ দণ্ড পুরাণো পাইপের সারি ঝুলছিল।

আবার যুবকটি মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

সব চেয়ে বড় আর পুরাণো পাইপটা ভরতে ভরতে সেইটাকে লক্ষ্য করেই যেন তিনি বলেন, "তা হলে আমরা দুটিতে মিলেই কাজ সারি। এবার পাইপ ধরিয়ে রাইটিঙ টেবিলের পাশে উঁচু পিঠওলা চেয়ারটায় আপনাকে আরামে মগ্ন করে তিনি সঙ্গীটির দিকে তাকালেন।

"এবার, তরুণ বন্ধু, তোমাকে একটি কথা বলি। তোমার একটা কাজ আছে করবার। আমরা একটা উদ্‌ভ্রান্তির যুগে বাস করছি। বহু স্থানে গির্জাগুলো শূন্য পড়ে আছে, আর আমাদের ধর্ম বিভাগে নিজেদের মধ্যে কলহ এবং অসহিষ্ণুতা দেখা দিয়েছে যাতে তরুণেরা ভীত হয়ে সরে যাচ্ছে। তুমিই হয়ত সেই ব্যক্তি যার প্রতীক্ষা করছি আমরা। নিঃসন্দেহ, তোমার মধ্যে শক্তি আছে, আমাদের চার্চের তোমাকে দিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজন।"

"বিশপ, আপনি বলছিলেন যে আপনি আমার পত্র পড়েছেন।"

"পড়েছি' বললে খুবই কম বলা হয়। আমি ওটি অধ্যয়ন করেছি। আমি দেখছি তোমার কেবল যে জ্ঞান আছে তা নয়, তোমার মধ্যে অনুভূতিও আছে ; কেবল যুক্তিতর্কের শক্তিই নেই, তোমার মধ্যে আছে কল্পনা আর আবেগ।" ব'লে পাইপের ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। "বাইবেল প্রচারকের পক্ষে ওই সবগুলোই খুব প্রধান এবং প্রয়োজনীয় গুণ। কিন্তু প্রথানুগত্যের (orthodoxy) কথা ওঠে। তুমি কি মনে কর যে উত্তেজনা আর সংশয়ের সঙ্কটাবস্থার মাঝ দিয়ে তুমিই শুধু চলেছ ? এ সবই সময়ে ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে তুমি পিতার মতো বন্ধু বলে মনে করো ; হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে একটি স্নেহময় পিতা বলে মনে করো। পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এসো আমার কাছে যদি তোমার কোনো কিছু কঠিন ঠেকে।"

যুবকটি বিশপের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল, তার ঘন ভুরু দুটি নেমে এল একটু।

"ব্যাপারটা অত সহজ নয়, বিশপ। আশা করি আমি অকপটে কথা বলতে পারি। সেই জন্যই আমার মনে হয় যে......"

"বলে ফেল বন্ধু, যে সব তরুণ পদপ্রার্থীরা আমার সন্ধানে আসে, তুমি তাদের প্রথম নও। সর্বোপরি আমাদের আত্মনিষ্ঠ হওয়া দরকার।"

লোরেণ্ট্‌স দু'হাতে হাঁটুটা চেপে ধরে, মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দেয় আর চোখ দুটি তার জলতে থাকে।

"আমার মনে হয়েছে যে নিজস্ব মতামত থাকা এক বস্তু আর সেগুলোকে কঠোর বাস্তবের কষ্টিপাথরের যাচাই করা আরেক বস্তু। সেই জন্যই, আমি আপনার কাছে এসেছি, বিশপ। বহু লোকের চেয়ে আপনার অভিজ্ঞতা বেশি।"

বাতায়নের দিকে তাকিয়ে বিশপ মাথা নাড়লেন। যুবক বলতে থাকে, সর্ব্বপ্রথম এবং মুখ্য কথাটি আমার মনে হয় এই যে, ধর্ম একাধারে অনেক কিছু। তার সামান্য অংশও যদি আমরা ধারণা করতে পারি তাহলে আমরা আনন্দিত হতে পারি।

"মানছি" বলে বিশপ বাতায়নের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন এবং ধীরে ধূমপান করতে লাগলেন।" "কখনো কখনো এমন হয় যে পুরোহিত যা কিছু দেখেন এবং অনুভব করেন তার সামান্য অংশমাত্র তিনি কাজে লাগাতে পারেন। তবু ওই গুলোই হল তাঁর ভাণ্ডার যা থেকে তিনি খরচ করতে পারেন এবং যা নিঃশেষিত হবার আশঙ্কা নেই কখনো। কিন্তু আমরা যাকে খৃষ্ট-ধর্ম্ম বলি তার সম্বন্ধে তুমি কী মনে করো?"

"একে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। একটা নতুন প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে একে। পুরাণো কাহিনী আর মতবাদকে বিদায় দিতে হবে, সর্ব্বপ্রথম Augsburg Confession টাকে।"

বিশপ মৃদু হাস্যে আড় চোখে চাইলেন তার পানে। "এ স্বীকার করতে আমি অনিচ্ছুক নই। কিন্তু ভালো কথা, তুমি কি কোনো নূতন কিছু তৈরী করেছ, আর সেটা সঙ্গে করে এনেছ কি?"

লোরেণ্ট্‌স উচ্চকিত হয়ে উঠল। বিশপ কি তাকে নিয়ে তামাসা করছেন? জেলে, পাবলিক স্কুলমাষ্টার, পুরোহিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, রাজনীতিজ্ঞ এবং চার্চের অধিপতি এই সমস্তের সংমিশ্রণ এই

আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিটির দিকে তাকাল সে। আঙুলগুলো তাঁর তামাকের রঙ লেগে হলদে হয়ে গেছে। মুখ দেখে মনে হয় তামাক পাতা চিবোন তিনি, তাঁর অহমিকা সুবিদিত আর সাজসজ্জার প্রতি তাঁর লোভ হাস্যকর। তবে কি ইনি ভণ্ড? তবু এই লোকটির মধ্যে একটা ক্ষমতা এবং প্রভুত্বের ভাব রয়েছে যা তাঁর দীর্ঘজীবন ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফল।

"আমার নূতন কিছু দেবার নেই, বিশপ। কিন্তু উচ্চতর যাজক বিভাগ যদি বিষয়টাকে সম্মিলিত ভাবে গ্রহণ করেন, তাহলে পুরাণো মতবাদ থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হবে। তাতে বিশ্বাসও সৃষ্টি হবে। ওই ধর্মমতের ওপর এখন কারো বিশ্বাস থাকতে পারে না। সরকারী ধর্মমত হিসাবে এটা পুরোহিত এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি একটা অপমান।

বিশপ আবার বাতায়নের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন।

"ঈশ্বরে বিশ্বাস কর কি?"

"ভূমার একটা নাম না দিয়ে তার সংস্পর্শে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।"

"খৃষ্ট?"

"নৈতিক বিশ্বের একটা মানবীয় রূপ।"

"পাপ?"

"একে আমি আমাদের অভীপ্সা আর আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সঙ্ঘাত মনে করি।"

চোখ বুজে, যুবকের প্রত্যেক উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে বাতায়নের উদ্দেশে তিনি মাথা নাড়তে লাগলেন।

"প্রার্থনা?"

"শাশ্বতের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে আমাদের অন্তরাত্মাকে একাগ্র করা।"

বিশপের মাথা নড়ল।

"ধার্মিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলো?"

"এটা হচ্ছে অতীন্দ্রিয়ার সাহায্যে ভগবৎসত্তার সঙ্গে এক হয়ে যাবার যে মানবিক সামর্থ্য তারই সুন্দরতম এবং আশ্চর্যতম প্রতীক।"

বিশপ মাথা নাড়লেন। এবার কিন্তু চোখ ফেললেন তিনি। নিজে যাওয়া পাইপে একটা টান দিয়ে সেটাকে টেবিলের ওপর রাখলেন। ঘরের হাওয়া যেন একটা কিসের প্রতীক্ষায় উদগ্র হয়ে উঠল। কিন্তু লোরেন্ট্স এবার যা কিছু তার বলবার আছে তা বলে ফেলবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প।

"দেখ, তরুণ বন্ধু—কথাটাকে গোড়া থেকে সুরু করা যাক: আচ্ছা, ধর্মের আবহাওয়ায় তুমি প্রবেশ করলে কেমন করে?"

"ভূদৃশ্যের প্রভাবে।"

বিশপ তাঁর আসনে নড়লেন না কিন্তু লোরেন্ট্সের দিকে চোখের পাতা তুলে দ্রুত দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

"ভূ-দৃশ্যের প্রভাবে?"

"কী মহান্ আর ফলপ্রসূ সেই ভূদৃশ্য! আমি এমন এক খামারে বড় হয়েছি যার অবস্থান বাধাহীন উচ্চতায়। আমরা সেখান থেকে সমস্ত জগতের ওপর দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিতাম। কী ঐশ্বর্য্যময় আর বিচিত্র সেই ভূদৃশ্য! ওই আমার সব চেয়ে মহিমাময় পুস্তক যার মধ্যে আমি পড়েছি জীবন আর মৃত্যুর কথা, কল্পনা আর বাস্তব সত্যের কথা। আমার কাছে ওটা একটা অধ্যাত্মশক্তিতে পরিণত হয়েছিল যা থেকে আমি বরাবর শক্তি লাভ করেছি। আমার চেতনার গভীরে রয়েছে এই ভূদৃশ্য আর অর্গ্যানধ্বনির মতো শাশ্বতের সুর সঙ্গতি বিস্তার করে এই ভূদৃশ্য স্বর্গ লোকের দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কোনোদিন এর প্রকাশ হতই আর তাই—তাই আমি সেই পথে পা বাড়িয়েছি যা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

"তুমি খৃষ্টের গির্জায় প্রকৃতি-প্রেমটাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মশক্তি করে তুলতে চাও?"

"একে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। প্রচণ্ড প্রাণ-সত্তা যা দেশ কালের ওপর বিস্তীর্ণ হয়ে আছে তাও তো ধর্ম্ম।"

"এরি ওপর ভিত্তি করে তুমি পুরোহিত হতে চাও?" চোখ বুজে বিশপ আবার বাতায়নের দিকে মুখ ফেরালেন।

"হ্যাঁ, আমার কাছে মানুষকে মহৎ জীবন যাপন করতে এবং আমরা যা কিছু করছি সবই ভগবানের সমূখে করছি এই চেতনা নিয়ে সমস্ত গুণ এবং শক্তিকে বিকশিত করতে উদ্বুদ্ধ করাই হল পুরোহিতের কাজ। আমার মতে তার কাজ হচ্ছে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে যা-কিছু ভালো মানুষ ভাবে, অনুভব করে কিম্বা কর্ম্মে রূপায়িত করে, তার কিছুই হারায় না। আমার কাছে পুরোহিতের কাজ হল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ওপর যে শাশ্বতের বিরাট এবং পরমাশ্চর্য্য ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে মানুষকে তা শুনতে শেখানো। পুরোহিত হওয়ার মানে হল তরুণদের সমগ্র হৃদয় দিয়ে এই বিশ্বাস করতে শেখানো যে ভগবানও তরুণ। পুরোহিতের কাজ হল ছোট শিশুকে দীক্ষিত করা, তাকে ভাগবত বসন্তকালের দোলায় স্থাপন করা। পুরোহিত হওয়ার অর্থ হল বেদীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভগবৎ-পিপাসু মানবজাতিকে স্বাগত সম্ভাষণ করে তাকে ভগবানের দিকে তুলে ধরা এবং তাঁর নামে বলা, "যাও তুমি তোমার পথে, তোমার পাপের মার্জ্জনা দেওয়া হল।"

"হ্যাঁ, বিশপ, পৌরহিত্য নানা রকমের। আমাদের অন্তরে আমরা স্বর্বর্ণদীপ্ত বন্যাকে অনুভব করি; শাশ্বত মহাসাগর থেকে আসে সেই বন্যাপ্রবাহ, আবার সেইখানে সে ফিরে যায়। পুরোহিত হওয়ার মানে চিরদিন মানবজাতির মধ্যে এই ভাবটিকে জাগ্রত করা যে তার জীবন পবিত্র।"

"এখন বোধ হচ্ছে, আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি এখানে এসেছিলাম সমস্ত কথা খুলে বলতে। আর আমার মনে হচ্ছে, আপনার উত্তর কি হবে তা আমি জানি। আমাকে দিয়ে আপনার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"আমি ব্র্যাণ্ডের মতো বন্ধ্যা জলাভূমির ছায়ায় পরিবর্দ্ধিত হইনি। আমার বিশ্বাস আমার শৈশবকে ঘিরেছিল যে বিশাল এবং ফলপ্রদ দৃশ্য তাই আমার ধর্ম-বিশ্বাসকে গড়ে তুলেছে। কিন্তু বিশপ, আমি মনে করতে পারি যে চার্চ এখন যেমন আছে তাতে আমার স্থান নেই।"

মাথাটি পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে, যে যুবকটি এমন ভাবমগ্ন হয়ে কথা বলছিল তার দিকে তাকিয়ে বিশপ বসে রইলেন। বাস্তবিক তার মধ্যে বিশপ হবার মতো বস্তু আছে।

"শোনো" বলতে আরম্ভ করলেন তিনি, "তোমার জায়গায় হলে আমি নিজেকে একটা প্রশ্ন করতাম। আমি যে পুরোহিত হতে চাই সে কি আমার নিজের জন্য, না ভগবানের জন্য, না মানবজাতির জন্য?"

পদপ্রার্থী যুবকের চিবুকটা সামান্য সমুখের দিয়ে এগিয়ে এল, সে মাথা তুলে তাকাল তাঁর দিকে, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

বিশপ আরো জোরে কথা বলতে লাগলেন। লোরেন্ট্সের মনে হল যেন সেই বৃদ্ধ যেখানে বসেছিলেন সেখানে আরো দীর্ঘ হয়ে উঠেছেন, যেন এক নূতন বলে তিনি বলীয়ান হয়ে উঠেছেন।

"যদি এটা মানবজাতির জন্য হয়, তা হলে এ ভগবানের জন্যও। কিন্তু তার মানে এ নাও হতে পারে যে এটা তোমার নিজের জন্য। ধরো মোটরকারে তুমি পাহাড়ে উঠছ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের মস্ত বোঝাটিকে—যা তাদের চোখে মূল্যবান—টেনে নিয়ে পদব্রজে যারা আরোহণ করে চলেছে, তাদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছ তুমি। তুমি তাদের চীৎকার ক'রে বলছ: জলদি করে এসো

এখানে। কিন্তু আরো ভালো হত্, যদি তুমি তাদের ভারটিকে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে। তাদের সাহায্য করতে হলে তোমায় নীচে নেমে যেতে হবে এবং তাদের দলের মধ্যে স্থান গ্রহণ করতে হবে।

"শোনো যুবক : জনগনের মাঝখানে যাও এবং খৃষ্টধর্ম কি তা শিক্ষা কর। প্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত যদি অধ্যয়ন আর মনন করতে থাক তুমি, শুধু তা দিয়ে তুমি একে জানতে পারবে না। তুমি নিজের একটা ধারণা গড়ে তুলেছ। কিন্তু এতো বাড়ীর ছাতে পাখীর কিচিরমিচির মাত্র। সাধারণ লোকদের মাঝখানে যাও, তাদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ কর। তুমি শয়তানে বিশ্বাস কর না। তুমি সেখানে তার সাক্ষাৎ পাবে। তুমি খৃষ্টকে জীবন্ত ব্যক্তিরূপে বিশ্বাস কর না, সেখানে তুমি তাঁর দেখা পাবে। সমুদ্র যখন ফেনিল আর বায়ুমণ্ডল যখন জলকণায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, জেলেরা যখন তাদের পরিত্রাণের জন্য খৃষ্টকে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে আসবার জন্য আর্তকণ্ঠে ডাকে তখন উল্টে যাওয়া ডিঙির ওপর কখনো বসেছ কি তুমি? আমি বসেছি। ফাঁসির পূর্ব্বরাত্রি কি তুমি খুনীর পাশে বসেছ? আমি বসেছি। বড়দিনের পূর্ব্বদিন কি তুমি কোনো দরিদ্রের কুটীরে ক্ষুধা, ছিন্নবস্ত্র, অপরিচ্ছন্নতা আর দুর্দশার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছ, যেখানে এসব সত্বেও আস্তাবলে শিশু খৃষ্ট আর প্রান্তরের রাখালদের সম্বন্ধে স্তব-সঙ্গীতটি গীত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ঘরের নীচু ছাতটি নক্ষত্র-খচিত আকাশে আর মাটির মেঝেটি পবিত্র খৃষ্টজন্ম ভূমিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়? আমি তা করেছি। সেই ছিল আমার ঘর। তুমি কি আমাদের গ্রাম্য লোকদের জান? তুমি ফলপ্রসূ ভূদৃশ্যের কথা বলছিলে। কিন্তু আমাদের এখানে তুষার ঝঞ্ঝা আছে যা মানুষের প্রাণনাশ করে, কুয়াসা আছে যা মানুষকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় তুঙ্গ পর্ব্বতগাত্রের ওপর দিয়ে, এমন আলোকোজ্জ্বল রাত্রি আছে যাতে মানুষ পাগল হয়ে যায়, এমন পাহাড় আছে যার ছায়াপাতে মানুষের মন ভয় বিহ্বল

হয়ে যায়। কোনো রাতে তুষার-নদী নেমে আসে, গ্রামকে গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে চলে যায়; আবার কোনো বার হয়ত ভগবানের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তা পাশ দিয়ে চলে যায় বাড়ীগুলোকে বাঁচিয়ে দিয়ে। এই সবের মধ্যে ধর্ম্ম বিশ্বাস জন্মলাভ করে, কিন্তু জঙ্গলে এখনো ভূত প্রেত আছে, জনগণের মনে এখনো শুভ্র খৃষ্ট দানবদের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। যাও তাঁকে সাহায্য কর! গির্জায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের স্বীকৃতি (Confession) যে পড়া হয় সেটা তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তাটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। তাঁরা না হলে আমাদের কী হত? তোমার পত্রে তুমি বলছ যে তুমি সেই সব ধর্ম্মসঙ্গীত বেছে নেবে যেগুলো তোমার মনে ধরবে। তুমি বলছ যে বাইবেলের বাইরে থেকে তুমি উপদেশের বাণী চয়ন করবে, কারণ লোকদের চিরকাল ধরে ভগবানের সন্ধানে জুডিয়ায় (Judea) নিয়ে যাওয়ায় তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আমি স্বীকার করছি। কিন্তু মনে রেখো যে কোন্ বই থেকে বাণী নেওয়া হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে ধর্ম্মোপদেশ। আলো যে দেয় সে তেল নয়, অগ্নিশিখা।"

"যুবক, এখানে আসার জন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি। তোমার মধ্যে অনেক জ্ঞান, উদ্দীপনা, সংস্কৃতি আর শুভ ইচ্ছা রয়েছে; খুব চমৎকার। কিন্তু তোমার মধ্যে একটি বস্তুর অভাব রয়েছে—নম্রতার। নিজেকে নত কর, তুমি আরো বড় হবে। চার্চ তোমার দিকে বাহু বাড়াচ্ছে কিন্তু তোমাকে আসতে হবে সেবক হয়ে, প্রভু হয়ে নয়। শ্রদ্ধার ভেতর দিয়ে মানব জাতির পরম পবিত্র মণিকোঠার দিকে যাবার পথ। কোনো দিন তুমি বুঝতে পারবে যে শুধু বর্ত্তমান নয়, অতীতের প্রতিও আমাদের কর্ত্তব্য রয়েছে।

ঠিক এমনি সময় সেই কক্ষে এবং অন্য কক্ষেও দেওয়ালের ঘড়িগুলো একটির পর একটি বাজতে আরম্ভ করল। সবগুলো ঘড়ি বাজতে লাগল, ওপরের ঘরের ঘড়িগুলোও মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত 'কেস'গুলোর

মধ্যে বড় বড় ঘড়িগুলোর ভারি আওয়াজ হতে লাগল, যে সব ছোট ছোট ঘড়ির পেণ্ডুলামগুলো অনাবৃতভাবেই দুলছিল সেগুলোও বাজতে লাগল ; কোমল, গভীর, নানা বিচিত্র রকমের ধ্বনি—বারোটা বাজছিল তখন। সব শেষে, বাড়ীর ওপরের অংশ থেকে একটি ক্ষীণ ধ্বনি এল অন্যগুলোর পরে, একাএকাই সে বাজিয়ে গেল কয়েকটি ব্যগ্রধ্বনি।

সেইগুলো শুনছেন এমনি ভাবে বিশপ বসে রইলেন। যুবকের চোখে তিনি অতীন্দ্রিয় লোকবাসী বিপুলকায় 'ট্রোল'-এ পরিণত হলেন, তিনি যেন মেঘে-ঢাকা একটি অতিকায় দানব। ঘড়িগুলোর ধ্বনি যেন দূর এবং নিকটের সকল মানুষের আহ্বানের মতো আসতে লাগল দূর প্রসারিত সমগ্র দেশের ফিয়র্ড এবং উপত্যকার ওপর দিয়ে।

এবার বিশপ উঠে এলেন যুবকের কাছে, তার কাঁধের ওপর দুটি হাত রেখে বললেন, বৃদ্ধের শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর, তোমাকে সংগ্রাম এবং সঙ্ঘর্ষের সম্মুখীন হতে হবে, নিজের সঙ্গে এবং অপরের সঙ্গে। কিন্তু আরো বড় কিছুর সাক্ষাৎও পাবে তুমি—ভগবানের।"

কিয়ৎকাল পরে যুবকটি আবার ওই আতপ্ত গ্রীষ্ম দিনে পথ বেয়ে নেমে গেল সেখান থেকে কিন্তু এবার আসার বেলার চেয়েও মন্থরপদে চলতে লাগল সে।

পত্র থেকে জানা গেল যে লোরেন্ট্‌স্‌ সমুদ্রতটের ধারে জীবিকা অবলম্বন করেছে। পীয়ারের মুখ হয়ে গেছে ছাইয়ের মতো; মার্লে যখন শেষটায় উঠল, তার সঙ্গে তার কথা বলবার সাহস হল না।

এর পর কয়েকদিন বুড়োর মুখ থেকে একটি কথাও বার হল না। কামারশালার দিকে যেতে যেতে সে দাঁড়ায় আর নিজের পায়ের দিকে চেয়ে থাকে। বাড়ী থেকে সে বেরিয়ে যায়, কিন্তু জানে না কোথায় সে চলেছে।

মার্লে যদিও ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিতেই দেখে, তবু তাকে কথা বলানোর উদ্দেশ্যে মার্লে বলে, "একবার এখানে ও এলে হত।"

"ও নিজের সম্বন্ধে লজ্জিত এতো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে আর বলবার কিছু নেই।"

সেই দিন থেকে পীয়ার যেন আরো বুড়ো হয়ে গেছে বলে মার্লের মনে হয়। পীয়ারের পদক্ষেপ বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। যে কয় বছর ছেলেটা পড়াশোনা করছিল, ততদিন পীয়ারের অন্তরাত্মায় একটা নবীনতা আর ঔজ্জ্বল্যের আবির্ভাব হয়েছিল। যেন সেও একটা নূতন কর্মে অংশগ্রহণ করছিল। আর এখন—এখন ও সম্বন্ধে কিছুই আর বলার নেই।

বাইরে ক্ষেতে একটা খাতের পাশে বসে থাকে সে, বসেই থাকে সে, আর যেন ওঠার শক্তি নেই তার। এমন দিন আসে যেদিন সত্যি বড় ক্লান্ত মনে হয়।

ওখানে বসে সে আকাশের দিকে, পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকে। বহুদিন থেকে সে একটা ভগ্নজীর্ণ মানুষ ছাড়া আর কিছুই না, তবু তার একটা স্বপ্ন ছিল তার ছেলে হবে ধর্মের পুনরুজ্জীবয়িতা। এশিয়ার যে

বর্ব্বরজনোচিত ঐতিহ্য মানবজাতিকে আজ অধঃপতিত করছে তা থেকে মুক্ত করবে সে ধর্মকে। "মানুষের মনে ছাড়া ঈশ্বর আর কোথাও নেই ; কিন্তু এত বড় বিপত্তিও নেই যাকে মানুষ তার অন্তর্নিহিত শাশ্বতশক্তির সাহায্যে জয় না করতে পারে। হে মানব, তুমিই সত্তাকে অর্থপূর্ণ করেছ, তাকে লক্ষ্য দান করেছ ; পৃথিবীতে যা কিছু মহান এবং সুন্দর, তাকে সৃষ্টি করেছ ; হ্যাঁ, তুমিই পরম প্রেমময় ভগবানের প্রতি বিশ্বাস দিয়ে এই হিমশীতল বিশ্বকে আতপ্ত করে তুলেছ। মাথা তুলে দাঁড়াও তুমি. দেখাও যে তুমি তোমার মহিমা সম্বন্ধে সচেতন। তুমি পাবে তোমার পবিত্র মন্দির, তার স্তব সঙ্গীত আর পুরোহিত। লোরেন্ট্স্ সেই মন্দির নির্ম্মাণ করবে।" পীয়ার তাই দেখবার জন্য বেঁচে থাকবে। তার জীবন অবশেষে সার্থক মনে হবে—তার আত্মা যেন মৃত্যুহীন কিছুর মধ্যে বিধৃত হয়ে পরিত্রাণ পাবে।

আর এখন কিনা ছেলেটা শ্রান্ত হয়ে পড়ল। স্টেট চার্চের প্রশস্ত শয্যায় সে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ছে। এমনিই হয়। পীয়ার, তুমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। এখন তুমিও আর প্রয়াস করতে পার না।

চেষ্টা সত্ত্বেও পীয়ার কেমন খিটখিটে আর একগুঁয়ে হয়ে ওঠে, মার্লের কোনো উল্টো কথাই সে সইতে পারে না। কোনো কোনো সময় নিজের পানে তাকিয়ে তার ভয় হতে থাকে। মার্লেকে খারাপ লাগে তার, মার্লে কিনা ছেলেটার পক্ষ সমর্থন করতে সাহস পায়। নিঃসঙ্গ মনে হয় আপনাকে। কণামাত্র উত্তেজনার ফলে সে তুমুল কাণ্ড করে বসে।

একদিন ঝোলাটা পিঠে ফেলে সে লাঠি হাতে দোকানে যায়। অনেকখানি পথ নেমে আসার পর সে থেমে ভাবতে আরম্ভ করে, কী কাজে সে চলেছে সে কথা স্মরণ করতে পারে না। তাই ফিরে এসে আবার যাত্রা করে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলই, এবার বৃষ্টিপাত আরম্ভ হল। আরো সকাল সকাল মার্লে পাঠায় নি কেন তাকে ? একটা চিন্তা তার

মাথায় ক্রমাগত দংশন করতে থাকে, হাতুড়ির আঘাত করতে থাকে : পীয়ার, সমস্ত ব্যাপারটাই ব্যর্থতায় নিঃশেষিত হল! অধ্যাত্ম সম্পদকে সঞ্চিত ক'রে তা পরবর্তী যুগকে দিয়ে যাওয়া যায়, এরকম ভাবটা একটা ভ্রান্তি। কুসংস্কারাত্মক ভ্রান্তি এটা। জীবনের এমনি প্রবল পরাক্রম যে তার সামনে তুমি একটা পাতার মতই তুচ্ছ, যা শীর্ণ হয়ে মাটিতে মিশিয়ে যাবে—তারপর পরবর্তী বসন্তে বনানী আবার চিরন্তন সবুজে ঢেকে যাবে। তোমার জীবন তোমার, তোমার সন্তানদের জীবন তাদের। নাড়ীর বাঁধন কেটে দাও। তোমার যে শাশ্বতী সঙ্গীত তা শুধু তোমার আপন মনের গুঞ্জন মাত্র—তাতে আর কেউই কর্ণপাত করেনি। এই তো জীবন।

বৃষ্টি হতে থাকে; পীয়ার এগিয়ে চলে। ওয়াটার প্রুফ পরা আনন্দোচ্ছ্বসিত শহুরে লোকে ভরা একটা মোটর কার তার পাশ দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল। তারা দেখল এই শুভ্রশ্মশ্রু বৃদ্ধটি সম্পূর্ণ ভিজে অবস্থায় পথপার্শ্বে চিন্তামগ্ন অবস্থায় একটা পাথরের ওপর বসে আছে। প্রবলধারায় বৃষ্টি নেমে এল, তাতে সে ভ্রূক্ষেপও করল না।

অবশেষে উঠে দাঁড়াল সে, আবিষ্কার করল যে সে ভয়ানক ভিজে গেছে, যখন দোকানের কাছে এল সে, তখন সে থমকে দাঁড়াল। আবার কী যে চাই তা সে ভুলে গেছে। আবার ফিরে যেতে হবে, জেনে আসতে হবে কী চাই।

এবার মার্লে তাকে দেখে হেসে উঠল, যাবার আগে কাপড় ছাড়তে বলল তাকে। কিন্তু তৃতীয়বার কী চাই বলা মাত্রই সে সেই অবস্থায়ই যাত্রা করল। মার্লে বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে পীয়ারকে দেখতে লাগল। আগের চেয়ে পীয়ার যেন ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু তার গতির মধ্যে এখনো সেই পুরানো কালের ব্যস্ত ব্যগ্রতা।

এক তপ্ত গ্রীষ্মদিনে মার্লে আর পীয়ার যখন ক্ষেতে ঘাস জড় করছে তখন অপ্রত্যাশিত আগন্তুকদের আবির্ভাব হল। তারা শুনতে পেল কে যেন তাদের লক্ষ্য করে 'শুভদিন' জ্ঞাপন করছে। ঘাসের ওপর দিয়ে এগিয়ে এল লুইসে আর তার স্বামী, ঘাস সংগ্রহের বিদাগুলোর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বুড়োবুড়ী তাদের নিজের কাপড়চোপড়ের দিকে তাকাতে লাগল। মার্লে তার স্কার্টটা উঁচু করে গুটিয়েছে আর কপালের ওপর বেঁধেছে একটা রুমাল, পীয়ারের পরণে শার্ট আর মাথায় কিছুই নেই। "তোমাদের কাজকর্ম্মের সময় এসে পড়েছি বলে দুঃখিত" বলে লুইসে, "কিন্তু কি করি আমার স্বামীটিকে তো দেখাতে হবে তোমাদের, এই দেখ তাকে!" তরুণ যুগলের পরণে হাল্‌কা ছাই রঙের পোষাক; ক্যাপ্টেন পূর্ব্ব পরিচিতের মত তার শাদা টুপিটা উঠিয়ে তাদের অভিবাদন করল— কিন্তু বুড়োবুড়ির সঙ্গে করর্দ্দন করবার সময় সে আনত হ'ল তাদের সামনে।

লুইসে যখন তার টুপির ওপর নীল রঙের অবগুণ্ঠনটা বাঁধছিল, তখন তার উজ্জ্বল আরক্ত মুখের পানে মার্লে আর পীয়ার তাকিয়ে রইল। তাকে দেখাচ্ছিল সুন্দর আর যৌবন লাবণ্যময়ী। তার চোখে, কণ্ঠস্বরে আর হাসিতে যেন নূতন সামঞ্জস্য। লুইসে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তাদের পানে, উপত্যকা আর পাহাড়ের পানে, যেন সে গ্রীষ্মকালটাকেই পর্য্যবেক্ষণ করছে আর এই মহিমাময় দৃশ্যটাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করছে। আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল ভালো করে কামানো সুগঠিত পুরুষটি, তার ছাইরঙা চোখে যেন কৌতুক টগবগ করছে। তার গতিবিধি শান্ত, হাত বেশ দৃঢ়, স্পর্শ করলে কঠিন বলেই মনে হয়। চারদিকে চেয়ে সে বলল "বেশ সুন্দর এখানটা।" লুইসে দেখতে পেল যে সে যখনি তার

মায়ের দিকে চায় তার চোখ অদ্ভুত রকম উজ্জল হয়ে উঠছে, আর তার বাবার সঙ্গে কথা বলবার সময় সে ব্যবহার করছে বেশ সতর্ক শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু জামাতার সঙ্গে কথা বলবার সময় প্রতিবারই তার পিতার মুখে যেন একটি প্রশ্ন ফুটে উঠছে, "আমার সম্বন্ধে না জানি কী মনে করছ তুমি?" বেচারা বাবা!

"আমরা তোমাদের মোটরে করে বেড়াতে নিয়ে যেতে এলাম" বলে লুইসে। বুড়োবুড়ী ক্ষেতে ছড়ানো ঘাসের দিকে তাকিয়ে বলে এসব ফেলে যাওয়া চলবে না। "ক্রসেথে কি এরি মধ্যে তোমাদের ফসল তোলা হয়ে গেছে নাকি?" পীয়ার শুধায় লুইসেকে। "হ্যাঁ, অনেক আগেই, খামারে কর্মিষ্ঠ লোক থাকলে কাজ বেশ তাড়াতাড়িই হয়" ব'লে লুইসে অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে তার স্বামীর দিকে তাকায়। "হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই সচল করে তুলতে পারে সব।" "তা ঠিক, কর্ণেল তার ওপর যে রকম খবরদারি করেন!" ব'লে ক্যাপ্টেন খুব গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ে। তরুণ যুগলের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় চলে, মার্লে হেসে ওঠে। পীয়ার কাসে।

"ভেতরে এসে একটু কফি খাবে না?" মার্লে জানে তাদের দেবার আর কিছুই নেই। "লুইসের যা ইচ্ছে" ক্যাপ্টেন বলে। "তাই না কি, ও-ই বুঝি সব ঠিক করে?" "সব সময়।" "আমাদের একমত যখন হয় অন্তত তখন" বলে লুইসে, "তা না হলে সাধারণত ও-ই ঠিক করে।"

এর পর ক্যাপ্টেন প্রস্তাব করে যে তার শ্বশুর এবং শাশুড়ী বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হোন গিয়ে ততক্ষণ সে আর লুইসে ঘাসগুলো জড় করে নিচ্ছে। "হ্যাঁ, মা, এতো বেশ কথা। শুনছ, বাবা!" বুড়োবুড়ী আপত্তি করতে থাকে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ক্যাপ্টেন তার টুপি আর কোট খুলে ফেলে বিদার মতো একটা কি নিয়ে কাজে লেগে যায়। লুইসেও তার জ্যাকেটটা খুলে ফেলে, তার বাবার 'বিদা' টা নেয়। "এবার আর কোনো বাজে কথা নয়' লুইসে বলে তার বাবা মাকে।

বিদা চালাবার মতো লোকই বটে ক্যাপ্টেন। দেখতে না দেখতে সে এক বোঝা ঘাস একত্র করে ঠেলা গাড়িটায় বোঝাই করে ফেলে। তার পর ঘেসো জমির ওপর একটা দড়ি দেখতে পেয়ে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য সেই ঘাসগুলোকে বাঁধতে থাকে। "তোমরা এখনো ওইখানে দাঁড়িয়ে?" বলে লুইসে। "কি বললাম আমরা শুনতে পাওনি নাকি? তোমরা ফিরে আসতে আসতে আমরা এ সব ঠিক করে ফেলছি।" বলে সেও মাটিতে নিজের টুপিটা রেখে তার বিদা নিয়ে খেলা আরম্ভ করে।

ঘণ্টা দুই পরে বুড়োবুড়ীকে তাদের রবিবাসরীয় সন্ধ্যায়-সজ্জিত অবস্থায় নিয়ে তারা নীচের সেই খামারের দিকে যাত্রাকরলে, যেখানে তারা মোটর কারটাকে রেখে এসেছিল। চমৎকার চকচকে গাড়ীখানি। পুরাণো যন্ত্রবিদ পীয়ার গাড়ীটার চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, হাঁটু গেড়ে ওর নীচে তাকায়, কলকব্জার ঢাকনিটা তুলে কলকব্জার সংস্থান লক্ষ্য করে। বড় সড়ক পর্য্যন্ত তারা গাড়ীটা চালায় ধীরে ধীরে, তার পরে বেগ বাড়ে, খামার আর বৃক্ষরাজি দ্রুত ছুটে যায় পাশ দিয়ে। উপত্যকার তলদেশে ছাই-সবুজ-রঙা নদী। গৃহ সমন্বিত পর্ব্বত গাত্র, ক্ষেত আর নতুন-চষা প্রান্তরগুলো দ্রুতবেগে যেন সরে যেতে থাকে। টুপিটা যাতে হাওয়ায় উড়ে না যায় এমনি ভাবে ধ'রে পীয়ার বলে, এবার আমরা বড়লোক হয়েছি আর ভুল নেই। কিন্তু আমরা চলেছি কোথায়? আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে খেতে, জান তো?"

অপরাহ্ণের প্রারম্ভ ভাগে তারা এসে থামল একটা টুরিষ্টদের হোটেলে, উপত্যকার দিকে উন্মুক্ত তার বাতায়ন আর বারান্দাগুলো। সুরা সহযোগে,—একেবারে শ্যাম্পেন সহযোগে তারা এইখানে বসল ভোজনে। লুইসে তার পিতামাতার স্বাস্থ্যকামনা করে সুরাপান করতে করতে বলে, আমাদের বিয়েতে যখন পেলাম না তোমাদের, তখন এইখানেই।"

বাতায়নের পাশে একটি ছোট্ট টেবিল অধিকার করে তারা, প্রকাণ্ড

ভোজন কক্ষে বহু কণ্ঠে বহু ভাষায় গুঞ্জন ধ্বনি চলতে থাকে। এই দৃশ্যের মাঝখানে তার বাপ মাকে যে মানাচ্ছিল না একথা অস্বীকার করা চলে না, কতকাল তারা এমন পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে আসে নি। সারাক্ষণ লুইসে তার স্বামীর দিকে উৎসুক দৃষ্টি মেলে থাকে ; রূড কি ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারবে ? হঁ্যা, সত্যি সে খুবই দক্ষতা দেখায়, বিশেষত তার মায়ের সঙ্গে ব্যবহারে। কিন্তু রূডের পক্ষে তার বাবাকে কোন নূতন আবিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত কিনা এটা জিজ্ঞাসা করা উচিত হয়নি। ওইখানটায় সে ভুল করে বসল। বেচারা ক্যাপ্টেন রূড। লুইসে যে তার দিকে আড় নয়নে চাইছে সেটা সে অনুভব করল। কখনো সে দৃষ্টিতে অসন্তোষ, কখনো সমর্থন, এমন কি আনন্দ-উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। কিন্তু অবিরাম যেন চলতে থাকে তার পরীক্ষা।

সুরা পান করে পীয়ার উত্তেজনায় আরক্ত হয়ে ওঠে, চশমার আড়ালে তার ফোলা চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মুখের আগল খুলে যায়, তখন সে তার পুরাণো দিনের কথা, স্বদেশে এবং বিদেশে দিনযাপনের কথা বলতে আরম্ভ করে। এক সময় যে গরমের দেশে সে ইঞ্জিনীয়ার ছিল সেখানকার জীবনযাত্রার কথা বলতে থাকে।

"হ্যাঁ, আপনিই না আবিসীনিয়ার রাজার জন্য রেলওয়ে তৈরী করেছিলেন ?" অত্যন্ত ঔৎসুক্যসহকারে ক্যাপটেন রূড বলে।

যেন বহুদূর কালের পানে তাকিয়ে পীয়ার বাতায়নের বাইরে চেয়ে থাকে। "ও হঁ্যা, হঁ্যা, হয়ত করেছিলাম।" তার পরই কিন্তু পীয়ার কথা পালটে ক্যাপ্টেনকে স্বদেশের বর্তমান সামরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকে।

"লোরেণ্ট্‌সের খবর পেয়েছ কি ইদানীং ?" লুইসে প্রশ্ন করে। বিষয়টা যে মর্মবেদনাকারী তা লুইসে জানে না।" পশ্চিমের দিকে কোথায় যেন সে কাজ করছে, না ?"

"হুঁ"। তারপর চুপ ক'রে কাটে কিছুক্ষণ, তার মা বাবা মাটির পানে চেয়ে থাকে। "ওকে বোঝা সোজা নয়" পীয়ার বলে ধীরে ধীরে। "হ্যাঁ, সে কথা খুবই ঠিক" লুইসে সায় দিয়ে বলে।

হঠাৎ ওই দুটি তরুণ তরুণীকে সম্মতি জানিয়ে সুরাপান করতে করতে পীয়ার বলে ওঠে, "এবার কিন্তু আমি শীগগিরই ক্রসেথে যাচ্ছি। শুধু আরেকটিবার বলা, তারপরই দেখো আমি আমার গিন্নিটিকে নিয়ে উপস্থিত হব গিয়ে। আমার এমন একটি বড়লোক মেয়ে থাকতে তার জীবন যাত্রার সম্বন্ধে কিছুই না জানাটা কোন কাজের কথা নয়।"

"অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করছি" উৎসাহভরে ক্যাপ্টেন বলে ওঠে।

এবার মা বাবাকে আবার নিমন্ত্রণ করবার অভিপ্রায় লুইসের ছিল না। তারা বার বারই তো যেতে অসম্মত হয়েছে। এতে আর সন্দেহ নেই যে তাদের কাছে চিরদিনই এবং এখনও লোরেন্ট্স্ প্রথম।

এরপর ওই চারটি উপবিষ্ট ব্যক্তি যেন কোনো কথাই পায় না বলবার। কিন্তু তারা যখন সেখান থেকে উঠছে এমন সময় লুইসের দিকে চেয়ে পীয়ার গম্ভীর ভাবে বলে, "মোটের ওপর, তুই বাস্তবিক তোর মায়েরই মতো।" দীর্ঘকালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে সে যেন মার্লের যৌবন কালটির দিকে তাকিয়ে থাকে। "তাহলে, বাবা, সত্যি তাই মনে হয় তোমার? আর য়োর্গেন, তোমার কি মনে হচ্ছে?" ব'লে সে ক্যাপ্টেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে "তোমার আমাকে কার মতো মনে হচ্ছে?" তার উত্তর পাবার জন্য লুইসে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

"এ সম্বন্ধে আমার নিজস্ব মত আছে কিন্তু কাল বলব সে কথা, এখন নয়।" "তারি জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকা গেল।" "হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে ওই একটি মাত্র বস্তুরই প্রত্যাশা করতে পার আমার কাছ থেকে।" "তাই না কি? লেভীর প্রতি নির্মম আচরণের জন্য যে কানমলা

খেয়েছিলে তার প্রতিদান কি পেয়েছিলাম শুনি?" ক্যাপ্টেনের কোনো চাঞ্চল্যই দেখা দিল না তাতে, সে শুধু ওয়েটার (waiter) কে ডেকে বিলটা দিতে বলল। এটা ঠাট্টা না সত্যি বুঝতে না পেরে মার্লে প্রশ্ন করে 'তুই ওর কান মলে দিয়েছিলি না কি?" ক্যাপ্টেন মৃদু হেসে বলে, "ছেলে-মানুষদের মতো লীলাখেলা চলে আমাদের।" লুইসে যেন কোন্দল করবার জন্য উদ্যত এমনি ভাবে তার দিকে তাকায়। "আচ্ছা, সবুর করো।" হেসে লুইসে বলে "কোনোদিন সত্যি সত্যি হবে।"

উজ্জ্বল গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় মোটরকারটি আবার উপত্যকা দিয়ে ছুটে চলল, তরুণ যুগল পীয়রি এবং মার্লের সঙ্গে এল তাদের ছোট্ট কুটীরে কিন্তু জলযোগের জন্য অপেক্ষা করল না তারা। সেই রাতেই তারা বাড়ী ফিরে যেতে চাইল।

কুটীর সম্মুখে দণ্ডায়মান সেই দুজনের দিকে হাত নেড়ে পাহাড়ের তলদেশ থেকে আবার চেঁচিয়ে লুইসে বলে উঠল "বিদায় তাহলে।"

মার্লে পীয়ার ধীরে ধীরে ঘরে এল। তাদের ছোট্ট খামারের একঘেয়ে জীবন প্রবাহের মাঝখানে একটুখানি পরিবর্তন। "এতে পীয়ারের মনটা সত্যি খুসী হয়েছে" ভেবে মার্লে স্বস্তি বোধ করে।

প্রিয় মা,

তোমার শেষের পত্রগুলো মনে সংশয় জাগিয়েছে ; তুমি আমায় যা লেখ তাতে কি বাবার কোনোই অংশ নেই ? বাবাকে এই বলে সান্ত্বনা দিও যে তার ছেলে এখনো উৎকট ধার্মিক হয়ে ওঠেনি। কাল সন্ধ্যাবেলা এখানে সমুদ্রের ধারে গুদাম ঘরে নাচের আয়োজন হয়েছিল, স্থানটি ভরে গিয়েছিল উদ্দাম প্রকৃতির ছেলে আর মেয়েতে। এমন সময় পুরোহিতের প্রবেশ এবং সমস্ত নিস্তব্ধ। ভেবেছিল পুরোহিত তাদের আনন্দ উৎসব মাটি করতে এসেছে কিন্তু আসলে সে নিজেও এসেছিল ফূর্তি করতে। আগে যারা তাকে দেখে বিস্মিত হয় নি এবার তারা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকাল তার দিকে। অবশ্য এখানেও যথেষ্ট নিরানন্দ মূর্তি আনুষ্ঠানিক রয়েছেন যাঁরা বাইবেল হাতে নিয়ে স্বর্গে প্রবেশ লাভ করবার চিন্তা করছেন ; শুনছি তাঁরা ইতিমধ্যেই ডীন এবং বিশপের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার সুযোগ খুঁজছেন। এদিকে আমিও নাচের ইতিহাসের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছি, অবশ্য তাতে গ্রীকদের উল্লেখ করা চলে না, কিন্তু বাইবেলেও যথেষ্ট নৃত্য আর সুরা পানের কথা রয়েছে। ধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে দুটি বক্তৃতা দিয়েছি। কারণ এই সব বিষয় সম্বন্ধে কিছু নিরাবরণ সত্যকথা লোকদের জানানোর সময় হয়েছে বলে আমার মনে হয় ; তরুণ সমিতিতে যে ছোট্ট নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেছিলাম তাও খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল ; তাই বেশির ভাগ লোকেরাই আরো বেশির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে।

কিন্তু অন্য লোককে যেমন কিছু কিছু শিক্ষা দিচ্ছি আমি, তেমনি তার বদলে তারাও আমায় তার চেয়ে বেশি শিক্ষা দিচ্ছে। সঙ্গীতজ্ঞকে-

যদি ভালো করে বাজাতে হয় তাহলে তাকে তার যন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।; পুরোহিতের পক্ষেও সেই কথা সত্য। আমি গ্রামপালিত তাই আমার পক্ষে কোনো ছোট কুটিরে গিয়ে তরুণ বৃদ্ধ সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা বেশির ভাগ লোকের চেয়ে সহজ; অবশ্য আমাকে প্রচুর পরিমাণে কফি আর তামাক খেতে হয় তাদের সঙ্গে এবং কখনো কখনো সুরা। কিন্তু তাতে তাদের পক্ষে মনের কথা খুলে বলার সাহায্য হয়। পুরাকাহিনী, রূপকথা, অশুভ লক্ষণ, ভূতপ্রেত, প্রকাণ্ড এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী—এই সব থেকে জাতির মনের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় এবং শাস্ত্রভাষ্যের অতীত জ্ঞান লাভ হয়।

তিক্ত ধূসর সাগর, ধূসর শৈলরাজি, ধূসর ঘরবাড়ির ওপরকার ধূসর আকাশে স্বভাবতই এই সমস্ত অজস্র নীরস মন আর নীরস ধর্মকে জন্ম দেয়। কিন্তু তবু এসমস্তের মধ্যে সমুদ্র এবং ঝটিকার একটা মহিমা রয়েছে। লোকেরা যখন মরতে বসে তখন নরকের ভয়ে তারা পুরোহিতকে ডেকে পাঠায়, তাদের মনে হয় যেন তারা মগ্ন তরণী-আশ্রিত, সহায়তার জন্য ক্রন্দমান নিরুপায় মানবাত্মা। উর্দ্ধে বহমান কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের মধ্যে যেন কোথায় আছেন ভগবান। তারা যে সব প্রার্থনা সঙ্গীত গান করে সেগুলো যেন ঝঞ্ঝার সময় সমুদ্র-পক্ষীর চীৎকার।

আর, ভালো কথা, আমি একজন পাকা নাবিক হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছি। ধূসর ঊষায় যখন জেলে ডিঙিগুলো উত্তাল সমুদ্র প্রান্তরের ওপর পুঞ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণবিন্দুর মতো শৈল-দ্বীপগুলোর ওপারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখনকার দৃশ্য যদি দেখতে! আমি সমুদ্রে গিয়ে জালটানার কাজ করেছি। কাল রাত্রিবেলা একটা ছোট্ট মোটরে করে দ্রুত সঞ্চরমান মেঘ আর বৃষ্টির মাঝ দিয়ে এক ধূসর বর্ণ নদী-দ্বীপের ওপর একটি ধূসর কুটিরে ক্ষয়রোগে মরণোন্মুখ একটি মেয়ের কাছে আমাকে যেতে হয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে অয়েলস্কিনের পোষাকে আবৃত হলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার

শরীর একটুও শুকনো রইল না—কিন্তু তাতে মনটা তাজা হয়ে ওঠে, এখানে আমি বেশ ভালো থাকি। আমাকে এখানে যে হোটেলে জায়গা দেওয়া হয়েছে সেটা একটা কাঠের তৈরী বাড়ী, হাওয়া হুহু করে বয় এর ভেতর দিয়ে, তাই সারারাত লোম-চর্ম্মের জ্যাকেট পরেই শুয়ে থাকতে হয়, টুপি দিয়ে ঢেকে দিই কান দুটো। আমি যখন প্রধান পুরোহিত হব ততদিনে প্রচুর বাত হবে আমার। সেই নদী-দ্বীপের মেয়েটির এমন একটি পাপ স্বীকার করতে হয়েছিল যা খুব সাধারণ কিছু নয়। স্টাভাঙ্গের-এ যখন সে চাকরী করত তখন সে তার শিশুসন্তানটিকে হত্যা করেছিল আর যে কথা কখনো প্রকাশ পায় নি। আমি এখনো তার তখনকার বড়োবড়ো ভীত চোখগুলো দেখতে পাচ্ছি, যখন সে তার মা বাবাকে ঘরের বাইরে যেতে বলেছিল আর শুধু আমি ছিলাম তার পাশে। প্রতিনিয়ত ওই একই প্রশ্ন ; "পুরোহিত কি মনে করেন যে আমার প'রে ভগবানের করুণা হবে ?"

'পাপ'-মূলক ধর্মের ওপর যে-আমি এক সময় ছিলাম এত চটা, সেই আমি বসে রইলাম, আমাকে চরম বিচারকের তরফ থেকে উত্তর দিতে হবে। বাইরে সমুদ্র আর ঝটিকার গর্জন, মেয়েটির পক্ষে ওই তার অন্তিম বিচারের দিন। কিন্তু কোন সময় একটি যুবক পথপার্শ্বে বসে একটি অপরাধিনী নারীকে বলেছিলেন, "আমি তোমায় দোষী করছিনে। যাও, আর পাপ করো না।"

ছাত্রের কক্ষে জোড়াতাড়া দেওয়া নানা রকমের ধর্ম্মমত থেকে সোজা কঠোর বাস্তবতার ক্ষেত্রে বেরিয়ে এলে কী অদ্ভুতই লাগে। গত সমুদ্র বাত্যায় নিমজ্জিত পাঁচটি জেলের কবরের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম কাল। তাদের আত্মীয়েরা দাঁড়িয়েছিল চার দিকে, তাদের ছোট ছেলেরা মাথার টুপি খুলে ফেলেছে, সব চেয়ে অল্পবয়সী বিধবাটির বয়স হয়ত কুড়িও হবে না। আমি তো এখনো কঠিন হ'য়ে যাই নি, আমার গলার স্বর কেঁপে

উঠল যখন আমি বললাম : "মাটি থেকে এসেছ মাটিতেই ফিরে যাবে তুমি, আবার মাটি থেকে পুনরুত্থান হবে তোমার।" ওই একমাত্র সান্ত্বনা ছিল তোমার দেবার। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার অন্তর কেঁদে বলে উঠেছিল : "এ যদি প্রতারণা হয়, যদি বিধবাদের আর মায়েদের প্রার্থনা শোনার কেউ না-ই থাকে, মৃত্যু যদি চিরনিরুদ্দেশেরই নাম হয়, তা হলে, তা হলে, যে সব মানুষেরা বিশ্বাস করে তারা আমার নিরতিশয় প্রিয়। আমি সানন্দে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলব : তোমাদের ভ্রান্তির অংশ গ্রহণ করতে দাও আমায়, আমাকে তোমরা তোমাদের ভাই বলে গ্রহণ কর! ভগবান যদি ঝটিকায়, নিস্তব্ধতায় কিম্বা নক্ষত্রলোকে নাই থাকেন, তা হলে আরো বেশি নিশ্চয়তা নিয়ে আমাদের ওঁকে পূজা করা উচিত কারণ তার দ্বারা আমরা এইটেই প্রমাণ করি যে তিনি অন্তত আমাদের অন্তরে বিরাজমান।

কিন্তু, প্রিয় মা, আমার কাছে সব চেয়ে বড়ো ব্যাপার হচ্ছে Lord's Supper অনুষ্ঠানটি। ঝড়ে জলে ক্লিষ্ট নরনারীরা, শ্রমে যাদের শরীর গেছে কুঁজো হয়ে, ছোট্ট বায়ু বিধ্বস্ত (windswept) গির্জায় এসে সমবেত হয়; আমি জানি পূজাবেদীর সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে বেশির ভাগ লোকের অন্তরাত্মা কী আশ্চর্য্য বিশুদ্ধি লাভ করে। ওই মুহূর্ত্তে লুথার, কালভিন আর রুটি এবং সুরা সম্বন্ধে সমস্ত তর্ক বিতর্ক কী হাস্যকর বলেই মনে হয়। ওই সব নরনারী যে তখন একান্ত সত্যভাবেই ভগবানের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ায়।

তাঁর নামে সেই সুন্দর কথাগুলো বলবার অধিকার পেয়েছি আমি। মর মানবের পক্ষে এর চেয়ে পরমমুহূর্ত্ত আর হতে পারে না।

মা, জান কি তুমি, প্রায়ই আমি কি ভাবি? আমার মনে হয় আমি সত্যি করে এখনো তোমাকে পাই নি। না, সম্পূর্ণভাবে পাই নি। শৈশবের সেই হারানো বৎসরগুলো যে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করেছে তা

দূর করা কঠিন। কিন্তু হয় ত কোনো দিন……না, অতখানি আশা করতে সাহস হয় না আমার। দেখা করতে যেন তাই সাহস পাই না।

প্রিয় পিতা, তুমি যতটা ভাবছ তার চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য করেছ আমায়। সেবার তোমার কাছে থাকার সময় আমাদের যে সব কথা হয়েছিল তা আমি ভুলি নি। কিন্তু চরম সিদ্ধান্ত আমাকেই স্থির করতে হয়েছে। মোটের ওপর আমাদের মধ্যে বিরোধ কি এতই বেশি? আমার বিশ্বাস তুমি স্বীকার করবে যে শাশ্বতের সমুখে আমরা সবাই শিশু এবং তাকে বুঝতে সাহায্য করবার জন্ম আমাদের প্রত্যেকেরই অ-আ-ক-খ এবং ছবির বইয়ের প্রয়োজন আছে। তোমার এবং আমার আছে, নদীদ্বীপের ওলিনেরও আছে আর যদি নক্ষত্রলোক থেকে ওগুলো দেখা যায় তা হলে সবগুলোই হয় ত সমান ভালো মনে হবে। আমার মতো তুমিও প্রাচীন আনুষ্ঠানিক রূপে প্রায়শ্চিত্তের বিরোধী। কিন্তু আধুনিক কালের ভাষায় তার মানেটা এই দাঁড়ায় যে পূর্ণতাকে আমরা এমনি অপরিমেয় দূরত্বে প্রতিষ্টিত করেছি যে সেখানে আমাদের উঠিয়ে নেবার জন্ম আমাদের একটি দেব-মানবের প্রয়োজন। তবু এই মধ্যস্থ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে প্রত্যেকের অন্তরাত্মা তাকে যে কোনো রূপে ধারণা করতে পারে, বিবর্ত্তিত করতে পারে। এটা কি এতই বর্ব্বর জনোচিত? আমি এমন কোনো ধর্ম্ম জানি না যার এর চেয়ে উচ্চতর এবং মহীয়ান লক্ষ্য আছে।

কিন্তু এই কি এই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত? না, আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের আদর্শকে নবায়িত করে চলেছি, আমাদের মধ্যে পুনরুজ্জীবন হয়ে চলেছে। একটি অতি আত্মসচেতন জাতির জাতীয় দেবতা একদিন সর্ব্ব জাতির ঈশ্বরে পরিণত হলেন; আজ তিনি একেবারে বিশ্বজগতের পরিপূর্ণ সুরসঙ্গতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ছিলেন ন্যায়ের (law) দেবতা, স্বপ্নের দেবতা, দণ্ডের দেবতা, প্রতিশোধের দেবতা। তার পর এল এক যুবক যে তাঁকে বলল প্রেম স্বরূপ। এই যুবকটি এমন এক অধ্যাত্ম

শক্তিতে পরিণত হয়েছে যে সেই শক্তি অবিরাম নব নব ক্ষেত্রকে জয় করে চলেছে। তার পূজাপদ্ধতির মধ্যে এখনো পর্য্যন্ত শ্রী এবং রূপের তরুণ উচ্ছল পার্থিব জীবনের স্তুতির কোনো স্থান নেই বললেই হয়। কিন্তু সেও হবে, কে বলতে পারে একদিন তার মন্দিরে হয়ত কৌতুকহাস্যেরও স্থান হবে। আমার অভিজ্ঞতা কিছু বেশি নয়, কিন্তু আমি দেখেছি যে তিক্ত নীতি উপদেশের চেয়ে প্রাণখোলা হাসি অনেক সহজেই বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ করে তোলে।

প্রিয় বাবা, আমাদের নব-মন্দিরের স্বপ্নটি কী সুন্দর! আমার মনে হয়, যাতে এই মন্দির ভগবৎসত্তার একটি সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে মূর্ত্ত করে তুলতে পারে তেমনি করে আমরা তার পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু প্রথম কথা হল এই যে তার জন্য মানবাত্মাকে নিশ্চয়ই প্রস্তুত করতে হবে আর দ্বিতীয়ত আমার ধারণা এই যে আজকের সমগ্র জগৎটাই সেই মন্দির নির্ম্মাণের কঠিন প্রয়াসে নিযুক্ত। আমি শুধু এই আশাই করি যেন এই নির্ম্মাণ কখনো পরিসমাপ্তি লাভ না করে। কারণ যদি কখনো এই মন্দিরের ছাত তৈরী হয়, যদি এর পরে চূড়া লাগানো হয়, তার অর্থ এই হবে যে তাতে মানবাত্মা তার অভীপ্সাকে সীমিত করে ফেলবে। তার অর্থ, মন্দির যাবে শেষ হয়ে আর ভগবানের হবে মৃত্যু।

আমার সম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারণ কর। প্রায়ই আমাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমার এই সান্ত্বনা যে, যা কিছু প্রাণবান তার মাঝ দিয়ে যে বিশাল অর্গ্যান-সুরতরঙ্গ তুলে চলেছে তার দিকে আমি কান দিতে পেরেছি আর তারই মধ্যে আমি, যারা আমার নিকট এবং প্রিয়জন, তাদের লাভ করেছি।

মুহূর্ত্তকাল পরে মার্লে চোখ তুলে তাকালো। পীয়ার মেঝের পানে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে রইল। বাড়ীময় যখন নিস্তব্ধতা তখন দেয়াল ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দটা কী অদ্ভুত রকম জোরেই না শোনা যায়।

"আমি এ সম্বন্ধে কী মনে করি তাই জিজ্ঞাসা করছ ?" অবশেষে পীয়ার মুখ তুলে বলে।

মার্লে মৃদু হেসে বলে, 'তাই করেছি নাকি ?"

"নিশ্চয়ই, এ বিষয়েও তার সঙ্গে তুমি একমত। তোমরা দুজন সব সময়ই গোপনে গোপনে এক জোট হয়ে আছ।"

পীয়ার উঠে দাঁড়ায়, পিঠের পরে হাত দিয়ে আপনাকে কঠিন ভাবে সোজা করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু কামার শালায় যেতে যেতে থেমে সে ছাতের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে, তার পর হঠাৎ আবার ফিরে আসে, বলে, "আবার পড় তো চিঠিটা।"

বেলা বাড়ল যখন মার্লে শুনতে পেল পীয়ার গুনগুন করে গান করছে, যাক্, মার্লের যেন স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। এই শীতকালটা তাদের দুজনেরই পক্ষে বড় বেশি যেন দীর্ঘ হয়ে পড়েছে।

বসন্তকাল আরম্ভ হওয়ার অল্পকাল পরে লুইসের পত্র এল, তাতে সে তার মেয়ের নামকরণোৎসবে তাদের যেতে লিখেছে। "বাবা, এবার কিন্তু সত্যি তোমাকে তোমার প্রথম নাতনীর ধর্ম্মপিতা হতে আসতে হবে। ছোট্ট মেয়েটাকে দেখতে এত বেশি তার দিদিমার মতো হয়েছে যে তুমি ওকে ভালো না বেসে পারবে না। লোরেন্ট্‌সও এবার লক্ষী ছেলে হয়েছে, এবার সেও আসছে, হয় ত এবার ছোট্ট মার্লেকে দীক্ষিত করার সময় তুমি গির্জায় তার ধর্ম্মোপদেশ শুনতে পাবে।"

পীয়ার এবার যেন নতুন মানুষ হয়ে ওঠে। "কিগো, এবার তা হলে দিদিমা হয়ে পড়েছ, ভালো, ভালো!" স্ত্রীর মাথার চুলে সত্যি সত্যি হাত বুলায় পীয়ার।

"তুমিও দাদামশাই হলে কি না বল তো ?"

"আমি পুরুষ মানুষ কেমন করে বলব সেটা। ও তো তোমার মতো হয়েছে।"

"তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

কিন্তু পীয়ারকে প্রসন্ন মনে চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে কী আনন্দ হয় তার। লোরেণ্ট্‌সের পত্র যেন আকাশটার বেশির ভাগই মেঘমুক্ত করে দিয়েছে।

"বসে বসে কি নিয়ে এত হাসছ" খেতে বসে মার্লে শুধায়।

"হাসছি না কি? তা দেখ, আমিও কি আর সব সময়ই কাঁদতে পারি?"

"আমার বোধ হয় আবার আমাকে নিয়েই হাসছ?"

"আমার আশঙ্কা তাই। ক্রসেথে যদি আমাদের যাওয়া হয় তোমাকে দিদিমার দুর্লভ বেশে দেখতে পাওয়া যাবে। ওঃ সব বিলিব্যবস্থা করতে তুমি কী তড় বড় করেই না বেড়াবে সেখানে।"

"তার মানে আমার সঙ্গে তুমিও যাচ্ছ, এই তো?" বলে মার্লে তার হাতটি বাড়িয়ে দেয় পীয়ারের দিকে।

৭

গ্রাম দেশে বসন্তের পূর্ণ আবির্ভাব ঘটেছে; হ্রদ বরফ মুক্ত হয়েছে, সবুজ পাহাড়ের গা থেকে ক্ষেতে কর্মনিরত ঘোড়াদের হ্রেষাধ্বনি শোনা যাচ্ছে, আর খামারগুলোর ফাঁকে ফাঁকে পত্র-বনানীর কোমল আচরণের মাঝে থেকে কোকিল অশ্রান্ত চীৎকার করছে।

পাহাড়টার ওপর দিয়ে ক্যাপ্টেন রুড ঝোলা আর লাঠি নিয়ে নেমে আসে। দিন কয়েকের জন্য সে কাঠের আড়তের মাঝে ঘোরাফেরা করতে গিয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা করতে লুইসে আসবে এমনি আশা করে সে। তাদের বাড়ী থেকে কিছু দূরে সে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, হ্রদ আর গ্রাম

দেশের উপর দিয়ে আপন দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেয়, আসন্ন গোধূলিতে সে এখানে সেখানে বসন্তের মৃদু পদবিক্ষেপ দেখতে থাকে। তার পেছনে একটা কালো মোরগ ডাকতে থাকে, আর ছোট ছোট স্রোতস্বিনীরা কলসঙ্গীত করে জানাতে থাকে যে পাহাড়ের তুষার এবার খুব গলতে আরম্ভ করেছে। লুইসে যখন এলো না, তখন খুকীটাকে নিয়ে সে নিশ্চয়ই ব্যস্ত।

সেনাবিভাগের কর্ম্মচারী সে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কি আর গ্রাহ্য করে তাকে ; আর সে তো আজ তার ধনশালিনী স্ত্রীর একজন কর্ম্মচারী। এটা কী এমনই একটা দুর্ভাগ্য ? না, সুন্দরী নারীর সেবা করতে পারা একটা সৌভাগ্য ; লুইসে যদি সারা দুনিয়ার মালিকও হয়, তবু সে তাতে অনুযোগ করে না—কিন্তু কখনো কখনো মনে তার প্রশ্ন ওঠে; যদি সে দুনিয়ার মালিক হতো তা হলে লুইসের কেমন লাগত সেটা।

এ কথা সত্যি বটে লুইসে তার প্রজাদের বলে : "ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করগে!" কিন্তু সে ভালো করেই জানে যে অন্তরালে ক্যাপ্টেনকে তার মত নিতে হবে। কে জানে এর জন্য লুইসে তাকে মনে মনে একটুখানি অবজ্ঞা করে কি না ? এই তো, যদিও সে জানে যে কৃষকদলের পক্ষ থেকে সে নির্ব্বাচন প্রার্থী হয়েছে, তবু লুইসে রক্ষণশীল দলের দ্বারা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে মনোনীত হতে রাজী হয়েছে। তাদের দুজনকে জনসাধারণের সামনে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে—লুইসে হয়ত এতে মজা অনুভব করছে। কিন্তু সে তা করে না।

কিন্তু এইখানেই কি পরিসমাপ্তি ঘটল ! মনে মনে বিস্মিত হয়ে ভাবে সে, কবে আসবে সেদিন যেদিন সে লুইসেকে অধিকার করতে পারবে সম্পূর্ণ ভাবে, যেদিন তারা দুজন পরস্পরের মধ্যে এসে পরিসমাপ্ত হবে। যেদিন জগতে আর কোনো কিছুই তাদের দরকার হবে না ? লুইসের ভায়ের জন্য ওই যে আকুলতা এটা যেন একটা বিকারে দাঁড়িয়েছে,

অহোরাত্র যেন সে তাকেই খুঁজে মরছে। তার স্বামী আছে সত্যি কিন্তু তার সঙ্গে ঝগড়া কোন্দলই যেন ভালো চলে। তার কোমলতম ভাবনা-গুলো অন্ধকারে তার ভাইকেই খুঁজে কেঁদে ফিরছে, ছোট শিশুটি কি কোনো পরিবর্ত্তন নিয়ে আসবে?

বাড়ীর কাছে আসতেই, বাড়িগুলোর ওপর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে ওঠে, সান্ধ্য অরুণাকাশের পটভূমির ওপর শুভ্রজ্যোতি আলোক গোলক-গুলোর দিকে তাকিয়ে ক্ষণকালের জন্য সে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর রান্না-ঘরের পথ দিয়ে ঢোকে সে কাদামাখা বুটগুলো ছাড়বার জন্য; তারপর ওপরে ধারাস্নান করে বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য উঠে যায় স্নানাগারের দিকে।

শোবার ঘরে এসে সে দেখতে পায় একটি সাদা এনামেল করা খাটের ওপর একটি ছোট্ট নগ্ন কেশবিরল কাঁদুনে শিশুর পাশে লুইসে আনতভাবে বসে আছে। শিশুটিকে নিয়ে যাবার জন্য দাই পাশেই দাঁড়িয়ে কিন্তু তরুণীমাতা দোরের দিকে মুখ ফিরিয়েই যখন রূডকে দেখতে পায় তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিশুকে বলে "এই যে তোর বাবা এসেছে। সত্যি, য়োর্গেন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এই খুকীটা এমন দুষ্টু হয়েছে।"

"বিশেষ কিছু হয়নি তো?" ব'লে লুইসের কাঁধের ওপর হাত রেখে সে দুজনের ওপর নত হয়ে দাঁড়ায়।

"না, বোধ হয় সামান্য পেট ব্যথা হয়েছে।" দাইয়ের কাছে শিশুকে দিয়ে লুইসে দর্পণের সামনে গিয়ে মাথার চুলটাকে সমান করে, বলে, তুমি কেমন ছিলে, প্রিয়?"

"ও, যথেষ্ট জল আর তুষার ভেঙে আসতে হয়েছে।"

"তাহলে সারাদিনই বোধ হয় ভিজে কাপড়ে ছিলে?"

"জানই তো, সারাদিনের কাজই ওই।"

"মস্ত খবর আছে কিন্তু" ব'লে উজ্জ্বলমুখে লুইসে তার দিকে তাকায়।

ভুরু কপালে তুলে সে বলে, "আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কি তার ?"

"ও, অত কৌতূহলী হয়ো না।" তার পর দাইয়ের দিকে ফিরে লুইসে বলে, 'আবার যদি কাঁদে তো বলবে আমায়।" বলে লুইসে রুডকে টেনে নিয়ে যায় ঘরের বাইরের পথটায়, গলাজড়িয়ে ধরে বলে, তোমার স্ত্রীটির কথা কি একটুও মনে পড়েছিল ?"

"একটুও না" ব'লে সে তার চোখে চুমো খায়, "আমার বোধ হয় তুমিও আমার কথা ভাব নি ?"

"মোটেই না" বলে তার মুখের পানে চেয়ে সে হাসে। লুইসে তাকে সিঁড়ির দিকে হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে বলে, "বোধ হয় একটুও উৎসুক বোধ করছ না তুমি ?"

"দেখছ না, ঔৎসুক্যে, রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়েছি। কি ব্যাপার বল তো ?"

লুইসে তার কাঁধের ওপর হাত দুটি স্থাপন করে চুপ করে দাঁড়ায়। তারা পরস্পরের পানে তাকায়। 'হ্যাঁ, তার পর, বল ?" শুধায় সে।

হুইটসন্ টাইড পর্বের সময় লোরেণ্ট্‌স্ আসছে। সে-ই মার্লের নাম করণোৎসবের কাজটি করবে, শুনলে ?" বলে সে তাকে ধরে ঝাঁকানি দেয়।

"চমৎকার হবে, লুইসে !"

"সত্যি করে বলছ তো ?"

"তবে কি চাও, তামাসা করে বলি ?"

"ওঃ" চোখ বুজে লুইসে তার হাতটি চেপে ধরে। "অবশেষে—লোরেণ্ট্‌স্ আসছে ! তুমি বুঝতে পারবে না—!" একটা অবর্ণনীয় যাতনা থেকে যেন মুক্তি পেয়ে সে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করে।

"তোমার মা বাবা ?"

"আমাকে নিয়ে মোটরে করে গিয়েও যদি আনতে হয়, তাদের আসতেই হবে।"

নৈশভোজনের পর তারা বসে তাদের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে; রূড বসে তার পাইপ আর খবরের কাগজ নিয়ে, লুইসে স্বরলিপির পাতা ওলটাতে থাকে। আলোগুলো জলতে থাকে, কিন্তু বাতায়নে পরদা ঝোলানো হয় না; তাই বিশাল ভূদৃশ্যের ওপর আকাশকে আচ্ছন্ন করে লাল মেঘগুলো ঘরের ভেতরে তাকিয়ে থাকে আর আলোগুলো অনাবশ্যক মনে হতে থাকে।

"তোমার বেহালাটা বার করেছ দেখছি" বলে রূড। বেহালাটা পিয়ানোর পাশেই দেয়ালে বিলম্বিত।

"আজ একটুখানি বাজিয়েছিলাম; মা যদি আসে, তা হলে এক সময় মা আমায় যা শিখিয়েছিল তা একেবারে ভুলে যাই নি দেখলে মার ভালো লাগবে।"

"সেই সময়ের কথা তোমার বিশেষ কিছু মনে আছে বলে তো আমার মনে হয় না?"

"কিছুদিন থেকে অনেক কিছুই মনে পড়তে আরম্ভ করেছে। তাছাড়া লোরেন্ট্স্ আসবে যখন তখন গির্জার জন্যেও সঙ্গীত চাই।"

"সেটা এমন কিছুই নয় বোধ হয়?"

"অর্গ্যানটা অতি ভয়ানক। আর ভজনের দলটা তো একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।" গানের খাতাটা পশে রেখে দিয়ে লুইসে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, "ছাখো.—তুমি মনে কর···ধরো, যদি গির্জায় একটা নতুন অর্গ্যান দিই আমরা?"

"তোমারই তো টাকা, মণি!"

"ওরকম করে উত্তর দিলে যে?"

"তোমার করা উচিত, এও বলতে পারতাম। কারণ দেখতে পাচ্ছি, তুমি এ বিষয়ে মন স্থির করে ফেলেছ ইতিমধ্যেই।"

লুইসে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে। "দিনকাল অবশ্য ভালো নয়। তাছাড়া মায়ের কথাটাও আছে, তাঁর কাছ থেকেই তো আমরা সব পেয়েছি। তিনি এ কিছুতেই করতেন না।"

"তোমার জায়গায় হলে আমি শুধু এইটেই ভাবতাম যে আমার কাছে কী ঠিক বলে মনে হচ্ছে।"

"ছাখো, অবশেষে লোরেন্ট্স্ যখন আসছে, আমাদের এমন করতে হবে যাতে তার আবার আসতে ইচ্ছে করে।"

"খুবই ঠিক বলছ তুমি। কিন্তু হুইটসন্ টাইডের আগে অর্গ্যানের ব্যবস্থা করবার কি আর সময় আছে?"

লুইসের মুখ লাল হয়ে ওঠে, অপরাধীর মতো তাকায় সে তার পানে। "ছাখো,···আসল কথা হচ্ছে, ব্যাপারটা অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছে।"

ব্লডের মাথাটা পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে, পাইপটা পড়ে যায় মেঝের ওপর। "ও হো!···ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা এগিয়ে গেছে নাকি?"

লুইসে এসে ব্লডের জানুর ওপর ব'সে তার চুল টানতে টানতে বলে, "লক্ষীটি হও এবার। মোটর লরীরটা শহর থেকে মাসখানেক আগে অর্গ্যানের অংশগুলো নিয়ে এসেছে, আর মিস্ত্রিরা তখন থেকেই কাজ আরম্ভ করেছে। এটা যে এত সময় নেবে তা আমার ধারণাই ছিল না।"

"আর আজ তুমি সে কথা বলছ?"

"আমার কি গোপন কথা থাকতে নেই? তুমি লোকদের সঙ্গে যদি একটু বেশি কথাবার্তা বলতে······না, ভালো কথা পুরোহিত আর মিস্ত্রিরা কথা দিয়েছে যে তারা বলবে যে পুরানো অর্গ্যানটাই সামান্য মেরামত করা হচ্ছে।"

"আর এখন আমার পরামর্শ চাইছ তুমি!"

"তাছাড়া প্যারিশের কেরানী কিছু টাকা দিয়েছেন আবার ভজন-মণ্ডলীর ব্যবস্থা করবার জন্য। আমার বোধ হয় রোজ সন্ধ্যাবেলা তারা গান অভ্যাস করছে।"

"চমৎকার। আর তুমি নিজেও তাতে বেহালা 'সোলো' (solo) বাজাবে ?"

"কথ্খনো নয়! কত বছর হল আমি বেহালা ছুঁইও নি!"

"আমি যখন বাড়িতে ছিলাম তখন ওই বাইরের বাড়িগুলোয় তুমি প্র্যাকটিস করতে।"

"আমার পুরে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ানো হয় বুঝি ?"

লুইসের চিবুক ধরে রুড বলে, আমি যে তোমায় সব দিক দিয়ে জানবার চেষ্টা করছি।"

"তাহলে শোনো, দেখ তো মোটেই চলবে কি না।" লুইসে ছুটে গিয়ে বেহালাটি নিয়ে তার স্বর বেঁধে একটি প্রার্থনাসঙ্গীত বাজাতে আরম্ভ করে ছড়ের হাল্কা লম্বা টানে। হাল্কা রঙের পোষাক পরে দাঁড়ায় লুইসে; সন্তান হওয়ার পর একটু পরিপুষ্ট হয়েছে সে, কিন্তু তার দীর্ঘ দেহে সেটা মানিয়ে যায়; প্রশস্ত ভ্রুওলা মুখখানি তার ঘন কটা রঙের কেশের নীচে আরক্ত হয়ে ওঠে। চোখ বুজে বাজায় সে, স্পষ্টই বোঝা যায়, সেই মুহূর্তে সে তার সন্তানের নামকরণোৎসবে গির্জায় উপনীত হয়েছে, লোরেন্ট্স্ আর তার মা-বাবাও যেন রয়েছে সেখানে। কিন্তু রুড সেইখানে বসে মনে মনে ভাবে তাদের সঙ্গে সেও কি আছে সেখানে ?"

"কেমন ?" শেষ করে বলে লুইসে।

"চমৎকার হয়েছে, লুইসে। এত ভালো যে বাজাও তা আমার ধারণাই ছিল না।"

"ঠাট্টা করছ, না সত্যি করে বলছ ?"

"আমার মনে হয় সেদিন তোমার গির্জায় বাজানো উচিত। আমি সত্যি করেই বলছি।"

বেহালাটি টাঙিয়ে রেখে সে এসে বসে তার পাশে। "ভালো হলেও, আমার ভয় হয়, সেদিন আমি পারব না হয়ত·· কী চমৎকার সেই দিনটি!"

লুইসে আবার হাসে তার দিকে চেয়ে, বলে, "শুনছ, লোরেণ্টসের সঙ্গে তোমাকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে হবে। তোমাদের বন্ধু হতে হবে। আমার জন্যে যদি এটা করতে পার তাহলে একজন, একজন আছে যে তোমায় একটি আলিঙ্গন দেবে।"

"আমি আমার যথাসাধ্য করব, মণি!" বলে লুইসেকে জানুর ওপর বসিয়ে লুইসের গালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে সে।

জঙ্গলে সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত রুড তার পাশে শান্ত সুগভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়ে, লুইসে কিন্তু জেগে কাটায় বহুক্ষণ।

সত্যি, ভাই একটি আশ্চর্য্য জিনিস। যখন তারা দুটি ছোট ছিল। লুইসেকে তার মা এবং বোন দুইই হতে হয়েছিল—সারাক্ষণ তাকে সতর্ক থাকতে হত যাতে তার কিছু না হয়। সে হয়ত তাকে একটু বেশিরকম উত্যক্ত করে তুলত, কিন্তু ও যাদের জন্য একটুও ভাবে, তাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি না করে ও থাকতে পারে না। তার পর তারা বড় হল, উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা এসে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটালো। তার অল্পকাল পরে তার মা-বাবার ভালোবাসায় পেল নূতন আশ্রয়, বোনের প্রয়োজন আর রইল না তার। লুইসে বার বার নত করেছে নিজেকে, বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কখনো কখনো ক্রোধে গর্জন করে সে, মনে মনে শপথ নিয়ে বলেছে, করুক ও যা খুসী; কিন্তু তৎসত্বেও বাতায়নের কাছে গিয়ে প্রতিনিয়ত তার পথ চাওয়া সে কি বন্ধ করতে পেরেছে?

দু-একবার সে স্বপ্ন দেখেছে, যেন সে এসেছে, যেন সব আগের মতো

হয়ে গেছে আবার, কিন্তু জেগে দেখেছে যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে কেঁদেছে। তারপর এল সেই দিন যেদিন সে বুকে পেল একটি ছোট্ট শিশুকে। গির্জায় তার নামকরণ করানোর কোনো প্রয়োজনই ছিল না তার, ধর্ম্ম নিয়ে তার মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু লোরেন্ট্স্ পুরোহিত হয়েছে, তাই তার মনে প্রচণ্ড ইচ্ছা জেগে উঠেছে, তার শ্রেষ্ঠ সম্পদটিকে সে এবার নিয়ে আসবে তার কাছে, বলবে একে আশীর্ব্বাদ করো। হয়ত, তাহলে...... ।

তাই সে আবার আপনাকে নত করে তার কাছে পত্র লিখেছিল।

অবশ্য জাঁকজমকে গির্জা সেদিন সম্পূর্ণ অসাধারণ হবেই। অর্গ্যান, ভজনসঙ্গীত আর ফুল। লোরেন্ট্স্ আসছে যে। সে মনে মনে দেখছে তাকে, সেইখানে দাঁড়িয়ে তার দীর্ঘ সুগঠিত দেহখানি পূর্ণ পুরোহিত বেশে। এতদিনে তার চুলগুলোও নরম হয়ে এসেছে; যখন তারা ছোট ছিল তখন কতবার সে ওই চুল ধরে টেনেছে। কত বছর কেটে গেছে, এখন সে চলেছে তার ছোট মার্লেকে দীক্ষিত করতে। তার মাকেও দেখতে পাচ্ছে সে, শুভ্রকেশা সুন্দরী মা তার সন্তানটিকে কোলে নিয়ে অভিষেক পাত্রের কাছে দাঁড়িয়ে। লোরেন্ট্সের মুখের ওপর এক আশ্চর্য্য দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে, যখন সে নির্দ্দিষ্ট বাক্য বলতে থাকে "সেন্ট মার্কের অনুযায়ী আমাদের মুক্তিদাতার কথা শুনুন : "তারা ছোট শিশুদের নিয়ে এল যীশুর কাছে তাঁর আশীর্বাদের জন্য···তিনি তাদের কোলে নিয়ে তাদের ওপর হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন।"

গির্জায় সে তার বৃদ্ধ পিতাকেও দেখতে পায়, তার পাশে তার স্বামী য়োর্গেন, হয়ত তার সঙ্গে সব সময় যেমন ব্যবহার করা উচিত তা সে করে না। যাক; হুইটসন্ টাইডের আর বেশি দিন বাকী নেই।

শেষে সে তার নিদ্রিত স্বামীর কপালে মৃদু মৃদু আঘাত করে।



কেউ বলবে না যে যুবকটি পুরোহিত। নগ্নশির, শার্ট গায়, পিঠে ঝোলা বেঁধে আতপ্ত রৌদ্রে উজ্জ্বল হ্রদের পাশ দিয়ে সাইকেলে করে সে চলেছে। বলিষ্ঠ পায়ে ধীরে ধীরে সে সাইকেল চালিয়ে চলেছে; চারিদিকে কত কি রয়েছে দেখবার। ফলের গাছগুলো পুষ্পিত হয়েছে, যেসব ক্ষেতে বীজ বোনা হয়েছে সেগুলো ঢেউ খেলিয়ে মসৃণ ভাবে প্রসারিত, সর্ব্বত্র সবুজ টিলা আর প্রান্তরগুলো ভরে গেছে লাল আর হলুদে রঙে। ফলপ্রসূ ধরণীর সুগন্ধ উঠছে তার চারিদিকে, থেকে থেকে মাথাটা উঁচু করছে সে বুকভরে নিশ্বাস নেবে বলে। হুইটসন্ টাইডের পূর্ব্ব দিন এটা। সে সঙ্কল্প করেছিল যে ট্রেনে আসবে না, যাতে মোটরে করে তাকে না নিয়ে যেতে পারে। সে চিরদিন এই কথাই মনে করেছে যে যদি সে কখনো ফিরে আসে তাহলে পাহাড় বেয়ে সে একা একা যাবে সেই জমিদার বাড়ীতে। দুঃখের কথা এই যে এই যাত্রার জন্য সাহস সঞ্চয় করতে তার এত বৎসর লাগল।

ওই ছোট্ট শহরটি যেন এগিয়ে আসছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বলে। সেই ছোট ছোট কাষ্ঠভবন, সেই পাহাড়ের ওপর মাঝখানটাতে পাবলিক স্কুল ভবন মাথা উঁচু করে আছে চারিদিকের সব কিছুর ওপর। ব্রুসেথের নীচে কাঠ চেরা মিলের গুদাম বাড়ীর জেটিটা হ্রদের মধ্যে প্রসারিত হয়ে গেছে আর সূর্য্যালোকে তার সোনালি আভা চকমক করছে; কিন্তু উৎসবের দিন বলে কাজকর্ম্ম বন্ধ রয়েছে। সামনের দিকে ঝুঁকে লম্বা বড়ো সড়কটার ওপর দিয়ে যেতে যেতে সে চলার বেগ বাড়িয়ে দেয় যাতে কোনো পরিচিত তাকে থামাতে না পারে। শেষ বাড়ীগুলো পার হয়ে এল সে, এবার চড়াই সুরু হল, ব্রুসেথের ক্ষেতগুলো আরম্ভ হল এবার।

লাফ দিয়ে নেমে এবার সাইকেলটা নিয়ে সে পায়ে হেঁটে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায় সে আর চারিদিকে তাকিয়ে থাকে। ডান দিকে ক্ষেতের ওপর দিয়ে দেখা যায় একটি তেতলা ইটের তৈরী বাড়ী, হ্রদের দিকে তার দীর্ঘ বাতায়ন আর জানালা-বারান্দার সারি। চারিদিকে তার সবুজ তৃণভূমি, বালু ঢাকা পথ, নতুন লাগানো গাছ, সাদা বেঞ্চ আর ফুলের কেয়ারী। আহা! এবার সে বুঝতে পারছে, ওটা হাসপাতাল। লুইসে নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে নেই। এপর্য্যন্ত সে কোনো নব-সমাজে প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে নি, কোনো নব-ধর্ম্ম প্রচার করেনি. তবু —ওই চেয়ে দেখ!

ওই তো ক্রসেথ। বাড়ীগুলো সেই আছে। আজ পতাকা উড়ছে তাতে, খুব সম্ভব তারই জন্য। কিম্বা সত্যি তার বাবা-মাও এসেছে কি?

কিন্তু বাড়ীর দিকে যে বীথিকাটা চলে গেছে সেখানে যখন সে এলো তখন সে সাইকেলটাকে বেড়ায় ঠেকিয়ে রেখে, ক্ষেতগুলোর মাঝে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বার্চ গাছের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, আবার সে সুদূর-প্রসারী দিগ্বলয় দেখতে পেল।

ওই হ্রদ, যেখানে হাওয়ার দোলা লেগেছে জলের ওপর, সেইখানে ধূসর রঙের রেখা পড়েছে; ওই দূরে গ্রাম প্রদেশ, তার লাল আর শাদা বাড়ীগুলো থেকে আকাশের দিকে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ওই কালো রঙের চষাভূমি, সবুজ গোচারণ-ভূমি, সর্ব্বত্র শোনা যাচ্ছে মোরগের ডাক। আবার সে এই সব দেখতে পেল!

তারা সবাই যেন বলছে সুস্বাগতম্! উত্তরে মাইল ছয়েক দূরে সেলুলোজ ফ্যাক্টরীগুলো, দূরে দক্ষিণে রেলওয়ে ব্রিজ, একটা অন্তরীপের ওপর একটি গির্জ্জা, অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট্ট লাল রঙের খামার। পাহাড়ের পর পাহাড় চলেছে, ভূদৃশ্যের বিশাল অর্গ্যান যেন। গ্রাম প্রদেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আলোকশোভিত সেই সন্ধ্যাগুলোর কথা

মনে পড়ে তার, আর অন্তরেও জলে সেই দীপরাশি; ঊর্দ্ধ আকাশে নক্ষত্ররাজি আর এই সমগ্র দৃশ্যটাই যেন তার অন্তরে। এইখানেই শাশ্বত সঙ্গীতের প্রথম স্বরলহরী তরঙ্গিত হয়ে ধেয়ে এসেছিল তার পাশে, এখন কি সে সেই সব শুনছেন না? শোনো, সেই একই ছন্দ সূর্য্য-তারকায়, মানবের ভাবনায়, ক্ষুদ্রতম কীটের মধ্যে। এর গান গাও তুমি।

ওইখানে সে ক্ষেত আর পত্র-বৃক্ষগুলোকে প্রাণস্ফুরিত হয়ে উঠতে দেখেছে, আবার হেমন্তে দেখেছে তাদের মৃত্যুর মধ্যে লীন হয়ে যেতে, আবার পরের বসন্তে জেগে উঠেছে তারা নবীন হয়ে। মানব এবং মানবজাতিগুলোর বেলাও তাই। আত্মার বেলাও তাই। তারি গান গাও তুমি।

সে তারি চেষ্টা করেছিল, নানাভাবে সে চেষ্টা করেছিল। বিশ্বজগৎ থেকে যে সুর তরঙ্গ ফুলে ফুলে তার দিকে ধেয়ে ধেয়ে এসেছে তারি একটি প্রতিধ্বনিকে সে ফিরিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভব করেছে। ওই সুর তাকে তাড়ানা করেছে, তার কাছে মুক্তি চেয়েছে। কিন্তু যতদিন সে তার মায়ের হৃদয়ের সাক্ষাৎ পায় নি, ততদিন সে পায় নি তার চাবিকাঠি।

তখন তার মনে হয়েছে অন্যদেরও তার সঙ্গে করে নিতে হবে। অবশেষে তার মনে হয়েছে সমগ্র মানবজাতিকে নিতে হবে তার সঙ্গে। একদিন এসেছিল যেদিন বিশ্ব-আত্মা একটি মহামানবের মধ্যে কেন্দ্রিত হয়েছিল। জীবনের আনন্দ আর বেদনা, মৃত্যু আর নবজীবনে পুনর্জাগরণ, এই সবই একটি মানবরূপে সংহত হয়েছিল—তিনি সমগ্রের মধ্যে, সমগ্র তাঁর মধ্যে। মানবজাতি তাদের সাধারণ প্রতীকের মধ্যে অমরতা লাভ করেছিল, অমরতা লাভ করেছিল তাঁর মধ্যে যিনি ভগবান থেকে আসেন আবার ভগবানের কাছে ফিরে যান। তাঁর গান গাও তুমি।

পুরোহিত হয়ে সেই চেষ্টাই করছে সে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব পথ আছে। এই তার পথ।

এবার শীগগিরই দেখা হবে তার মায়ের সঙ্গে।

হঠাৎ চোখ খুলে উঠে বসে সে আর কি যেন শোনে উৎকর্ণ হয়ে। বিস্তীর্ণ ভূমির ওপর দিয়ে বহুদূরে ঘণ্টা বাজতে থাকে। গির্জার ঘণ্টাগুলি পবিত্র ঋতুকে স্বাগত সম্ভাষণ করছে। প্রথম সেই অন্তরীপের ওপরকার তার বন্ধুটি; তার পর প্রায় মাইল ছয়েক দূরে উত্তরে হ্রদের ধারে আরেকটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। দূরে পাহাড় থেকে তৃতীয় আরেকটি ঘণ্টার দূরাগত ধ্বনি পর্ব্বত আর উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রেরণ করে তার আহ্বান। হুইট্‌সন্ টাইড এসেছে। শান্ত অপরাহ্ন বেলা মনে হয় যেন এই ধরিত্রী স্বয়ং শুয়ে শুয়ে আকাশকে আহ্বান করছে।

মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ সে তাই কান পেতে শুনতে থাকে। তার পর উঠে, সাইকেল নিয়ে সে দ্রুত বীথিকার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়।

৯

কেউ নেই অঙ্গনে, কিন্তু বাড়িগুলো তাকায় যেন তার দিকে। বাড়ির কার্নিশে যেসব সোয়ালো আর টিটমাইস পাখী বাসা বেঁধেছে তারা সব ছাতের ওপর উড়তে থাকে। সে প্রবেশ করে সেই প্রকাণ্ড বসার ঘরে, হ্রদ আর গ্রাম-প্রদেশের দিকে খোলা বাতায়নগুলো দিয়ে উজ্জ্বল আলো এসে ঘরখানিকে ভরে দেয়। এখানেও কেউ নেই—কিন্তু বারান্দায় সে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। সে বেরিয়ে যায়, সেখানে চায়ের টেবিলে সে দেখতে পায় তার মা-বাবাকে, লুইসে আর ক্যাপ্টেনকে।

"আচ্ছা যা হোক—আমরা গেলাম স্টেশনে, গাড়ীতে তুমি নেই! ওঃ দেখ কী রকম রোদে-পোড়া চেহারাটি হয়েছে!"

তারপর একসঙ্গে করমর্দন, সকলের একই সঙ্গে কথা বলা, অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলের মধ্যে আসন পেতে বসল সে।

এই পরিবেষ্টনে মা-বাবাকে দেখতে তার কেমন অদ্ভুত লাগে। তার মায়ের পরণে কালো পশমী পোষাক শাদা লেসের কলার দেওয়া, আর বাবার পরণে ধূসরবর্ণ পশমী স্যুট যা এই ঋতুর পক্ষে অত্যন্ত গরম। তারা দুইজনেই যেন নিজেদের সম্বন্ধে একটু দ্বিধাগ্রস্ত, যেমন বড়লোকের বাড়ীতে দরিদ্র এলে হয়। কিন্তু যখনই লোরেন্ট্স্ তাকায় তার মায়ের পানে, তাদের চোখোচোখি হয় আর দুজনই হয়ত অজ্ঞাতসারেই মৃদু মৃদু হাসে।

তাহলে, লুইসেকে এখন দেখতে এই রকম! পূর্ণবয়স্কা নাম্নী সে; তেমনি গোলাপী, তেমনি নবীন; একটু মোটা তো বটেই কিন্তু ও যে রকম লম্বা তাতে মানিয়ে গেছে। আর ক্যাপ্টেন রুড, যার সঙ্গে বিগত দিনে তার মুখ-চেনা পরিচয় ছিল শুধু, তাকে এখানকার প্রভু বলে দেখতে কেমন অদ্ভুত লাগে। যখন লোরেন্ট্সের দিকে তাকায় তখন তার চোখে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে। নিশ্চয়ই সে ভাবে যে ওই তরুণ পুরোহিত মনে মনে কিছু না ভেবেই পারে না। এবার তার বাবা সত্যি সত্যি একটা সিগার গ্রহণ করেছে; সে কথাবার্তায় যোগ দেয় তবু সামনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্যে, যা-কিছু হচ্ছে তাতে এক রকম করে যোগও দিচ্ছে। লোরেন্ট্স্ ভাবে, যখন নিভৃতে আমাদের দেখা হবে তখন অনেক কথাই হবে। লুইসে যখনি ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে তাকে অন্তরঙ্গ নাম ধারে ডাকে, লোরেন্ট্সের বুকে যেন ছুরির মতো বিদ্ধ হয়।

ষ্টেশন থেকে তার ট্রাঙ্কটা আনানো হল; তারপর সে লুইসের সঙ্গে তার খুকীকে দেখতে গেল, সেখান থেকে সে খামারে ঘুরে পুরানো পরিচিতদের কুশল-প্রশ্নাদি করতে গেল। ফ্রোকেন নরবের্গ কিন্তু নীচে ছিলেন না; ওপরে তেতলায় সে গেল তার কোয়ার্টার্সএ তার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে ছাতে জানালা দেওয়া একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করল সে—মেহগনির পুরানো আসবাবপত্র-বিশিষ্ট ল্যাভেণ্ডার সুগন্ধী

সেই ঘরে বালিশওয়ালা একটি শয্যায় বসে ছিলেন তিনি। তাঁর চিবুক আর গালের ওপরকার পাতলা দাড়ির মতই শুভ্র তাঁর মুখখানি। সেই বড়ো বড়ো কালো চোখের ওপর তার চোখ পড়ল। তিনি মৃদু হেসে তুষার-শুভ্র হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আবার তোমায় দেখতে পেয়ে কী ভালো লাগছে!"

অসুস্থ? না না! ক্লান্ত শুধু। সে তো জানেই, এখন তো আর তিনি তরুণী নেই।

কত কি স্মৃতিতে পরিপূর্ণ মন নিয়ে, তাঁর পাশে বসে বসে লোরেন্ট্‌স্ গল্পসল্প করতে থাকে। তাঁর সঙ্গে ক্রসেথের বিধবার সম্পর্কটা যে কীরকম ছিল সে সম্বন্ধে কখনো তার মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তিনি আছেন সেখানে, কোনোদিন পরিচারিকার মতো, কোনো দিন বা পরিবারেরই একজনের মতো, কিন্তু যখনই কোনো কিছু ব্যাপার ঘটেছে তাঁকে তা থেকে দূরেই সরিয়ে রাখা হয়েছে; তবু তিনিই যেন এ বাড়ির গৃহ দেবতা, সর্ব্বত্র শান্তি আনয়ন করেছেন ইনি। মাঝে মাঝে তাঁর কক্ষে তাঁকে প্রার্থনা সঙ্গীত গান করতে শোনা যেত যেন তাই থেকে তিনি শান্তি সংগ্রহ করতেন। এখনো তাঁর শয্যাপার্শ্বে একটি ধর্মোপদেশ আর একটি স্তব সঙ্গীতের বই রাখা ছিল।

লোরেন্ট্‌স্ যখন উঠে দাঁড়াল, বলল, "প্রায়ই আসব এখানে।"

"ক্যাপ্টেনও প্রায় আসে। রোজই আসে সে। হাজারে অমন একটি লোক মেলে।" কালো চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"তোমার হ'ল কী?" ব'লে লুইসে ডাকে।

তাকে তার পুরাণো ঘরটিতে নিয়ে যাবে বলে সে অপেক্ষা করছিল; যখন লুইসে দোরটি খুলে দিল, লোরেন্ট্‌স্ চকিত হয়ে "এঁ্যা—!" বলে থামল। সেখানকার প্রত্যেকটি বস্তু আগের মতোই রয়েছে। তাকের ওপর তার স্কুলের বইগুলো, দেয়ালের প'রে ছবিগুলো, এমন কি বিছানার

পাশে তার সেই পুরাণো জুতো পর্যন্ত। টেবিলের ওপর টিউলিপের একটা মস্ত ফুলের তোড়া আর রাতের টেবিলের ওপর ভায়োলেট ফুলে ভরা একটি গেলাস। 'শুভদিন!' সে বলতে শুনল নিজকে।

ঘরে ঢুকে আধ বোজা চোখে তার দিকে ফিরে লুইসে বলে "জায়গাটা চিনতে পারছ কি?"

"এটা তো তেমন কঠিন নয়।"

"দেখছ তো, এখানকার প্রত্যেকটি জিনিস তোমার প্রতীক্ষা করছে?"

"হ্যাঁ" বলে সে বাতায়নের কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে মনের ভাবটা গোপন করবার চেষ্টা করে।

"এখানে আরো একজন আছে যে তোমাকে আবার দেখতে চায়।"

"কে সে?"

"লেডী" বলে লুইসে একটুখানি হাসে।

"ওই ঘোটকীটা এখনো আছে না কি?"

"সারাক্ষণ সুন্দরী সেজে থাকা ছাড়া ওর কোনো কাজই নেই। হ্যাঁ—যোর্গেন বার দুই তাকে চড়েছিল, কিন্তু সেটা অবিলম্বেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন ওর একটি বাচ্ছা হয়েছে।"

"আস্তাবলে আছে না কি?"

"না, অন্য ঘোড়াদের সঙ্গে ওই ঘেরা দেওয়া চারণভূমিতে। যাবে সেখানে? খাওয়া দাওয়া হতে এখনও বেশ খানিকটা সময় আছে।"

দুটি শিশুর মতো হাত ধরাধরি ক'রে ভাই বোন—লোরেন্ট্স্ তার সাইকেল চড়ার পোষাকে আর লুইসে তার হালকা গ্রীষ্ম পোষাকে নগ্ন শিরে যখন অঙ্গনের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল তখন রান্নাঘরের বাতায়ন দিয়ে চাকররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের। ওই যুবকটি কি সত্যি সত্যি পুরোহিত হয়েছে না কি!

লুইসে লোরেন্ট্সের পকেটে একটা রুটি ঢুকিয়ে নিজে খানিকটা

মুন নিয়ে এসেছিল। বেড়া দেওয়া চারণ ভূমিতে যখন এল তারা কালো, বাদামী এবং পাটল রঙের একদল মর্দ্দা এবং মাদী ঘোড়া এসে তাদের স্বামিনীকে ঘিরে দাঁড়াল। ওই দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল সেই তরুণীটি আর ওরা তার হাত চাটতে লাগল, চলতে লাগল তাদের সঙ্গে হাসি আর কথাবার্ত্তা। "ডাকো না তোমার প্রিয়াকে!" লুইসে বলে লোরেন্ট্‌স্‌কে। সে যখন ডাকল তাকে, তখন সেই পাটলবর্ণা ঘোটকী মাথা উঁচু করল এবং অবশেষে পাশে লম্বা ঠ্যাঙওলা বাচ্চাটিকে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে এল। তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিল তাকে আর তার পরণের কাপড়টাকে একটু একটু করে চাটতে লাগল। লোরেন্ট্‌সের মনে পড়ল সেই শেষবার যখন সে ওই জন্তুর মুখটি নিজের গালে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল—তারপর কত ঘটনাই না ঘটে গেছে।

ফেরার পথে ক্রসেথের মা এবং সেই পুরানো দিনের সম্বন্ধে সামান্য কথাবার্ত্তা হল তাদের মধ্যে। তারপর বসল তারা পাহাড়ের পাশে যেখান থেকে খামারটা দেখা যায়।

"মা কি বলে এইসব দেখে," লোরেন্ট্‌স্‌ প্রশ্ন করে।

"আমরা ছোটবেলা যেখানে ঘর তৈরীর খেলা করতাম মা সেগুলো দেখতে চায়। আমি কিন্তু তুমি না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছি।"

"আর বাবা?"

"বাবা বেশি কিছু বলেন না। বাবা যদি তাঁর কুটীরে ফিরে যেতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তাতেও আশ্চর্য্য হব না আমি। যাদের ভালো লাগে, তাদের ধরে রাখবার শক্তি বোধ হয় আমার নেই।"

নিঃশব্দে লুইসের দিকে তাকিয়ে সে একটা ঘাসের শীষ কাটতে লাগল দাঁত দিয়ে। অবশেষে সে বলে, "লুইসে!"

"বলো।"

"তুমি, তুমি সুখী হয়েছ তো?"

"আর তুমি ?"

"আমার কথার জবাব দাও আগে।"

"এটা কি বলা এতই সহজ ? কাকে তুমি সুখী বল তার ওপর নির্ভর করে এটা। শুধু মাঝে মাঝে যদি আমায় তুমি লিখতে।"

"তুমি—তুমি হয়ত বহুবারই আমাকে বেচারী বলে ভেবেছ ?"

"তুমি যে নতুন পথে যাত্রা আরম্ভ করেছ, আমায়ও সেই পথে সঙ্গে নিতে পারতে তো। কিন্তু তুমি একটা প্রশস্ত ফাটলের ওপর দিয়ে লাফ মেরে চলে গেলে, আমাকে অনুসরণ করতে দিলে না তুমি।"

"একটা জিনিসের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেব আমি" ব'লে সে লুইসের আরো কাছে সরে গেল।

"আমাকে ? আবার বুঝি ঠাট্টা আরম্ভ করলে ?"

"আমায় যে পরিত্যাগ করনি সেইজন্য।"

"কিন্তু তুমি আমাকে পরিত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছিলে কেন" ব'লে আধ-বোজা চোখে আবার সে তার দিকে তাকিয়ে একহাতে ঘাস ধরে টানতে লাগল।

লোরেন্ট্স্ মাথা নীচু করে চুপ করে রইল।

"তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে সেটা—সেটা আমার দোষ ছিল না" বলতে বলতে লুইসের নিশ্বাস ঘন হয়ে আসে।

"অশুভ শক্তিদের কাজ লুইসে। আমার পক্ষে খুব সহজ হয় নি এটা কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার এখন মনে হয় যে আমি তাদের জয় করেছি। তুমি যে আমায় পরিত্যাগ করনি সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ।"

লোরেন্ট্স্ বাড়িয়ে দিল তার হাত কিন্তু লুইসে তা ধরল না। তার দিকে আরো ঝুঁকে সে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর যখন তার প্রত্যাশিত বস্তুটিকে দেখতে পেল সে, তখন সে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

তাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার দল বেড়ার ওপর দিয়ে হ্রেষাধ্বনি করতে লাগল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে লুইসে বললে, 'দৌড়াবে? গ্রীষ্মবাটিকায় কে আগে যেতে পারে দেখি!'

আর সবাই তখন বারান্দায় বসে, অকস্মাৎ বাগানের ফটকটা খুলে গেল আর লুইসে ছুটে এল সেখানে, তার ঠিক পেছনেই লাফিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে এল একটি যুবক—লোরেণ্ট্স্, পুরোহিত লোরেণ্টস্। কিন্তু লোরেণ্ট্সের পা মাটিতে পড়া মাত্রই পা ফসকে সে পড়ে গেল; তারপর মুহূর্তেই লুইসে লক্ষ্যস্থানে পৌছে চীৎকার করে উঠল বাঃ হেরে গেলে!"

তিরস্কার করবার জন্য বারান্দা-রেলিঙের দিকে এগিয়ে গিয়ে মার্লে বলে "কি সব ছেলে মেয়ে! এমন ছেলে দেখেছে কেউ! শরীরের সবগুলো হাড়ই তো ভেঙে যেতো।"

পরিশ্রান্ত লুইসে তাদের কাছে এসে বলে, "আরো বকে দাও তো মা! বক, মা, বক দেখি। কতকাল তোমায় বকতে শুনিনি। আমায়ও বেশ করে বকবে না?"

নৈশ ভোজনের পূর্ব্বে একটু বেড়িয়ে বেড়ানোর মতো সময় তখনো আছে? মার্লে তখনও তাদের 'বাড়ি তৈরী' খেলার জায়গাটা দেখবার জন্য আগ্রহ দেখাতে থাকে। এবার ক্যাপ্টেন রুড সরে পড়বার চেষ্টা করে, বলে "আমায় গোটা দুই চিঠি শেষ করতে হবে।" লুইসে কিন্তু তাতে কানই দেয় না, বলে "তুমি আমাদের পার্টি ভেঙে যেতে পারবে না।" কথাটা যেন আদেশের মতো শোনায়, তাই সে রুডের বাহুতে নিজের বাহু বদ্ধ করে অনুনয় করে বলে, "য়োর্গেন, তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।" সে যেন আপনাকে উপেক্ষিত মনে না করে।

খামার থেকে ওপরের দিককার শৈলশিখরগুলোয় ঘুরে বেড়াতে লাগল তারা। লুইসেরা যখন ছোট ছিল, তখন লুইসে আর তার ভাই যেসব

খেলাঘর তৈরী করেছিল, সত্যি সত্যি তার ভগ্নাবশেষ পর্যন্ত লুইসে আবিষ্কার করতে সক্ষম হল। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেগুলো দেখতে থাকে আর লোরেন্ট্স্ দেখতে থাকে মাকে। হ্যাট পরা অবস্থায় সে তার মাকে এই প্রথম দেখল। বিবর্ণ খড়ের তৈরী হ্যাটটি, প্রশস্ত এর ধারাটি, কালো ফিতে জড়ানো। হ্যাটের তলায় মুখটিকে খুবই ছোট দেখায়, আর ভুরুগুলোকে দেখায় প্রশস্ত আর কালো। এবার মার্লে একটি পাথর উঠিয়ে নিয়ে তার ওপর হাত বুলোতে থাকে, সে যেন তার সন্তানদের শৈশব-কালটিকে আবার জাগিয়ে তুলতে চায় মন্ত্রবলে। "এই তোমার কুঁড়ে ঘর ছিল, লুইসে? আর লোরেন্ট্স্, এই পাথরটা নিশ্চয়ই তোমার পোষা ভালুক ছিল?" কথা বলতে বলতে সারাক্ষণ মার্লে মৃদু মৃদু হাসে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কেমন অদ্ভুত রকম কাঁপতে থাকে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন এই পরিবারটির পানে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন এই পরিবার আবার মিলিত হবার চেষ্টা করছে।

"লোরেন্ট্স্, এবার যাও, খাবার আগে কাপড় বদলে এসো" লুইসে বলে অবশেষে।

কিন্তু ফেরার পথে পিতাপুত্র পাশাপাশি চলতে থাকে, পীয়ার প্রশ্ন করে, শোবার আগে আমরা একটু বেড়াতে গেলে হয় না?"

"সানন্দে, পিতা।"

মার্লে শুনেছিল যে বৃদ্ধা গৃহতত্ত্বাবধায়িকা নাকি শয্যাশায়িনী হয়ে আছেন। তাই মার্লে বলে, তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একটু গল্পসল্প করে আসি এবার।

প্রায় মধ্যরাত্রি। কিন্তু অন্ধকার হয়নি তখনো; পীয়ার আর লোরেন্ট্‌স্‌ জঙ্গলের পাশ দিয়ে যে পুরানো খামারের পথটা উত্তর দিকে গেছে সেই পথ ধরে চলে। পাখীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, হাওয়া গেছে বন্ধ হয়ে, আকাশে পাংশু আর গোলাপী রঙের মেঘের রেখা। লোরেন্ট্‌স্‌ একটা মামুলি তর্কের প্রত্যাশা করে, কিন্তু তার বাবা এটা-সেটা নিয়ে কথা বল্লতে বলতে চলতে থাকে। পীয়ার তাকে পশ্চিমের ছেলেদের মাঝে জীবন-যাত্রার কথা, নৌকা এবং তাদের সাজ-সজ্জা কি ধরণের সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করে। সে নিজেও তো জেলেদের গাঁয়েই বড়ো হয়েছিল। তারপর কিছুক্ষণ সে চুপ করে, চারিদিকের ভূদৃশ্যের পানে তাকাতে থাকে। পীয়ার কিন্তু বেশি দূর দেখতে পায় না।

অবশেষে পীয়ার থামে, নীল চশমার ভেতর দিয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমরা তরুণেরা যে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী দূর দেখতে পাও এটা ভালো কথা।"

"তোমার কি মনে হয় যে আমরা অনেক বেশী দূর দেখতে পাই ?"

"আমাদের মতো বুড়োদের এখন সরে পড়া ছাড়া কোনো কাজ নেই। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রকৃতির স্বাস্থ্য নীতির অংশই একটা যে আমাদের স্বপ্নগুলোও আমাদের সঙ্গে সমাধি লাভ করে।"

"বাবা—তুমি এ কথা বলছ !"

পীয়ার তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলে, "এবার হয়ত ফিরে যাওয়া উচিত ?" পীয়ার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

"এইখানটায় বসা যাক। এত সহজে তোমাকে ছাড়ছি না আমি।"

ছেলে একটা শিলাখণ্ডের ওপর বসে পড়ার পর ক্ষণকাল পিতা

দাঁড়িয়েই থাকে। অবশেষে সে কাছেই একটা জায়গা বেছে নিয়ে দুই পায়ের মাঝে লাঠিটা দাঁড় করিয়ে তাতে দুহাত রেখে বসে পড়ে।

"বাবা, সব চেয়ে আগে তোমাকে এই কথাটি বলব যে যদি কেউ আমার গুরু হয়ে থাকে তো সে তুমি।"

"বাজে কথা।"

"তুমি আর মা।"

"হ্যাঁ, সে হয়ত হতে পারে।" বলে পীয়ার একটু হাসে।" তোমাদের কাছে প্রথম আসার পর আমার পায়ে হাঁটা ভ্রমণের কথা মনে পড়ে। সেটা আমার পক্ষে বড়ো কঠিন সময় ছিল। আমি দেখলাম যে মার জন্য কিম্বা তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারি না। তোমাদের কাছে আমার কোনো পথই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না।"

"হুঁ।"

"আমার মনে পড়ে, একদিন যখন পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম, আমার মনে একটি ব্যাকুল কামনা জেগে উঠল আমার পিতামাতার নামকে বিশাল জগতের ওপর ধ্বনিত করে ছড়িয়ে দিতে। যে পথ আজ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সেই ছিল ওই পথে আমার প্রথম পদক্ষেপ।"

তার বাবা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, কিন্তু ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে তার।

"তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ, বাবা?"

"আমার কথা অনাবশ্যক। তুমি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ কি?"

"তুমি ভেবেছিলে সম্পূর্ণ নূতন কিছু সৃষ্টি করবার ডাক পড়েছে আমার প'রে। মস্ত বড়ো সংস্কারক হতে হবে। তোমার কাছে যা মহান্ এবং পবিত্র তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটি নূতন এবং সুন্দর ভবন নির্মাণ করতে হবে। হ্যাঁ, যদি আমি তা করতে পারতাম, তা হলে আমার বোধ হয় তোমাকে আমি সম্পূর্ণভাবে পেতে পারতাম।"

"নূতন কিছুতে আর তোমার বিশ্বাস নেই? তোমার মনে হয় পুরাণো দিয়েই ভবিষ্যতের ওকাজ চলবে?" পিতার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আসে।

"সেই মহান্ সংস্কারক যথাসময়ে আসবেন। আমি কিন্তু ঈর্ষা করিনে তাঁকে। মতবাদে কিছু আসে যায় না, কি ভাব নিয়ে তা সেখানো হয় সেইটেই হল আসল কথা।"

"চার্চ যা শেখাচ্ছে তাতে তুমি বিশ্বাস কর?"

"আমি যা বিশ্বাস করিনে এমন কিছুই আমি শেখাই নে।"

"কিন্তু এই সব মানব মস্তিষ্কের কল্পনা যাকে ঈশ্বরের বাণী বলা হয়ে থাকে?"

"মানুষও নিশ্চয়ই ভগবানেরই অংশ?"

"হুঁ" পীয়ার তার লাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে। "তা, বাছা, অবশ্য তোমার ব্যাপার তুমিই বুঝবে। কিন্তু আমি নিজেকে প্রশ্ন করি: ওকি খাঁটি হতে পারে? তোমাকে তো গির্জায় দাঁড়িয়ে Augsburg Confessionটা পড়তে হয়........."

"হ্যাঁ, একটা ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে। কিন্তু ওটাকে বদলাতে হবে সে তো স্পষ্টই।"

"তুমি কি তার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করবে?" মাথা তুলে পিতা পুত্রের দিকে তাকায়।

"হয়ত। কিন্তু মতবাদের বাহ্যরূপ কতটুকুই বা আসে যায়, বাবা। যা এর চেয়ে বৃহৎ তার ভাবের মধ্যে প্রবেশ করাই হল আসল কথা।"

"স্টেট চার্চের বাইরে তা করতে পারো না?"

"আমি বিচ্ছিন্ন করার চেয়ে মিলিত করতে চাই বেশি। আমার কাছে ধর্মের একটা প্রধান অংশই হল জনগণের সঙ্গে সহকর্মিতা, মৃত এবং জীবিত দুইই। সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপক হতে চাই আমি, আমি নিজকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই নে। কেবল ভবিষ্যতের নয়, অতীতের সম্বন্ধেও

স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা করেছ কি, বাবা? আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গেও তো আমাদের যোগ অবিচ্ছেদ্য? কেউ যদি আমায় এসে বলে যে সে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করেছে আর যদি তা অগণিত মানবাত্মার সঙ্গে সাহচর্য্যের মধ্যে না হয়, তা হলে আমি তার অর্থ বুঝতে পারি নে।"

"ভেবেছিলাম তোমার নিজস্ব ধারণা কিছু আছে।"

লোরেন্ট্স্ চোখ বুজে ছোট্ট একটুখানি হাসি হেসে, স্ট্র-হ্যাটটাকে কপালের ওপর ঠেলে দিয়ে বলল, "আমি বিশ্বাস করি যে সমস্ত ধর্ম্মই একই লক্ষ্যের দিকে পথ হাতড়াচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি যে তাদের সকলের প্রতি আমাদের সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। শাশ্বত থেকে শাশ্বতের পানে চলেছে একটি সুস্পষ্ট, অপরিবর্ত্তনীয় অর্গ্যান-সুর ও রঙ্গ। আমি কান পেতে তাই ধরবার চেষ্টা করছি। তা ছাড়া যা কিছু সবই বাহ্য অনুষ্ঠান (form) মাত্র।" কিছুক্ষণ দুজনই সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে, অবশেষে বাবা বলে, "তা সত্ত্বেও তুমি পুরোহিত হতে পার আর তাও স্টেট চার্চে?"

"কিন্তু, বাবা, সেখানেই তো আমরা নতুন রূপ দিচ্ছি ধর্ম্মের। আমরা —যারা সকলকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।"

বাবা মাটিতে গর্ত্ত করতে থাকে তার লাঠি দিয়ে; আবার নিস্তব্ধতা নামে। তার পর বিষয় পরিবর্ত্তন করে অকস্মাৎ সে বলে, শুনছি অনেকে কালকের কমিউনিয়ন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য নাম দিয়েছে। তুমি পৌরহিত্য করবে না কি?"

"এখানকার প্যারিসের পুরোহিতের সঙ্গে আমাকে পরামর্শ করতে হবে এ বিষয়ে।"

"আমি জানি তোমার মাও যোগ দিতে চাইবে······আমি বলেছি যে তাকে যেতেই হবে। এখন যদি সে যোগ দেয়ও, তবু বলতে হবে সে আমার জন্য এ পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত ত্যাগ স্বীকার করেছে।

লোরেন্ট্‌স্, তোমার মায়ের জন্ত তোমাকে পৌরহিত্য করবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

হঠাৎ কিন্তু যুবক মাথা নত করে হাত দিয়ে তার মুখ ঢাকল। কিছুক্ষণ পরে সে মুখ তুলে হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে তার মায়ের আশীর্বাদ (Sacrament) নেওয়ার কথা তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।

পীয়ার দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আমার বোধ হয় এখন আমাদের বাড়ী ফেরা উচিত।". কিন্তু প্রথম সে ছেলের কাছে গিয়ে তার কাঁধে দুহাত রেখে বলল, 'এক সঙ্গে এই সময় কাটানোর জন্ত ধন্তবাদ। তাতে অনেক কথাই ভাবিয়েছে আমাকে। তুমি ঠিকই বলেছ যে শাশ্বতের সম্মুখে আমরা সবাই শিশু। আর আমাদের ধর্মমতবাদগুলো 'অ-আ-ক-খ' আর ছবির বইয়ের মতো—তোমার আমার—এবং আর সকলের! আমার মনে হয় তুমি যতটা মনে কর তার চেয়ে আমাদের দুজনের মনোভাবে অনেক বেশি মিল রয়েছে। তা হলে কাল তোমার মা বেদীতে তোমার কাছে যাবে—আমি যেতে পারব না বলে ক্ষমা করো।"

পীয়ার দাঁড়াল সোজা হয়ে, নিশ্বাস নিল বুক ভরে। তখন লোরেন্ট্‌স্ পিতার বাহুতে নিজের বাহু জড়িয়ে নিল আর নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্য দিয়ে তারা ধীরে ধীরে ফিরে এল।

খুব ভোর বেলা ঘুম ভাঙল লুইসের; কিন্তু ইতিমধ্যেই কক্ষের ভেতর সূর্যালোক এসে পড়েছে, পাঁচটা বাজে তখন। বাইরে মৃদু পদশব্দ শুনতে পায় সে—কে হতে পারে? লুইসে ওঠে, বাতায়নের ঝিলমিলিটা উঠিয়ে নীচে অঙ্গনের দিকে তাকায়। বহির্বাটিকাগুলোর পাশ দিয়ে পূর্ণ পরিচ্ছদে, হাল্কা স্যুট আর স্ট্র-হ্যাট পরে লোরেন্ট্‌স্ চলেছে। এখন এমন সময়?

লুইসেও নিঃশব্দে কাপড় পরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। বাইরে গিয়ে সে লোরেন্ট্‌স্ যেদিকে যায় সেই পথ অনুসরণ করে।

পূর্ণ দিবালোক হলেও হাওয়ায় তখনও প্রভাতী নবীনতা বিরাজ করছে। বনানী এবং প্রান্তরের ওপর রক্ত-রাঙা সূর্য্য, হ্রদে পর্ব্বত আর আবাদী জমি প্রতিফলিত, চারিদিকে চঞ্চল পাখা আর পাখীর সঙ্গীত। গ্রাম দেশটা তখনও নিদ্রিত, খামার থেকে উঠছে না ধোঁয়ার রেখা কিন্তু সর্ব্বত্র মোরগগুলো ডাকছে।

"ও পাহাড়ের ওপরকার পাথরের টেবিলটার সামনে গিয়ে বসবে" লুইসে বলে মনে মনে আর দ্রুত অগ্রসর হয়ে যায়।

লোরেন্‌ট্‌স্ সেখানে বসে না, দাঁড়িয়ে সে বিশাল ভূদৃশ্যের পানে তাকিয়ে থাকে।

"হ্যালো, শুনছ···"বলে চীৎকার করে লুইসে।

"একি তুমি নাকি!" "লোরেন্‌ট্‌স্ মৃদু হাসে কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে সেইখানেই।

"আমি ভেবেছিলাম, পুরোহিত, যাকে আজ ধর্ম্মোপদেশ দিতে হবে—সকাল বেলাটা বাইবেল অধ্যয়ন করে কাটাবেন।"

"তাই তো আমি করছি" ব'লে সে তার চতুর্দ্দিকে তাকাতে থাকে।

"এই কি তোমার বাইবেল পড়া নাকি!"

"ঠিক তাই।"

লুইসে বসে পড়ে পাথরের টেবিলটার সামনে, কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার দিকে। অবশেষে লোরেন্‌ট্‌স্ তার কাছে এসে বসে, তার কাঁধ বাহু দিয়ে জড়িয়ে তার দিকে নত হয়।

"লুইসে, আমি ঘুমুতে পারিনি। এমন দিন! তোমার সন্তান! আর মা! আর তোমার সঙ্গে আবার এখানে থাকা!"

"মা তো আশীর্ব্বাদ (sacrament) গ্রহণ করবেন।"

"আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মা যে সব চিঠি লিখেছিল, কিন্তু আমাদের পাঠাতে পারে নি, সেগুলো কি তুমি পেয়েছিলে লু?"

"হ্যাঁ, গত শীতের সময় ওগুলো আমায় পাঠিয়েছিল। বেচারী মা!" লুইসে হালকাভাবে ওর কপালে হাত বুলোয়।

"পরম দুঃখের দিকে যাত্রা ছিল ওটা, কুড়ি বৎসর চলেছিল সেই যাত্রা। আর বাবা—তোমার কি মনে হয় না, বাবাও তাঁর দুঃখের ক্রস বহন করেছেন? কী সত্য এই কথা যে খৃষ্ট আমাদের সকলের সমষ্টি-সত্তা! আহা, লুইসে আমি ওই দুটি জীবনকে নিয়ে যদি সরষের মতো চতুর্দ্দিকে বপন করতে পারতাম! তাহলে আমার মাঝ দিয়ে তাঁদের পুনর্জীবন লাভ হত।"

লুইসে কোনো উত্তরই দেয় না শুধু আবার তার ললাট স্পর্শ করে হালকা হাতে।

"আর আজ—মা বেদীতে আমার সামনে নতজানু হবে। আমি সেটা সহ্য করতে পারব বলে নিশ্চিন্ত ভরসা হচ্ছে না। তার পর—তোমার সন্তান, লু! সেইখানে দাঁড়িয়ে তাকে পবিত্র জীবনে দীক্ষিত করা! আমার চারিদিকে এই ভূদৃশ্য! প্রিয় লু, আমি ঘুমুতে পারি নি।"

এবার সে তার চুলে হাত বুলোতে থকে। বলে, তুমি আগের মতো সুন্দর নেই। তবু হয়ত কেউ কেউ তোমাকে আগের চেয়ে সুদর্শন বলে মনে করবে। যাই হোক, অবশেষে তুমি যে ফিরে এসেছ এটা একটা মস্ত কথা।"

"একজনের এই ইচ্ছাই ছিল।"

"ও, কে সে?"

"সক্রেতিস তাকে তাঁর অন্তর্দেবতা (daemon) বলতেন।"

"কিন্তু সে কি এই…?"

লোরেণ্ট্‌স্ মাথা নাড়ে।

"তা হলে হয়ত তুমি নেহাৎ খারাপ পুরোহিত নও। তুমি কি নিঃসঙ্গ থাকতে চাও? আমি চলে যাই?"

"তুমি এখানে থাকলেই খুসী হব। কিন্তু আমায় চুপ করে থাকতে দেবে।"

পাখীরা উড়তে থাকে চতুর্দ্দিকে, সূর্য্য আকাশে উঠতে থাকে হ্রদ আর গ্রাম প্রদেশের ওপর দিয়ে; পাহাড়ের ওপর ভাইবোন নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

১১

জাঙ্গালের দক্ষিণ পার্শে হলদে, কাষ্ঠনির্মিত গির্জা, শাদা তার জানলার ফ্রেমগুলো, চূড়াটি কালো আর তার চারদিকে সমাধি শিলা। সাধারণত রবিবারে গির্জা প্রায় শূন্যই থাকে, কিন্তু আজ তার বাইরে মোটর আর ঘোড়ার গাড়ীর ভিড়। একেবারে খাঁটি হুইটসন্‌টাইডের মহনীয় দিন *এটি*; যারা তখনো পথে, তারা অন্যান্য গির্জার দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পায়—উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে, হ্রদের ওপারে বহুদূর থেকে। শহর থেকে কয়েকটি তরুণও আজ এখানে এসেছে কারণ তাদেরই একজন কমরেডের আজ এখানে ধর্ম্মবক্তৃতা দেবার কথা।

গির্জা প্রাঙ্গনের একটি দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওলা ল্যাঙমো তাঁর প্রকাণ্ড দাড়ি টানছেন আর লোকদের বলছেন লোরেন্ট্‌সের মনকে গির্জার দিকে বাস্তবিক তিনিই নাকি ফিরিয়েছিলেন। "আমি বার বার বলতাম ছেলেটাকে: বনের কাজ আর খামারের কাজ তো যে কেউ চালাতে পারে; তুমি কিন্তু ধর্ম্মোপদেশ দেবার জন্যই তৈরী হয়েছ। আজ শুনলেই বুঝতে পারবে ল্যাঙমো ঠিক বলেছিল কি না।"

পীয়ার হোল্‌ম, মার্লে আর ক্যাপ্টেন যখন গির্জার মাঝখানটিকে তাদের আসন গ্রহণ করল তখন বেশির ভাগ আসনই পূর্ণ হয়ে গেছে।

লুইসে বলেছিল সে পরে আসবে, কারণ তাকে যতটা বেশি সময় সম্ভব খুকীর কাছে থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন তার শ্বশুর শাশুড়ীকে বলে ফিসফিসিয়েঃ আজ ক্রসেথ থেকে এখানে একদল লোক এসেছে। মুখ ফিরিয়ে পশ্চাতের আসনগুলোয় মার্লে দেখতে পায় বাত্যাবিধ্বস্ত নরনারীদের, দেখে মনে হয় যেন তারা একটি সমষ্টিভূত, নিশ্চয়ই তারা তার মেয়ের প্রজা আর অনুচর। তাদের মাঝখানে বসে শুভ্রশ্মশ্রু একটি বিরাটকায় মানুষ, উনি যেন অন্য সকলের পিতা।

এবার একটি শুভ্রকেশ পুরুষ এলেন ভজন মণ্ডলীর মাঝখানে এবং একটি স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করলেন। ক্যাপ্টেন ফিস ফিস করে বলে, উনি এই দিককার পুরোহিত। মার্লের মনে একটা কেমন অস্বস্তি জেগে ওঠে, আজ উনি যেন লোরেন্ট্‌স্‌এর ওপর বেশিরকম কঠোর না হন!

পীয়ার মাথা নীচু করে বসে থাকে। এতে আর সন্দেহ নেই যে অদ্ভুত ঘটনার দিন এটা। সমুদ্রতীরবর্তী প্যারিশে (Parish) তার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সেখানকার গির্জা, সঙ্গীত আর লোকদের কথা, আর সৌন্দর্য্যের সেই প্রথম অনুভূতি যা তার অন্তরাত্মাকে প্লাবিত করেছিল। সেই সময় সেও পুরোহিত হবার স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু সে কোনো পথ খুঁজে পায় নি তার। তার পর এল ইস্পাত, কারখানার কোলাহল আবিষ্কার, অন্যদের পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যাবার অশ্রান্ত উদ্যমের জীবন। তবু কিন্তু মন্দিরের প্রতি যে-সম্ভ্রম তা কখনো ছাড়ল না তাকে; তার অন্তরাত্মার মধ্যে যেন প্রতিনিয়ত বাজতে লাগল কোন্ ঘণ্টাধ্বনি। তার অভীপ্সার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপটা শুধু পরিবর্তিত হল। তার পর একদিন এল তার ছেলে। পুরোহিত হবে সে? হ্যাঁ, অবশ্য পীয়ারেরই মন্দিরে। কিন্তু না, ছেলে নিজের মতো পছন্দ করে বসল। তাদের মধ্যে কে ঠিক? সেদিনকার সন্ধ্যাবেলাকার কথাবার্তার কথা

ভাবতে ভাবতে সে জেগে রইল সারারাত। "ধরো, যদি এমন হয় : তুমি, পীয়ার, শুধু নিজের জন্য মন্দির নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছিলে, লোরেন্ট্‌স্ সমগ্র মানবজাতির জন্য তাকে গড়তে চায়; ধরো, যদি তাই হয়?"

মাথা নীচু করে পীয়ার বসে থাকে, কিন্তু এই গোলকধাঁধার মাঝ থেকে বেরোবার পথ পায় না সে।

অর্গ্যানের স্বর গর্জে ওঠে, সঙ্গীত আরম্ভ হয় কিন্তু বেশির ভাগ লোক গান গাইতে ভুলে গিয়ে গ্যালারীটার দিকে মুখ ফেরায়। এই সঙ্গীত-বন্যায় মনে হতে থাকে যেন ছাতটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এমন সঙ্গীত তারা এর আগে শোনে নি; খুবই অল্প কয়েকজন লোক জানে যে অর্গ্যানটা নতুন। ভজন মণ্ডলীর সঙ্গীতটার মতো অত জোরে আর কখনো গান হয়েছে বলে কারো মনেই পড়ে না; মনে হতে থাকে যেন দূরে এবং কাছে যত সুকণ্ঠ ছিল তারা সব যেন গ্রাম প্রদেশ থেকে এসে এখানে সম্মিলিত হয়েছে। আর এতদিন তারা এমনি অভ্যাস করেছে যে তাদের মনে কোনো দ্বিধাই নেই, তাই জোরে গাইতে তারা মোটেই ভয় পায় না।

ক্যাপ্টেন তার সঙ্গে একটি বেহালা যোগ দেবে বলে আশা করেছিল। লুইসে কি শেষ মুহূর্তে সাহস হারিয়ে ফেলল? তার নিশ্চিত মনে হতে লাগল যে লুইসে অর্গ্যান এবং ভজন মণ্ডলীর কাছেই বসে আছে।

সত্যিই বসে ছিল সে। পাশের ঘরে গিয়ে সে বেহালার সুর মিলিয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে বেহালাটিকে বাক্সে রেখে দিল। কথা বলবার সময় নিজের মনের কথা ব্যক্ত করবার মতো কথা পেত না সে, তখন সে হাসি তামাসার আশ্রয় গ্রহণ করত, কিন্তু বেহালাকে দিয়ে কথা বলানোর ব্যাপারটা স্বতন্ত্র, সব কথাটি বলাতে হলে এখানে বেহালার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা চাই। লুইসের মনে হয় তার সেই রকমের দক্ষতা নেই।

কিন্তু অন্য সকলের সঙ্গে মিলে অর্গ্যান এবং ভজনমণ্ডলী তার অনুভূতিটিকে প্রকাশ করবে বলে ভরসা করে সে।

গ্যালারী-রেলিঙের পাশে নীচেকার জনপূর্ণ গির্জার পানে তাকিয়ে বসে থাকে সে। ওই তার শুভ্রকেশ মা-বাবা বসে আছে আর বসে আছে তার স্বামী যাকে ওই গম্ভীর সমারোহের মাঝখানে বড়ই নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় তার কাছে। নেমে গিয়ে, তার হাতে হাতটি দিয়ে বসা কি উচিত নয় তার? কিন্তু পাহাড়ের ওপর লোরেণ্ট্‌সের সঙ্গে তার সেই মুহূর্তটি! ছোট্ট মার্লের আজ দীক্ষা হবে! অর্গ্যান আর ভজনমণ্ডলী মিলিতভাবে তারই সঙ্গীত আরম্ভ করে এবার। নীচেকার সমাগত ভদ্রমণ্ডলী তাতে যোগ দিয়ে গান গেয়ে ওঠে। লুইসে মাথা নীচু করে চোখ বুজে থাকে, মনে হয় যেন সেও তাদের সঙ্গে বেহালা বাজিয়ে চলেছে। সেইদিন সকালবেলা লোরেণ্ট্‌স্ বলেছিল যে তার সন্তানকে দীক্ষা দেবার মানে হচ্ছে তাকে জীবনের পবিত্রতার কাছে উৎসর্গিত করা। ওই অর্গ্যান, ওই ভজনমণ্ডলী, ওই পূজারীমণ্ডলী সেই কথাটিকেই সঙ্গীতে উৎসারিত করতে থাকে।

প্রার্থনাসঙ্গীতের বইয়ের কথাগুলো পীয়ার হোল্‌ম পড়তে পারে না, কিন্তু বিগত দিনের স্মৃতি থেকে সে কথা এবং স্বর জানে। প্রার্থনা সঙ্গীতের মাঝে একটা অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে, ভাবে সে; ওই গানগুলো যেন মানুষের সব কথাই জানে। গোপনতম কথাগুলোকে তারা খুঁজে বার করে সে আর তুলে ধরে স্বর্গের পানে। এখনও তাই হতে থাকে। শৈশবের স্মৃতিরাশি সঙ্গীতে ব্যক্ত হয়ে ওঠে; যে সব মানুষ কতকাল হল চলে গেছে মৃত্যুলোকে, প্রার্থনার গাম্ভীর্য-মহিমায় তারা রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেয় তার কাছে। যখন তার 'সমর্থন' (confirmation) উৎসব হয়েছিল তখনকার কথা মনে পড়ে তার, মনে পড়ে সেই সব সঙ্গীদের কথা যাদের সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি তার। সব শেষে মনে পড়ে তার

সেদিনটির কথা যেদিন তার ছিল বরবেশ আর মার্লে দাঁড়িয়েছিল একটি তরুণী সুন্দরীর বেশে—এখন তারা দুজনই বৃদ্ধ, শুভ্রকেশ। প্রার্থনা সঙ্গীত যেন সে কথাটিও জানে, ওই কথাটিকেও নিয়ে চলে স্বর্গের পানে।

কিন্তু এবার ওই, ভজনমণ্ডলীর ভেতর তরুণ পুরোহিতের আবির্ভাব হল। তার বাপ-মা এই প্রথম তাকে পুরোহিতের পরিচ্ছদে দেখতে পায়। কালো পরিচ্ছদে তাকে যেন আরো দীর্ঘাকৃতি মনে হয়, তার গলায় যে শাদা গলবস্ত্রটি জড়ানো রয়েছে তাতে তার সুন্দর চুল যেন একটু বেশি কালো দেখাচ্ছে। এই শ্মশ্রুহীন যুবকটি তাদের সন্তান। মার্লেকে রুমালটা বা'র করতে হয়। পীয়ার অত্যন্ত শান্ত ভাবে বসে থাকে ঘাড়টা একটুখানি কাৎ ক'রে যাতে সে ভালো করে দেখতে পায়।

এবার পুরোহিত বেদীমূলে নতজানু হয়, আর স্তব সঙ্গীত প্রবাহিত হয়ে চলে। পীয়ার ভাবে : ওকি যাকে ঈশ্বর বলে, তার কাছে প্রার্থনা করছে, না, শাশ্বত রহস্যের সম্মুখে শুধু চিন্তাগুলোকে সমাহিত করছে ?

তার ছেলে এরই আগের দিন তাকে যে কথা বলেছিল পীয়ারের মনে পড়ে সেই কথা। তার নাকি একদিন মনে ব্যাকুল কামনা জেগেছিল তার মা বাবার নামকে সমগ্র জগতের ওপর ঘণ্টাধ্বনির মতো ছড়িয়ে দিতে। আজ সে যেখানে উপনীত হয়েছে সেখানে আসার পথে সেই নাকি ছিল তার প্রথম পদক্ষেপ। পরে নাকি অন্যদেরও সে নিয়ে আসে আর এখন নাকি সে সমগ্র মানবজাতিকে এর মধ্যে নিয়ে আসতে চায়।

"পীয়ার, যদি তুমি তোমার মন্দির পেতে তা হলে সেখানে কি শুধু তুমিই থাকতে না ? তোমার ছেলে মানুষের আত্মার মধ্য দিয়ে, তাদের প্রতি সহানুভূতির মধ্য দিয়ে ভগবানকে দেখতে পাচ্ছে। তুমি কি কখনো সে কথা চিন্তা কর নি ?"

তরুণ পুরোহিতের ওপরে দেখা যায় শুভ্র বস্ত্রের ওপর রজত-দীপাধার যুক্ত পূজাবেদী। বেদীর পশ্চাতে চিত্রিত রয়েছে ভগবানের পুত্র কর্তৃক

লাজারসকে মৃতদের মাঝ থেকে পুনরুত্থানের চিত্র। পুরাণ কাহিনী! তা হলেও—তার বদলে তোমার কী আছে দেবার?

এই মুহূর্তে পীয়ারের মধ্যে একটা পরিবর্তন হতে থাকে। মনে হয় যেন তার নিজের আত্মা তার সন্তানের আত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সে তারি মতো সে-ই হতে চায়। লোরেণ্ট্স্ যখন নতজানু হয় তখন হয়ত সে সমস্ত ধর্ম, সমস্ত মন্দির, সমস্ত মানব জাতির দিকে দৃষ্টিকে প্রেরণ করে। পীয়ারও তাই করবার চেষ্টা করে। হয়ত তার ছেলে শুধু এখানকার স্তব সঙ্গীতই শুনছে না, মৃত এবং জীবিত সকলের মধ্যে আছে শাশ্বত জীবনের তৃষ্ণা, প্রার্থনায় এবং স্তব সঙ্গীতে সেই সমগ্র মানব জাতির স্বর্গাভিসারী কণ্ঠধ্বনিকে হয়ত সে শ্রবণ করছে। বিশ্বাত্মার পরে সকলেরই সেই একই বিশ্বাস বিরাজমান। হতে পারে, তারা ভ্রান্ত। এখনকার সে, আর যুগযুগান্ত ধরে কোটি কোটি মানুষ হয়ত ভুল বিশ্বাস নিয়েই চলেছে। কিন্তু তাই যদি হয়, লোরেণ্ট্স্ তাদের সঙ্গে সেই ভ্রান্তিতে যোগ দেবে। সব কিছু সত্বেও মানুষের অন্তরাত্মা সমগ্র জগতে এই একই স্তবসঙ্গীতে গান গেয়ে চলেছে: জীবন পবিত্র, মৃত্যু পবিত্র, আমাদের সকলের মধ্যেই আছে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান। পীয়ারের মনে হয় যেন তাকেও তাদের সাথী হতে হবে। অন্য সকলের অন্তর উদ্দীপনায় তারও অন্তর শিখাটি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, অন্য সকলের বিশ্বাসের মাঝ দিয়ে সেও বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে।

বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে তার ছেলে প্রার্থনা পরিচালনা করতে থাকে। পীয়ার সঙ্গী হয়েছে তার; ওই সেখানে যেন পীয়ার নিজেই দাঁড়িয়ে আছে। পুত্রের মধ্যে যেন আবার সে সঞ্জীবিত। তার যা প্রয়োজন তোমার আত্মা থেকে সে তা গ্রহণ করে, তোমার মধ্যে যা নেই, তাই আবার ফিরে পাও তুমি তার মধ্যে।

তরুণ পুরোহিতটি সুর করে পড়ে না, সে শুধু স্পষ্ট করে জোরে জোরে

পড়ে যায়, মাথাটি একটু পশ্চাতে হেলিয়ে। ভজন মণ্ডলী আর অর্গ্যান তার প্রত্যুত্তর দেয়। বাইরের উজ্জ্বল দিন থেকে রৌদ্র তরঙ্গায়িত হয়ে ঢোকে বাতায়ন দিয়ে, বেদীর ওপরকার দীপাধারগুলোকে যেন আলোক শিখা মণ্ডিত করে তোলে এই তো মন্দিরের পূজা, সবাই এতে সম্মিলিত হল।

আবার গান, সঙ্গীত, অর্গ্যান। পীয়ার সত্যি গির্জায় এসেছে। তার চারিদিকের সবগুলো মুখ পুণ্যদিনের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মার্লে গান গাইছে কিন্তু ঘন ঘন চোখ মুছতে হচ্ছে তাকে, যাতে সে তার এই ছেলেকে দেখতে পায়, যে ছেলে আজ ওখানে দাঁড়িয়ে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করছে।

এবার তরুণ পুরোহিত বক্তৃতা মঞ্চে এল। কী নিস্তব্ধ সব চারিদিকে। সবাই একদৃষ্টে তাকায় তার দিকে। মনে হয় যেন স্তব সঙ্গীত আর অর্গ্যানের সুর তাকে সেইখানে নিয়ে গেছে। গম্ভীর সে, তবু মুখখানি তার সুন্দর, এমন একটা কিসে পরিপূর্ণ যা অনতিবিলম্বেই তাদের ওপর দিয়ে ঘণ্টাধ্বনির মতো ছড়িয়ে পড়বে।

স্তব সঙ্গীত তাদের সকলের কাছে যে উর্দ্ধলোককে দৃষ্টিগোচর করে তুলেছে, সে তাদের ভক্তি অর্ঘ্যগুলোকে সেইখানে বহন করে নিয়ে যাবে।

বাইবেল থেকে সে পাঠ করে আজ সেই সব সাধু সন্তদের কথা যাদের ওপর পবিত্র পরমাত্মার আবির্ভাব হয়েছিল। প্রভু মারা গেলেন; তাঁরা শোকে আচ্ছন্ন হলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আবার আসবেন। তারা আশা করতে লাগল। আর এখন যখন তারা স্মৃতির আলোয় তাঁকে রূপান্তরিত দেখতে লাগল, তাঁর বাণী আরো গভীরভাবে মুদ্রিত হল তাদের অন্তরাত্মায়। তারা দেখেছিল তাঁর শরীর, এবার তারা তাঁর পরমসত্তাকে দেখতে পেল। শাশ্বত এবং সীমিত জীবনের মাঝেকার দুয়ার পার হয়ে গেল তারা।

পীয়ার হোলম প্রতিটি শব্দ যেন পান করতে থাকে। এ পর্যন্ত সব কথাই সে নিজেও বলতে পারত, এ পর্যন্ত মনে হয় যেন সে নিজেই সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে, যা প্রায়ই তার মনে হয়েছে তাই যেন উচ্চারিত হচ্ছে। এবার পুরোহিত ঈশ্বর পুত্রকে সর্ব্ব যুগের একটি অধ্যাত্মশক্তি বলে বর্ণনা ক'রে, তাঁরই প্রকট এবং অপ্রকট ক্রিয়ার কথা বলতে থাকে, যা শুধু গির্জায় নয় সমস্ত মানবজীবনে যাঁর ক্রিয়া চলছে এবং যিনি কেবলি উচ্চতর এবং সুন্দরতররূপে বিকশিত হয়ে চলেছেন। সে ওই দিনের মূল শাস্ত্রীয় বচনের সীমাকে অতিক্রম করেছে, সে আর জুডিয়ায় নেই, সে এইখানে। তার চারিদিকে তার শৈশবের ভূদৃশ্য। হুইটসন্টাইড এইখানে। সবই এইখানে। ফুলে ফুলে পূর্ণ হয়েছে প্রান্তর আর বনানী, শস্যক্ষেত্র হচ্ছে অঙ্কুরিত, দেশান্তরী পাখীরা এসেছে, আকাশ আজ হয়ে উঠেছে আশ্চর্য্য রকম নীল। সে সেই পরম সত্তার কথা বলতে থাকে যা জগৎকে করে সুন্দর, জীবনকে করে পবিত্র। সে নিকটতম বাতায়নের দিকে মুখ ফেরায়, বাতায়নের মাঝ দিয়ে সূর্য্যালোক তরঙ্গায়িত হয়ে আসছে তা থেকে সে যেন নবীন প্রেরণা লাভ করতে চায়।

পবিত্র পরমাত্মা কেবল মহাপুরুষের অন্তরের দিব্যানুভূতি নয়; সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে সুরু করে প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে বিশ্ব জগতের মহাবিপুল জন্ম-বেদনা, ক্ষুদ্রতম পুষ্পরাজি, প্রত্যেকটি সুন্দর চিন্তা এবং প্রত্যেকটি প্রেমময় কর্ম্মের মধ্যে সেই পবিত্র পরমাত্মার অনুপ্রেরণা রয়েছে। যা আছে তার চেয়ে শিব-তর কিছুর দিকে সমগ্র মানবজাতির এই যে অভীপ্সা, তার মাঝ দিয়ে সেই পরমসত্তা প্রবাহিত; কারখানা এবং গবেষণাগারে, শিশুর ক্রীড়াচাঞ্চল্যে, মায়ের সতর্কতায়, রুগ্নের আশায়, পরিবারের প্রতি পিতার কর্ত্তব্যে রয়েছে সেই পরমসত্তা। সবই অধ্যাত্ম, সবই ভগবান।

তুমি বলছ, তুমি বিশ্বাস কর না। কিন্তু মানুষের প্রতি ভগবানের

দায়িত্ব আর ভগবানের প্রতি মানুষের দায়িত্ব একটা বস্তু। যা কিছু অমঙ্গল সজ্ঘটিত হচ্ছে তার জন্য যে নিজেকে অপরাধী মনে করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না। পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যকে দেখে যার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় স্বর্গের পানে ধাবিত হয় না সে ঈশ্বরকে জানে না। যে জন উচ্চতম পরিপূর্ণতার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য কামনা-ব্যাকুল হয় না, সে বাইরেই রইল দাঁড়িয়ে, তার সংশয় ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সে নিজেই নিজেকে শাস্তি দিল।

এখানকার প্যারিশে (Parish) তার যে যৌবনের দিন কেটেছিল তা থেকে সে দৃষ্টান্ত দিতে আরম্ভ করে; কৌতুকের রঙ লাগিয়ে সে একটি গল্প বলে সুন্দর করে। লোকেরা বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে শুনতে থাকে। স্তব সঙ্গীতের বই হাতে নিয়ে একটি ছোট্ট মেয়ে পর্য্যন্ত বেঞ্চের পরে চড়ে তার দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে শুনতে থাকে। ও বুঝতে পারছে বেশ। পাপ ও শাস্তি সম্বন্ধে, নরক এবং ঈশ্বরীয় বিচার সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর বক্তৃতা নয় এ। এর মধ্যে নেই পাম গাছে ভরা স্বর্গলোকের প্রতিশ্রুতি, নেই যীশুখৃষ্টের রক্তে স্নান করবার কথা। সূর্য্যাস্তকালে, নক্ষত্র খচিত আকাশের নীচে স্থলে এবং সমুদ্রে মহনীয় চন্দ্রালোকিত রাত্রিবেলা ভূদৃশ্য থেকে যে পরম সত্তা নিশ্বাসিত হয় তার কথা বলে সে। আকাশকে দেখেছে লাল সোনালি ভূষায় সজ্জিত হতে, প্রকাণ্ড নিস্তরঙ্গ পার্ব্বত্য হ্রদের মতো অন্তরাত্মায় এবং ভাবনায় সে দেখেছে তাদের প্রতিবিম্বিত হতে। সে বর্ণনা করতে থাকে ফলবতী ভূমি, নীল ফিয়র্ড আর তুষারাবৃত গিরি শিখরের, লোকে এদের আপন বলে অনুভব করে, অথচ এসবের মধ্যেও সর্ব্বত্রই আছেন ভগবান। পীয়ার হোল্‌ম হাত বাড়িয়ে সন্ধান করতে থাকে আরেকখানি হাত; পীয়ার পেল সেই হাতখানি যা তার হাতের চেয়ে ছোট এবং শ্রমের ফলে যা কর্কশ। এই ধর্ম্মোপদেশটি এক যুবা ভগবান এবং যৌবনময় জগতের সম্বন্ধে। এতে পাওয়া যায় মাটি আর ফুলের গন্ধ। যে হাতখানি সে খুঁজছিল তার চাপ অনুভব করে পীয়ার। ভূমিকা নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল ধর্ম্মোপদেশ। এবার

তা তাদের নিজের দেশের গ্রীষ্মের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হায় ওঠে। প্রাচীন শাস্ত্রবাণীকে এ নূতন অর্থ দান করে। পবিত্র পাত্রে যেন নূতন সুরা ঢালা হচ্ছে। এই ধর্মবক্তৃতা যুবকদের আহ্বান করে তৃণাচ্ছন্ন ঢালুর পরে খেলাধূলো করবার জন্য। উজ্জ্বল উত্তর দেশীয় রাত্রি যে গান আর হাসিতে ভরে উঠেছে সেই সবকে এই বক্তৃতা গ্রহণ করে। বাইবেলের কথা নিয়ে এ আরম্ভ হয়েছিল। সুরসঙ্গতি (symphony) তে এর পরিসমাপ্তি হল।

প্যারিশের যিনি পুরোহিত তিনি গম্ভীর মুখে মাটিরদিকে তাকিয়ে বসে থাকেন ভজন বেদীতে।

এমনি করে শেষ হল ধর্ম উপদেশ। আবার স্তব সঙ্গীত আর অর্গ্যান। মার্তে আর পীয়ার তাকায় পরস্পরের পানে আর মৃদু মৃদু হাসে। তারা তখনো পরস্পরের হাত ধরে থাকে।

পীয়ার কত কি যেন দেখছে আর ভাবছে। অবশেষে চকিত হয়ে সে দেখে যে 'সমর্থন' অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয়ে গেছে।

১২

আবার বেদীর সামনে এসে দাঁড়ায় যুবা পুরোহিত। এবার শাদা বহির্বাসটির (surplice) ওপর সে পরেছে সোনালি ক্রসযুক্ত লাল উত্তরীয় (stole) খানি। যেন সত্তার অন্য একটি স্তর থেকে, ভাগবত স্বপ্নরাজ্যের দেশ থেকে পরিচ্ছদ পরে এসেছে সে।

লোকেরা ভজনবেদীর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তাদের মাঝে রয়েছে জীর্ণবস্ত্র পরিহিতা কুব্জপৃষ্ঠ এক বৃদ্ধা। ভজন সঙ্গীত আর অর্গ্যান সাধারণ লোকদের ডেকে একত্রিত করেছে। মার্তে ওঠে, স্বামীর দিকে

তাকিয়ে যেন তাকে ছেড়ে যাবার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে সে, পীয়ার হেসে মাথা নেড়ে তাকে উৎসাহ দেয়।

একা পড়ে থাকে পীয়ার। ঠিক তখন লুইসে এসে বসে তার কাছে; কিন্তু তার স্বামীর দিকে সে ঝুঁকে পড়ে। পীয়ার একাই। মনে মনে লুইসে তার য়োর্গেনকে নিয়ে অন্যদের সঙ্গে, তার মায়ের সঙ্গে ওইখানে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। সে লোরেন্ট্সকে দেখাতে চায় যে যখনি এবং যেখানেই সে উর্দ্ধতম সত্তার সম্মুখীন হবে, সেও তার সঙ্গে যোগ দেবে। সব সময়ই তার প্রতি তার যেমন ব্যবহার করা উচিত তেমন না করতে পারার জন্য সে ক্ষমা চাইতে পারে না, কিন্তু ওই সেখানে গেলে সে বুঝতে পারবে। লুইসে তাকায় তার স্বামীর দিকে। পরস্পর চোখো-চোখি হয়। তার সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া করতে চায় সে। বেদীর সম্মুখে নিশ্চয়ই সেও তাকে বুঝতে পারবে। হয়ত সেখানে একটা নূতন ভাব তাদের সত্যি অভিন্ন করে দেবে। লুইসে উঠে দাঁড়ায়। ক্যাপ্টেনও তাই করে। লুইসে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সমুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। রূড তার অনুসরণ করে। পীয়ার তাদের দিকে তাকায়। তরুণ স্বামীটির মুখে এক নবীন জ্যোতি ফুটে ওঠে। এমনি করে তারা দুজন একসঙ্গে এগিয়ে যায়, গির্জার পাশের দরদালানের দিকে অগ্রসর হয়।

এবার কিন্তু পীয়ার সত্যি একা হয়ে পড়েছে। তার নিজের মন্দির-স্বপ্ন মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্যেরা যেখানে সেও সেইখানেই থাকতে চায়। সে তাদের সঙ্গে উর্দ্ধতম সত্তার সান্নিধ্য অনুভব করতে চায়। মার্লে! তার সমগ্র সত্তা যেন তার জন্য কেঁদে ওঠে। পীয়ারের নামটাও কি 'সমর্থন' অনুষ্ঠানের এর জন্য লিখে দেওয়া হয়েছে? সে জানে না। কিন্তু তবু তার মনে হয় যেন বেদীর সম্মুখে আবার সে এই নারীর সঙ্গে যে এই দীর্ঘ বৎসরগুলো তার ভালোমন্দের সহভাগিনী হয়েছে তার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। এইখানে এখনি আবার হবে যেন তাদের

[illegible] আরো বেশি। [illegible] জীবনকে, [illegible]
[illegible] এবং উন্নত করবে তাদের সন্তান।

[illegible] পথ হাতড়ে চলতে থাকে সামনের দিকে। [illegible] পর এই অর্দ্ধ-অন্ধ লোকটি যখন বেদীর দিকে একা একা নেংচিয়ে চলতে থাকে লোকেরা তাকিয়ে থাকে তার পানে।

[illegible] পাশে এসে দাঁড়ায় সে! হাতে হাত ধরে যখন তারা দুজন দাঁড়ায় সেখানে, তরুণ পুরোহিত মুখ ফেরায় আর তার চোখ পড়ে তাদের ওপর। একটা আকস্মিক কম্পন বয়ে যায় তার ভেতর দিয়ে। কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তকালের জন্য। তার পর তার মুখখানি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। সেখানে লুইসেকেও দেখতে পায় সে। আর, আরেকটু দূরে দেখতে পায় তার বৃদ্ধ বন্ধুকে, বিপুলশ্মশ্রু ফোরম্যানকে। স্তবসঙ্গীতের আহ্বান সবাইকে একত্রিত করেছে।

সারি বেয়ে ধীরে ধীরে সে নেমে আসে রুটি আর সুরা নিয়ে। একটা ভালোবাসার তরঙ্গ যেন তাকে নিয়ে যায় তাদের সকলের দিকে আর তাদের সবাইকে কে যেন নিয়ে যায় তার দিকে। সোজা হয়ে দাঁড়ানো একটু কঠিন লাগতে থাকে। কিন্তু একটু পরে যখন তাদের মাথার ওপর হাত রেখে সে বলল তাদের যে, ঈশ্বরের নামে সে তাদের পাপ ক্ষমা করছে, তখন ব্যাপারটা সহজ হয়ে এল। কুব্জা বৃদ্ধার পাশে এসে সে একটু নত হল, ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তার মুখের পানে, তার মন যেন চাইল তাকে মা বলে ডাকতে।

যখন সে তার নতজানু মা বাবার সমুখে এসে দাঁড়াল, শুভ্রকেশা বৃদ্ধা মায়ে চোখ তুলে তাকাল তার পানে কিন্তু চোখ যেন ঝলসে গেল তার, মনে হল সে যেন তার ছেলের চেয়ে আরো বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছে। এই মুহূর্ত্তে লোরেন্ট্‌সের মনে হল যেন অবশেষে সে তার মায়ের কাছে ফিরে এল। বাবা তার মাটির দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু

লোরেন্ট্‌স্ যখন তার হাত রাখল বৃদ্ধের মাথায় তখন থর থর করে কাঁপতে লাগল।

অর্গ্যানের সুর কোমল তরঙ্গে ভেসে গেল, পূজামণ্ডপ হয়ে গেল।

সমাপ্ত